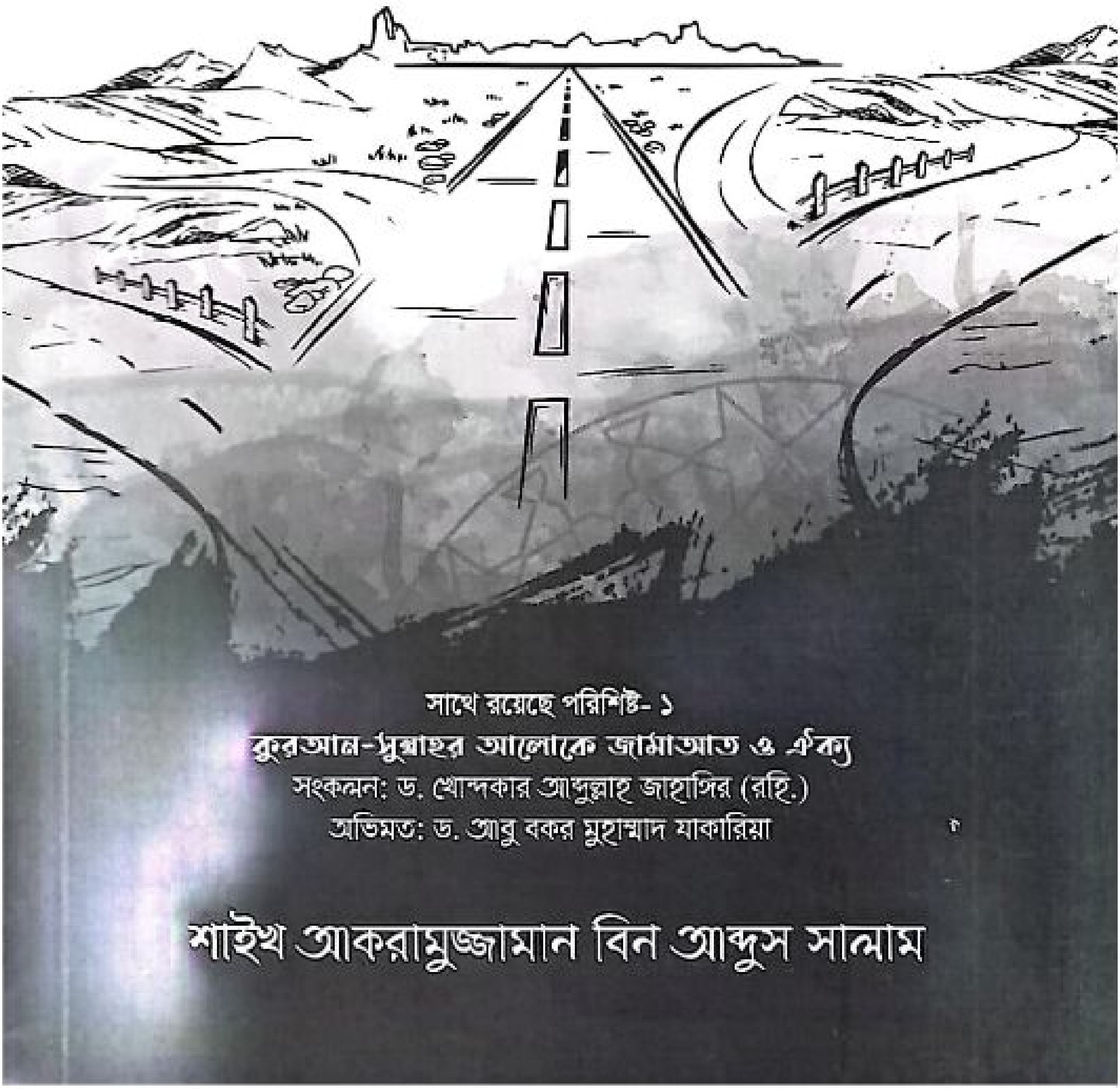
যুগে যুগে বিভক্তির আবর্তে মুসলিম জাতি-

সাম্প্রতিক কালে সাংগঠনিক বিভক্তি ও ঐক্যের সূত্রাবলী



সাথে রয়েছে পরিশিষ্ট- ১

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য

সংকলন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির (রহি.)

অভিমত: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

যুগে যুগে বিভক্তির আবর্তে মুসলিম জাতি: সাম্প্রতিক কালে

সাংগঠনিক বিভক্তি ও ঐক্যের সূত্রাবলী

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীস্যান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব।

এম. এ. দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পরিচালক, ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

মহা পরিচালক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট, উত্তর খান ও দক্ষিণখান, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা মাদরাসাতুল ফুরকান আল ইসলামিয়্যাহ, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

বিভাগীয় প্রধান - সাবেক, শিক্ষা ও দাওয়াহ বিভাগ : জমঈয়্যাতু ইহ্‌য়াউত্ তুরাছ আল-ইসলামী, কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস।

সহকারী অধ্যাপক (সাবেক), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন

যুগে যুগে বিভক্তির আবর্তে মুসলিম জাতি :
সাম্প্রতিক কালে সাংগঠনিক বিভক্তি ও ঐক্যের সূত্রাবলী

সঙ্কলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

প্রকাশনায় : ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন
নিন্নিরটেক, মৈনারটেক, উজামপুর রোড,
উত্তরখান, ঢাকা-১২০
মোবাইল : ০১৯৭২৪৬৩৭৭৩, ০১৬১৪০০৪৮৪৭
Email: ihyaussunnahbd@gmail.com,
website: www.ihyaussunnah.com

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী, ২০২১ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০২২

প্রচ্ছদ : মোঃ ইয়াসির আরাফাত

বিনিময় : ৪০০/= (চারশত টাকা মাত্র)

ইহ্‌ইয়া-উস্‌ সুন্নাহ্‌ ফাউন্ডেশন-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান

জনাব সফিউল আজম এর সুচিন্তিত

অভিমত

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য। অফুরন্ত দরূদ ও সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

অতঃপর, আমি এক সময় একজন বামপন্থী মানুষ ছিলাম। ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিল না বললেই চলে। আল্লাহ্‌ তায়ালা যখন আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও আকর্ষণ দান করলেন তখন ইসলাম পালন করতে গিয়ে নানান ধরণের দলীয় প্লাটফর্ম দেখে বেশ দিশেহারা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে দুশ্চিন্তায় হাবু-ডুবু খাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে দু'টি ইসলামী দল বদলানো হয়ে গিয়েছিল। সেই দুটি দলে যতটুকু সময় অতিবাহিত করেছিলাম তাতে ইসলামের মূল বিষয় ঈমান, তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ে কিছুই শিখতে পারিনি। এমতাবস্থায় খাঁটি ইসলামী দল/সংগঠন খুজে বের করতে যেয়ে আরো যে কত দলে ঢুকতে হবে ও যাচাই করতে হবে ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। এমন দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় লেখকের মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভেদ ও বিভক্তির চিত্র ও ঐক্যের ইলম ও রূপরেখা এবং ঈমান, তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ে বেশকিছু বক্তব্য ইউটিউবে শুনার পর এবং তার লিখিত **"যুগে যুগে বিভক্তির আতর্তে মুসলিম জাতি- সাম্প্রতিক কালে সাংগঠনিক বিভক্তি"** এবং **"কালিমার মর্মকথা"** নামক গ্রন্থদুটি পড়ার মাধ্যমে উপর্যুক্ত দিশেহারা ভাব দূর হয় এবং ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে অশান্তি কেটে প্রশান্তি লাভ করি- আলহামদুলিল্লাহ। আমার দৃষ্টিতে তিনি যেমন বিভেদ নিরসন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিশেষজ্ঞ আলিম তেমনি দ্বীন কায়েম ও জিহাদের নামে সন্ত্রাস দমন ও আক্বীদা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ আলেম। মুসলিম সমাজে দলাদলি নিরসনে অত্র গ্রন্থখানা অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসু হবে বলে আশা করি। **'ইহ্‌ইয়া-উস্‌ সুন্নাহ্‌ ফাউন্ডেশন'** এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে আল্লাহর নিকট তাওফীক চাওয়ার পাশাপাশি মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে দু'আ ও সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্‌ কবুল করুন। আমীন।

তারিখ: ২২/১২/২০২২ইং

এস এম সফিউল আজম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ- সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। অফুরন্ত সালাত ও সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের উপর। অতঃপর বহু বছর যাবত লিখিত ও প্রতীক্ষিত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংগঠনিক দলাদলির চিত্র ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিধৃত গ্রন্থখানা ২০২১ এর জানুয়ারীতে ইহ্‌ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন থেকে ১০০০ (এক হাজার) কপি ছাপানোর পর অল্প দিনের মধ্যেই তা ফুরিয়ে যায়। গ্রন্থটির মাধ্যমে সাংগঠনিক বিভ্রান্তি ও তার ক্ষতি সম্পর্কে বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে জানতে পেরেছে এবং সংগঠনের ব্যাপারে আরো ভালোভাবে জানতে চায় স্বচ্ছ ও পরিস্কার ধারণা এবং পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।

গনতন্ত্রের মাধ্যমে যেমন বহুদলীয় রাজনীতির কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম বা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা চিরতরে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। মুসলিমদের ভিতর এমনকি সহীহ্ আকীদার দাবীদারদের ভিতরেও সংগঠনের নামে ডজন ডজন দল গঠন করে ঐক্যের সম্ভাবনা চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বড়ই হাস্যকর বিষয় যে, বিভক্তির হাতিয়ার এই সংগঠনকে তারা ঐক্যবদ্ধ বা জামা'আতবদ্ধ হওয়ার অসীলা মনে করে থাকে। বোকা পণ্ডিতের মত বলে আমরা সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। তার মানে ১০০টি সংগঠন থাকলে তারা ১০০ দলে ঐক্যবদ্ধ বা জামা'আতবদ্ধ। এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাংগঠনিক দলাদলী ইসলামী জামা'আতের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং বহুদলীয় গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে কোন সংগঠন নিয়ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই গণতান্ত্রিক ধারার সাথে মিলে একাকার হয়ে যেতে পারে। এর জন্য একেবারে প্রস্তুত (রেডিমেট) অবস্থায় আছে। কিন্তু এদের জন্য ইসলামী জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ ইসলামী জামা'আতে পরিণত হতে হলে সমস্ত দলীয় ইমারত ও দল ভেঙ্গে মাত্র একজনের নেতৃত্বে এক জামা'আতবদ্ধ হতে হবে। কারণ ইসলামের

দৃষ্টিতে এক যুগে বা এক ভূখণ্ডে শুধু একজনের নেতৃত্বে মাত্র একটি জামা'আতই বৈধ, একাধিক জামা'আত (দল) বৈধ নয়। কোন সাহাবীর নেতৃত্বে একাধিক জামা'আত গঠিত হলে তাকেও বিদ্রোহী দল (فئة باغية) বলা হবে। যেমন: আলী ﷺ এর বিপরীতে মুআবিয়া ﷺ এর দলকে নবীর ভাষায় "বিদ্রোহী দল" (فئة باغية) বলা হয়েছে। আর সাহাবী ছাড়া অন্য কোন মুসলিম ব্যক্তির নেতৃত্বে গঠিত বহু জামা'আত হলো বিদআতী জামা'আত ও তার নেতারা হত্যাযোগ্য অপরাধী।

মুসলিম সম্প্রদায় জামা'আত বুঝার ক্ষেত্রে দু ধরণের বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছে:

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-আব্বাদ বলেন:

أصبح سعي كثير من الناس للجماعة ولزومها السبب الرئيسي في مفارقتهم للجماعة والمروق منها إلى الوقوع في الفرقة والمشاقة

'অনেকে জামা'আত গঠনের জন্য চেষ্টা চালাতে গিয়ে জামা'আত গঠনের নামেই প্রকৃত জামা'আত থেকে ছিটকে পড়েছে এবং বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পতিত হয়ে জামা'আত ও সংগঠনের জন্ম দিয়েছে।' এরপর কয়েকটি দলের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন: আল কায়েদা, মাহদীর আন্দোলন, ইখওয়ানুল মুসলিমীন ইত্যাদি।

(১) তাদের দাবী ও বিশ্বাস এই যে, বর্তমান যুগে জমিনের বুকে মুসলিমদের মাঝে সেই ক্ষমতাধর জামা'আতই নেই যেই জামা'আতের অনুসরণ করা বা আকড়িয়ে ধরা ফরজ।

(২) অন্য দিকে সেই জামা'আত কায়েমের লক্ষ্যে বহু জামা'আতের জন্ম দিয়েছে যার ফলে মুসলিম জাতির দুর্বলতা ও দূরাবস্থা আরো বাড়িয়েছে। প্রকৃত ইসলামী জামা'আতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাই ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে।'[১]

---

১. আল মুরাদুশ শারঈ বিল জামাআত (সংক্ষেপায়িত), পৃষ্ঠাঃ ৯।

আলহামদুলিল্লাহ! অত্র গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পর এবং তার পূর্বে সাংগঠনিক বিভক্তির উপরে দেয়া বক্তব্যগুলো ব্যাপকভাবে ইউটিউব ও ফেসবুকে প্রচারিত হওয়ার পর সাংগঠনিক রেষারেষির মাত্রা কিছুটা কমার আলামত দেখা যাচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী সংগঠনকে আমার তথা সংগঠনমুক্তদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায়। ফেইসবুক ও ইউটিউবে তাদের কমেন্ট/মন্তব্যের মাধ্যমে এমনটি বুঝা যায়। আশা করি এই সংস্করণের মাধ্যমে সাংগঠনিক রেষারেষির মাত্রা আরো কমে আসবে। মরিচীকার মত নয়, সত্যিকার অর্থেই জামা'আতবদ্ধ হওয়ার দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ।

যারা সাংগঠনিক বিভক্তির মধ্যে বসবাস করে তারা অনেক সময় বুঝতে সক্ষম হয় না এর ক্ষতি কত অপরিসীম। আহলে হাদীসের একটি বৃহৎ সংগঠনের (অতি সম্মানিত) নেতার বিরুদ্ধে বদনাম ও অপবাদের জন্য বুলেটিন প্রচার করে তার মানহানীর চেষ্টা করা হয়েছিল। যারা তার বিরুদ্ধে মান হানীকর প্রচার পত্র ও বুলেটিন ছাপিয়েছিল, তারা নতুন সংগঠন খুলে সাংগঠনিক কিছু মজা পেলেও সাজাও পেয়েছে যথেষ্ট। অপমান-অপদস্থ হয়েছে, জেল খেটেছে বছরকে বছর।[২] সেই সংগঠনের নেতা নিজেই এক বক্তব্যে বলেছেন- ঢাকা শহরে সাইকেলে চড়ে দাওয়াতী কাজের জন্য সারা ঢাকা শহর চোষে বেড়িয়েছেন অথচ তাকেই এখন কোন মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয় না।[৩]

সাংগঠনিক দলাদলির কারণে আমি যে পরিমাণ অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতির পাহাড় দেখেছি তা এদেশের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি জানে, দেখেছে ও অনুভব করেছে বলে জানি না। অর্থাৎ একজন ভুক্তভোগী হিসেবে গ্রন্থখানা লিখেছি। গ্রন্থখানা কুরআন-সুন্নাহ এবং হক্কানী আলিম-ওলামাগণের বক্তব্য-বিশ্লেষণ এবং বাস্তব অবস্থা, অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের আলোকে লিখেছি।

২. তাদেরকে যে সংগঠন ষড়যন্ত্র করে জঙ্গী-সন্ত্রাসী অপবাদ দিয়ে জেল খাটিয়েছিল সেই সংগঠনের নেতাও রহস্যজনক কারণে জেল খেটেছে দুই বছর।

৩. তার বক্তব্যের লিংকঃ https://youtu.be/PZYIuCSv2Bo

এই গ্রন্থখানা পরস্পর বিরোধী আহলে হাদীস সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ বা ঐক্যমনা করার জন্য একটি ইলমী প্রয়াস বলা যায়। সফলতা একমাত্র আল্লাহর হাতে।

মূলত যেই সাংগঠনিক বিভক্তির ভয়াবহতা ও ক্ষতির কবল থেকে মুক্ত হওয়ার ও করার জন্য এই গ্রন্থখানা লিখেছি তা হলো আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত সাংগঠনিক বিভক্তিকে কেন্দ্র করে। কেননা আমি এই ঘরানারই একজন সদস্য হিসেবে পরিচিত। মাযহাবীদের মাঝে তথা ব্রেলভী, দেওবন্দী, জামা'আতে ইসলাম, তাবলীগ জামা'আত, কওমীদের মাঝে সাংগঠনিক বিভক্তির ভয়াবহতা বর্ণনা এবং তা থেকে রক্ষা করা বা পাওয়ার বিষয়টি আমার নিকট তেমন মুখ্য নয়। কেননা তারা আকীদাগত ও মানহাজগতভাবে নিজেরাই অনেক মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। যেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা সুকঠিন ব্যাপার। তারা নিজেরাই এক দল আরেক দলকে কাফির, মুরতাদ আখ্যা দিয়ে থাকে।[৪] তবে তারাও যদি খোলা ও স্বচ্ছ মনে গ্রন্থখানা পড়ে ও অনুধাবন করে তাহলে উপকৃত হবে, হেদায়েত পাবে, ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। উপরোল্লেখিত মাযহাবী সম্প্রদায়গুলো থেকেও হাজার হাজার নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ মুমিন-মুসলিমদের আমুল পরিবর্তন, সংশোধন ও হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার সংবাদ প্রতিনিয়ত আসতেই আছে।

অত্র গ্রন্থখানা সংগঠন ও সংস্থার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়নি। কেননা সংগঠনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থানুযায়ী আপত্তির কিছু নেই। কারণ উভয় অর্থই শারঈ জামা'আতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

সংগঠনের আভিধানিক অর্থঃ সংযোগ সাধন (দলের সংগঠন), সংঘবদ্ধ করা, গড়ে তোলা, সংঘ, গঠন করা, দল, প্রতিষ্ঠান, সমিতি, সংস্থা, সংগঠিত হওয়া, সংগঠিত করা, ইত্যাদি।

---

৪. আহলে হাদীসদের মধ্যে সাংগঠনিক দলাদলী ও রেষারেষী থাকলেও এক দল অরেক দলকে কাফির মুরতাদ মনে করে না। আমি নিজেও এমনটা মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি কোন দলই এমন পর্যায়ের নয়। এমন কি হানাফী ঘরানার অনেকে (সাংগঠনিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও) আহলে হাদীসদের প্রশংসা করে থাকে।

পারিভাষিক অর্থঃ সংগঠন হলো এমন একটি কাঠামো ও পদ্ধতি যা দ্বারা কতিপয় সহযোগী মানুষের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্যে তাদের কার্যক্রমকে একই সূত্রে গ্রথিত করে।

উল্লেখিত আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী সংগঠনে কোন সমস্যাই নেই। সমস্যা হচ্ছে ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু নেতৃত্বের অধীনে অসংখ্য, অনিয়ন্ত্রিত দলগুলোকে সংগঠন বলা হয় ও বৈধতা দেয়া হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সংগঠন বা দল গঠন বলতে যদি বহু নেতৃত্বের অধীনে বহু দল গঠন করার বৈধতা উদ্দেশ্য হয় তবে অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য। অনুরূপ সংগঠন অর্থ সুসংগঠিত হওয়া, সুসংগঠিত করা- বলতে যদি এক দলে সুসংগঠিত হওয়া বা সুসংগঠিত করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে অবশ্যই তা প্রশংসনীয় ও সাবার কাম্য। কিন্তু বহু নেতার অধীনে বহুদলে সুসংগঠিত হওয়া বা সুসংগঠিত করা উদ্দেশ্য হলে তা অবশ্যই আপত্তিকর। এটাই হচ্ছে সংগঠনগুলোর বাস্তবতা ও আসল অবস্থা। সংগঠনের শাব্দিক অর্থ জেনে খুশী হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবতার সাথে মিলাতে গেলে দুঃখজনক ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখা যায়।

শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের দিক থেকে বিচার করতে গেলে শুধু সংগঠন নয়, অনেক শিরক-বিদআতও সংগঠনের মত বৈধ হয়ে যাবে। যেমনঃ **'যিয়ারাহ'** (زيارة) থেকে **'মাযার'** (مزار)। আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে মাযার তো কোন সমস্যার বিষয় না। কারণ এর অর্থ দর্শনীয় স্থান বা জায়গা। কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে কবর পূজা ও শির্কের আড্ডাখানা হিসেবে। **'তাবীজ'**- আভিধানিক ও পারিভাষিক দিক থেকে কোন সমস্যা নেই। তাবীজ অর্থ- কুরআন সুন্নাহর দুআ কালাম পড়ে ঝাড়ফুঁক করা। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শির্কী বিষয় হিসেবে চর্চা করা হয়। মাদুলী তামীমাহ (দানা) কে তাবীজ বলা হয়।

অনুরূপ **'মাযহাব'** শব্দ আভিধানিক অর্থে 'গন্তব্যস্থল'। এ অর্থে যে কোন মুসলিম ব্যক্তির গন্তব্যস্থল ইসলাম বা কুরআন সুন্নাহ হওয়ার

কথা। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে যে কোন একজন ইমামের তাকলীদের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের নির্দেশনা অনুযায়ী বাতিল ও বিদআত। আশা করি সংগঠনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থানুযায়ী যারা সংগঠনকে ভালো কিছু ও বৈধ মনে করেন তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হলো।

এবারের সংস্করণে নতুন কিছু বিষয় সংযোজন করে গ্রন্থের সমস্ত বিষয়কে ঢেলে সাজানো হয়েছে। গোটা গ্রন্থকে অধ্যায় ও পর্বের আওতায় সাজানো হয়েছে।

(১) পরস্পর বিরোধী সংগঠনগুলোর কারণে মুসলিম জাতি বহুমুখী ক্ষতিতে পতিত হয়েছে তার রূপ-রেখা ও তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। যথাঃ

(ক) ৪১ টি আয়াতের সার্বজনীনতা ক্ষুন্ন ও সংকোচন করে সাংগঠনিক গণ্ডিভুক্ত ও বলয়াবদ্ধ করার নমুনা দেখানো হয়েছে। সংগঠনকারীরা এ আয়াতগুলো উন্মুক্তভাবে মানার ও আমল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। নিশ্চয় এটা কুরআনের উপর কুপ্রভাব বা কুরআনের ক্ষেত্রে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(খ) ২৬ টি সহীহ হাদীসের সার্বজনীনতা ক্ষুন্ন ও সংকোচন করে সাংগঠনিক গণ্ডিভুক্ত ও বলয়াবদ্ধ করার নমুনা দেখানো হয়েছে। সংগঠনকারীরা এ হাদীসগুলো উন্মুক্তভাবে মানার ও আমল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। নিশ্চয় এটা হাদীসের উপর কুপ্রভাব বা হাদীসের ক্ষেত্রে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(গ) সংগঠনের ছত্র-ছায়ায় কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতি, উদ্ভট-উদ্ভট যুক্তি এবং ঈমান-ইসলাম বিরোধী শর্তারোপ ও চুক্তি।

(ঘ) সংগঠনগুলোর কারণে আকীদা ও মানহাজগত ক্ষতিসমূহ।

(ঙ) আদব-আখলাক তথা স্বভাব-চরিত্রগত ক্ষতিসমূহ।

(চ) সংগঠনের কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দ্বীন-ধর্ম, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক ক্ষতিসমূহ।

(ছ) সাংগঠনিক কারণে আহলে হাদীসদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ক্ষতিসমূহ।

(২) চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারঃ সংগঠনের কতিপয় উপকারিতা।

(৩) সংগঠনগুলোর জামা'আত বা আল-জামা'আতের হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির মাধ্যমে সংগঠনের ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়, এ জন্য আল-জামা'আতের ক্ষেত্র বিশেষে ১৭/১৮টি হাদীস একসাথে উল্লেখ করে সেগুলোর সঠিক ও বেঠিক অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমীর, জামাআত ও বাই'আতের অর্থ ও প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) জামা'আত, জমঈয়ত, সংগঠন ও ফাউন্ডেশন বিষয়ে চরম সংশয় ও অজ্ঞতা দেখা যায়, তাই এসব বিষয়ে সংশয় নিরসন ও অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হলঃ

(ক) সংগঠন ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে পার্থক্য।

(খ) জামাআত ও জমঈয়তের মধ্যে পার্থক্য।

(গ) শারঈ জামা'আত ও সাংগঠনিক জামা'আতের মধ্যে পার্থক্য।

(ঘ) সাংগঠনিক আহলে হাদীস ও সালাফী আহলে হাদীসের মধ্যে পার্থক্য।

(ঙ) সাংগঠনিক বায়আত ও ইসলামী বায়আতের মধ্যে পার্থক্য।

(চ) সাংগঠনিক দাওয়াত ও সংগঠনমুক্ত দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য।

(ছ) সম্মিলিত (জামাতবদ্ধ) দাওয়াত ও সাংগঠনিক দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য।

(৫) জামাআত, সংগঠন, সংস্থার (জামঈয়্যাহ) বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রায় ২২ জন আলিমের (আগা-মাথা কাট-ছাঁট ছাড়া) পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

(৬) অষ্টম অধ্যায়ঃ ফিরকাবন্দী ও সাংগঠনিক দলাদলী থেকে পরিত্রাণের উপায় ও সূত্রাবলীসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। ৭টি উপায় বা সূত্রাবলী এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(৭) সারা বিশ্বের মানুষ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার ১১টি গণ্ডি রয়েছে।

(৮) পরস্পর বিরোধী সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ ও ঐক্যমনা করার কতিপয় নীতিমালা (৯ দফা কর্মসূচী)।

(৯) সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট ও সংশয় নিরসন কল্পে কতিপয় প্রশ্নোত্তর।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট একনিষ্ট চিত্তে দুআ করি তিনি যেন তার বান্দাদেরকে বিশেষভাবে আহলে হাদীস সম্প্রদ্রায়কে এই গ্রন্থের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ও ঐক্যমনা করে দেন। এতে করেই আমার শ্রম স্বার্থক হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত ও গ্রন্থের তথ্যাদি অবতারণার ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে মার্জনাপূর্বক গ্রন্থখানাকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমীন

বিনীত,
সংকলক: আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম।
তারিখ: ১৪/১২/২০২২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (লেখকের কথা)

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি।

অতঃপর, আমার অন্তর ও দাওয়াতী কর্মের ক্ষেত্রে (মানুষের কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক, স্বীকার করুক আর নাই করুক) আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি/আমরা সংগঠনের দ্বীনি ভাইদের বিরোধী নই, বরং দরদী। শুধু বিভক্তির বিরোধী। আর বিভক্তি ও দলাদলির শুধু বিরোধী নই, বরং এই বিভক্তির কারণে যেসব ক্ষতি, বিপদ ও বিপর্যয় নেমে আসে তার বিরোধী ও অপছন্দকারী।

সাংগঠনিক বিভক্তির বিষয়ে সালাফি দেশ ও সমাজে এবং জগৎ বিখ্যাত আলিম-ওলামা মহলে অনেক লেখালেখি ও ফাতওয়া-ফারায়েজ রয়েছে। এমনকি এ বিষয়ে শুধু বড় বড় ফাতওয়া গ্রন্থে অধ্যায় রচনাই করা হয়নি, বরং অনেক আলিম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন।[৫] কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে এ নিয়ে কোন লেখালেখি ও বই-পুস্তক সংকলন হয় নাই বললেই চলে।

এ বিষয়টির আক্বীদা মানহাজ, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা, সুন্নাত ও বিদআতের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে দু'চার জন আলেম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও মিডিয়ায় বক্তব্য দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংগঠনিক বিভক্তির ও তার দুর্দশা হালের আসল চিত্রটা অনেকেই দেখেও দেখেন না। অথচ কমবেশি সবাই এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এমনকি যারা সংগঠন করে তারাও এক সংগঠন দ্বারা

---

৫. (ক) সৌদী স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ডের সদস্য শাইখ বাকর আবু যায়দ লিখিত (حكم الإنتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية) "ইসলামী দল সংগঠন ও ফিরকাসমূহে যুক্ত হওয়ার বিধান" (খ) ড. রাবী' বিন হাদী আল মাদখালী লিখিত গ্রন্থ (جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات) "মুসলিমরা সর্বদাই এক জামাতবদ্ধ, বহু জামাত নয়। এক পথের পথিক, বহু পথের নয়"।

আরেক সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যারা সংগঠন করেন তারা ভুক্তভোগী হয়েও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক সংগঠনের বিরুদ্ধে অপর সংগঠনের ক্ষোভ ও দুঃখ থাকলে কষ্ট পায় ঠিকই, তারপরেও বুঝে আসেনা। কিন্তু কেউ যদি বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই সাংগঠনিক বিভক্তির কারণে এই কষ্ট পেলেন তখন তার মাথায় ধরে না।

মরীচিকাময় সাংগঠনিক গন্ডির আওতায় কিছু কাজের গৌরববোধ সেই দুঃখ কষ্ট তাদেরকে ভুলিয়ে দেয় অথবা সংগঠনের কর্মীরা একে অপরকে বাহ্‌বা দেয়, তখন সেই কষ্ট আর কষ্ট মনে হয় না। বরং সাংগঠনিক ঐক্য বনাম দলাদলির বহুবিধ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সাংগঠনিক দলাদলি বাদ দিয়ে বৃহৎ ও একক ঐক্যের দিকে ডাকা হলে সংগঠন বাঁচাও বলে যার যার সাংগঠনিক প্ল্যাটফর্ম থেকে স্বরব হতে দেখা যায় এবং এর জন্য আন্দোলনমুখী হয়ে যায়। এক সংগঠন আরেক সংগঠনের সাথে কণ্ঠ মিলায়। শুধু এ ক্ষেত্রেই সংগঠনগুলোর আন্তঃঐক্য দেখা যায়। যদিও অনেক সময় তাদেরকে পরস্পর পরস্পরের বিষোদগার করতে দেখা যায়। কিন্তু সাংগঠনিক কারণে আমার জীবনে ক্ষতির যে পাহাড় নেমে এসেছে এগুলো বলতে গেলেও আমাকে সংগঠনবিরোধী মনে করা হয় এবং শত্রু ভাবা হয়। আমি যে বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক মারাত্মক বিপদ, জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছি এগুলো পরিশুদ্ধি ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রকাশ করাটাও সংগঠনপন্থীরা গীবত ও কবীরা গুনাহ বা তার চেয়েও বড় অপরাধ মনে করে। হয়তোবা এ কারণে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাথে শত্রুতা পোষণকেও ঈমানী চেতনা মনে করতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ বিষয়গুলো তুলে ধরা গীবত নয় বরং মাসলাহাত (পরিশুদ্ধি) ও দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার ব্যক্তিগত ও দাওয়াতী জীবনে সাংগঠনিক কারণে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি, জুলুম শোষণের সামান্য চিত্র বিবরণী নিম্নে দেয়া হল:

ক. সাংগঠনিক কারণে ব্যক্তিজীবনে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি:

(১) একটি নামকরা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসায়) ৭-৮ বছর পড়াশোনা করেও সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

অথচ আমি ক্লাসে ও গোটা মাদ্রাসায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। সাংগঠনিক পট-পরিবর্তনের যাঁতাকলে পড়ে এ বঞ্চনার শিকার হয়েছি।

(২) গ্রেফতার করে জেলে বন্দি রাখার হুমকি। এমনকি গ্রেফতারি পরোয়ানাও ইস্যু করা হয়েছিল। একপর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সালে ১১ ঘন্টা মত থানার লকআপে থাকতে হয়েছিল।

(৩) তিনটি সংগঠন থেকে হত্যার হুমকি পেয়েছি। এমনকি সরকার বিষয়টা জানতে ও বুঝতে পেরে আমার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্ব দিয়েছিল।

(৪) চাকরিচ্যুতির হুমকি ও ষড়যন্ত্র। (প্রেক্ষাপট দ্রষ্টব্য)

খ. সেবা ও কল্যাণ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত:

৩-৪টি সংগঠনের রেষারেষির কারণে বাংলাদেশে বিদেশী (কুয়েতী) একটি কল্যাণমুখী সংস্থা বন্ধ হয়েছে- (RIHS) যেটি বাংলাদেশে শত শত কোটি টাকার কল্যাণমূলক কাজ করেছে। হাজার হাজার নলকূপ স্থাপন করেছে। এক হাজারের উপর মসজিদ ও হাজার হাজার অজুখানা বানিয়েছে। অনেক মাদ্রাসা-এতিমখানা ও হাসপাতাল-ক্লিনিক বানিয়েছে। আমি নিজেও এ সংস্থার একজন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সে সময় এসব সংগঠনের রেষারেষি স্বচক্ষে দেখেছি, এমনকি আমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

গ. দাওয়াতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষতি:

এ ক্ষেত্রে শুধু আমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইনি, বরং গোটা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুয়েতী সংস্থাটি বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতী স্বার্থে ইসলামী মাহফিল ও সভা-সেমিনারের জন্য ফাণ্ড দিত। বেশ কয়েকটি জেলায় বাস্তবায়ন করাও হয়েছিল। যেমন ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বরিশাল ও ঠাকুরগাঁও। কিন্তু সাংগঠনিক রেষারেষির কারণে সংস্থা বন্ধ হওয়ায় এ দাওয়াতী সুবিধাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দু'একটি নমুনা:

(১) জামালপুর সরিষাবাড়িতে একটি সংগঠনের জেলা কনফারেন্সে আমাকে প্রধান বক্তা এবং সংগঠনের সভাপতিকে প্রধান অতিথি করা হয়। এনিয়ে সাংগঠনিক মহলে তোলপাড় হয়। তারপর আমাকে বিয়োগ করতে বাধ্য হয়। হুবহু একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে গাইবান্ধা, নওগাঁ, পাবনা, বীরগঞ্জ, জয়পুরহাট-কালাই, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রাজশাহী নওদাপাড়ায়।

(২) সর্বশেষ ফরিদপুর গেরদায়, ২৯ জানুয়ারি সেখানে আমার মাহফিলের ডেট ধার্য করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! ফরিদপুর, রাজবাড়ী এলাকায় আমার দাওয়াতে হাজার হাজার মানুষ সহীহ আক্বীদায় এসেছে। হয়তো সেখানে সংগঠনযুক্তদের চেয়ে সংগঠনমুক্তদের পাল্লাই ভারী হতে পারে। এ বাস্তবতা হয়তো সংগঠনের আমীর সাহেব জানেন না। তাই উনার সংগঠনের লোকদের বলেছেন, তোমরা থাকতে আকরামুজ্জামান কিভাবে ও কেন এখানে আসতেছে? অথচ উক্ত এলাকাসমূহে ২০০০ সনের আগে থেকেই আমি সংগঠনমুক্ত ঐক্য ভিত্তিক সহীহ আক্বীদার দাওয়াত দিয়ে আসছি। সেখানে ওইসব এলাকায় এ পর্যন্ত ২০/ ২৫ টি মাহফিল করেছি। যদিও এক ভাই এ সংখ্যার কারেকশন দিয়ে বলেছেন, শায়েখ! এ সংখ্যা ভুল। আমার হিসেবে অত্র এলাকায় প্রায় ৫০ এর কাছাকাছি মাহফিল আপনাকে দিয়ে করিয়েছি। তার কথাই সঠিক হওয়ার কথা। কারণ প্রায় প্রত্যেকটি মাহফিলের সমন্বয়কারী ও উপস্থাপক ছিলেন উনি।

(৩) ২০১০ সালে বগুড়া থেকে একটি ফোন এসেছিল। ফোনকারী যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাই আপনি কি রাজশাহীর তাবলীগী ইজতেমায় আসবেন না? আমি বললাম, এবার তো এখনো কোনো দাওয়াতি চিঠি পাইনি। তাই হয়তো যাওয়া না-ও হতে পারে। একথা শুনে উনি বললেন, আমরা একটি বাস রিজার্ভ করেছিলাম আপনার বক্তব্য শুনতে যাওয়ার জন্য। আপনি যখন যাচ্ছেন না তাহলে আমরাও যাব না। ইজতেমা শেষ হওয়ার পর অনেকেই ফোন যোগাযোগ করে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, শাইখ ইজতেমায় গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার বক্তব্য শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

(৪) বেশ কিছু লাইব্রেরী/বুকস্টলের মালিক আমাকে জানিয়েছেন, অমুক অমুক সংগঠনের মাহফিল/ইজতেমায় আমাদেরকে আপনার লিখিত বই পুস্তক বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অথচ আমার প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে সব সংগঠনের বই-পুস্তক, এমনকি পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও ক্যালেন্ডার অনুমোদিত।

এ সমস্ত সাংগঠনিক সংকীর্ণতা সম্পর্কে জানার জন্য অত্র বইয়ে সন্নিবেশিত "প্রেক্ষাপট" শিরোনামটি পড়ুন। পৃষ্ঠা: ২২-৩৮

সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের মূল অংশ ডঃ মুজাফফর বিন মুহসিন তার প্রকাশনী থেকে সীরাতে মুস্তাকিমের "ইসলাম বনাম ফেরকাবন্দী" পর্ব- ০৫ এর ভেতর "শরঈ দৃষ্টিতে সাংগঠনিক বিভক্তি" শিরোনামে প্রায় দুই বছর আগে ছাপিয়েছেন। তিনি ছাপানোর পূর্বেই একদিন আমাকে বলেছিলেন, শাইখ! ডাঙ্গীপাড়ায় বিভক্তি বিষয়ে আপনার বক্তব্য অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। আমি আপনার এ আলোচনা এ পর্যন্ত পনেরশো মানুষের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠিয়েছি। ছাপানোর পর বলেছিলেন, আপনার এই প্রবন্ধটি আমার নিকট এ সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ মনে হয়েছে।

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব আমাকে তার প্রাইভেট গাড়িতে করে রাজশাহীতে এক মাহফিলে নিয়ে যাওয়ার সময় (তখনো জামিয়া সালাফিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি) বলেছিলেন, আপনি আজকের মাহফিলে দলাদলি ও সাংগঠনিক বিভক্তি বিষয়ে আলোচনা করবেন। আর আমি তাই করেছিলাম।

একদিন ডঃ মোঃ সাইফুল্লাহ মাদানী ভাই আমাকে একটা অনুষ্ঠানের দাওয়াত দিয়ে বললেন, প্রায় শতাধিক সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রসহ অন্যান্য আলিমগন থাকবেন, তাদের উদ্দেশ্যে দল ও দলীয়তা এবং সাংগঠনিক বিভক্তির উপর আলোচনা করবেন। আর আমি তাই করেছিলাম। এসকল আলেমগনের সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান থেকে আমি খুবই আশ্বস্ত হয়েছি যে, ঐক্য বিষয়ে এবং দলাদলির বিরুদ্ধে আমার অবস্থান ও দাওয়াতে কোন ভুল নেই, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ্ আমার এই খেদমতকে কবুল করুন ও ভুলত্রুটি মার্জনা করুন এবং গ্রন্থখানার মাধ্যমে বাংলাভাষী মুসলিমদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করুন। আমীন।

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা ২১

শিরোনাম নির্বাচনের গুরুত্ব ২২

প্রেক্ষাপটঃ ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে দাওয়াতী ও কর্ম জীবনে সাংগঠনিক সংকীর্ণতার বিভিন্ন নমুনা ২২

প্রথম অধ্যায়ঃ একাকী বিচ্ছিন্ন থাকা ও বিভিন্ন দল ও সংগঠনে বিভক্তি জাহিলী যুগ ও সমাজের প্রথা ও রীতি ৩৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন পূর্ববর্তী সমাজের দৃশ্য ৩৯

জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগে বিভক্তির রূপরেখা ৪০

আধুনিক যুগের বিভক্তি ও দলাদলির স্বরূপ-১ .... ৪৩

বিভক্তির ব্যাপারে নবী ﷺ এর ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব রূপ ও দলাদলির কুফল ৪৫

আধুনিক যুগের বিভক্তি সাংগঠনিক বিভক্তি- এর বাস্তব স্বরূপ-২..... ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ জামা'আতবদ্ধ বা একতাবদ্ধ থাকার বিধান, গুরুত্ব, ফযীলত ও উপকারিতা ৫৩

কুরআন থেকে দলিল সমূহ ৫৪

সুন্নাহ বা হাদীস থেকে দলিল ৫৬

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এক জামা'আতবদ্ধ না থাকার বিধান ও অশুভ পরিনতি এবং বহুবিধ ক্ষতি ৬২

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সাংগঠনিক দলাদলির ক্ষতিসমূহ ৬৮

প্রথমতঃ সংগঠনগুলোর কুরআন হাদীসের অর্থমর্ম সংকচন, বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণের বর্ণনাঃ ৬৮

প্রথম পর্বঃ কুরআনের যেসব আয়াত সাংগঠনিক কেঁচি দ্বারা কাট-ছাঁট করেসংকোচিত করে সংগঠনের গণ্ডিভুক্ত করা হয়েছে ৭০

দ্বিতীয় পর্বঃ সংগঠনপন্থীরা যেসব হাদীসের উপর আমল করতে

অক্ষম বা আমলের গণ্ডি সংকুচিত করে ফেলেছে.............................. ৯৭
তৃতীয় পর্বঃ সংগঠনের ছত্রছায়ায় কোরআন-সুন্নাহর বিকৃতি ও উদ্ভট
উদ্ভট যুক্তি এবং ঈমান-ইসলাম বিরোধী শর্তারোপ ও চুক্তি............ ১২৫
চতুর্থ পর্বঃ সংগঠনগুলো আক্বীদাগত ভ্রান্তি চর্চার অভয়ারণ্য/
আক্বীদাগত ক্ষতি.. ১৩১
পঞ্চম পর্বঃ সংগঠনের আদব ও আখলাক বা স্বভাব চরিত্রগত
ত্রুটি ও ক্ষতিসমূহঃ.. ১৩৮
ষষ্ঠ পর্বঃ সাংগঠনিক কারনে ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ক্ষতি ১৪২
সপ্তম পর্বঃ সংগঠনসমূহের কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ,
দ্বীন-ধর্ম, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও
অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক ক্ষতিসমূহ.. ১৪৫

চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারঃ সংগঠনের কতিপয় উপকারিতা............ ১৫৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ আমীর, জামাআত ও বাই'আত এর হাদীসসমূহ
এবং এর সঠিক ও বেঠিক অর্থ ১৬২
প্রথম পর্বঃ আমীর, জামাআত ও বাই'আত এর হাদীসসমূহ........... ১৬২
দ্বিতীয় পর্বঃ আমীর, জামাআত ও বাই'আত এর সঠিক ও
বেঠিক অর্থ এবং প্রকারভেদ.. ১৬৯
প্রথমতঃ আমীর ছোট জামা'আতের প্রকারভেদ.............................. ১৬৯
দ্বিতীয়তঃ জামাআত বা আল-জামাআহ এর অর্থ ও সংজ্ঞা
এবং রাষ্ট্রীয় (বড় জামা'আত নির্ণয় ও পরিচয়) ১৭৭
জামা'আতের বিভিন্ন মর্মার্থঃ... ১৭৭
তৃতীয়ঃ বাই'আত... ১৭৯
বাই'আত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তসমূহঃ ১৮১
ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বাই'আত শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ
কিছু শর্তারোপ করা হয়েছেঃ ১৮১
ইমাম বা বাই'আতের উপযুক্ত আমীরের শর্তাবলিঃ......................... ১৮২

বাই'আতের প্রকারভেদ ও যার নিকট (হাতে) বাই'আত করতে হবে ১৮৩
জামা'আত নামকরণের শর্ত, প্রকারভেদ এবং যে জামা'আতের আমীরের বাই'আত বৈধ ১৮৩
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ জামাআত, জমঈয়ত, সংগঠন ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে পার্থক্য ও সংশয় নিরসন ১৮৫
প্রথম পর্বঃ সংগঠন ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে পার্থক্য ১৮৫
দ্বিতীয় পর্বঃ জামাআত ও জমঈয়তের মধ্যে পার্থক্য ১৯২
তৃতীয় পর্বঃ সাংগঠনিক জামাআত ও শারঈ জামা'আতের মধ্যে পার্থক্য ১৯৪
চতুর্থ পর্বঃ সাংগঠনিক আহলে হাদীস ও সালাফী আহলে হাদীসের মধ্যে পার্থক্য ১৯৬
পঞ্চম পর্বঃ সাংগঠনিক বায়আত ও ইসলামী বায়আতের মধ্যে পার্থক্য ১৯৭
ষষ্ঠ পর্বঃ সাংগঠনিক দাওয়াত এবং সংগঠন মুক্ত দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য কি? ১৯৮
সপ্তম পর্বঃ সাংগঠনিক দাওয়াত ও সম্মিলিত (জামাআতবদ্ধ) দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য ২০২

সপ্তম অধ্যায়ঃ
জামাআত ও সংগঠন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য উলামাগণের বক্তব্য ও এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নিরসন ২০৩
প্রথম পর্বঃ সাংগঠনিক বিভক্তির বৈধতা প্রমাণে সফরের জামাআত ও আমীর নিযুক্তির হাদীসের বিকৃতিমূলক অপব্যাখ্যা ২০৩
দ্বিতীয় পর্বঃ সাংগঠনিক বিভক্তির বৈধতা প্রমাণে জামাআতবদ্ধ থাকার হাদীসের বিকৃতিমূলক অপব্যাখ্যা ও সংশয় নিরসন ২০৯
তৃতীয় পর্বঃ সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনার বিধান কি এবং কিভাবে তা পরিচালিত হবে? জমঈয়ত না জামাআত এর মাধ্যমে? ২১৩

চতুর্থ পর্বঃ দাওয়াহ্ ও সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠার বৈধতা ও নীতিমালার বিষয়ে বিশ্বররেণ্য উলামাগণের বক্তব্য ও সতর্কীকরণ ২১৯

পঞ্চম পর্বঃ ইসলামের নামে একাধিক দল, সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য উলামাগণের বক্তব্য ২২৮

অষ্টম অধ্যায়ঃ ফের্কাবন্দী, বিভক্তি ও দলাদলি থেকে পরিত্রাণের উপায় ২৬০

নবম অধ্যায়ঃ ঐক্যের ১১টি গণ্ডি ২৭১

দশম অধ্যায়ঃ পরস্পর বিরোধী আহলে হাদীস সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কতিপয় নীতিমালা (৯ দফা কর্মসূচি) ২৮০

একাদশ অধ্যায়ঃ প্রশ্নত্তোরে সংশয় নিরসন ২৮৬

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য

সংকলনঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির (রহিমাহুল্লাহ)

অভিমতঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া ৩০৭

পরিশিষ্ট-০২

দেশ-বিদেশের নির্ভরযোগ্য আলেমগণের দৃষ্টিতে লেখক ৩২৯

লেখকের জীবনী ৩৪২

পরিশিষ্ট-৩

ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং অনৈক্য ও সাংগঠনিক দলাদলির অশুভ পরিণাম ও ক্ষতির চিত্র তুলে ধরতে সামাজিক মাধ্যমে আমার লিখিত ও প্রচারিত তথ্যাদি ৩৪৮

লেখকের আরবী ভূমিকা ৩৭৮

التمهيد

উপক্রমণিকা*

নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। চিন্তা-চেতনা, আক্বীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি একটি সমাজের দর্পন স্বরূপ। যেখানে মানুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করে থাকে। সুখ-শান্তিতে, হাসি-আনন্দে, দুঃখ-বেদনায় এবং বিপদ-আপদে সবাই একে অপরে মিলেমিশে বসবাস করে থাকে। একজনের বিপদে অন্যজন যেমন হাত গুটিয়ে বসে থাকে না, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অনুরূপভাবে একজনের আনন্দেও সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। যা ইসলামী সমাজের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কিন্তু মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান ইবলীস মানুষকে প্রতিনিয়ত খারাপ কাজে প্ররোচনা দেয়। ইসলাম বিরোধী কর্মতৎপরতা সংঘটনে উৎসাহিত করে। বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করে থাকে। ফলে মানুষ স্বার্থের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে। অতঃপর স্বার্থসিদ্ধির জন্য হেন কাজ নেই যা সে করে না। তখন তারা গীবত, তোহমত, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, মারামারি, কাটাকাটি, গোয়েন্দাগিরি, চোগলখুরী ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিভক্তি ও মতভেদ চরম আকার ধারণ করে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সমাজে-সমাজে, দলে-দলে, সংগঠনে-সংগঠনে বিভক্তির ফলে সমাজ বিষবাষ্পে পরিণত হয়। নিজের দলে বা সংগঠনে না থাকলে কেউ তাকে মুনাফিক বলছে, কেউ শত্রু ভাবছে, তার বক্তব্য শুনা যাবে না, তার লেখনি পড়া যাবে না, তার সাথে আত্মীয়তা করা যাবে না, তার সাথে বোন বা মেয়েকে বিবাহ দেয়া যাবে না, সাক্ষাতে তার সাথে সালাম-মুছাফাহা করা যাবে না, কথা-বার্তা বলা যাবে না, লেনদেন করা যাবে না, তার সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখা যাবে না। এমনকি তাকে কাফের বলেও ঘোষণা করা হচ্ছে। অথচ ইসলাম এ সমস্ত সমাজ বিধ্বংসী বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু পৃথক পৃথক দল, সংগঠন কিংবা গোষ্ঠী থাকার কারণে এ রকম ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

---

* ২০১৭ সনে রাজশাহীর পবা থানায় শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেবের প্রতিষ্ঠান জামিআ সালাফিয়্যা ডাঙ্গিপাড়ার সালাফী কনফারেন্সে দেয়া বক্তব্য। বিষয়ঃ শারঈ দৃষ্টিতে সাংগঠনিক বিভক্তি

শিরোনাম নির্বাচনের গুরুত্ব

উক্ত বিষয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন। ফের্কাবন্দী এবং দলাদলির মধ্যেই যেহেতু আমরা রয়েছি কাজেই এর বিরুদ্ধে তেমন আলোচনা করা শোভা পায় না। এজন্য এ বিষয়ে তেমন আলোচনা শুনাও যায় না। বর্তমানে আমরা এমন একটা পরিবেশে বসবাস করছি, কোন কোন আলেমের দৃষ্টিতে এটাও একটা জাহেলী যুগ। অবস্থাটা অনেকটা এরকমই। সব দিক থেকে না হলেও কোন কোন দিক থেকে তা অবশ্যই সত্য। তবে জাহিলিয়াতের ব্যাপকতার সময় এর বিপরীত অবস্থা তথা ইসলাম ও মুসলিমদের দৈন্যদশার (غربة ثانية) যুগ চলছে এ ব্যাপারে চিন্তাশীল সমস্ত আরব-অনারব হক্কানী আলেম একমত।

جو تأليف الرسالة وأسبابه القاهرة

প্রেক্ষাপটঃ

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে দাওয়াতী ও কর্ম জীবনে সাংগঠনিক সংকীর্ণতার বিভিন্ন নমুনা

(ক) ১৯৮৩ সনের শুরুর দিকে আমি ঢাকা শহরের একটি প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ১৪/১৫ হবে। প্রতিষ্ঠানটির মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে মুআ'দালাহ ছিল। আমি অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম ব্যাচের ৩জন ছাত্রকে স্কলারশিপ সুবিধা লাভ করে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেখেছিলাম। এ দেখে পড়ালেখার প্রতি যে অমনোযোগী ভাব ছিল তা অনেকটা কেটে গিয়েছিল। আশা ও আগ্রহ সহকারে পড়ালেখা শুরু করেছিলাম। ভর্তি হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসাটির ছাত্রদেরকে একটা যুব সংগঠন করতে দেখলাম। কিন্তু আমি এ সম্পর্কে জানার বা তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কোন আগ্রহ না থাকায় এড়িয়ে চলছিলাম। আমার ক্লাসের অনেকেই আমাকে সংগঠনে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোন ক্রমেই তারা আমাকে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। অবশেষে উক্ত মাদরাসা শাখার জনৈক দায়িত্বশীল একটি নোটিশ প্রতি রুমে-রুমে যেয়ে শোনালেন।

নোটিশটি এই: যে সকল ছাত্র এই যুব সংগঠন করবেনা তাদেরকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ সুবিধা দেয়া হবেনা।

এই নোটিশ শোনার পর ঔষধ তিতা হলেও যেমন রুগী ব্যক্তি আরোগ্য লাভের সার্থে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহন করে তেমনি আমি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ফরম পূর্ণ করে উক্ত সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য হলাম। এ অবস্থা সংগঠনভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজও চলছে। আল্লাহ্ তাদের এ সংকীর্ণতা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফীক দান করুন।

১৯৮৯-৯০ সনের ঘটনা। এই সনে আমি তখন উক্ত মাদরাসার শেষ বর্ষের ছাত্র। এ বছর উক্ত যুব সংগঠনের নেতা ও মূল সংগঠনের মধ্যে যে কোন বিষয়ে ভুল বুঝা-বুঝির কারণে উভয়ের ভিতর একটি বৈরীতা সৃষ্টি হয়, ফলে উভয় সংগঠনের মাঝেও সর্ম্পক হীনতার ঘোষনা আসে। উক্ত দ্বন্দের জের ধরে মাদরাসাতে পূর্বের নোটিশের হুবহু বিপরীত একটি নোটিশ শুনি- যে এই যুবসংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তাকে মদীনায় যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয়া হবে না।

পূর্বের নোটিশ ও বর্তমান নোটিশ আমার মাথায় বিরাট প্রশ্নবোধক বিষয় হিসাবে দানা বাধলো। এ সংগঠন যদি ধর্মীয় কোন বিষয় হয় তাহলে কেন এক সময় পালন করা বাধ্যতামূলক এবং কিছু দিন পর তা অবৈধ হয়ে যায়?

উক্ত সংগঠনের কর্মী ও সদস্যদেরকে প্রধান সংগঠনের আওতাধীন রাখার জন্য সেই সংগঠনের নামটির আরবী অনুবাদ করে সেটিকে নাম ধার্য্য করে তড়িঘড়ি আরেকটি সংগঠনের জন্ম দেয়া হয়। উক্ত নতুন সংগঠনের জন্মক্ষনে আমি নিজেও সংগঠন প্রধানের বাসায় উপস্থিত ছিলাম। ক্লাশে ও সমস্ত মাদরাসায় পরীক্ষার রেজাল্টের ভিত্তিতে ফার্ষ্ট ছাত্র হিসাবে উক্ত সংগঠনের মাদরাসা শাখার সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য আমাকে ডাকা হলে ডাকতে আসা ভাইকে বললাম, ‘ভাই! আমি নেতাদের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দের নিরসন হোক, এই শুভ আশায় অপেক্ষমান থাকতে চাই। সদ্য সৃষ্ট দ্বন্দের আশু নিরসনও তো

হয়ে যেতে পারে। তাই আমি এই মুহূর্তে নতুন কোন দলের নেতৃত্ব নিতে চাই না। এ কথাটি যদি ডঃ স্যারের বাসায় গিয়ে বলতে হয় তবে তাই করব। কিন্তু আমার যেতে ১ ঘন্টা দেরি হবে। কারণ আমার একটি মাত্র জামা, সেটি ময়লা হয়ে গেছে। ধুয়ে আয়রণ করে পরে যাবো।'

পূর্বে সংগঠনে ভর্তি হওয়ার সময় যেমন স্বার্থপরায়ন ও আবেগপ্রবণ ছিলাম তেমন হলে হয়তোবা সাথে সাথে রাজি হয়ে যেতাম। বরং এখানে পদমর্যাদারও একটা দিক ছিল। কিন্তু নীতি নৈতিকতা ও ন্যায় নিষ্ঠতার যে জ্ঞান আল্লাহ তখন পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তাই আমাকে উক্ত অবস্থানে দৃঢ় রেখেছিল। পরিতাপের বিষয় হল, সেই ডাকতে আসা ভাই আমার বিরুদ্ধে মূল সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতার নিকট আমার এ অবস্থানের ব্যাখ্যা কি ভাষায় যে দিয়ে ছিলেন আল্লাহই ভালো জানেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন। (রহিমাহুল্লাহু ওয়া গাফারা লাহু)।

আমি সাংগঠনিক বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকলেও আমার ক্লাসের কয়েক জন্য ছাত্র পূর্বের সংগঠনের নামের আওতায় সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে থাকে। যেই সার্টিফিকেটসহ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হয়, তা ২ বছর আগে থেকে প্রাপ্য ছিলাম। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট তা চাওয়া হলে জবাবে বলা হল, তোমরা ওমুক সংগঠন কর, তাই দেয়া হবে না। আমি বললাম, আমিসহ যারা সংগঠন করছে না তাদেরকে দেয়া হোক। উত্তরে বলা হল, যদি তারা তাদেরকে বিরত না রাখতে পারে তবে তাদেরকেও দেয়া হবেনা। এই কারণে আমার ক্লাসের অনেক ছাত্রকেই ছানাবিয়াহ (উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট) ও কুল্লিয়া বা দাওরা হাদীস সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি।

আমাদের নিচের ক্লাসের ছাত্রদের সাথে চুক্তি করা হল তোমরা যদি এই আরবি নামধারী নতুন সংগঠনটি কর এবং ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমে এটিকে এগিয়ে নিতে পার তবে তোমাদের উপর ক্লাস (সর্বোচ্চ ক্লাস) এর ছাত্রদেরকে বঞ্চিত করে তাদের পরিবর্তে তোমাদেরকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিব। তারা সাথে সাথে রাজী হয়ে মাদরাসাহ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মত কাজ করতে শুরু করলো। উক্ত ক্লাসের জনৈক ছাত্রের কুটকৌশলে (পথের কাঁটা সরানোর অংশ

হিসেবে) আমার ক্লাসের পূর্বের (বাংলা নামধারী) সংগঠনকারী চিহ্নিত ৪জন ছাত্রকে বহিস্কার করা হয়। অন্যায়ভাবে এদেরকে বহিষ্কার করা দেখে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ (ক্লাসের প্রথম ছাত্র হওয়া সত্বেও) সেচ্ছা প্রনোদিত ভাবে নিজেই তাদের সাথে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করি। আমাকে দেখে একজন ছাড়া সবাই আমার সাথে বেরিয়ে যায়, এভাবে বিদায়ী ক্লাসটি শূন্য হয়ে যায়।

এ সাংগঠনিক রেষারেষির অশুভ পরিণতির নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে ইন্ডিয়ার নাগরিক সৌদী ধর্মমন্ত্রনালয় কর্তৃক বাংলাদেশে নিযুক্ত দু'জন দাঈ, যারা দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলেন, কয়েক ঘন্টার নোটিশে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমরা বহিষ্কৃত একজন দাঈর ভাড়ার বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম। এ বাসায় থাকা কালে আলিম ফার্স্ট ক্লাস সার্টিফিকেট ও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা কোর্সের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ দরখাস্ত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠিয়ে দেই। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে ভর্তি হই এবং ক্লাস করতে থাকি।

ইতিমধ্যে কিছু প্রভাবশালী মহলের চাপের মুখে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানীর আশঙ্কায় বেরিয়ে যাওয়া ও বহিস্কৃত সকল ছাত্রকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। মদীনায় কাগজ পাঠানোর তখন সময় না থাকায় জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ নেয়ার জন্য বলা হলেও নেইনি বরং কিছুটা অভিমান ও আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছিলাম আমাদের ওসবের দরকার নেই। আজও আমি নিতে যাইনি তবে জনৈক সহপাঠি বলেছেন, তিনি নাকি নিতে গেলেও দেয়া হয়নি। তবে আল্লাহর লাওহে মাহফুজে মনজুরী লিখা থাকায় ঐ পর্যন্ত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাস থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক সুযোগ পেয়েছে, মোট ৫ জন। আল্লাহু আকবার! অলিল্লাহিল হামদ্, অহুওয়া খাইরুল মাকিরীন।

(খ) ১৯৯০ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৯৪ সনে লীসান্স ডিগ্রী অর্জনের মধ্য দিয়েই সেখানের শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি

ঘটে। এই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভের পূর্বে ও পড়াশোনা কালে আল্লাহর বেশ কিছু নিদর্শন দেখেছি। অত্যন্ত সম্মানজনক জীবন যাপন করেছি- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জীবনে, আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌। যে কোন ছাত্র গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছি, সেই সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। এমনকি ৪ বার কাগজপত্র পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত জনৈক ছাত্রকে আমার সুপারিশে গ্রহণ করেছে, এমনকি পরে কাগজপত্র দেয়া হবে (যখন পাশ করবে) এ কথায় অগ্রীম ছাত্র ভর্তি নিয়েছে। এমনকি একটি মাদরাসার ১টি ক্লাসের (৮০-৯০%) ছাত্রকেই ভর্তি নিয়েছে। আমার সুপারিশের কারণে জনৈক বিদ'আতী ছাত্রের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কারণে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

(গ) এই সম্মানজনক অবস্থান কালে আহলে হাদীসের দুই গ্রুপের মধ্যে দেশের সাংগঠনিক লেজুড়বৃত্তির সূত্র ধরে সমস্যা হয়, পরস্পর সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা যায়। সে সময় আমি সমাধান দিয়েছিলাম- বাংলাদেশে যে যেই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকুক না কেন, এখানে জমঈয়ত, আন্দোলন, শুব্বান, যুবসংঘ এসব শব্দ না জুড়ে সবাই শুধু আহলে হাদীস ছাত্র পরিচয়ে থাকেন। আমার এ সমাধান না মানা হলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও মান্যবর একজন শিক্ষকের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। তিনি দুই গ্রুপের কয়েকজন করে ছাত্রকে তার বাসায় ডাকেন। উভয় পক্ষের ছাত্র যখন তার বাসায় গেলাম তখন তিনিও সেই সমাধানই দিলেন যা আমি দিয়েছিলাম। তখন তার দেয়া সমাধান প্রত্যাখ্যান করে জনৈক ছাত্র (৪ বার প্রত্যাখ্যাত, আমার সুপারিশে গৃহীত) বলল, আমরা 'জমঈয়ত' শব্দ ছাড়ব না। أموت على هذ الإسم- অর্থাৎ এ নামের উপর থেকে মরতেও চাই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাঁকে সেই সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

(ঘ) মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেষ বিদায়ের জন্য ড. রাবী বিন হাদী উমাইর আল মাদখালী (হাফি:) এর বাসায় গেলে তিনি আমাকে দুটি দায়িত্ব দেন- প্রথমত, তার লিখিত একটি গ্রন্থ আমার হাতে তুলে দিলেন এবং অনুবাদ করতে বললেন। এরপর তিনি বললেন: يا أكرم

الزمان عندما ترجع إلى بنغلاديش تجمع بين أحزاب أهل الحديث المتناحرة المتنافرة। 'অর্থাৎ, আকরামুজ্জামান! তুমি যখন বাংলাদেশে ফিরে যাবে তখন পরস্পর বিরোধী আহলে হাদীসের দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবে।'

(ঙ) বাংলাদেশে ফিরে আসার পূর্বে সৌদী আরবের বিভিন্ন শহর থেকে ৩টি এবং কুয়েত থেকে ১টি মোট ৪টি চাকুরীর প্রস্তাব আসে। উনাইযা দাওয়াহ্ সেন্টারের জন্য মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহঃ) এর দরখাস্তের ভিত্তিতে আমার নামে বের কৃত শিক্ষক (مدرس) ভিসা বের করে সেই সেন্টারের জনৈক কর্মকর্তা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ রাবী বিন হাদী মাদখালী (হাফিজাহুল্লাহ্) কুয়েতের "জামঈয়াতু ইহ্ইয়াউত তুরাছ আল ইসলামী" এর জন্য আমাকে নির্বাচন করলেন। যেহেতু আমার সাথে কোন চুক্তি হওয়া ছাড়াই উনাইযা দাওয়াহ সেন্টার আমাকে ভিসা দিয়েছিল, তাই তিনি আমাকে সেটা ফেরত দেয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি আমাকে বেশ স্নেহ ও মূল্যায়ন করতেন তাই আমি তার পরামর্শ অনুযায়ী কুয়েতের প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিলাম এবং উনাইযার ভিসা ফেরত দিয়েছিলাম।

(চ) ১৯৯৪ সনে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিস্যান্স ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এসে ১৯৯৫ সনে কুয়েত গেলাম। সেখানে ২ বছর চাকুরী করার পর ঢাকায় এ সংস্থার শাখা খোলা হলে এবং শাখার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আবু খালিদ বাংলাদেশ শাখায় আসার জন্য আহ্বান করলে ১৯৯৭ সনে চলে আসি। কুয়েতে ২ বছর এবং বাংলাদেশে ৯ বছর দাওয়াহ বিভাগে কাজ করার ভিতর দিয়ে সাংগঠনিক সংকীর্ণতা ও অপকারিতার যেসব নমুনা দেখেছি তার কয়েকটিঃ

১। আমি যখন কুয়েতে (ইসলামিক রিসার্চ অফিসার পদে) চাকরির উদ্দেশ্যে গেলাম, আমার কাগজের ফাইলে সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য সিনিয়র প্রফেসর ডক্টর রাবী' বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালীর তাযকিয়াহ (প্রশংসাপত্র) দেখা গেল এবং এটা প্রচারও হয়ে গেল, তখন একদিন

সংস্থার দক্ষিন এশিয়া/ভারতবর্ষ বিভাগের প্রধান আমাকে তার চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। বাংলাদেশে একাধিকবার এসেও আহলে হাদিসদের ভিতর সাংগঠনিক দলাদলির বিষয়ে কার সাথে মতবিনিময় করবেন, এরকম কোন উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তি চিহ্নিত করতে পারেননি। যার ফলে তাদের মাঝে দলাদলি দেখে যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ তার অন্তরে ছিল সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন আমার সাথে বাহাস করার মাধ্যমে। আমার সাথে বাহাস করার কারণ হলো, যেহেতু ড. রাবী'র মত লোক আমাকে তাযকিয়া দিয়েছেন, তাই অবশ্যই আক্বীদা মানহাজের ব্যাপারে আমার পাকাপোক্ত জ্ঞান আছে বলে তার ধারণা। অথচ সাংগঠনিক দলাদলির বিদআত বিষয়ে অন্যান্য দেশি সংগঠনকারী আলেমদের মত আমারও তখন পর্যন্ত স্পষ্ট ইলম ছিল না বললেই চলে। তিনি আমাকে বলেই ফেললেনঃ

سوال: هل انقسام أهل الحديث إلى مجموعات تسمى جماعة أوحزب؟

অর্থাৎ, আহলে হাদীসরা যে বাংলাদেশে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত, এদেরকে তুমি জামায়াত মনে করো নাকি হিযব বা সংগঠন?

যেহেতু কোরআনে (حزب) শব্দটা বেশিরভাগ মন্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তাই আমি বললাম এগুলো (حزب) হিযব নয়, জামা'আত। তিনি বললেন, মুসলিমদের জামা'আত (جماعة المسلمين) তো একটি ও এক আমীর বিশিষ্ট হয় কিন্তু তোমাদের দল ও আমির একাধিক কেন?

এরপর এক এক করে এগুলো (حزب) হিযব বা দল-সংগঠন হওয়ার পক্ষে বিভিন্ন দলিল ও আলামত বলা শুরু করলেনঃ

أسئلة متعددة:

(1) أليس عند هذه الأحزاب استمارات خاصة للحصول على العضوية لا يكون أحد عضوا لها حتى يعبيها، هل يوجد في تاريخ السلف على مر العصور أنهم حصلوا على عضويات في الإسلام أوالجماعة بتعبئة الاستمارات؟

(2) الطبقية والمراتب: يقسم الأعضاء إلى طبقات ومراتب وليس على أساس العلم بالكتاب والسنة ولا العمل والتقوى وإنما على الخبرات

والتجارب الحزبية، ثم سأل إن أراد أن يدخل الشيخ ابن باز في حزبكم يستحق لأي مرتبة/طبقة من طبقاتكم الحزبية؟ هل كان هناك تقسيم المسلمين على الطبقات والمراتب بهذه الطريقة في تاريخ السلف على مر العصور؟ كان عندهم مقياس واحد وهو التقوى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

(3) أليس عندكم تنافس جمع وتكثير الأعضاء و مفاخرة بعض الأحزاب على الأخرى ومحاولة استيلاء بعضها على الأخرى وأحيانا يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمضاربة.

(4) أليس لكل حزب علوم/معلومات خاصة يمتاز بها عن الأحزاب الأخرى يحددها أرباب الحزب ويعمدون ألا تتفق مع الأحزاب الأخرى مثل الوظائف عند الطرق الصوفية ويسمون بأسماء "غاية الحزب" و"أصول الحزب" و "برامج الحزب" ولابد لكل عضو من أعضاء الحزب أن يحفظها حفظا تاما قد يعذر بعدم حفظ العلوم الشرعية ولا يعذر بعدم حفظها.وهي علوم ما أنزل الله بها من سلطان. هي من بدع الحزب.

নিদর্শনগুলো প্রশ্ন আকারে বলেছিলেন:

প্রশ্ন নম্বর-০১: বিভিন্ন সংগঠনের কি ভর্তি/সদস্য ফরম করা নেই? যেই ফর্ম পূর্ণ করে দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। মুসলিম জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কি ফরম পূর্ণ করার নিয়ম কোরআন হাদীসে কোথাও আছে? গোটা মুসলিম যুগ, সালাফে সালেহীনদের যুগ তন্ন তন্ন করে তালাশ করে মুসলিম হওয়ার পরও কোন ব্যক্তিকে ফর্ম পূরণ করার মাধ্যমে সদস্য হতে হয়েছে, সালাফে সালেহীনদের থেকে এর নজির কোথায়?

প্রশ্ন-০২: স্তর ও পর্যায় ভাগ করাঃ দলের লোকদেরকে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন প্রাথমিক সদস্য, সাথী, সদস্য, রোকন ইত্যাদি। সংগঠন ভেদে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। দুঃখজনক যে এই স্তর ভাগাভাগি কোরআন সুন্নাহর ইলমের গভীরতার

ভিত্তিতে হয়ে থাকে না এবং আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতেও নয় বরং সাংগঠনিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। অথচ আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে উঁচু স্তরের মুমিন যে অধিক তাকওয়াপরায়ন। এরপর তিনি আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন বলো তো সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ বিন বায যদি তোমাদের কোন সংগঠনে ঢুকতে চান তো তার স্তর কি হবে?। ইসলামে স্তর নির্ণয়ের একটিমাত্র মাপকাঠি সেটি হল ইলম ভিত্তিক তাকওয়া।

প্রশ্ন-০৩: সংগঠনগুলোর মাঝে চলে প্রতিযোগিতা লোক জমায়েত করার, সদস্য বাড়ানোর। আরো চলে প্রাধান্য বিস্তারের ও দখলদারিত্বের লড়াই, এলাকা দখল, শাখা দখল, মসজিদ দখল, মাদ্রাসা দখল, অনুষ্ঠান দখল, প্রতিষ্ঠান দখল। আর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য হানাহানি, শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, লড়াই-ঝগড়া এসব তো হয়েই থাকে, তাই নয় কি?।[৬]

প্রশ্ন-০৪: প্রত্যেক সংগঠনের ভিন্ন ভিন্ন কিছু নির্ধারিত ইলম রয়েছে যা ইসলামের বিভিন্ন জিকির-আজকারের চাইতেও গুরুত্বসহ প্রচার করা হয় এবং মুখস্থ করানো হয়। শারঈ বিভিন্ন ইলম মুখস্ত না থাকলেও ওই সাংগঠনিক ইলম গুলো মুখস্ত করা অনিবার্য অপরিহার্য। যেমন সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলনীতি, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি, গঠনতন্ত্র ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ তা'আলা এইসব বিষয় মুখস্ত করার জন্য আমাদের প্রতি কোন দলিল নাযিল করেননি এগুলো হল সংগঠনের জন্য আবিষ্কৃত কিছু বিদআত। সুফিদের বানানো বিভিন্ন অজিফা ও তা মুখস্ত ও বাস্তবায়নের মতোই।[৭]

এ ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যেগুলো এখানে লেখা সম্ভব হলো না।

---

৬. বগুড়া শহরে বই ছেঁড়া বক্তার প্রতি মারমুখী হওয়ার ও ঝগড়ার ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বীরগঞ্জে সংগঠন কর্তৃক গুণ্ডা ভাড়া করে মসজিদ দখলের ঘটনা। যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

৭. এ ছাড়াও প্রত্যেক সংগঠনের কিছু বিদআতী আমল রয়েছে (যার মাধ্যমে একটি অপরটির থেকে ভিন্ন বুঝা যায়। যেমন: ছালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত ও সাংগঠনিক বাইআত।

২। ১৯৯৬ সনে কুয়েতে কর্মরত অবস্থায় আমাকে সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হলো: তুমি সালাফী বা আহলে হাদীস আলেমদের লিখিত বিশুদ্ধতম কুরআনের তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ নির্বাচন করে দাও, আমরা সেগুলো ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করব। আমাকে জবাবে বলতে হয়েছিল আহলে হাদীস আলেমরা আজও এমন কাজ সম্পন্ন করেনি। তবে মাযহাবী ভাইদের কৃত এরূপ কাজ অনেক আছে। তারা এ কথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং আফসোস করলেন। আহলে হাদীসের মূলধন হলো কুরআন–সুন্নাহ। অথচ কথিত ২.৫ কোটি মতান্তরে ৩ কোটি আহলে হাদীসের নিকট কুরআন-সুন্নাহ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। বাংলা ভাষায় তাদের জন্য কুরআনের তাফসীর গ্রন্থগুলোর বঙ্গানুবাদ না করা হলে তারা কিভাবে তা বুঝবে ও আমল করবে?

এ অবস্থা শুনে তাদের বুঝতে বাকি থাকল না যে বাংলাদেশে আহলে হাদীসের সংগঠন ও সংখ্যা, নামে মাত্র ও দলাদলি চর্চার আহলে হাদীস এবং নেতৃবর্গ ও ব্যক্তি বিশেষের ভক্তি ও তাকুলীদ চর্চার ব্যবস্থা, জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা নয়।

দাওয়াতী ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বিভক্তির কুপ্রভাব

বাংলাদেশে সাংগঠনিক বিভক্তির কারণে দাওয়াতী ক্ষেত্রে যে সমস্ত জটিলতা বা কুপ্রভাব পড়ে থাকে তার কিছু নমুনা আমি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি:

(১) জামালপুর সরিষাবাড়ীর ঘটনা: সেখানকার জমঈয়তে আহলে হাদীস সংগঠনের একজন সহসভাপতি জেলা পর্যায়ের একটি বড় মাহফিলে প্রধান বক্তা হিসেবে আমাকে দাওয়াত করেছিলেন। আর সেই সংগঠনের প্রধানকে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু সেই মাহফিলের প্রধান আমি প্রধান বক্তা হওয়াতে সংগঠনের প্রধান সেই মাহফিলে আসতে অনীহা প্রকাশ করেন, তাই সেই মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে পরে আর আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়নি। আমার সাথে আর যোগাযোগ না করার কারণ পরবর্তীতে জানতে পারি সেখানকার কামিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল এর মাধ্যমে।

প্রিন্সিপাল সাহেব জানিয়েছিলেন, আপনাকে মাহফিলের প্রধান বক্তা হিসেবে দাওয়াত করার কারণে সংগঠনের প্রধান সাহেব অসন্তুষ্ট হন, যার কারণে তাকে খুশি রাখতে মাহফিল কমিটি আপনার নামটি মাইকিং এর সময় বক্তার লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছেন। আপনার নাম কেটে দেওয়ার পর তিনি সেই মাহফিলের দাওয়াত কবুল করেন এবং প্রোগ্রামে উপস্থিত হন।

(২) গাইবান্ধা জেলার মহিমাগঞ্জের ঘটনাঃ এই মাহফিলটি ছিল গবিন্দগঞ্জ এর মহিমাগঞ্জে। ব্যক্তিগত সমস্যা থাকায় প্রথমে সে মাহফিলের দাওয়াত গ্রহণ করতে না চাইলেও সেখানকার কিছু দ্বীনি ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে মাহফিলের দাওয়াতে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিলাম। সেই মাহফিলে আমাকে বিশেষ অতিথি এবং সংগঠনের তাৎকালীন সভাপতিকে প্রধান অতিথি করা হয়। আমাকে বিশেষ অতিথি করায় তিনি সে মাহফিলে যেতে অনীহা প্রকাশ করেন, ফলে মাহফিল কর্তৃপক্ষ আমাকে সে মাহফিলে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়, যার কারণে সেখানে আমার আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু আমাকে যারা মাহফিলে নেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন তারা কমিটিকে জানায়- যেহেতু শাইখ আকরামুজ্জামানকে এই মাহফিলে আসতে দেওয়া হবেনা সুতরাং আমরা সভাপতি সাহেবকেও এই মাহফিলে দেখতে চাই না। প্রয়োজনে স্থানীয় আলেম বক্তা দ্বারা এই মাহফিলের কাজ-কর্ম সম্পন্ন করব। কিন্তু যারা চেয়েছিলেন, সভাপতি সাহেব আসুক তারা আর তাকে এ বিষয়ে কোন কিছু না জানানোর কারণে তিনি মাহফিলের উদ্দেশ্যে গবিন্দগঞ্জ মোড়ের কাছে পৌঁছালে আমার উপস্থিতি যারা চেয়েছিলেন তারা তার গাড়ীকে বাধা দিয়ে ফেরত পাঠান! যার ফলে সভাপতি সাহেবও মাহফিলে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে আমি এ কাজটি করিয়েছি, অথচ এই ঘটনা আমি জানতে পেরেছিলাম এক মাস পরে।

(৩) পাবনা জেলার মাহফিলেঃ আমাকে প্রধান বক্তা হিসেবে দাওয়াত করা হয়েছিল এবং জমঈয়তে আহলে হাদীসের সে সময়কার সভাপতি সাহেবকে প্রধান অতিথি করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যখন

জানতে পারলেন যে আমি এই মাহফিলের প্রধান বক্তা তখন তিনি সে মাহফিলে আসতে অসম্মতি জানান। এর ফলে মাহফিল কমিটি আমাকে না যাওয়ার অনুরোধ করলে সেই মাহফিলে আমার আর যাওয়া হয়নি।

(৪) নওগাঁর আলাদীপুর মাদরাসার ঘটনাঃ একটি কাওমি মাদরাসার খতমে বুখারী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকে প্রধান আলোচক হিসেবে দাওয়াত করা হয়। উল্লেখ্য যে, সে কাওমি মাদরাসায় ইতিপূর্বে আমাকে আরো একবার দাওয়াত করা হয়েছিল এবং তারা আমার বক্তব্যে মুগ্ধ হয়েই আবার দাওয়াত করেন। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জমঈয়তে আহলে হাদীসের তৎকালীন সভাপতি সাহেব এবং সংগঠনের উচ্চ পদস্থ একজন মাদানী আলেম।

কিন্তু যখন তারা জানলেন আমি সেখানে প্রধান বক্তা তখন তারা উভয়েই যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন, যার ফলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছিলন, পরবর্তীতে কোন সময় আবার আমাকে দাওয়াত করবেন এবং এবারের দাওয়াতে না আনতে পারার জন্য ক্ষমা চান। এরপর যখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বার্ষিক মাহফিলের আয়োজন করেন তখন আমাকে প্রধান বক্তা করে আমার ওয়াজ শুনেন।

(৫) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনা: ২০১১ সালে হজ্জে যেয়ে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী ছাত্রদের সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা পোষণ করি। জনৈক ছাত্র তাদের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সে জানায় যে, আহলে হাদীস ছাত্ররা নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নির্দিষ্ট একটি দিনে একত্রিত হয়ে আলোচনা করে থাকে, তো আপনি সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন। কিন্তু যখন আমার পক্ষ থেকে সে জনৈক ছাত্র তাদের কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল তখন তারা সংগঠনের অজুহাত দেখিয়ে আমাকে সেখানে না আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এটি নাকি একটি সাংগঠনিক প্রোগ্রাম ছিল তাই সেই প্রোগ্রামে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য কয়েক মিনিট সময় দেয়াও তাদের নিকট সমীচীন মনে হয়নি। ফলে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম।

(৬) ড. আসাদুল্লাহ গালিব এবং আমার ঘটনা: ২০০৫ সালের দিকে আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললেন: আপনার সাথে জমঈয়তে আহলে হাদীসের কি কোন শত্রুতা আছে? আমি বললাম, না তো, আমার তাদের সাথে কোন ধরনের শত্রুতা নেই। তখন তিনি বললেন: তাহলে তারা আপনার ব্যাপারে এমন বললেন কেন? আমি বললাম- কি বলে? তখন তিনি বললেন, ড. আসাদুল্লাহ সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ ব্যাপারে আমাদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত কি হবে? প্রতিবাদ করব নাকি নীরব থাকবো? এ ব্যাপারে সাংগঠনিক আলোচনার পর সেখানে দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাঁর ব্যাপারে আমরা নিরপেক্ষ (নিউট্রাল) থাকবো। এরপরে সেখানে পারস্পরিক আলাপচারিতা ও কথাবার্তায় কেউ কেউ বলেছেন- আসাদুল্লাহ গালিব সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়েছে তো ভালোই হয়েছে। সংগঠন ত্যাগ করার উচিত শিক্ষা পেয়েছে। এরপর যদি আকরামুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হতো তাহলে আরো ভালো হতো। এ কথাগুলো সে ব্যক্তি নিজে শুনে এসে আমাকে বলেছেন, আল্লাহু আ'লাম। সেই ব্যক্তি আমার নিকট বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী-যদিও সংগঠনের উচ্চপদস্ত ব্যক্তির আত্মীয়।

(৭) উলামা সমাবেশ: এক সময় ঢাকা শহরের উত্তরায় তাওহীদ ট্রাস্ট নামক একটি সংস্থার আয়োজনে উলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ২০০৩ সালের দিকে এমন একটি উলামা সমাবেশে আমাকে প্রধান বক্তা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু তারা আমার বিভিন্ন বক্তব্যে প্রচলিত বাইয়াত ও সাংগঠনিক দলাদলির বিরুদ্ধে আলোচনা শুনে সেই সমাবেশের দিন আমাকে ডাকা হয়নি। সেখানে উপস্থিত অনেক আলেম উলামা জানতে চেয়েছিলেন আমি এই সমাবেশে আসব কি না? বা কেন আসছি না? সে সময় মোশাররফ হোসেন আকন্দ সাহেব আমার অফিসে এসে আমাকে বললেন- সম্ভবত আপনাকে আজকে আলোচনার জন্য ডাকা হবে না। আপনি এখানেই থাকেন, আমি গিয়ে দেখি আপনাকে আনার পরিবেশ তৈরী করতে পারি কি না? তখন তিনি সেখানে গেলেন এবং তার সাথে অনেক আলেম একাত্মতা পোষন করে বললেন, আমরা

আকরামুজ্জামান সাহেবের বক্তব্য শুনতে চাই। উনার আলোচনা অত্যন্ত উপকারী, তাই উনার আলোচনা আমাদের শুনানোর ব্যবস্থা করুন। তখন আমাকে ডাকতে বাধ্য হয় এবং সেখানে আমি আলোচনা করি।

(৮) জয়পুরহাট কালাই এর ঘটনা: কুয়েতি সংস্থা থেকে সেখানে ইসলামী কমপ্লেক্স মসজিদ, মাদরাসা ও মার্কেট বানানো হয়েছে। সেখানের মাহফিলে আমাকে প্রধান বক্তা হিসেবে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু যখন সংগঠন প্রধান জানলেন, আমাকে এখানে প্রধান বক্তা করা হয়েছে তখন তিনি মাহফিল কমিটিকে জানিয়ে দিলেন যেন আকরামুজ্জামানকে আসতে না দেওয়া হয়। কিন্তু মাহফিল কর্তৃপক্ষ আমাকে নিষেধ না করায় সেখানে গিয়ে মাহফিল করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। মাহফিল শেষে হাফিজার নামক এক ভাই বলেছিলেন- আপনার সাথে কি ডক্টর সাহেবের কোন দ্বন্দ্ব আছে? আমি বললাম- না তো, কোন দ্বন্দ্ব নেই। তখন তিনি জানালেন উনি আপনাকে এখানে আসতে না দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

(৯) তাবলীগী ইজতেমা ২০০৯ এর ঘটনা: প্রতি বছর আমাকে আহলে হাদীস তাবলীগী ইজতেমায় দাওয়াত করা হতো, বিদেশী মেহমানদের সাথে আমাকেও সেখানে যাওয়া আসার প্লেনের টিকেট দেয়া হতো। আরবী মেহমানদের উদ্দেশ্যে আরবী ভাষায় সংবর্ধনা বক্তব্য দিতে হতো আমাকে। কিন্তু যখন আমি ২০০৯ সালে দলীয় সংকীর্ণতার ব্যাপারে আলোচনা করলাম তারপর থেকে আমাকে আর সেখানে দাওয়াত করা হয়না, এমনকি আমার লিখিত বই-পুস্তক সেখানের বই স্টলগুলোতে বিক্রি করতে দেওয়া হয়নি মর্মে জনৈক স্টল মালিকের কাছ থেকে জানতে পারি।

(১০) কুয়েতী দাওয়াতী ও সেবা সংস্থা রিভাইভেল অব ইসলামিক হ্যারিটেজ সোসাইটির ঘটনা: এই কুয়েতী সংস্থার পক্ষ থেকে দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষা দানের জন্য বাংলাদেশ থেকে আমাকে নির্বাচন করা হয় এবং একটি উঁচু পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ থেকে আমাকে এই দাওয়াতী কাজের জন্য নির্বাচন করার প্রধান কারণ ছিল

আমি কোন দলাদলির মধ্যে ছিলাম না। আমি নিরপেক্ষ হওয়াতে আহলে হাদীস সম্প্রদায় এর সবাইকে সমান চোখে দেখতাম এবং নিরপেক্ষভাবে সবাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সমস্যা হতো তখনই যখন আমি নির্দিষ্ট কোন দল বা সংগঠনের দাওয়াতে যেতাম অথবা মসজিদ মাদরাসার প্রজেক্ট দিতাম তখন অন্যান্য দলগুলো ভাবতো আমি হয়তো তাদেরই লোক। এভাবে যখন আমাকে যে দলের মধ্যে দেখা যেত অন্যান্য দলগুলো ভাবতো আমি হয়তো সে দলেরই লোক। আসলে আমি তো কোন দলেরই লোক না। এভাবে আমি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সকল দলকে সমানভাবে দেখতাম এবং এসংস্থার সুযোগ সুবিধাগুলো সমানভাবে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। তাই কেউ যখন আমার কাছে তার সাংগঠনিক পরিচয়টাকে বড় করে তুলে ধরার মাধ্যমে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতো তখন আমি বেশ বিরক্ত হতাম। একদিন এক সংগঠনের জনৈক ব্যক্তি একটা প্রজেক্ট নেওয়ার জন্য আমার কাছে এসে তার পরিচয় দিচ্ছেন- আমি অমুক এলাকার অমুক সংগঠনের সেক্রেটারী। আমি বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলেছিলাম যে, আপনি অফিসে প্রবেশের আগে যে বক্সে আপনার জুতাগুলো খুলে রেখে এসেছেন সেখানে আপনার সাংগঠনিক পরিচয়টাও খুলে আসবেন, দয়া করে এখানে কোন সাংগঠনিক পরিচয় দিবেন না। এ কথা বলায় তিনি বেশ দু:খ পেয়েছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হয়েই আমাকে এমনটি বলতে হয়েছিল।

(১১) সংস্থা থেকে বহিষ্কারের চেষ্টাঃ এক পর্যায়ে দুটি আহলে হাদীসের বড় সংগঠন কুয়েতী সংস্থা থেকে আমাকে বহিষ্কারের লক্ষে সংস্থার ডিজি বরাবর অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। ডিজি সাহেব আমাকে ডেকে বললেন: আকরামুজ্জামান! আহলে হাদীসের দুটি বড় সংগঠন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছে, তুমি নাকি তাদের বিরোধীতা করছো! কারণটা কি? আমি উনার কাছে আমার দাওয়াতী বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলাম এবং বললাম- আমি নির্দিষ্ট কোন দলের দিকে আহ্বান করা এবং ইসলামের নামে দলে দলে বিভক্ত হওয়া পছন্দ করি না, তাই

হয়তো তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি যে পন্থায় দাওয়াতী কাজ করছো সেই পন্থায় দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাও, কেননা তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটাই হক্ব। ডি.জি সাহেব এক পর্যায়ে আমাকে বলেছিলেনঃ বাংলাদেশে যে আহলে হাদীস রয়েছে এরা সেই সালাফী নয় যে সালাফীদের আমরা পছন্দ করি। এরাও বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত। কিন্তু কুরআন হাদীসের মানদণ্ডে অন্যান্য দলের তুলনায় এরা কুরআন হাদীসের অধিক কাছাকাছি থাকার কারণে এদের সাথে কাজ করছি এবং বিভিন্ন প্রকল্প দিচ্ছি। যদি এদের চাইতে ভালো সালাফী পেতাম তবে তাদের সাথেই কাজ করতাম। এরা সাংগঠনিকভাবে পরস্পর বিরোধী ঐক্যবদ্ধ নয় এবং ঐক্য বুঝেও না।

(১২) হত্যার হুমকিঃ

ক. একটি আহলে হাদীস সংগঠনের নির্মাণ কাজে ফাঁকী ও দূর্নীতির কারণে আমার কুয়েতী সংস্থা কর্তৃক একটি সংগঠনকে ইসলামী প্রকল্প নির্মাণ কাজ দেয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তারা এ জন্য আমাকে দায়ী করেছিল এবং দুইবার হত্যার হুমকি দিয়েছিল।

খ. উগ্রপন্থী একটি সংগঠন সংস্থা থেকে কোন ফায়দা/স্বার্থ উদ্ধার না হওয়ায় আমাকে তিনবার হত্যার হুমকি দিয়েছিল। এমনকি তাদের প্রধান মুফতী আমার মাধ্যমে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করে তার লাশ নিয়ে আমার বাসায় এসেছিল আমাকেও হত্যা করে লাশ বানানোর জন্য। তাদের এমন পরিকল্পনার কিছুটা আঁচ করতে পেরে সেই রাতটি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কাটিয়েছিলাম। রাত ২/৩ টা পর্যন্ত তারা আমার জন্য অপেক্ষা করে আমাকে না পেয়ে চলে যায়।

গ. দ্বীন কায়েমের একটি সংগঠনঃ আমার এলাকা ঠাকুরগাঁও এ, তাদের সংগঠন না করার কারণে এবং একটি ইমাম ট্রেনিং প্রোগ্রামে শীয়াদের বিভিন্ন নিকৃষ্ট আক্বীদা বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার কারণে আমাদেরকে এতটা খারাপ জানে এবং অপরাধী মনে করে যে, অনেকে ফতোয়া পর্যন্ত দেয় যে, আমাদেরকে হত্যা করলে নাকি অনেক সওয়াব হবে, একশো কাফির হত্যার নেকী পাওয়া যাবে। আর এ ফতোয়ার কারণে

আমাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি জনৈক যুবক আমাদেরকে হত্যার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে মারাও গেছে। সেখানে আমার ভাইকে একদিন হত্যার উদ্দেশ্যে ঘেরাও করা হয়েছিল এবং বাঁশ-লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি পিটানো হয়েছিল। সে সময় প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মচারি দ্বীনি ভাইয়ের সামান্য প্রতিরোধে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর একদিন আমাকেও রিক্সা থেকে নামিয়ে ঘেরাও করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেখান থেকেও আল্লাহ আমাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছিলেন।

(১৩) দ্বীন কায়েমের দাবিদার একটি সংগঠনের একজন ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আলেম-ই-দ্বীন একদিন আমাকে বলেই ফেললেন, আকরাম ভাই আপনি যে কত বড় মাপের একজন আলেম এবং আপনার যে কত মূল্য! আপনি যে কত দামী! আপনাকে দেখার মত আয়না নেই বলেই আপনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি যদি আমাদের সংগঠনে আসতেন তাহলে আপনি দেখতে পেতেন কত মূল্য আপনার! কত মহান ব্যক্তি আপনি! আপনি সংগঠন করেন না দেখেই আপনার মত এত মূল্যবান সম্পদ ধামাচাপা পড়ে আছে। তাই যদি আপনি আপনার প্রকৃত মূল্য এবং অবস্থান দেখতে চান তাহলে এই দলে আসতে পারেন।

(১৪) একটি বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করতাম। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবাই দ্বীন কায়েমের সংগঠন করতো। আমি লক্ষ করতাম যখন কোন অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতো তখন এভাবে বলতো- উনি হলেন আমাদের সাথী ভাই, উনি হলেন আমাদের দ্বীনি ভাই, আর উনি হলেন মাওলানা আকরামুজ্জামান। আমি বুঝতাম, কেন অন্যান্যরা দ্বীনি ভাই, সাথী ভাই আর আমি কেন শুধু মাওলানা আকরামুজ্জামান? ঐ কারণ একটাই আমি তো সংগঠন করি না, আর সংগঠন না করলে আবার দ্বীনি ভাই ও সাথী ভাই হয় কিভাবে!

সম্মানিত পাঠক! এই ছিল সামান্য কিছু দলীয় সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত। আশা করি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

الفصل الأول: التفرد والتفرق إلى الأحزاب والجماعات من عادات العصر والمجتمع الجاهلي

প্রথম অধ্যায়ঃ একাকী বিচ্ছিন্ন থাকা ও বিভিন্ন দল ও সংগঠনে বিভক্তি জাহিলী যুগ ও সমাজের প্রথা ও রীতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন পূর্ববর্তী সমাজের দৃশ্যঃ

ইতিহাস স্বীকৃত যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ কে যে যুগ ও সমাজে প্রেরণ করা হয়েছিল সেটি ছিল জাহেলী যুগ ও জাহিলী সমাজ। আর যেই জায়গায় তিনি জন্ম নিয়ে গড়ে ও বেড়ে উঠেছিলেন এবং নবুওত প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার নাম মক্কাহ-মুকাররামাহ। যখন মক্কায় এসেছিলেন, তখন তিনি জাহিলী সমাজটাকে দুই অবস্থায় পেয়েছিলেন। ধর্মীয় দিক থেকে তারা ছিল কাফের ও মুশরিক এবং সামাজিক দিক থেকে তারা ছিল একটা বিভক্ত জাতি। ওমর ইবনু খাত্তাব رضي الله عنه হতে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ .

'ইসলাম তখনই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে যখন ইসলামের ভিতরে এমন হতভাগা সব লোকের জন্ম হবে যারা জাহেলিয়াত কী চিনবে না'।[৮]

অর্থাৎ, জাহেলিয়াত যখন চিনবে না, তখন ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা ইসলাম তো জাহেলিয়াতকে হটিয়েই এসেছে। এখন আপনি যদি জাহেলিয়াত না বুঝেন, তাহলে পুনরায় ইসলামের জায়গায় জাহেলিয়াত এসে বসে যাবে। অনুরূপভাবে জাহেলিয়াত যদি আপনি না চিনেন, তাহলে আপনার অজান্তেই জাহেলিয়াত চলে আসবে। এজন্যই

---

৮. সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব, তায়সীরুল আযীযিল হামীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ (রিয়ায : মাকতাবাতুর রিয়াযিল হাদীছাহ, তাবি), পৃঃ ৯০, ২৪৬; ছালেহ ইবনু ফাওযান ইবনু আব্দুল্লাহ আল-ফাওযান, ই'আনাতুল মুসতাফীদ বি শারহি কিতাবিত তাওহীদ (মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খ্রিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮।

ওমর ﷺ উক্ত কথাটি বলেছেন। দলাদলি, সেটা সাংগঠনিক হোক বা অন্য কারণে হোক, সহীহ্ আক্বীদাহ্ ওয়ালাদের ভিতরে হোক বা বাতিলপন্থীদের ভেতর থেকে হোক, সেটা বিদ'আত ও জাহেলিয়াত বলে গণ্য হবে। সাহাবীদের ভেতর সামান্য বিষয়ে মুহাজির ও আনসাররা নিজ নিজ দলকে ডাকাডাকি শুরু করলে নবী ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» "কি হলো জাহেলী ডাকাডাকি কেন?"[৯]

জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগে বিভক্তির রূপরেখা

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আগমনের পর জাহেলী যুগের সংস্কার সাধন করেছিলেন পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে। তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে কাফের মুশরেকদেরকে মুসলিম বানিয়েছিলেন। আর বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। মক্কা থেকে সকল প্রকার মূর্তি নির্মূল করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ الإسراء: 81

'সত্য এসেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে। আর মিথ্যা তো দূরীভূত হওয়ারই যোগ্য'।[১০]

মক্কা বিজয়ের দিন থেকেই মক্কা ১০০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত নগরীতে পরিণত হল। অথচ বিজয়ের পূর্বের দিন ১০০ ভাগ অমুসলিম অধ্যুষিত নগরী ছিল। কোরআনের ব্যাপক দাওয়াত প্রচারের ফলে এটা এতো স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়েছিলো। তখন আল্লাহ্ উক্ত আয়াত নাযিল করেছিলেন। সবাই ইসলাম গ্রহণ করল অথবা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা মক্কা থেকে পালিয়ে গেল। তারপর মক্কা নগরীতে শুধু মুসলিমই থাকল। সেই কুরআন তো এখনো আমাদের মাঝে আছে, আমাদের হাতে আছে আমাদের কাছে আছে।

---

৯. বুখারী হা: ৩৫১৮ ও মুসলিম হা:২৫৮৪/৬২

১০. সূরা বানী ইসরাঈল : ৮১

প্রশ্ন হল, এই কুরআন কী কাজে প্রয়োগ করার কথা? আর আমরা সেই কুরআন দিয়ে কী করছি? সেদিন তো এই কুরআনই কাফেরদেরকে মুসলিম বানিয়েছিল। ১০০ ভাগ কাফের নগরী মক্কা, বিজয়ের দিন ১০০ ভাগ মুসলিম নগরীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

অনুরূপভাবে নবী ﷺ বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আপনারা জানেন যে, যে জাহেলী সমাজে নবী ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিলো তারা ঐক্যবদ্ধ জাতি ছিল না, বরং বিভক্ত জাতি ছিল। তারা কাবীলায় কাবীলায় তথা দলে দলে বিভক্ত ছিল। তারা বিভিন্ন মতে ও আদর্শে বিভক্ত ছিল। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিভক্ত থাকলে মারামারি-কাটাকাটি হয়, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়ায়। এগুলো ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। দলাদলির ভিতরে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, মারামারি, কাটাকাটি, খুন-খারাবী এবং একজন আরেক জনের ক্ষতিসাধন ছাড়া অন্য কিছু কামনা করা যায় না।

অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের যুগেও ঐ কুরআনটাই আছে। একটা অক্ষরও কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এই কুরআন দিয়েই বর্তমানে এক শ্রেণীর মুসলিম কাফির হচ্ছে আর যারা কাফির হচ্ছে না তারা বিভক্ত হচ্ছে। জাহেলী যুগে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এই কুরআনের মাধ্যমে যা করেছিলেন, সেই একই কুরআনের মাধ্যমে এখন তার উল্টা কাজ হচ্ছে।

মুসলিম কাফের হচ্ছে তার উদাহরণ হল- কাদিয়ানী, যাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের কিতাব-পত্র পড়লে দেখা যাবে যে, তারা শুধু কুরআন ও জঈফ-জাল হাদীস ব্যবহার করে থাকে কিংবা সহীহ্ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন দলিল দ্বারা সাব্যস্ত করে যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবী আসতেই থাকবে। নাঊযুবিল্লাহ! একইভাবে কুরআনী দল তৈরি হয়েছে, যারা শুধু কুরআন মানে, হাদীছ মানে না বরং অস্বীকার করে। তারা মূলত কুরআন (নিজের মত করে) মানার মাধ্যমেই কাফের হয়ে গেছে।

অনুরূপ অবস্থা আরও কত দরবার ও দরগা এবং তথাকথিত পীর-মুর্শিদদের মধ্যে দেখা যায়, যারা কুরআন চর্চা ও গবেষণার দাবী করে।

যেমন, চট্টগ্রামের জনৈক পীর ছাহেব কুরআন থেকে দলিল দিয়ে থাকেন যে, ছালাত না পড়লেও চলবে। তার দলিল হল-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ النساء: 43

'হে ঈমানদার গণ! তোমরা ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না মাতাল অবস্থায়'[১১]

পীরের যুক্তি ও খণ্ডনঃ উক্ত পীর ছাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল, এই আয়াতের সাথে আপনার মুরীদদের সম্পর্ক কী? তিনি বললেন যে, হ্যাঁ, অবশ্যই সম্পর্ক আছে। ঐ যুগে মাতাল অবস্থায় ছালাত পড়তে যেত, যা এই আয়াতের মাধ্যমে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মদ খেয়ে যদি ছালাত পড়তে যায়, তাহলে তো মাতাল হয়ে যাবে। এজন্য মাতাল অবস্থায় ছালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। আমার যারা মুরীদ হয়েছে তাদের সকলকে আমি আল্লাহ্র মাতাল বানিয়ে দিয়েছি। এজন্য তাদের ছালাত পড়া লাগে না। তারা তো মদের মাতাল ছিল আর এরা আল্লাহ্র মাতাল। এটা তো পবিত্র মাতাল। ওরা হারাম মাতাল এরা হালাল মাতাল। নাউযুবিল্লাহ।

সুধী পাঠক! উক্ত পীর ছাহেবের যদি পঞ্চাশ লক্ষ মুরীদ থাকে, তাহলে ঐ পীর ছাহেব তার উক্ত মুরীদসহ কাফের কিনা বলুন? আবার এদেরই দাপট বেশী। সুতরাং পীর ছাহেব যদি কুরআন থেকে দলিল দেয় যে ছালাত লাগবে না তাহলে সে এবং যতজন তার এই বক্তব্য অনুসরণ করল তারা কি কেউ মুসলিম থাকতে পারে? এগুলো কুরআন মেনে মুসলিমদের কাফের হওয়ার চিত্র নয় কি? আল্লাহ হেফাযত করুন।

হাদীছের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হচ্ছে। কেউ হাদীছ মেনে কাফের হচ্ছে। যেমন কাদিয়ানীদের দলিল হল, لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ 'আমার পরে কোন নবী হবে না, তবে আল্লাহ যদি চান'।[১২] নাউযুবিল্লাহ। এ রকমভাবে কুরআন ও হাদীছ দিয়ে বর্তমান যুগে কাফির হচ্ছে।

---

১১. সূরা আন-নিসা :৪৩

১২. বদরুদ্দীন আইনী আল-হানাফী, উমদাতুল ক্বারী শরহু ছহীহিল বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, আল-লা'লিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩।

আধুনিক যুগের বিভক্তি ও দলাদলির স্বরূপ-১ :

বর্তমানে কুরআন দিয়ে একশ্রেণীর লোক কাফের হচ্ছে। আর যারা কাফির হচ্ছে না তারা বিভক্ত হচ্ছে। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বিভক্ত জাতিকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন যে সাহাবাগন সহোদর ভাই-বোনের চেয়েও পরস্পরকে আপনজন বানিয়েছিলেন এবং নিজেদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আত্মীয়দের চেয়েও তারা পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

অথচ আজ মুসলিমরা এই কোরআনকে ব্যবহার করেই বিভক্ত হচ্ছে এবং বিভক্তি তৈরি করছে? নিম্নে বিভক্তির একটা চিত্র উল্লেখ করা হল:

ভাই! আপনি কোন্ দল? -আমি অমুক দল। আপনি কোন্ দল, আমি অমুক দল। আপনি কোন্ পীরের মুরীদ? আমি অমুক পীরের মুরীদ। শুধু বিভক্তির চিত্র। খালি লোক নেই বললেই চলে। সবাই কোন না কোন দলে ভর্তি হয়েই আছে।

ভর্তি হওয়ার পর্ব শেষ! এখন কোন্‌টা চলছে জানেন? যেটা জাহেলী যুগেও ছিল না। সেটা হল- যে কোন দলে ভর্তি থাকা লোকদের বিভিন্ন দলে টানাটানি। ভাই এই দল বাদ দিয়ে এই দলে আসেন। এই দল দেখছেন? এই দলের হুজুরটা কত বড়! ডিগ্রী কী দেখছেন!

জাহেলী যুগে এভাবে টানাটানি করত না। যে যেই দলের ভিতর ঢুকেছে সে সারাজীবন ঐ দলেই থাকতো। এমনকি মরতও সে ঐ দলে। অথচ এখন চলছে টানাটানি আর দলের ফযীলত বর্ণনা। যে যতবেশী দলের ফযীলত বর্ণনা করতে পারে সে ততো বেশি দল ভারী করতে পারে।

দু'টি কাজ একসাথে করতে হবে, তা হল দলের ফযীলত ও নেতার ফযীলত বর্ণনা। যদি এ দু'টি কাজ একসাথে করতে পারেন, তাহলে আপনি সফল। আজকে সফলতা আর ব্যর্থতা হল টানাটানি আর চাটুকারিতা দিয়ে। কে, কত লোক তার দিকে টানতে পারে। কে, কত এলাকা দখল, শাখা দখল, অঞ্চল দখল, দপ্তর দখল, প্রতিষ্ঠান দখল, অনুষ্ঠান দখল, মসজিদ দখল, মাদ্রাসা দখল করতে পারে। বর্তমানে তো

এগুলোই চলছে। এটা আগে ছিল অমুক দলের প্রতিষ্ঠান, এখন অন্য দলের। এখন দলাদলি ও টানাটানি একসাথে চলছে।

পীর-মুরীদদের মধ্যেও এরূপ দলাদলি চলছে। মুরিদ বলছে, আমার পীর বেশী কামেল, তুমি যদি বিশ্বাস না কর চল আমার সাথে। ঐ যে বিরাট বাসের বহর, ট্রাকের বহর। লক্ষ লক্ষ লোক উঠে গেছে গাড়িতে। টুপি, পাঞ্জাবী, পাগড়ি লাগিয়ে উঠেছে, উঠো! বিশ্বাস না হয় একবার দেখে আসো। এখন শুধু এভাবেই টানাটানি চলছে। ভর্তি শেষ। খালি লোক নেই।

ফেক্বহী যে দলাদলি রয়েছে, সেগুলো মূলত ফেক্বকী ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে। চার মাযহাব চারটি দল। অতঃপর মাযহাবের পর আছে তরীকাভিত্তিক দল।

ভাবুন আমরা কত স্তরের দলাদলিতে আছি! ৭২টি দলের স্তর, মাযহাবী দলাদলির স্তর এবং তরীকাগত দলাদলির স্তর। তরীকাওয়ালাদের মধ্যে আবার দলাদলি আছে। জনৈক প্রসিদ্ধ পীর বলেছেন, জান্নাতে যাওয়ার জন্য নাকি ১২৬ টি তরীকা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাবেরিয়া চিশতিয়া তরীকা নাকি জান্নাতে যাওয়ার শর্টকার্ট তরীকা। এভাবে তরীকাগত দিক থেকে মুসলিমরা বিভক্ত। এদিকে তরীকাওয়ালারা পীর-মুরিদির দিক থেকে লক্ষ লক্ষ দলে বিভক্ত। যেমনভাবে মাযহাবগত দিক দিয়ে মুসলিমরা বিভক্ত। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সকলকেই ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আর আজকে আমাদের পরিচয় আমরা বিভক্ত জাতি।

মূলত বিভক্তির ইতিহাস অনেক লম্বা। কতগুলো বিভক্তির ইতিহাস আপনারা নিজেরাও জানেন। ইসলামের প্রথম যুগে রাজনৈতিক ও আক্বীদাগত কারণে বিভক্তি দেখা দিয়েছিল। যেমন খারেজি, রাফেযী, শী'আ। পরবর্তীতে ক্বাদারিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা, মুরজিয়া ইত্যাদি এগুলোর নাম আপনারা শুনেছেন। কেননা এসব বিভক্তির ইতিহাস বিভিন্ন কিতাব-পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই হল যুগে যুগে মুসলিমদের বিভক্তির চিত্র।

বিভক্তির ব্যাপারে নবী ﷺ এর ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব রূপ ও দলাদলির কুফল

ইসলামের ভেতর আক্বীদাগত কারণে (যেমন আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে কেন্দ্র করে) এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে অনেক দলাদলি হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এক হাদীছের ভিতরে বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: هم مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

'বনী ইসরাঈলরা ৭২টি ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! সেটি কোন্ দল? রাসূল ﷺ বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি তার উপরে যারা থাকবে'।[১৩]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, দলাদলি খুব খারাপ জিনিস। কেননা দলাদলি যারা করে, তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে। ৭৩ দলের মধ্যে ৭২টি জাহান্নামে যাবে। এটা হল দলাদলির কুফল। তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত। জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত, সুনিশ্চিত। এটা পুরানো কথা। এটা আমরা সকলেই জানি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী অনুযায়ী এই দল ও দলীয় বিষয়টা ফের্কার একটি স্তর। এটার সত্যতা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এমনকি অনেকেই ৭২টি দল গণনা করেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাঁর 'তালবীস ইবলীস' গ্রন্থে ৭২টি দল নামসহ গণনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁর পূর্বে আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন'- গ্রন্থের মধ্যে ৭২টি গোমরাহ দলের নাম সহ তালিকা দিয়ে দিয়েছেন। উক্ত কিতাবদ্বয় পড়লেই জানা যাবে।

---

১৩. তিরমিযী হা/২৬৪১, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত, হা/১৭১।

আধুনিক যুগের বিভক্তি সাংগঠনিক বিভক্তি- এর বাস্তব স্বরূপ-২:

বিভক্তির আরো একটা নতুন সংযোজন হল সাংগঠনিক বিভক্তি। এই বিভক্তি হল পূর্বের সকল বিভক্তির চেয়েও ভয়ংকর। কেননা এই বিভক্তি একই মাযহাব, একই তরীকা এবং একই আক্বীদাহ ও আমলের লোকদেরকে শত শত দলে বিভক্ত করে। এর সাথে অনেক সহীহ আক্বীদাহর দাবীদার মুসলিমরাও জড়িত রয়েছে। যার ফলে একই আক্বিদাহ ও আমলকারীরা পরস্পরের প্রতি অন্তরদ্বন্দ্ব, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। এমনকি তাকফীর অর্থাৎ এক অপরকে কাফির বলাবলি করতে এবং কাফিরের মত আচরণ করতেও কার্পণ্য করে না। শুধু তাই নয়, বরং কোরআন-সুন্নাহ, দাওয়াত-তাবলীগ, মসজিদ-মাদ্রাসা, আলেম উলামারাও এই সংগঠনিক বিভক্তি চর্চার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এদের এরূপ আচরণ দেখে মনে হয় বিভক্তির ক্ষেত্রে যেন সহীহ বিভক্তি ও দলাদলি বলে ইসলামে কিছু রয়েছে। পূর্বের গুলো সবই বিদ'আতী বিভক্তি আর এটা যেন সুন্নাতী বিভক্তি! আহলেহাদীছরা কেন বিদ'আতী বিভক্তির মধ্যে যাবে! এরা সুন্নাতী বিভক্তির মধ্যে আছে!

আমরা এখন তথাকথিত সুন্নাতী বিভক্তি নিয়ে আলোচনা করব। কেননা এটারই বেশী দরকার। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীছ থেকে এবং যারা হক্কানী আলেম তাদের বক্তব্য থেকে এ বিষয়ে কিছু জানবো ইনশাআল্লাহ। নিম্নে মহান আল্লাহ্‌র একটি আয়াত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীছ ও উভয়ের ব্যাপারে আলেমগণের বক্তব্য উপস্থাপন করব। এর মাধ্যমে ছহীহ ইখতিলাফ বা ছহীহ বিভক্তির মধ্যে আমরা কতটুকু থাকতে পারব কিংবা সেগুলোর বৈধতা কতটুকু সে সম্পর্কে জানতে পারব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ النساء: 43

'তারা সর্বদাই মতভেদের মধ্যে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আপনার প্রতিপালক রহম করেছেন তারা ব্যতীত'[১৪]

---

১৪. সূরা হূদ : ১১৮-১১৯।

উক্ত আয়াতে বুঝা গেল, যারা আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত তারা ইখতিলাফ বা বিভক্তির মধ্যে থাকবে না। আর যারা বিভক্তির মধ্যে থাকবে তারা রহমতের মধ্যে নেই। সেই বিভক্তিটা বা মতভেদটা ছোট হোক বা বড় হোক। মূলত সব মতভেদ হল অবৈধ। যা আমাদের কারো কাছে কাম্য নয়। কিন্তু এরপরও মতভেদ হয়ে যায়। আর যখন মতভেদ হয়ে যায়, তখন মতভেদের কিছু ব্যাপারে ইসলাম শিথিলতা প্রদর্শন করে। আর কিছু মতভেদের ব্যাপারে ইসলাম কঠোরতা পোষণ করে। এজন্য আরবীতে দু'টি পরিভাষা পাওয়া যায়। যেমন, ইখতিলাফ (إختلاف) আর ইফতিরাক (إفتراق)। উভয়টির অর্থই মতভেদ। কিন্তু ইফতিরাক হল ইখতিলাফের একটি প্রকার। যে মতভেদ দল তৈরি করে না, সে মতভেদ হল ইখতিলাফ। এটা তেমন দোষনীয় নয়। কিন্তু যে মতভেদ দল তৈরি করে তা ইফতিরাক, আর এটা অবশ্যই দোষনীয়। এমনকি যেকোনো কারণে দল ও বিভক্তি তৈরি করা হয় তাই ফিরকা। উভয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ سورة آل عمران: 103

'তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু বা রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'।[১৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র রশি বলতে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন আল্লাহ্‌র কিতাবকে মজবুতভাবে ধর। আর মজবুতভাবে ধরার একটা নিয়ম হল, যেভাবে আল্লাহ্‌র কিতাবকে ধরলে মুসলিম হওয়ার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়, সেভাবে ধরা। পক্ষান্তরে যেভাবে আল্লাহ্‌র কিতাব বুঝলে বা আমল করলে কাফির বা বিভক্ত হয়ে যায় এটা মজবুতভাবে ধরা নয়। এটা হল ফসকে যাওয়ার মত ধরা। এজন্য এই আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে সবাই মিলে মজবুতভাবে ধারণ কর। এখানে কাউকে বাদ থাকতে বলা হয়নি। উক্ত আয়াতে (وَاعْتَصِمُوا) শব্দটি বহুবচন। অর্থাৎ তোমরা সকলে মিলে ধারণ কর। এছাড়া আরো একটি শব্দ হল (جَمِيعًا) যার অর্থ 'সকলে'। সুতরাং কেউ যেন বাদ না যায়। সবাই মিলে কিতাবকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

---

১৫. সূরা আলে ইমরান : ১০৩

অতঃপর আল্লাহ বলেন, (وَلَا تَفَرَّقُوا) 'খবরদার! বিভক্ত হয়ে যেয়ো না' এর নির্দেশনা হচ্ছে, খবরদার! দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। খবরদার! ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। খবরদার! তোমরা তরীকায় তরীকায় বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। খবরদার! তোমরা মাযহাবে মাযহাবে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। খবরদার! খবরদার!! তোমরা সংগঠনে সংগঠনে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না। উক্ত বিভক্তির কোনটিই জায়েয নেই। সব একই ধারার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র।

হবে হ্যাঁ, এখানে আলেমগণ বলেছেন যে, কিছু ইখতিলাফ জায়েয যা দলিল ভিত্তিক। যেমন, আপনি বিতরের কত রাক'আত পড়বেন? এক রাক'আত পড়বেন, তিন রাক'আত পড়বেন, পাঁচ রাক'আত পড়বেন, সাত, নয়, এগারসহ যেকোন বিজোড় সংখ্যায় পড়েন। কেউ এক রাক'আত পড়ে, কেউ তিন রাক'আত পড়ে। এই ইখতিলাফ জায়েয।

অনুরূপভাবে আপনি কুনূত করবেন। রুকূর আগে করেন, রুকূর পরে করেন। এক্ষেত্রেও ইখতিলাফ জায়েয আছে। কুরআনের বিভিন্ন ক্বিরায়াত পড়েন। সাত ক্বিরায়াতে পড়েন, দশ ক্বিরায়াতে পড়েন। জায়েয আছে।

পক্ষান্তরে কিছু ইখতিলাফ হল- নাজায়েয, হারাম। এই নাজায়েয হারাম ইখতিলাফ হল, আক্বীদাগত ইখতিলাফ। যেমন, কুরআন মাখলূক্ব কি মাখলূক্ব নয়। আল্লাহ কোথায়?, আল্লাহ মুমিনের ক্বলবে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, আল্লাহ আসমানের উপরে। আল্লাহ নিরাকার না স্বাকার অর্থাৎ তিনি কি দিদারযোগ্য আকারবিশিষ্ট সত্ত্বা, নাকি দিদারযোগ্য নয়, নিরাকার?।

এই ইখতিলাফগুলো হল আক্বীদাগত মৌলিক বিষয়ে। এই ক্ষেত্রে ইখতিলাফ জায়েয নয়, বরং হারাম। এই ক্ষেত্রে ইখতিলাফের মাধ্যমে মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়। এই ধরনের ইখতিলাফকেই মূলতঃ 'ইফতিরাক্ব' বলা হয়।

আরেকটা ইখতিলাফ হল, যে ইখতিলাফের কারণে মুসলিমদের ভিতরে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অমিল তৈরি হয়, বিদ্বেষ তৈরি হয়, পরস্পরের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়, পরস্পরের মধ্যে দলাদলি তৈরি হয়,

হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি হয়, রেষারেষি তৈরি হয়, যদিও সেটা মামুলি কোন বিষয়ে হোক না কেন, তাহলে সেটাও হারাম। যে কোন দলাদলির মাধ্যমে মুসলিমে মুসলিমে পার্থক্য বুঝা যায়, মুসলিমে মুসলিমে আলাদা বুঝা যায়, মুসলিমে মুসলিমে শত্রুতা সৃষ্টি করে, মুসলিমে মুসলিমে গালি দেয়, মুসলিমে মুসলিমে বৈরিতা পোষণ করে, শত্রুতা পোষণ করে, একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না এই দলাদলিও পরিষ্কার হারাম। এটা কিসে হয়? আমরা যারা ছহীহ দলাদলির মধ্যে আছি, তারা এই দলাদলি করি। ছহীহ দলাদলির মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত তেমন পার্থক্য নেই।[১৬] সবাই বলছে, আল্লাহ আকার-আকৃতি বিশিষ্ট (যেভাবে তার জন্য প্রযোজ্য), আল্লাহ আসমানে আছেন, একই পদ্ধতিতে সবাই সালাত আদায় করেন। কিন্তু কী নিয়ে আপনার দ্বন্দ্ব লাগল? একজন আরেকজনের সাথে মিল নেই কেন? একজন আরেকজনকে দাওয়াত দেন না কেন? একজন আরেকজনের প্রতিষ্ঠানে যান না কেন? একজন আরেকজনকে আপনি মানেন না কেন? দোস্তী নেই কেন? গত কালকেই তো গায়ে গায়ে ঘেঁসে বসতেন। ঘাড় ধরাধরি করে চলতেন। আজকে এই সম্পর্ক নেই কেন? এটা হল ছহীহ দলাদলি! এটাও পরিষ্কার হারাম। এটাও বিদ'আত। এটাও মূলত বিদ'আতী দলাদলি। সাংগঠনিক দলাদলিও বিদ'আতী দলাদলি। এটাও ইসলামে জায়েয নেই। সাংগঠনিক দলাদলি সঊদী আরবে কোথাও খোঁজে পাবেন না। এটা বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে আছে। এটা সম্পর্কে আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য আলেম-ওলামাদের বক্তব্য শুনা দরকার। কারণ এটাকে আমরা অনেকেই দলিলসম্মত মনে করি। বৈধ মনে করে থাকি। এক্ষেত্রে হুযাইফা ﷺ এর প্রসিদ্ধ হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। যার আরবী ইবারত সামনে আসবে, পৃষ্ঠাঃ ৫৯।

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুযায়ফাহ ﷺ-কে ইসলাম ও মুসলমানদের চারটি স্তর বা অবস্থা বলেছিলেন। হুযায়ফাহ ﷺ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমরা তো জাহেলিয়াত বা অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম, অনিষ্টের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে

---

১৬. দেখুন "মুক্বাদ্দিমাত ফিল আহওয়ায়ে ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা"- ড. নাছির বিন আব্দুল কারিম আল্-আক্বল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠাঃ ৩৫।

এই কল্যাণ দান করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম। এরপরে কি আবার কোন অকল্যাণ আসতে পারে? আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তারপর আবার ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। কল্যাণ আসবে। কিন্তু এই কল্যাণের মধ্যে কিছু "দাখন" থাকবে যার অর্থ কিছু স্পট বা চিহ্ন থেকে যাবে। এরপর আবার অকল্যাণ আসবে। যে অকল্যাণের চিত্র রাসূল ﷺ এভাবে তুলে ধরেন, জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দাওয়াত দানকারী কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারাই তাদের দাওয়াত কবুল করবে, তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। হুযাইফা رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! তাদের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা হচ্ছে আমাদের মতই চামড়াধারী, আমাদের মতই তাদের ভাষা।* অতঃপর পরিশেষে হুযায়ফা رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন,

فَمَا تَأْمُرُنِى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

'আমাকে যদি এই অবস্থা পেয়ে বসে, তাহলে আপনি আমাকে কী উপদেশ দিবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, হে আমার ছাহাবী! তুমি এসময় মুসলিমদের জামা'আতটিকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। হুযায়ফা رضي الله عنه বললেন, তখন যদি সেই জামা'আতটি ও সেই ইমাম না থাকে, তাহলে কী করব? তখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ঐ সকল ফের্কা বা দলকে পরিত্যাগ কর। যদিও তোমাকে এর জন্য গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকতে হয়, তাও কামড়ে ধরে থাক। কিন্তু কোন দলে যেও না'।[১৭]

---

* **"আমাদের মতই চামড়াধারী, আমাদের মতই তাদের ভাষা"** বাক্যটির অনেক ব্যাখ্যা আছে। তার মধ্যে চামড়া তো আমাদের বাহ্যিক জিনিসটাকে বুঝায়। চামড়া দিয়ে শরীরের সব ঢাকা থাকে। তার মানে বাহ্যিক অবস্থাটা আমাদের মত হবে। আর তাদের ভাষা আমাদের ভাষার মত হবে। এ ব্যাপারে অনেকেই বলেছেন, ভাষা বলতে তারা আরবী ভাষী হবে। আবার অনেকেই বলেছেন যে, কুরআন-সুন্নাহ ব্যবহারকারী হবে।

১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬০৬, ৭০৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭৯; মিশকাত, হা/৫৩৮২।

এখানে একটা বিষয় হল, উক্ত হাদীছে হুযায়ফাহ ﷺ বলছেন যে, কোন জামা'আত না থাকে, কোন ইমাম না থাকে। প্রশ্ন হল- পৃথিবীতে কি এরকম দেশ আছে, যে দেশে কোন দল ও ইমাম (নেতা) নেই? বাংলাদেশে কি কোন দল ও নেতা নেই? অসংখ্য দল ও নেতায় পুরা দেশ ছেয়ে আছে। মূলত কোন জামা'আত নেই, কোন ইমাম নেই এর অর্থ হল-জামা'আতুল মুসলিমিন বা এক জামা'আত নেই ও এক ইমাম নেই। বরং বহু জামা'আত আছে ও বহু ইমাম আছে। অর্থাৎ সমাজে দলাদলি রয়েছে, যেমনটি আমাদের দেশ ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশে দেখা যায়। ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে,

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ فَافْتَرَقَ النَّاس احزابا فَلَا يَتبع أحدا فِي لفرقة وَيَعْتَزِلُ الْجَمِيعَ إِنِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ خَشْيَةً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشَّرِّ

হাদীসটিতে যা বুঝানো হয়েছে তা হল এই যে, যখন মানুষদের জন্য এক ইমাম না থাকবে তখন তারা বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত হবে। সুতরাং এই বিভক্তির সময় কাউকেও অনুসরণ করা যাবেনা। বরং সকল দল ও নেতাকে যথাসম্ভব পরিত্যাগ করবে অকল্যাণে পতিত হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়ার জন্য।[১৮]

ইমাম ত্বাবারীর উপলব্ধ অর্থ মুসনাদ আহমাদ ও ইবনু মাজায় হুজাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ যা বলেছেন হুবহু তার সাথে মিলে যায়,

তিনি ﷺ বলেছিলেন,

«فَلَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ»

'গাছের শিকড় কামড়ে ধরা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করাও তোমার জন্য উত্তম হবে তাদের (বহু দল ও তাদের ইমামদের) কাউকেও অনুসরণ করার চেয়ে।'[১৯]

---

১৮ ফাতহুল বারি, আস সালাফিয়াহ প্রকাশনী, খন্ডঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৭
১৯ ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/৩৯৮১, মুসনাদ আহমাদ হা/২৩২৮২

সুধী পাঠক! দল কি তৈরি হয় দলের আমীর ছাড়া? নেতা ও সভাপতি ছাড়া কি কোন দল হয়? তিনজন হলেও তো একজন লাগবে। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا 'তুমি ঐ সকল ফের্কা বা দলকে পরিত্যাগ কর'। অর্থাৎ বহু জামা'আত, বহু দল এবং বহু আমীরকে পরিত্যাগ করো।

আর আপনি একা কয়টি জামা'আতকে আঁকড়ে ধরবেন? আর কয়জন ইমামকে আপনি মানবেন? এটা কি সম্ভব? এজন্য আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কোন দলে যাবে না।

'এক জামা'আত নেই, এক ইমাম নেই'- এর অর্থ হল, বহু জামা'আত ও বহু ইমাম আছে। মূলত এক জাম'আতকেই জামা'আত বলা হয়। আর যখন বহু জামা'আত হবে, তখন তাকে বহুবচনে বলতে হবে।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন যে, 'মুসলিমদের জামা'আত' (جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ) এবং 'তাদের ইমাম' (إِمَامَهُمْ)। দু'টিই মুফরাদ তথা একবচনের শব্দ। এজন্য এক জাম'আত ও এক ইমাম যখন না থাকে, তখন বহু জামা'আত ও বহু ইমাম হয়ে যায়, এমতাবস্থায় কোন দল ও নেতাকে ধরা চলবে না।

আপনার প্রতি জিজ্ঞাসা, হাদিসে নবী ﷺ এর বাক্য 'তুমি ঐ সকল ফের্কা বা দলকে পরিত্যাগ কর' (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا) ইতিপূর্বে এই হাদিসে দলগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে? -না এরকম কোন দলের উল্লেখ হয়নি। তবে পরিত্যাগযোগ্য এই দলগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে "জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দাওয়াত দানকারী" (دعاة إلى أبواب جهنم) বলে।

"ঐ সকল দল" (تِلْكَ الْفِرَقَ) বলতে সেই সকল দলগুলোকে বোঝানো হয়েছে, এক জামা'আত ও এক ইমাম না থাকার কারণে যেসব দল ও নেতার জন্ম হয়েছে। এটাই হল হুযায়ফা رضي الله عنه-কে দেয়া আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর উপদেশের প্রকৃত নির্দেশনা।

পাঠকের নিকট প্রশ্ন, এই উপদেশ কি শুধু হুযায়ফাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? আমরা যদি বিদ'আতী না হই, তাহলে অবশ্যই এই উপদেশ আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর যদি বিদ'আতী হই, তাহলে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই উপদেশ শুধু হুযায়ফা ﷺ-কে দিয়েছেন, আমাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। এর মানে এমনটি বলা হবে যে, হুযাইফা ﷺ এর যুগেই শুধু এত খারাপ মানুষদের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের যুগে এত খারাপ মানুষ নেই, সবাই ভালো মানুষ। অতএব, আমাদের এই যুগের মুসলিমদের মাঝে যে কোন দলাদলী গ্রহণযোগ্য, যে কোন একটি দল ও সংগঠন করা যাবে।

অথচ নবী ﷺ আলী ﷺ এর বিপরীতে মুআবিয়া ﷺ এর দলকেই বিদ্রোহী দল (فئة باغية) ও জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী দল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[২০] অথচ আমরা একই দোষে জড়িত থেকে নিজেদেরকে জান্নাতী দল মনে করছি। ইবনু আব্বাস সহ বহু সাহাবী হুযাইফা ﷺ এর উল্লেখিত হাদীস আমল করতে যেয়ে কোন দলেই যায়নি।[২১]

الفصل الثاني: حكم لزوم الجماعة وأهميته وفضله وفوائده

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ জামা'আতবদ্ধ বা একতাবদ্ধ থাকার বিধান, গুরুত্ব, ফযীলত ও উপকারিতা

জামা'আতবদ্ধ থাকা ফরযে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপর ফরয। ইসলামী জামা'আতের বহির্ভূত থাকা একজন মুসলিমের জন্য এক মুহূর্তের জন্যও জায়েয নেই। ইসলাম আল্লাহর নিকট একটি ও একমাত্র গ্রহনযোগ্য দ্বীন। তার অনুসারীদের জামা'আত বা দলও একটিই হবে, একাধিক নয়। সুতরাং একতাবদ্ধ থাকা সবার উপর সমানভাবে ফরয এবং বিভক্ত হওয়া বা বিচ্ছিন্ন থাকা হারাম। এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল দেখুনঃ

---

২০. দেখুন- সহীহ বুখারী: ৪৪৭, ২৮১২।

২১. দেখুন: হিক্বাতুম্ মিনাত্তারীখ, পৃ: ১৯০।

প্রথমত: কুরআন থেকে দলিল সমূহ

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ﴾- الأنبياء: 92

"নিশ্চই তোমাদের এই জাতি এক জাতি এবং আমিই তো তোমাদের রব, অতএব শুধু আমার ইবাদত কর।"[২২]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ سورة آل عمران: 19

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।"[২৩]

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ الأنعام: 153

'নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথেই চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।'[২৪]

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ سورة آل عمران: 103

'তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র রজ্জু বা রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'[২৫]

তাফসীরকারগণের নিকট বিভিন্ন ভাষায় "আল্লাহর রজ্জু" (حَبْلُ اللهِ) শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

(১) ইবনু মাসউদ ﷺ বলেছেন: হাবলুল্লাহ অর্থ 'আল জামা'আহ' বা নির্দিষ্ট জামাআ'ত অথবা জামাআ'তটি। তিনি একটি খুতবায় বলেছিলেন,

«عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ»

---

২২. সুরা আম্বিয়া: ৯২, সূরা মুমিনূনে"فاعبدون" এর স্থলে "فاتقون" আছে। আয়াত: ৫২।

২৩. সুরা আল ইমরান: ১৯

২৪. আল-আন'আম: ১৫৩

২৫. সূরা আলে ইমরান : ১০৩

"আপনাদের সকলের প্রতি আনুগত্য করা ও জামাআ'ত আঁকড়িয়ে ধরা আবশ্যক কেননা এটাই হলো হাবলুল্লাহ বা "আল্লাহর রজ্জু" যার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।"[২৬]

(২) কাতাদাহ ও আসসুদ্দী বলেছেন যে, হাবলুল্লাহ হল আল্লাহর কিতাব আল কুরআন।[২৭]

(৩) ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) "হাবলুল্লাহ" এর তাফসীরে যারা আল "কুরআন" বা "আল জামাআ'হ" বলেছেন তাদের কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন:

وَالْمَعْنَى كُلُّهُ مُتَقَارِبٌ مُتَدَاخِلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالْأُلْفَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْفُرْقَةِ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ هَلَكَةٌ وَالْجَمَاعَةَ نَجَاةٌ

"সবগুলো অর্থই কাছাকাছি ও একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত। নি:সন্দেহে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন মিলে মিশে থাকতে এবং নিষেধ করেছেন বিভক্ত হতে। কেননা বিভক্তি হল ধ্বংসের কারণ ও এক জামা'আত বা একতাবদ্ধতা হল নাজাতের কারণ।"[২৮]

(৪) ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ "হাবলুল্লাহ" এর তাফসীর হল আল্লাহর কিতাব, দ্বীন ইসলাম, ইখলাস, আল্লাহর নির্দেশ, তার চুক্তি, আনুগত্য ও আল জামা'আহ বলা হয়েছে।

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করেছে- তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।'[২৯]

---

২৬. আল আমরু বিলুযূমি জামাআতিল মুসলিমীন অত্তাহযীর মিন মুফারাকাতিহীম, আব্দুস সালাম বারজিস পৃ: ৮-৯।

২৭. প্রাগুক্ত পৃ: ৯।

২৮. তাফসীর কুরতুবী ৪/১৫৯, আল আমর ১০

২৯. আলে-ইমরান: ১০৫

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

আর তোমরা সেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত। (সূরা রুম: ৩২)।

দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ বা হাদীস থেকে দলিল

এক. আবু হুরাইরাহ ﷺ এর হাদীসঃ নবী ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। তোমাদের যা পছন্দ করেন তা হল:

তোমরা কেবল তার ইবাদত করবে আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবে না, তোমরা সকলে একতাবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে ধারণ করবে আর বিভক্ত হবে না এবং তোমরা পরস্পরে মিলে তোমাদের দায়িত্বশীলের কল্যাণ কামনা বা তাকে সহযোগীতা করবে। আর যা তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন তা হল: অনর্থক বা বেশী কথা বলা, বেশী প্রশ্ন করা, সম্পদ নষ্ট করা।[৩০]

মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও মুসনাদ আহমদের অন্য এক বর্ণনায়,

«إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ» قِيلَ: وَقَالَ، «وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»

৩০. সহীহ মুসলিম, হাঃ ৫৯৩।

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। প্রথমত, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে তার সাথে শরীক সাব্যস্ত করবে না। দ্বিতীয়ত, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। তৃতীয়ত, তোমরা পরস্পরে মিলে তোমাদের দায়িত্বশীলের কল্যাণ কামনা বা তাকে সহযোগীতা করবে।"

দুই. যায়েদ বিন ছাবিত ﷺ এর বর্ণিত হাদীসঃ তিনি বলেন; আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. كَثِيرٍ مِنْ طُرُقِهِ: ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَطَاعَةُ ذَوِي الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ ، تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ..

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সৌন্দর্য মন্ডিত করুন যে আমার একটি হাদীস শুনলো এবং তাকে মুখস্ত করল এ জন্য যে, অন্যের নিকট সেটিকে পৌঁছে দেবে। অনেক জ্ঞান বাহক জ্ঞানী হয়না। আর অনেক জ্ঞান বাহক তার চেয়ে অধিক জ্ঞান ও বুঝমানের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। বহু সূত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনটি চরিত্রে কোন মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়ে যেন কখনো কোন হিংসা ও কুটিলতা না থাকে। (ক) আমল কে আল্লাহর জন্য খালিছ করার ক্ষেত্রে (খ) দায়িত্বশীলদের কল্যাণ কামনা ও সহযোগীতার ক্ষেত্রে এবং (গ) এক জামা'আতবদ্ধ থাকার ক্ষেত্রে । কারণ তাদের দুআ তাদেরকে তাদের পিছন দিক থেকে আবেষ্টন করে রাখবে।"[৩১]

---

৩১. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ। ইবনু হাজার রহঃ বলেছেন: حديث زيد هذا صحيح "যায়েদ (রাঃ) এর হাদীসটি সহীহ"। আল আমরু বিলুযুমিল জামা'আহ্, পৃঃ ১৬। বিভিন্ন সনদের অনেক সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আনাস, নুমান বিন বশির, বাশির বিন সাদ, আবু সাঈদ খুদরী, ইবনু উমার, মুআয বিন জাবাল, আবু হুরাইরা, আবুদ দারদা, ইবনু আব্বাস, প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম ﷺ এবং সহীহ, হাসান ও দূর্বল সব সনদেই বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের একটি হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন আল্লামা আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ। এটি একটি মহান হাদীস যার ভিতর মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা নিহিত

তিন.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ، أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উমার ﷺ আল জারিয়াহ (দামেশকের এলাকা সমূহের একটি জনপদ) নামক স্থানে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়ার সময় বললেন "হে জন মন্ডলী! আমি আপনাদের মাঝে ঠিক ঐ ভাবে দাঁড়িয়েছি যেভাবে আমাদের মাঝে রাসুল ﷺ দাঁড়িয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: আমি তোমাদের কে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে অসিয়ত করছি। অত:পর যারা তাদের পরে আসবে,অত:পর যারা তাদের পরে আসবে। এর পর মিথ্যা ব্যাপক হয়ে যাবে। এক ব্যক্তিকে শপথ করতে না বলা হলেও শপথ করবে, সাক্ষী চাওয়া না হলেও সাক্ষ্য দেবে। সাবধান! (কোন লোক যেন কোন নারীর সাথে নির্জন না হয়, এ অবস্থায় শয়তান তৃতীয় জন হয়ে যায় (এবং দুজনকে অপকর্মে জড়িত করিয়ে দেয়) তোমরা এক জামা'আত বদ্ধ হও, বিভক্তি থেকে বেঁচে থাক। কারণ শয়তান এক জনের সাথে থাকে এবং দুজন থেকে দুরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝে বসবাস করতে চায় সে যেন এক জামা'আতবদ্ধ হয়। যে ব্যক্তিকে তার সৎ কাজ আনন্দিত করে ও অসৎ কাজ দুঃখিত করে সে ব্যক্তি হল মুমিন।[৩২]

রয়েছে। ইবনু তাইমিয়া (রহ:) বলেন হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের ভিতর দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা এবং আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ একত্রিত হয়েছে। যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় স্বার্থ সুষ্ঠভাবে চরিতার্থ হতে পারে। - আল আমরু বিলুযুমিল জামা'আহ, পৃঃ ১৯।

৩২. তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান সহীহ গরীব বলেছেন। শায়খ আলবানী (রহি:) সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। হাদীস নং-২১৬৫।

চার.

عن حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ»، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»

وفى رواية: فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

(৩১–৩২) হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসুল ﷺ-কে কল্যাণের বিষয়ে জিজ্ঞেস এবং আমি তাকে অকল্যাণের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম তাতে পতিত হওয়ার আশংকায়। সুতরাং আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহর রাসুল! ﷺ (ক) নিশ্চয় আমরা জাহিলিয়াত (অজ্ঞতা, বর্বরতা) ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম, (খ) অত:পর আল্লাহ আমাদের জন্য এ কল্যাণ (দ্বীন) নিয়ে এসেছেন। (গ) এ কল্যাণের পর কি আবার কোন অকল্যাণ আসবে? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আমি আবার বললাম, (ঘ) এ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে দাখান (খাদ মিশ্রিত) থাকবে। আমি বললাম, "তার দাখান" (খাদ মিশ্রিত) কেমন বা কি ধরনের? তিনি বললেন- এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার সুন্নাত বা তরীকা ব্যতীত অন্য তরীকা অবলম্বন করবে এবং আমার হিদায়াত ব্যতীত অন্যের হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবে।

তাদের কিছু আচরন ভালো (ন্যায়সঙ্গত) মনে হবে এবং কিছু আচরন অন্যায় মনে হবে। অত:পর আবার আমি বললাম, (ঙ) ঐ খাদ মিশ্রিত কল্যাণের পর আবার অকল্যান আসবে নাকি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আর তা এভাবে যে, মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু বাতিলপন্থী দল বের হবে, তারা জাহান্নামের দরজার উপর দাঁড়িয়ে দাওয়াত দান করবে। যারাই তাদের দাওয়াতে (ডাকে) সাঁড়া দান করবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদেরকে এ ধরনের লোকদের বর্ণনা বা পরিচয় দান করুন। তিনি বললেন: তারা আমাদের চামড়ার (দেহের) ন্যায় হবে, এবং আমাদের ভাষায় কুরআন সুন্নাহ দ্বারা কথা বলবে।*

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! এমন অবস্থা যদি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আমার কি করণীয় মনে করেন? তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তুমি মুসলিমদের জামায়াতটিকে এবং তাদের ইমামকে আকড়িয়ে ধরবে। অত:পর আমি বললাম, যদি তাদের এক জামায়াত ও এক ইমাম না থাকে তাহলে কি করণীয়? নবী ﷺ বললেন, ঐ দলগুলোর সবগুলোকেই ত্যাগ করবে। আর এর জন্য যদি তোমাকে আমরণ কোন গাছের শিকড় আকড়িয়ে ধরতে হয় তবুও উক্ত দলসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।[৩৩]

উক্ত হাদীসের শেষাংশের ব্যাখ্যায় ইবনু মাজাহর একটি বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য:

عن حذيفة بن اليمان : تكونُ فتَنٌ علَى أبوابِها دُعاةٌ إلى النَّارِ فأن تَموتَ وأنتَ عاضٌّ علَى جِذْلِ شجرةٍ خيرٌ لَكَ من أن تتَّبعَ أحدًا منهُم

"হুযাইফা ؓ থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: অনেক ফিতনা (দলাদলি ও দলনেতা) প্রকাশিত হবে। সে সময় তুমি গাছের

---

* টিকা: 'আমাদের মত দেহ ও ভাষা' এর কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়- তার মধ্যে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ হচ্ছে, বাহ্যত তারা আমাদের দ্বীনের অনুসারী হবে। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর মান্যকারী বলে দাবী করবে কিন্তু অপ্রকাশ্যভাবে বা প্রকৃত অর্থে বিরোধী হবে। (ফাতহুল বারী- খন্ড-১৩, পৃ: ৪০)

৩৩. (সহীহুল বুখারী হা:নং- ৭০৮৪), (সহীহুল মুসলিম হাদীস নং ১২/২৩৬-৩৮)।

শিকড় কামড়ে ধরে থেকে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু তবুও সে সব দল ও দলনেতার কাউকেই অনুসরণ করবে না।"[৩৪]

ইমাম বায়যাবী (রহঃ) হাদীসের উল্লেখিত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ فَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى تَحَمُّلِ شِدَّةِ الزَّمَانِ

অর্থাৎ, যখন জমিনের বুকে বা ভূখন্ডে একজনও খলীফা থাকবে না তখন (সৃষ্ট ও বিদ্যমান) সকল দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং সে যুগের সমস্যা সঙ্কটে ধৈর্যধারণ করাই তোমার উপর কর্তব্য।[৩৫]

ইমাম ত্বাবারী (রহি) বলেনঃ

"وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ فَافْتَرَقَ النَّاس احزابا فلا يتبع أحدا فِي الفرقة وَيَعْتَزِلُ الْجَمِيعَ إِنِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ خَشْيَةً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشَّرِّ " (فتح الباري-41/13)

'হাদীসের নির্দেশনা এই যে, যখন লোকদের জন্য এক ইমাম না থাকবে তখন লোকেরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়, সুতরাং দলে দলে বিভক্তির সময় একটি দল বা সংগঠন ও তার নেতাকে অনুসরণ করা যাবে না। বরং যথাসাধ্য সকল দল ও দলনেতা থেকে দূরে থাকতে হবে। অকল্যাণে পতিত হওয়ার আশংকা মুক্ত থাকার জন্য।'[৩৬]

উক্ত হাদীসে প্রশাসনিক ইমাম বা খলিফার অবর্তমানে দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন কারণে ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে বহু দল তৈরী হয় এবং এসব দল গঠনকারীরা সাধারণত দল নেতা হয়। এরূপ দলাদলির সময়ে নবী ﷺ সাহাবী হুযাইফাহ رضي الله عنه-কে উদ্দেশ্য করে বলার অর্থ বুঝে নিতে হবে, কিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ উক্ত হাদীসের সঠিক বুঝ দান করবেন তারই উচিত নিজ নিজ যুগে যে সমস্ত দল সংগঠন ও তার নেতা থাকবে তার আওতা মুক্ত থাকা। দল ও সংগঠন

৩৪. আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (হা:নং-৩৯৮১)
৩৫. ফাতহুল বারী: ১৩/৪০
৩৬. ফাতহুল বারী খন্ড-১৩ পৃ:৪১

থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে তা যে নামেই বা যত সুন্দর নামেই হোক না কেন। কারণ এমতাবস্থায় যত দলই থাকনা কেন সকলের পরিচয় হবে একটাই তা হল বিভক্তির সদস্য বা সদস্য দল। ঐক্যের সদস্যের তালিকা থেকে চিরতরে নাম কাটা যাবে। তখন শুধু ঐক্যের সদস্য হবে কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া লোক গুলো। তাতে যদি কোন যুগে এরূপ মুসলিম এক জনও হয় তবে সে একাই হবে শত শত দল ও তার কোটি কোটি অনুসারীদের মধ্যে হকপন্থী ও নাজাতপ্রাপ্ত দল। ইবনু মাসউদ ﷺ এর বুঝ ও দাবী- (الجماعة هم أهل الحق ولو كنت وحدك) অর্থাৎ নাজাত প্রাপ্ত দল হচ্ছে হকের অনুসারীরা যদিও তুমি একাই হওনা কেন।[৩৭]

*** দলাদলি সম্পর্কে হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান ﷺ এর উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা (পৃষ্ঠাঃ ২৩৩) এবং আল জামা'আত বা জামা'আতুল মুসলিমীনের উপর বিশদ আলোচনা সামনে আসবে।**

الفصل الثالث: حكم ترك لزوم الجماعة وخطورته وأضراره

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এক জামা'আতবদ্ধ না থাকার বিধান ও অশুভ পরিনতি এবং বহুবিধ ক্ষতি

বিগত আলোচনায় যেমন দলিল সহ জানা গেছে যে, এক জামা'আতবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। তেমন এক জামা'আতবদ্ধ না থাকা, বিক্ষিপ্ত থাকা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হওয়া ও থাকা শরীয়ত তথা ছহীহ সুন্নাহর সঠিক নির্দেশনামতে নিষিদ্ধ ও হারাম। যারা এক জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে মুসলিম সমাজকে দলে দলে বিভক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন হুশিয়ারী ও শাস্তির হুমকি রয়েছে।

---

৩৭. শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস্ সুন্নাহ, লালকাঈ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯। আল-বাইছ আলা ইনকারিল বিদা ওয়াল হাওয়াদিছ, আবুশামাহ পৃঃ ৯২।

প্রথমত: কুরআান থেকে দলিল

আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الأنعام: 153

'নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথেরই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে'।[৩৮]

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ سورة ال عمران: 103

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'[৩৯]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সবাইকে তাঁর রশিকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। অতএব, পৃথিবীর সকল মুসলিম দল বা সংগঠনগুলো যদি 'হাবলুল্লাহ' তথা আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে সবাই এক আল্লাহর এক রশিকে আঁকড়ে ধরার কারণে সব মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হবে, কেউ বিভক্ত হতে পারবে না। তাহলে আমাদের জানা উচিত, এই 'হাবলুল্লাহ' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আসলে কি বুঝিয়েছেন?

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহি.) 'হাবলুল্লাহ' শব্দের অনেকগুলো তাফসীর একত্রিত করেছেন। যথা:

(১) কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব আল কুরআন
(২) দ্বীনুল্লাহ বা আল্লাহর দ্বীন ইসলাম
(৩) আল ইসলাম
(৪) ইখলাস বা একনিষ্ঠতা
(৫) আউফু বিল উকুদ বা আল্লাহর বান্দাদের সাথে চুক্তিপত্র
(৬) আল্লাহর আনুগত্য
(৭) আল জামা'আহ ইত্যাদি।

---

৩৮. আল-আন'আম ১৫৩
৩৯. আলে ইমরান: ১০৩

সুতরাং, কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় 'আল জামা'আত' তথা দলের আরবী শব্দটি এসেছে আল কুরআন এর তাফসীর থেকে। কিন্তু এই 'জামা'আত' শব্দটি ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানরা ভুল বুঝেছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ যেই জামা'আতের কথা কুরআন এবং হাদীসে বলেছেন, সেই জামা'আতের অর্থ ও মর্ম বুঝার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অধিকাংশ আখলেম সমাজের মধ্যে কঠিন বিভ্রান্তি রয়েছে। যার ফলে, ভারতবর্ষের মুসলিমরা আজ শতদলে বিভক্ত, তাই প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন জামা'আত বা দল-সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেই চলেছে।

উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে "হাবলুল্লাহ" কে আঁকড়িয়ে ধরলে সকলে (جميعا) ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব ও ভারত বর্ষের মুসলিমরা হাবলুল্লাহর কোন অর্থানুযায়ী ঐক্যবদ্ধ নয়।

যদি 'হাবলুল্লাহ' শব্দের অর্থ কিতাবুল্লাহ হয়, তবুও ভারতবর্ষের আলেমরা এই কিতাবুল্লাহ দ্বারাও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। 'হাবলুল্লাহ' শব্দের অর্থ যদি আল্লাহর দ্বীন ইসলামকেও বুঝে থাকে তবুও এই ইসলাম দ্বারাও মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। এমনকি 'হাবলুল্লাহ' অর্থ জামা'আত ধরলেও এর দ্বারা ভারতবর্ষের আলেম সমাজ এক হতে পারেনি। তাহলে বুঝা গেলো, 'হাবলুল্লাহ' শব্দের এই তিনটা তাফসীরই ফেইল বা ব্যর্থ; ভারতবর্ষের আলেমদের কাছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যে জামা'আতের কথা বলেছেন, সেটি হলো মুসলিমদের একমাত্র একক ইসলামী জামা'আত, বহু জামাত নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»

"যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে নিজেকে অর্ধ হাত সরিয়ে দিবে, সে ব্যক্তি যেন তার কাঁধ থেকে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেললো।"

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا﴾ الشورى - الأية 13

অর্থ: "তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই বিধি সম্মত করেছেন যার উপদেশ (আদেশ) দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমরা ওয়াহী করেছি আপনার প্রতি। এবং যার আদেশ দিয়ে ছিলাম ইবরাহীম,মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন কে কায়িম কর এবং বিভেদ সৃষ্টি করো না।"[৪০]

ইমাম বাগাভী (রহ:) বলেন:

بعث الأنبياء كلّهم بإقامة الدّين و الألفة و الجماعة و ترك الفرقة و المخالفة- تفسير البغوى مختصر-843

"ইমাম বাগাভী (রহ:) বলেন সমস্ত নবীদেরকে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, মিল-মহাব্বত এবং ঐক্য (এক জামা'আতবদ্ধতা) প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিভক্তি ও মতভেদ বর্জনের জন্য প্রেরণ করেছেন।"[৪১]

আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ال عمران: 105

তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে-তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।"[৪২]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন-

«وَنَحْوُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَمَاعَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الِاخْتِلَافِ وَالْفُرْقَةِ، وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ فِي دِينِ اللهِ». جامع البيان-4/ 39

"কুরআনের ভিতর অনুরূপ আয়াতগুলোতে আল্লাহ জামা'আতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অত:পর মতবিরোধ ও দলাদলি করতে নিষেধ করেছেন এবং এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের পূর্বে যারা ছিল তারা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করে ধ্বংস হয়েছে"[৪৩]

৪০. সুরা শুরা-১৩।
৪১. তাফসীর বাগাভী সংক্ষিপ্ত পৃ:৮৪৩
৪২. আলে-ইমরান: ১০৫
৪৩. জামে'উল বায়ান: ৪/৩৯

আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الانعام: ١٥٩

"নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পিত। অত:পর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অবহিত করবেন।"[৪৪]

দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ বা হাদীস থেকে দলিল

হারিস আল আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন:

عن الحارث الأشعرى ان النبي ﷺ قال: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ, وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ, فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ- (رواه الإمام أحمد والترمذى وقال حسن صحيح غريب وصحح الالبانى- رقم: 2863)

"আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আদেশ করছি আল্লাহ আমাকে যেগুলোর আদেশ দিয়েছেন। সেগুলো হল, শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত এবং এক জামা'আতবদ্ধ থাকা। কারণ যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে সে তার থেকে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেলবে, যে পর্যন্ত ফিরে না আসে। এবং যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দাবি দাওয়া করবে সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এক ব্যক্তি বললেন- হে আল্লাহর রাসুল ﷺ ছালাত পড়ে ও সওম পালন করেও? তিনি বললেন- যদিও সে ছালাত আদায় করে ও সিয়াম পালন করে। (অপর একটি বর্ণনায় আছে) এবং ধারণা করে যে, সে একজন

৪৪. আনআম-১৫৯

মুসলিম। অতএব, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সেই ডাকেই ডাকো যিনি তোমাদের মুসলিম ও মুমিন নামে নামকরণ করেছেন।"[৪৫]

উল্লেখ্য যে, জামাআত বা আল-জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুটি অবস্থা রয়েছেঃ (১) প্রশাসনিক জামাত তথা রাষ্ট্রীয় জামাত (ইসলামী রাষ্ট্র) থাকা কালে একাকী বিচ্ছিন্ন থাকা অথবা বিদ্রোহী কোন দল গঠন করা, বা বিদ্রোহী কোন দলে যোগ দেয়া হারাম, কবীরা বা কুফরি গুনাহ ও হত্যাযোগ্য অপরাধ। (২) রাষ্ট্রীয় জামাত (ইসলামী রাষ্ট্র) না থাকলে রাষ্ট্র ও সমাজের মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ থাকার স্বার্থে কোন দল গঠন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় একাধিক ও অসংখ্য দল ও সংগঠন তৈরী করে প্রত্যেক দল নিজ নিজ দলের দিকে দাওয়াত দেওয়াও হচ্ছে ইসলামী জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শামিল। আর এসব দলের দিকে দাওয়াত দেয়া নবী ﷺ জাহান্নামের দিকে দাওয়াত বলে অভিহিত করেছেন। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতে এর বহুবিধ ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি রয়েছে। সামনের অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় জামাত না থাকয় বহু দল ও সংগঠন তৈরীর ফলে মুসলিম সমাজ কি পরিমাণ ও কত ধরনের ক্ষতিতে পতিত হয়েছে দলগুলোর বাস্তব অবস্থা ও চিত্র থেকে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা, অর্থ-মর্ম ও নির্দেশনা সংকীর্ণ, বিকৃতি, আক্বীদাগত বিচ্যুতি, আদব-আখলাকের স্খলন, সর্বোপরি আল জামাআত এর হাদীসগুলোর ঢালাওভাবে বিকৃতির কারণে জামাআ বিষয়ক হাদীসগুলোর বিকৃতি, অপব্যাখ্যা এবং হাদীসগুলোকে ঘিরে বিভিন্ন সংশয় নিরসনের জন্য আলাদা অধ্যায় রচনা করা হয়েছে।

---

৪৫. হাদীসটি ইমাম আহমাদ (হাদীস নং- ১৭৪ ও ১৭৭২০) এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাসান সহীহ গারীব বলেছেন, আলবানীও সহীহ্ বলেছেন (হা:২৮৬৩)

الفصل الرابع: أضرار التحزب وتعدد الجماعات

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সাংগঠনিক দলাদলির ক্ষতিসমূহ

কুরআন-সুন্নাহ, দাওয়াত-তাবলীগ, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক, আখলাক-চরিত্র, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানসহ সর্বক্ষেত্রে সংগঠনের ক্ষতি ও সর্বনাশা পরিণতি দেখা যায়।

প্রথমতঃ সংগঠনগুলোর কুরআন হাদীসের অর্থমর্ম সংকোচন, বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণের বর্ণনাঃ

১। গুমরাহ ৭২ দলের লোকেরা নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য প্রথমতঃ কুরআনের দলিল গ্রহণ করে অর্থ বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ সহীহ হাদীসের অর্থ বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। তৃতীয়তঃ যঈফ ও জাল হাদীসের মাধ্যমে। চতুর্থতঃ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী শির্কী কুফরী কিচ্ছা-কাহিনী স্বপ্নের মাধ্যমে।

২। সংগঠনগুলো বহু আয়াত ও সহীহ হাদীসের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। কারণ প্রতিটি কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস সার্বজনীন এবং সকল মুসলিম নর-নারীকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। সংগঠনগুলো এই ধরনের বহু আয়াতের ও হাদীসের সার্বজনীনতাকে সংকীর্ণ ও সংকোচিত করে এবং সাংগঠনিক বলয়াবদ্ধ বা সাংগঠনিক গণ্ডিভূক্ত করে থাকে।

৩। সংগঠনগুলোর অপকারিতার ও জঘন্যতম ক্ষতিসমূহের মধ্যে রয়েছে কুরআন সুন্নাহ/হাদীসের ক্ষেত্রে ক্ষতি। বিভিন্ন দল, সংগঠন কুরআন সুন্নাহকে দলের সেবায় ব্যবহার করে থাকে। যেমনটি অনেক চিহ্নিত বিদআতীরাও নিজেদের দলের বিদআত ও বাতিল আক্বীদা সাব্যস্ত ও বাস্তবায়ন করার জন্য কুরআন রিসার্চ সেন্টার খুলে থাকে। দেওয়ানবাগী পীরের মত ভণ্ড লোকও কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন খুলেছে তার কুফরী আক্বীদাহ ও দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গি সাব্যস্ত করার জন্য। অনুরূপ সংগঠনওয়ালারাও সাংগঠনিক স্বার্থে কুরআনকে ব্যবহার করে থাকে।

৪। কুরআন হাদীসকে দল সংগঠনের সেবকে পরিণত করার ফলে দেখা যায় অন্য সংগঠনের বা সংগঠন বহির্ভূত যত বড় কুরআন

সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী বিদ্বান হোক না কেন তার জন্য এই সংগঠনের কোন মসজিদ, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে কুরআন সুন্নাহর ইলম প্রচার করতে বা বক্তব্য দিতে দেয়া হয় না। সাংগঠনিক স্বার্থে হঠাৎ কখনো কখনো সংগঠনের বাইরে বহুল পরিচিত দু একজন আলিমকে দাওয়াত দেয়া হয়।

৫। কুরআন সুন্নাহকে সংগঠনের সেবক বানানোর ফলে বহু আয়াতকে তারা পরিপূর্ণ ও উন্মুক্তভাবে আমল করতে পারে না। সেবক বানানোর জন্য আয়াতগুলোর সার্বজনীনতাকে সংকোচিত ও সংকীর্ণ করে সংগঠনের গণ্ডিভুক্ত ও বলয়াবদ্ধ করা হয়। যতগুলো আয়াত ও হাদীসের সাথে এরূপ আচরণ করে থাকে ততোগুলোই বা ততো পরিমাণ ও সংখ্যক ইসলামের ক্ষতি আখ্যা দেয়া হয়েছে আমাদের এই গ্রন্থে। এ ছাড়াও বহু আয়াতের ও হাদীসের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা তো আছেই। এ সংক্রান্ত আলোচনা ৩টি পর্বে উপস্থাপন করা হবে। **কুরআন সুন্নাহর সাথে এমন আচরণ তাদের লিখিত কোন বই-পুস্তকে উল্লেখিত না থাকলেও তারা তাদের ভাবভঙ্গি, বক্তব্য, বিবৃতি ও আচরণ দ্বারা বুঝিয়ে থাকে। কিছু আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আনুষঙ্গিকভাবে অনুরূপ অর্থবোধক অন্যান্য দলিলরও অপব্যাখ্যা সাব্যস্ত হয়, বিধায়, নমুনাস্বরূপ ৪১ টি কুরআনের আয়াত ও ২৬টি সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে অত্র অধ্যায়ে।** আর সংগঠনগুলোর যে বাস্তব অবস্থা, এই অবস্থার পক্ষে বই-পুস্তক লিখাও লজ্জাজনক।

প্রথম পর্বঃ কুরআনের যেসব আয়াত পরিপূর্ণ ও উন্মুক্ত ভাবে মানতে বা আমল করতে ব্যর্থ হয়ে সাংগঠনিক কেঁচি দ্বারা কাট-ছাঁট করে সংকোচিত করে সংগঠনের গণ্ডিভুক্ত ও বলয়াবদ্ধ করা হয়েছে তার কিছু নমুনা।

দ্বিতীয় পর্বঃ যে সমস্ত সহীহ হাদীস পরিপূর্ণ ও উন্মুক্ত ভাবে মানতে বা আমল করতে ব্যর্থ হয়ে সাংগঠনিক কেঁচি দ্বারা কাট-ছাঁট করে সংকোচিত করে সংগঠনের গণ্ডিভুক্ত ও বলয়াবদ্ধ করা হয়েছে তার কিছু নমুনা।

তৃতীয় পর্বঃ সংগঠনের ছত্রছায়ায় কোরআন-সুন্নাহর বিকৃতি ও উদ্ভট উদ্ভট যুক্তি এবং ঈমান-ইসলাম বিরোধী শর্তারোপ ও চুক্তি।

المبحث الأول: من أضرار الحزبية تأويلات حزبية للآيات القرآنية (بتضييق مدلولاتها وحصرها في إطار الحزب)

প্রথম পর্বঃ কুরআনের যেসব আয়াত পরিপূর্ণ ও উন্মুক্তভাবে মানতে বা আমল করতে ব্যর্থ হয়ে সাংগঠনিক কেঁচি দ্বারা কাটি-ছাঁটি করে সংকোচিত করে সংগঠনের গণ্ডিভুক্ত ও বলয়াবদ্ধ করা হয়েছেঃ

আয়াত নং-০১ঃ

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে আর এরাই হলো সফলকাম। (আলে ইমরানঃ ১০৪)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে উম্মাহ'র অর্থ একটি জাতি। অর্থাৎ গোটা মুসলিম জাতি উদ্দেশ্য। এই আয়াতের আসল অর্থ রয়েছে পরের আয়াতটিতে। অর্থাৎ সূরা আলে ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা সংগঠনের পক্ষে যে আয়াতটির সবচেয়ে বেশি (অপব্যাখ্যা) অপব্যবহার করে তা হচ্ছে এই আয়াতটি। ইবনু কাসীর বলেনঃ উম্মাহ বলতে উদ্দেশ্য মুজাহিদ ও আলিমগণ। আনুসঙ্গিকভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেক ব্যক্তিও উদ্দেশ্য। আর "খাইর" বলতে উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লামা সাদী বলেনঃ উম্মাত বলতে উদ্দেশ্য জামা'আত তথা আলিম, মুআল্লিম, ওয়াইয ও মুজাহিদগোষ্ঠী যারা মানুষকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দান করেন।

সংগঠনকারীরা উম্মাহ'র অর্থ ফিরকা বা সংগঠন করে থাকে এবং এই আয়াত দ্বারা বহু সংগঠনে বিভক্ত হওয়ার দলিল হিসেবে গ্রহণ

করে। অত্র আয়াতে একটি জাতি বলা হলেও তারা যত দল/সংগঠন বানিয়েছে সব এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য ও বৈধতা নিয়ে থাকে। আসলে এরূপ অর্থ ও বুঝ খুবই অদ্ভূত ও দুঃখজনক।

আয়াত নং-০২ঃ

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

অর্থঃ আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাত স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি দান করেছিলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলে। তোমরা একেবারে অগ্নি-গহ্বরের দ্বার প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তার থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও। (আলে ইমরানঃ ১০৩)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ মুমিন/মুসলিম বান্দাদের বিভক্ত হতে ও পরস্পরের মাঝে শত্রুতা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। এই আয়াতে বিশ্বের সকল মুসলিমকে একতাবদ্ধভাবে আল্লাহর রশিকে (কুরআন/ইসলাম/জামাআতুল মুসলিম) আঁকড়িয়ে ধরে মিলে-মিশে ভাই ভাই হয়ে থাকতে বলেছেন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা এই আয়াত দ্বারা প্রত্যেক সংগঠন নিজ নিজ নেতাকর্মী নিয়ে একতাবদ্ধ থাকার কথা বুঝে, বলে ও আমল করে। তারা এটাও বলে থাকে যে, সংগঠনে সংগঠনে বিভক্ত হওয়া বৈধ এবং এই বিভক্তির নাম দেয়া হয় সংঘবদ্ধ। তাদের কথা মোতাবেক একশো দলে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়া যায়। তাদের দৃষ্টিতে এক সংগঠনের অন্য সংগঠনের সাথে বৈরিতা ও শত্রুতা বৈধ, দোষনীয় কিছু নয় এই জন্য যে, বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের ও বন্ধু

বান্ধবদের মাঝে শত্রুতা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক মন্দ দ্বারা আরেক মন্দ ও হারামকে বৈধ করার বৃথা চেষ্টা করে।

আয়াত নং-০৩ঃ

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ﴾

অর্থঃ মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে (তবে উপর উপর তাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে সমস্যা নেই)। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা আলে ইমরানঃ ২৮)।

আয়াতের সার্বজনীন ব্যবহারঃ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং মুমিনদেরকে পরস্পর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা অনেকেই অন্য সংগঠনের মুমিন-মুসলিম ভাই-বোনদেরকে বা সংগঠন করেনা তাদেরকেও কাফেরদের মতই বন্ধু বা দ্বীনী ভাই-বোন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। করলেও পরিপূর্ণ রুচিসহ অন্তর থেকে নয়, মৌখিকভাবে উপরে উপরে।

আয়াত নং-০৪ঃ

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

অর্থঃ তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ

থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (আলে ইমরান: ১১০)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এই আয়াতে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলতে মুসলিম জাতি ব্যতীত অন্য জাতির তুলনায় উম্মতে মুহাম্মাদী উদ্দেশ্য। যারা কুরআন হাদীসের জ্ঞানে বেশী পারদর্শী এবং বেশী বেশী সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে। ১০৩ নম্বর আয়াত দ্বারা যারা উদ্দেশ্য এ আয়াত দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ যারা সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের উল্লেখিত উম্মাত দ্বারা সংগঠন বুঝেছেন তারা ভুল করেছেন। দুটি আয়াতেই উম্মাত দ্বারা সংগঠন বা বহু দল উদ্দেশ্য নয়। বরং সমস্ত অমুসলিম জাতির বিপরীতে মুসলিম জাতি উদ্দেশ্য। আর বিশেষ অর্থ হচ্ছে- ইবনু কাসীর এবং সাদী যা বলেছেন। দেখুন সিরিয়ালের ১ নং আয়াত।

আয়াত নং-০৫ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা: ৫৯)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী কেবল আল্লাহ এবং তদ্বীয় রাসূল ﷺ নিঃশর্ত আনুগত্যের অধিকারী। এ ছাড়া কোন শারঈ (উলুল আমর) ও বেশারঈ (সাংগঠনিক) নেতা শর্তহীন

আনুগত্যের অধিকারী নয়। বেশরঈ নেতাদেরকে কখনই শারঈ নেতাদের মত গণ্য ও মান্য করা যাবে না। কিন্তু অনেক সংগঠনের নেতাগণকে সংগঠনের কর্মী সদস্যরা আমীর ও আমীরে জামাআত বলে থাকে এবং উলুল আমরের মত করে মেনে থাকে অথচ সেই যোগ্যতা তাদের মধ্যে নেই। সুতরাং কোন সংগঠনের নেতাকে বা কোন দাঈ ও আলিমকে উলুল আমর (মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও প্রশাসনিক) আমীর নেতার মত মানা যাবে না।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা তাদের নেতাদেরকে আমীর মেনে থাকে ও তার বাই'আত করে থাকে। সংগঠন থেকে বের হওয়াকে জামা'আত ও আমীরের আনুগত্য থেকে বের হওয়ার মত অপরাধ ও অপরাধী মনে করে থাকে।

আয়াত নং-০৬ঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থঃ আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকেই ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস স্থল হিসেবে তা খুবই মন্দ। (সূরা নিসা: ১১৫)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এ আয়াতে মুমিনগণের পথ অনুসরণের জন্য তা'কীদ (গুরুত্ব) দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে সালফে-সালেহীনগণের ঐক্যের পথ কোন প্রচলিত সংগঠনভূক্ত মুমিন মুসলিমদের অনৈক্য ও বিভক্তির পথ নয়।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা ভিন্ন ভিন্ন নেতার সংগঠনে বিভক্ত হওয়ার পথকেই (আয়াতে উল্লেখিত) মুমিনদের পথ বলে দাবী করে থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংগঠনে যোগ দেয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে থাকে যা- এ আয়াতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও বিপরীত।

আয়াত নং-০৭ঃ

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

অর্থঃ মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর। (সূরা নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এ আয়াতে সকল মুমিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের বিপরীতে বন্ধু/অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর নিকট হতে ইজ্জত তলব করতে বলা হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা কাফির ও মুনাফিকদের মত করেই অন্য সংগঠনের মুমিনদেরকে বা যারা সংগঠন করেনা তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে পারে না। বরং মুনাফিকরা যেমন মুমিনদেরকে বিপদে ফেলার জন্য কাফিরদের সাথে আতাত করে ঠিক সংগঠনকারীরা এক সংগঠন অপর সংগঠনের নেতাকর্মীদের যে কোন শত্রুর কবলে ফেলে বিপদগ্রস্থ করতে বা অত্যাচার করাতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

আয়াত নং-০৮ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিপক্ষে কোন স্পষ্ট দলিল সাব্যস্ত করতে চাও? (নিসাঃ ১৪৪)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এ আয়াতে মুমিন মুমিনদের ছাড়া কোন কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে পৃথিবীর সমস্ত মুমিন মুসলিমরা পরস্পরের বন্ধু।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা কাফিরদের মত করে অন্য সংগঠনের মুমিনদের সাথে সম্পর্ক রাখেনা বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না বা বন্ধুসুলভ আচরণ করে না। তারা শুধু নিজ নিজ সংগঠনের সদস্য কর্মীদের সাথে বন্ধু ও ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করে।

আয়াত নং-০৯ঃ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ তবে (মুনাফিকদের মধ্যে) যারা তাওবা করে নিজদেরকে শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (নিসা: ১৪৬)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এ আয়াতে কাফির মুনাফিকদের মুমিন সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হওয়ার জন্য শর্ত হল তাওবা করা, আত্মশুদ্ধি অর্জন করা, আল্লাহকে তথা তাঁর দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি-খালিছ করা।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনে প্রবেশের জন্য ফরম পূর্ণ করে অঙ্গীকার করানো হয়। পূর্বে সংগঠনের বিরোধীতা করে থাকলে বা অন্য কোন সংগঠন থেকে এসে থাকলে তাকে ভুল স্বীকার (তওবা) করানো ও সংগঠনের আনুগত্যের জন্য কঠিন অঙ্গিকার করানো হয়। অন্য সংগঠনের সাথে সম্পর্ক না রাখার শিক্ষা দেয়া হয়। অন্য সংগঠনের সাথে মিশলে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হয়।

আয়াত নং-১০ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন দোষারোপকারীর দোষারোপকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (মায়িদা: ৫৪)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে বিশেষভাবে যে মুমিন সম্প্রদায়কে আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের বৈশিষ্ট্য বলেছেন যে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসেন এবং তারা মুমিনদের ক্ষেত্রে বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা শুধু সংগঠন ভুক্তদের ভালোবাসে এবং তাদের জন্য বিনম্র কিন্তু অন্য সংগঠনের মুমিনদের অথবা সংগঠন সংশ্লিষ্টতামুক্তদের প্রতি তেমন বিনম্র নয়, তাদেরকে ভালোবাসতে ও সহযোগীতা করতে রাজী নয়। আর সমালোচনাকারীকে তো কাফিরদের মত তার সাথে রূঢ়াচরণ ও কঠোরতা পোষণ করা হয়, অত্যাচারের জন্য শত্রুর নিকট সমর্পন করতে পিছপা হয় না। কমপক্ষে নীরব দর্শক ও সমর্থকের ভূমিকা পালন করে এবং ভাব-ভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, কোন শত্রু দ্বারা সে বিপদগ্রস্থ হলে ও ধ্বংস হলেও তারা এতে খুশি। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যা অন্যান্য সাংগঠনিক ক্ষতি থেকে জানা যাবে। আর তারা সত্যের ক্ষেত্রে নয়, সংগঠন করার ক্ষেত্রে যত বড় নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য আলিম হোক না কেন দোষারোপ করতে পরোয়া করে না।

আয়াত নং-১১ঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

অর্থঃ তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে রুকু অবনমিত

অবস্থায়, আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী (মায়িদাঃ ৫৫-৫৬)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এ আয়াতে এক মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ব্যক্তিকে কি কি আমল-আচরণের ভিত্তিতে বন্ধু বা ভালোবাসার পাত্র হিসেবে গ্রহণ করবে, এমন কি আল্লাহ ও রাসূলকেও বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে পাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান আনলে, ছালাত কায়েম করলে, যাকাত আদায় করলে এবং রুকুবানমিত হলে। আর এসব আমল আচরণের ভিত্তিতে যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে এবং ঈমান আনবে তারাই হচ্ছে আল্লাহর দল। আর আল্লাহর দলভুক্তরাই প্রকৃত বিজয়ী।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীদের নিকট উপরোক্ত আমল-আচরণ বন্ধু ও ভাই হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে বন্ধু ও ভাই এর মর্যাদা পেতে হলে এবং এর উপযুক্ত হতে হলে সংগঠনভুক্ত হতে হবে। এবং যে সংগঠনের সদস্য হবে শুধু সেই সংগঠনের লোকদের নিকট বন্ধু বা ভাই হবে।

আয়াত নং-১২ঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (আনফালঃ ৪৬)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদের শক্তিশালী ও বিজয়ী হওয়ার এবং শক্তি খর্ব ও দুর্বল এবং পরাজিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন। শক্তিশালী ও বিজয়ী হওয়ার চারটি কারণ বা উপায় বলেছেন- (১) আল্লাহর আনুগত্য করা (২) রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ করা (৩) বিভেদ ও বিভক্তিতে না জড়ানো এবং (৪) সবরের মাধ্যমে তিনটি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ মুসলিমরা সংগঠনে সংগঠনে বিভক্ত হওয়ার মাধ্যমে কাফির মুশরিকদের বিপরীতে দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং এই বিভক্তির ভিতর এমন মজা ও তৃপ্তি পাচ্ছে যে, ঐক্যই শক্তি এটা তাদের বুঝার সময়টুকুও নেই।

আয়াত নং-১৩ঃ

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)

অর্থঃ আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। (আনফাল: ৬২)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন- কাফির ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নবীকে সাহায্যের জন্য তিনিই যথেষ্ট (যখন কোন মানুষ তার সাহায্যকারী থাকবে না) কিন্তু তদুপরি আল্লাহ তাঁর নবীকে নিজে সাহায্য করেছেন এবং বিশাল মুমিন বাহিনীকেও তাঁর সাহায্যের জন্য তৈরী করে দিয়েছেন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা সংগঠনে দাওয়াত দেয়ার জন্য বলেন: 'দেখেন আপনি সংগঠনে না ঢুকলে, বিপদে পড়লে আপনাকে কে সাহায্য করবে?' অথচ অসহায় ব্যক্তি সত্যের উপর থাকলে সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। এটা তাদের মুখেও আসে না। আল্লাহ বলেনঃ اليس الله بكاف عبده -অর্থাৎ, আল্লাহই কি যথেষ্ট নন তাঁর বান্দার জন্য? (সুরা যুমারঃ ৩৬)। আর মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ব্যক্তিকে ঈমানের কারণে সাহায্য করতে হয় সংগঠনের তাগিদে নয় এটাও তারা স্বীকার করতে রাজী নয়।

আয়াত নং-১৪ঃ

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ তিনি মুমিনদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৮:৬৩)"হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (আনফাল: ৬৩, ৬৪)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে মুমিন মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি অন্তরের মিল-মহব্বত এটা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত যা জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত হওয়ার পর ঈমান-ইসলামের বদৌলতে দান করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যায় করে এই নেয়ামত প্রাপ্ত হবার উপায় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ ঈমান ইসলামের বিনিময়ে সহজেই তা দান করেছেন। এই সম্পদের কারণে আল্লাহ তার নবীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, এখন আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং পরস্পর সম্প্রীতি ও ঐক্যের ডোরে আবদ্ধ আপনাকে অনুসরণকারী মুসলিম বাহিনী।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা ঈমান ইসলামের ভিত্তিতে পরস্পরকে মুহাব্বত করে না বরং সংগঠনের ভিত্তিতে একজন অপরজনকে মুহাব্বত করে। আল্লাহর নিকট সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক মুহাব্বত ও ভালোবাসা। কিন্তু সংগঠনকারীদের নিকট তার চেয়ে অধিক মূল্যবান সম্পদ হলো তাদের সংগঠন। শুধু ঈমানদার এবং নবীর অনুসারী হলেই সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হবেনা যতক্ষণ সংগঠনের সদস্য ও সমর্থক হিসেবে পরিচিত না হবে।

আয়াত নং-১৫ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের উপর কর্তব্য। তবে এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ্ পূর্ণ দৃষ্টিমান। (আনফালঃ ৭২)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের পরস্পরের বন্ধু ও সুসম্পর্কশীল হওয়ার জন্য কিছু কার্যকলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। যারাই ঈমান আনবে, হিজরত করবে এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, যারা অপর মুমিনকে আশ্রয় দান করবে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করবে কিন্তু যারা ঈমান আনার পর (মক্কা থেকে মদীনা হিজরত চালু ছিল সেই সময়ের কথা) হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনরূপ বন্ধুত্ব রাখা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে। কিন্তু তারা দ্বীনের বিষয়ে যখন তোমাদের নিকট প্রতিপক্ষ কাফিরদের বিপরীতে সাহায্য চাইবে তখন অবশ্যই তোমাদের প্রতি তাদেরকে সাহায্য করা অনিবার্য। একমাত্র ঐ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নয় যাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে আছে এবং তারা এখনো চুক্তি ভঙ্গ করেনি।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীদের নিকট দ্বীন, ঈমান, আল্লাহর রাস্তায় সহীহ আক্বীদার পক্ষে ও বাতিল আক্বীদার বিপক্ষে যত কঠিন লড়াই করুক তাকে বন্ধু ও আপনজন গন্য করে তাকে সাহায্য করা যাবে না যতক্ষণ সংগঠনের সদস্য ও সমর্থক প্রমাণিত না হবে। সহীহ আক্বীদার নির্যাতিত সংখ্যালঘু ভাইদেরকে সহায্যের জন্য শর্ত দেয়া হয় সংগঠন করার ও শাখা খোলার।

আয়াত নং ৭৩-৭৪ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)

অর্থঃ আর যারা কুফরী করেছে (কাফির) তারা একে অপরের বন্ধু (তারা মুমিনদের কেউ নয়) যদি তোমরা এমনটি না কর পরস্পর বন্ধু না হও তবে যমীনের বুকে বিরাট ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থঃ আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক (আনফাল: ৭৪)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, কাফিররা পরস্পরের বন্ধু, তেমনি মুমিন মুসলিমরাও যদি তাদের মত পরস্পরের বন্ধু না হও তবে যমীনের বুকে মুমিনদের বিপদ ও কঠিন বিপর্যয়ের কারণ হবে। যেমন কাফিররা পরস্পরের বন্ধু ও ঐক্যবদ্ধ হলে এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হলে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ও বিলীন করে দিবে। আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে আল্লাহর পথে জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে এবং যারা অপর মুমিন সম্প্রদায়কে আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে দুনিয়ায় যত কাফির রয়েছে তারা যেমন পরস্পরের বন্ধু অনুরূপ দুনিয়ায় যত মুমিন মুসলিম রয়েছে সবাই পরস্পরের বন্ধু ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনগুলোর পৃথিবী ব্যাপী যে অবস্থা নজরে আসে একটি ছোট দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দল সংগঠন খুবই বিভক্ত হয়েছে। এক সংগঠন অপর সংগঠনের সহযোগী তো নয়ই, বরং বিরোধী

আয়াত নং-১৮ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থঃ আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে (হয়ে, তোমাদের পক্ষে) জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (আনফাল: ৭৫)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে কি কি কার্যকলাপের মাধ্যমে বা কোন সূত্রে মুমিনরা একে অপরের সঙ্গীসাথী হওয়ার অধিকার রাখে এবং একে অপরের অন্তরঙ্গ হতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান আনলে, হিজরত করলে ও ইসলামের শত্রু কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করলে। তবে আত্মীয়তা সম্পর্কের মাধ্যমে একজন অপরজন থেকে অধিক প্রাধান্যযোগ্য হতে পারে আল্লাহর কিতাবে নির্দেশনার ভিত্তিতে। এ আয়াতে ঈমান আমলের ভিত্তিতে প্রত্যেক মুমিন মুসলিম ব্যক্তি একে অপরের সাথী ও অন্তরঙ্গ কিন্তু আত্মীয়তার দিক থেকে প্রাধান্য পাবার উপযুক্ত।

সাংগঠনিক ব্যাখ্যাঃ কিন্তু সংগঠনকারীদের নিকট ঈমান আমলের মাধ্যমে অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না সংগঠনের মাধ্যমে হওয়া যায়। এমনকি অনেক সময় আত্মীয় সম্পর্কের চাইতেও সংগঠনের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে যায়। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আয়াত নং-১৯ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ

করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (তাওবা: ১৬)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ সত্যিকার অর্থে মুমিন কারা তা যাঁচাই করতে চেয়েছেন, আর এটা যাঁচাই করার জন্য ৩ টি কাজ দেখতে ও জানতে চেয়েছেন- (১) প্রয়োজনের সময় যারা জিহাদ করে (২) আল্লাহ ছাড়া, তার রাসূল ছাড়া এবং মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে সাথী-বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীদের নিকট উপরোক্ত ৪টি বিষয়ের চেয়ে বেশী শক্তিশালী সাংগঠনিক সম্পর্ক ও পরিচয়। সংগঠনের সদস্য না হলে ৪টি বিষয় পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকলেও কোন লাভ নেই।

আয়াত নং-২০ঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাওবা: ৭১)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ মুমিন নর-নারীগণ সংশ্লিষ্ট আমল-আচরণের মাধ্যমে পরস্পরের বন্ধু তারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহর অনুসরণ করে এবং রাসূলেরও অনুসরণ করে। আর এই আমল আচরণগুলোর ভিত্তিতে আল্লাহ তাদের প্রতি রহম ও দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে মুমিন নারী-পুরুষকে উপরোক্ত আমল-আচরণের ভিত্তিতে পরস্পরের বন্ধু বলেছেন কিন্তু সংগঠনকারীদের নিকট সংগঠনভুক্ত নারী পুরুষরাই কেবল একে অপরের বন্ধু ও ভাই বোন অন্য সংগঠনের বা সংগঠনমুক্তদের বন্ধু বা ভাই-বোন হিসেবে গণ্য করে না।

আয়াত নং-২১ঃ

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থঃ আর বল, 'তোমরা আমল কর। অতএব, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর (আল্লাহর) নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে'। (তাওবা: ১০৫)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে জিহাদসহ যে কোন আমলের ত্রুটি বিচ্যুতি ফাঁকিজুকি যেমন আল্লাহ দেখেন তাঁর রাসূলও দেখতে পারেন, এমনকি মুমিনরাও দেখতে পারেন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীদের ভুলত্রুটি ও সমালোচনা সংগঠন বহির্ভূত কোন মুমিন/মুসলিমের করার অধিকার নেই আর তা গ্রহণযোগ্যও নয়, ভুল প্রমাণকারী ও সংশোধনকারী যত বড়ই আলেম হৌন না কেন। সংগঠনভুক্তদের দৃষ্টিতে সঠিক হলেই চলে। অন্যদের নিকট বেঠিক ও বিদাত হলেও কোন সমস্যা নেই, কিছুই যায় আসে না।

আয়াত নং-২২ঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

অর্থঃ আর যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতঃপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার/তাদের ঘাঁটি হিসেবে। আর তারা অবশ্যই শপথ করে যে, 'আমরা কেবল ভালোই চেয়েছি'। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (তাওবা: ১০৭)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে নবীর যুগে মুনাফিকরা মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদের আড়ালে মুসলিমদের দুভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে সংগঠন দাঁড় করিয়েছিল। আর তারা দাবি করেছিল যে তার এই মসজিদটি সৎ উদ্দেশ্যেই করেছে। এই সাংগঠনিক বিভক্তির প্রতীক ও ঘাঁটি মসজিদকে আল্লাহর নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরাও অন্য সংগঠনের মসজিদে যাবে না, অন্য সংগঠনের লোকদের ছালাত পড়তে ও পড়াতেও দিবে না, এই উদ্দেশ্যে মসজিদ বানায় ও মসজিদ দখল করে। সংগঠন বহির্ভূত ইমামকে জোরপূর্বক ও ষড়যন্ত্র করে বরখাস্ত করা হয়। এক সংগঠনের আমীরকে তাঁর বক্তব্যে দু:খের সাথে বলতে শুনেছি, আমাকে অমুক অমুক মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয় না।[৪৬]

আয়াত নং-২৩ঃ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থঃ আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে। (তাওবা: ১২২)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে দুই ভাগে বন্টন হতে বলেছেন (এটা সাংগঠনিক বিভক্তি নয় বরং) কর্ম বন্টনের

৪৬. তার বক্তব্যের লিংক: https://youtu.be/PZYIuCSv2Bo

জন্য, সবাই যেন নিজেদের জন্য বাড়ী ঘর ও এলাকা থেকে (যুদ্ধের জন্য) বের হয়ে না চলে যায়। আবার সবাই যেন ইলম ও দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত না হয়ে যায়, বরং দুইভাগে বন্টন হয়ে একদল জিহাদের জন্য যাবে এবং আরেক দল ইলম অন্বেষণের জন্য যাবে, যাতে করে ফিরে এসে নিজেদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা সতর্ক হতে পারে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ আল্লাহ ইলম ও জিহাদের কাজের জন্য মুসলিমদেরকে দুই দলে বন্টন হতে বলেছেন, অথচ সংগঠনকারীরা এ আয়াতকে বহু সংগঠনে বিভক্ত হওয়ার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। একেই বলা হয় তিলকে তাল বানানো এবং সুঁই এর ছিদ্রে ফাল ঢুকানোর চেষ্টা।

আয়াত নং-২৪ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তার জন্য তাই কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (তাওবা: ১২৮)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে একজন মুমিন অপর মুমিনের প্রতি কেমন সদয়, দয়া ও মমতাময় হবে সেটা নবীর আদর্শ ও চরিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূল ﷺ এর মধ্যে উত্তম আদর্শ ও নমুনা রয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ অথচ সংগঠনকারীরা নবীর আদর্শ ও ঈমান অনুযায়ী সংগঠন বহির্ভূত অপর মুমিনের প্রতি সদয় হয়না, সংগঠনের সদস্য ও সমর্থক হওয়ার কারণে সদয় হয়।

আয়াত নং-২৫ ও ২৬ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থঃ 'হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন'। (ইবরাহীম: ৪১)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

অর্থঃ 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং আপনি যালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।' (নূহ: ২৮)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ নিজের জন্য দুআ করার পাশাপাশি নিজের পিতা-মাতা ও সকল মুমিন নর-নারীগণের জন্য দুআ করতে শিখিয়েছেন। আর কাফির যালেমদের বিরুদ্ধে তাদের ধ্বংসের জন্য বদ দুআ করতে শিখিয়েছেন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা সকল মুমিনদের জন্য দুআ করেনা, কেউ কেউ দুআ করলেও মন খুলে করে না। অনেক সময় অন্য সংগঠনের মুমিনদের প্রতি কাফিরদের মত করে বদ দুআ করারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আয়াত নং-২৭ঃ

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ মুমিনদের পরবর্তী প্রজন্মরা পূর্ববর্তী প্রজন্মের জন্য এভাবে দুআ করবেন- "হে আমাদের রব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইগণকেও যারা ঈমান আনার দিক থেকে আমাদের অগ্রণী হয়েছেন। আর যারাই আপনার প্রতি ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনরূপ কুটিলতা (হিংসা-বিদ্বেষ) তৈরী করবেন না বা রাখবেন না। হে আমাদের রব নিশ্চয় আপনি সবার প্রতি অতি স্নেহশীল-পরম দয়ালু।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ আল্লাহু আকবার! এ আয়াতে আল্লাহ বিশ্বের জীবিত শত শত কোটি মুমিনরাতো অবশ্যই, সবাই মিল মুহাব্বতের ডোরে গাঁথা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এমনকি মৃত্যুবরণকারী শত শত কোটি

মুমিন মুসলিমদেরকে ভ্রাতৃত্বের ডোরে আবদ্ধ করে একীভূত করার নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে নিজেদের জন্য মাগফিরাতের দুআর পাশাপাশি অতীতে মৃত্যুবরণকারী ঈমানদার ভাই-বোনদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা এবং সকল ঈমানদারের প্রতি অন্তরকে কুটিলতা মুক্ত রাখার জন্য দুআর মাধ্যমে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা একটি ছোট্ট দেশে অসংখ্য সংগঠনে বিভক্ত হয়ে শুধু যার যার সংগঠনের সদস্য সমর্থকদেরকে ভাই গণ্য করা হয় এবং শুধু তাদেরকেই ভালোবাসা ও তাদের জন্য কল্যাণ কামনা ও দুআ করা হয় আর অন্যদের পর ভাবা, তাদের সাথে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ না করা এই সাংগঠনিক সংস্কৃতি কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আয়াত নং ২৮-২৯ঃ

28- لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ - (২৯) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ আমি তাদের কিছু শ্রেণীকে যে ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি দু'চোখ প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের জন্য তোমার বাহু অবনত কর। (হিজর: ৮৮)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ সূরা হিজরের শেষাংশে এবং সূরা শুআরার ২১৫ নং আয়াতে আল্লাহ নবীকে মুমিনদের জন্য সৌহার্দ্য প্রদর্শন করতে এবং তাদের প্রতি দয়া ও মমতাপরায়ণ হতে আদেশ দিয়েছেন। নবীর আদর্শ অনুসরণ করে মুমিনরাও একে অপরের প্রতি দয়াশীল ও মমতাপরায়ণ হতে হবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা শুধু সংগঠনভুক্ত মুমিনদের প্রতি দয়াশীল ও মমতাপরায়ণ, আর অন্য সংগঠন ও সংগঠন বহির্ভূতদের প্রতি ভালোবাসা নামকে ওয়াস্তে।

আয়াত নং-৩০ঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

অর্থঃ অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (মুহাম্মাদ: ১৯)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ আল্লাহ অত্র আয়াতে নবী ﷺ কে তার ভুলভ্রান্তি ও সকল মুমিন নর-নারীদের অন্যায় অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেছেন। এখান থেকে আমাদেরকে এই শিক্ষায় দেয়া হয়েছে যে, আমরা শুধু নিজেদের অন্যায় অপরাধ ও ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো না বরং সকল মুমিন নর ও নারীর জন্য চাইব।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীদের নীতি হল নিজেদের সংগঠনভুক্তদের নিয়ে চিন্তা, তাদের অন্যায় অপরাধ যেন না থাকে। আর অন্যরা অপরাধে হাবুডুবু খাক, এর জন্য দুনিয়া আখিরাত ধ্বংস হোক। এমনকি উল্টা তাদেরকে জামা'আত (সংগঠন) ত্যাগী মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে হত্যাযোগ্য অপরাধী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আয়াত নং-৩১ঃ

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে প্রবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু সকল মর্যাদা তো আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (মুনাফিকুন: ৮)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফির ও মুনাফিকদের বিপরীতে নিজের সম্মানের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তাঁর রাসূলের সম্মানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার সাথে সকল মুমিনের ঘোষণা দিয়েছেন। আর এই সম্মান শুধু ঈমানের ভিত্তিতে কোন সংগঠনের ভিত্তিতে নয়।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীদের নিকট সম্মান হচ্ছে সংগঠনের ভিত্তিতে। যে সংগঠনে নেই তার কোন সম্মান তাদের নিকট নেই। এটা এক ধরনের মুনাফিকদের আচরণ বলা যায়।

আয়াত নং-৩২ঃ

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

অর্থঃ আর তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তারা তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। (বুরুজ: ৭)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ জনৈক কাফির শাসক ও তার অনুগত বাহিনী কর্তৃক ঈমানদারদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া এবং সেই দৃশ্য উপভোগ করার নিন্দা জানিয়ে তাদের ধ্বংসাত্মক পরিণামের ঘোষণা দিয়েছেন। মুমিনদের বিপদ ও কষ্টে অপর মুমিন কষ্ট পাবে এটাই স্বাভাবিক খুশি হওয়ার কাফিরদের স্বভাব।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা প্রতিপক্ষ/অপর সংগঠনের বিপদে খুশী হয়, এমনকি বিপদে পড়ুক এটাই চাই। অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীদেরকে গ্রেফতার করানোর চেষ্টা করে, নিজেরাও হত্যার চেষ্টা করে, বিপদে পড়লে খুশি হয় মিষ্টি বিলায়।

আয়াত নং-৩৩ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। (হুজরাত: ৬)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন কোন ফাসেক-ফাজির অবিশ্বস্ত ব্যক্তি কোন সংবাদ বা তথ্য পরিবেশন করবে তদন্ত ও অনুসন্ধান সাপেক্ষে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় নিরাপরাধ ব্যক্তিকে

ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে এবং নিজেকে লজ্জিত ও অপদস্থ হতে হবে। অত্র আয়াতের শানে নুযূল জানলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সাংগঠনিক দলাদলীর ক্ষেত্রে এ আয়াতটির ব্যাপক লঙ্ঘন দেখা যায়। এক সংগঠনের অপর সংগঠনের কোন নেতা, কর্মী ও সদস্যদের ব্যাপারে কোন নেতিবাচক তথ্য, অন্যায় অপকর্মের সংবাদ পাওয়া সাথে সাথে তদন্ত অনুসন্ধান না করেই প্রচার প্রসারে নেমে যায়। অতি সম্মানী ব্যক্তি হলেও নিম্ন পর্যায়ের কর্মী সদস্যরাও তার মানহানীর জন্য ফলাও করে প্রচার করে থাকে।

আয়াত নং-৩৪ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থঃ নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। (সুরা হুজরাত: ১০)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরস্পরের ভাই ভাই সম্পর্কে জুড়ে দিয়েছেন। অতএব সর্বদা তারা ভাই ভাই সম্পর্ক নিয়ে আমরণ জীবন-যাপন করবে। কোন কারণে কখনো দুজনের মাঝে বা দু গোত্র গোষ্ঠীর মাঝে বিবাদ দেখা দিলে তৃতীয় পক্ষের মুমিনরা হস্তক্ষেপ করে দুপক্ষের মাঝে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবে। এভাবে আবার সবাই মিল-মুহাব্বতের সাথে বসবাস করবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা শুধু সংগঠনভুক্তদের ভাই ভাই এর মর্যাদা দেয় ও মুহাব্বত করে, মুমিন হওয়া সত্ত্বেও অন্য সংগঠনের সাথে যুগ যুগ ধরে বিবাদ জিইয়ে রাখে মিটমাট ও সমঝোতা সম্প্রীতি স্থাপন করে না।

আয়াত নং-৩৫ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অর্থঃ মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজরাত: ১৫)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী বা সত্যিকার মুমিন হওয়ার মাপকাঠি এই আয়াতে বলে দিয়েছেন: "যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি এমনভাবে ঈমান আনবে যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ না থাকে। অত:পর নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এরাই প্রকৃত অর্থে মুমিন এবং সত্যবাদী।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীদের মাপকাঠিতে মুমিন হিসেবে গণ্য ও ভালোবাসার ও সুসম্পর্ক রাখার পাত্র তারা যারা সংগঠনভুক্ত। (সূরা হুজরাতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতেও (১১-১৩) মুসলিমগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার যে নীতিমালা দেয়া হয়েছে তার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন দেখা যায় সংগঠনগুলোর নিকট (১) একে অপরকে ঠাট্টা- মস্করা করা (২) কুৎসা রটনা ও বদনাম করা (৩) বিভিন্ন ধরনের বাজে লকব, দোষত্রুটিমূলক খেতাব ও পরিচয় জড়িয়ে সম্বোধন করা (৪) এ জাতীয় কাজকে স্পষ্ট ফাসেকী কাজ ও ঈমানের পরিপন্থী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং যারা এরূপ গর্হিত কাজে জড়িত তাদেরকে তাওবা করতে বলা হয়েছে অন্যথায় তাদেরকে যালিম আখ্যা দেয়া হয়েছে। (৫) একে অপরের প্রতি কুধারণা পোষণ করে, ছিদ্রান্বেষণ করে, বদনাম খুঁজে বেড়ায়। যেখানে এক মুমিন অপর মুমিনের গোপনীয়তা রক্ষা করার কথা সেখানে খুঁটে খুঁটে তার গোপন বিষয় প্রকাশ করা হয় এমনকি অনেক সময় বানিয়েও বলা হয়। (৬) সংগঠনগুলো হচ্ছে গীবত ও পরনিন্দা চর্চার উর্বর ভূমি। আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার বীভৎস্য দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। আর কেউ এটা নিজের ক্ষেত্রে পছন্দ করে না। (৭) সর্বোপরি সবাইকে একই পিতা-মাতার (আদম-হাওয়ার) সন্তান হিসেবে পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ও গোত্র কবীলার পরিচয় ভিন্ন হলেও সবাইকে এক বলে গণ্য করেছেন। এক অপরের প্রতি সম্মান ও প্রাধান্যের মাপকাঠি কোন দল-সংগঠন নয়, এর মাপকাঠি একমাত্র তাক্বওয়া বলে ঘোষণা করেছেন।

আয়াত নং-৩৬ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

অর্থঃ আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ (এর বদলা) ও সুস্পষ্ট পাপ। (আহযাব: ৫৮)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াত কোন মুসলিম নর-নারী কর্তৃক অপর মুমিন নর নারীকে বিনা দোষে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিনা অপরাধে তাদেরকে কষ্ট দেয়া, অপবাদ দেয়া মহা অন্যায় এবং এর জন্য পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মুমিন মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়া কাবিরা গুনাহ, এ জন্যই পরকালে শাস্তির সম্মুখী হতে হবে। মুমিন/মুসলিমদের কষ্ট দেয়া কাফিদের স্বভাব।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ নিশ্চয় সংগঠনগুলো এক অপরটির নেতাকর্মী ও সদস্যদের দু:খ কষ্ট দেয়ার জঘন্যতম হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। পরস্পরের মাঝে সাহায্য-সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তো নেই, আছে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও চুগলখোরী এবং বিপদে ফেলা ও কষ্ট দেয়ার প্রবণতা। এক সংগঠনের জন্য অপর সংগঠনের এরূপ করা স্বাভাবিক ও জায়িয মনে করা হয়।

আয়াত নং-৩৭ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থঃ নিশ্চয় যারা সতীসাধ্বী নিষ্কলঙ্ক মুমিন নারীদেরকে (ব্যাভিচারের) অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। (নূর: ২৩)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ (মুমিন নারীর পাশাপাশি মুমিন পুরুষের) প্রতি অপবাদ লেপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাকে লা'নতযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ উপরোক্ত আয়াতটির বিপরীতে সংগঠনগুলোর যে ভূমিকা এ আয়াতের ক্ষেত্রেও তাই। এক সংগঠন অপর সংগঠনের নিরাপরাধ নারী-পুরুষদের যে কোন মানহানীকর অপবাদ দিতে দলিল প্রমাণের সাক্ষীর প্রয়োজন ও কোন তোয়াক্কা করে না। অথচ এরূপ আচরণ দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নতযোগ্য এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আয়াত নং ৩৮-৩৯ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: 8)- وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2)

অর্থঃ (হে ঈমানদারগণ!) কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে তোমরা ইনসাফ করা ত্যাগ করবে। সুবিচার কর, এটা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহঃ ৮)

অর্থঃ (হে মুমিনগণ!) সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অপরকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা করো না। (সূরা মায়িদাঃ ২)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ মুমিনদেরকে কাফেরদের কুফরী ও মসজিদুল হারামে বাধা দেয়ার কারণে ঘৃণাপোষণ করলেও তাদের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যায় ও বেইনসাফী নিষেধ করে ন্যায় বিচার করতে বলেছেন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সাংগঠনিক কারণে এক সংগঠনের কর্মী-সাথীরা অপর সংগঠনের নেতাকর্মী ও সদস্যের প্রতি সীমালঙ্ঘন করে এর বহু নযীর রয়েছে। অপর আয়াতে সৎ কাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতার আদেশ দিয়েছেন এবং পাপ কাজ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সংগঠনকারীরা এ আয়াতের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন।

আয়াত নং-৪০ঃ

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ তাদের অধিকাংশ গোপন কথাবার্তা কিংবা সলা-পরামর্শে কল্যাণ নেই; তবে যে ব্যক্তি সদকা দেয় বা পূণ্য কাজকর্ম করে এবং জনগণের মাঝে আপোষ-মীমাংসার আদেশ দেয় অবশ্যই তা কল্যাণজনক। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে এ কাজগুলো করে আমি তাকে শীঘ্রই বড়ো রকমের পুরস্কারে ভূষিত করবো। (সূরা নিসা: ১১৪)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতে মানুষ আপোষে (দু'জন বা ততাধিক মিলে) চুপিসারে যে সমস্ত পরামর্শ-পরিকল্পনা করে থাকে এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যদি তিনটি বিষয়ে কোনটির অন্তর্ভূক্ত না হয়- (১) দান-ছদাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহমূলক কথা (২) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধমূলক কথা (৩) মানুষের মাঝে (বিদ্যমান বিবাদ-বিসংবাদ) মিটানোর ও মীমাংসার কথা না হয়।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনগুলোই হলো বিবাদের ও দ্বন্দ্ব-কলহের ঘর, মিটাবে কে? অনেক শলা-পরামর্শ ও মিটিং হয় অন্য সংগঠনের বিপরীতে, বিপদে ফেলার জন্য, কল্যাণের জন্য নয়।

আয়াত নং-৪১ঃ

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করি সেটা তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছায় নয়, আমি তো সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই, আমার কাজের সাফল্য তো আল্লাহরই পক্ষ হতে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, আর তাঁর দিকেই ধাবিত হই। (সূরা হুদ: ৮৮)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত বিষয় বস্তুর ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার আগে

নিজেকে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। সাধ্যমত (শুধু সংগঠনের লোকদের নয়) বিভিন্ন প্রকার অপরাধ, দ্বন্দ্ব-কলোহে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলাহ তথা শুধরানোর চেষ্টা করতে হবে। আর যে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি পরিশুদ্ধিমূলক উপদেশ গ্রহণ করতে হবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারী ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও মিল মুহাব্বতের ওয়াজ নাসীহাতের কথা বললে কি হবে? তা কেবল নিজেদের সংগঠনের জন্যই সীমাবদ্ধ অন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করে না অন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে ইসলাহের চিন্তা করে না, অন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। ফাসাদের চিন্তাই মাথায় কাজ করে বেশী।

المبحث الثاني: تأويلات فاسدة للأحاديث النبوية
بحجرها في إطار الحزبية

দ্বিতীয় পর্বঃ সংগঠনপন্থীরা যেসব হাদীসের উপর আমল করতে অক্ষম বা আমলের গণ্ডি সংকুচিত করে ফেলেছে

হাদীস নং-০১ঃ

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ." - رواه البخاري (6076) وَمُسْلِم (4910)

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের গোয়েন্দাগিরী করো নাম বরং আল্লাহর বান্দারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। যে কোনো মুসলিমের জন্য তার কোনো ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা জায়িয নয়। [বুখারীঃ ৬০৭৬ মুসলিমঃ ২৫৬৪]

এই হাদীসটির নির্দেশনা বা সার্বজনীন ব্যবহারঃ মুমিন মুসলিমরা সবাই যেমন এক আল্লাহর বান্দা তেমনি একে অপরের ভাই। সুতরাং একে

অপরকে ঘৃণা, হিংসা, সম্পর্ক ছিন্ন করা চলবে না। কোন কারণে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকতে পারবে না।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা এক আল্লাহর বান্দা ও এক নবীর উম্মত হলেও প্রত্যেক সংগঠন শুধু নিজ সংগঠনের কর্মী-সদস্যদেরকে ভাই ভাই হিসেবে গ্রহণ করে। অন্য সংগঠনের কর্মী সদস্য বা সংগঠনমুক্তদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না এবং ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করতে পারে না। এক সংগঠনের সদস্য অপর সংগঠনের সদস্যদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্ন করতে দেখা যায়। যেখানে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয় সেখানে সাংগঠনিক বৈরিতার কারণে বছরের পর বছর সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করে চলেছে।

হাদীস নং-০২ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ؛ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.." - رواه مسلم (2564)

অর্থঃ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বলেছেন: পরস্পর হিংসা করো না, এক অপরের জন্য দালালী করে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, এক অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দিবে না। সে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না ও তাকে অপমান করবে না। তাকওয়া হচ্ছে- এখানে, (এ কথা বলে) তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার

ইশারা করেন। কোন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে অপর মুসলিম ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। [মুসলিম: ২৫৬৪]

এই হাদীসটির নির্দেশনা বা সার্বজনীন ব্যবহারঃ এ হাদীসটিতেও পূর্বের হাদীসটির ন্যায় এক আল্লাহর বান্দা সকল মুমিন-মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে পরস্পর মিলে-মিশে থাকতে বলা হয়েছে। ভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী বদ আচরণগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন মুসলিমের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য পণ্যের দাম বাড়ানো যাবে না। ঘৃণা করবে না, সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, তার প্রতি যুলুম করবে না, অসহযোগিতা করবে না, হেয় প্রতিপন্ন করবে না। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মান হরণ করা হারাম।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠকারীদের দৃষ্টিতে হাদীসে উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্বের দাবী হিসেবে সদাচরণ পোষণ ও অসদাচরণ বর্জন কেবল সংগঠনভুক্তদের জন্য। অন্য কোন সংগঠন বা সংগঠনমুক্ত, সংগঠন সমালোচকদের জন্য কোন ভ্রাতৃত্ব ও সদাচরণ নেই, অসদাচরণ বর্জনেরও প্রয়োজন মনে করে না।

হাদীস নং-০৩ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا"- رواه مسلم (2563)

অর্থঃ আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা ধারণা করা পরিহার কর, কেননা, ধারণা করা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা কথা। কারও দোষ তালাশ করো না, দোষ-বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা ও ঘৃণা পোষণ করো না, হিংসামূলকভাবে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো না। পরস্পরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। পরস্পরে আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে যাও। [মুসলিম: ২৫৬৩]

হাদীসটির সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির প্রতি আদেশ জারি করা হয়েছে- এক আল্লাহর বান্দা হওয়ার জন্য ও পরস্পরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। আর প্রত্যেক মুসলিমের সাথে ভাই সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য নেতিবাচক চরিত্র বর্জন করতে বলা হয়েছে। কারো ক্ষেত্রে কুধারণা রাখা যাবে না, কারো দোষ-ত্রুটি ও ছিদ্রান্বেষণের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকা যাবে না। পরাজিত করার উদ্দেশ্যে কারো সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না। একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করা যাবে না, পরস্পরের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করা যাবে না। সবাই ভাই ভাই হয়ে থাকতে হবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ এক আল্লাহর বান্দা হওয়াতে আপত্তি নেই কিন্তু শুধু সংগঠনের সদস্য ও নেতাকর্মীরাই পরস্পর দ্বীনী ভাই। সংগঠনের বাইরে কেউ দ্বীনী ভাই নয়, ভাই হলেও নামে মাত্র, আন্তরিক নয়। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দ্বীনদারিতা ও পরহেযগারিতায় অগ্রণী হলেও সংগঠনের বিচারে পিছিয়ে দেয়া হয়।[৪৭]

হাদীস নং-০৪ঃ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البجلي ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. رواه البخاري (57) وَمُسْلِمْ (56)

অর্থঃ জারীর ইবনু আবদুল্লাহ আল বাজালী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছি সালাত (নামাজ) কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার উপর। [বুখারী: ৫৭ মুসলিম: ৫৬]

---

৪৭. পিস টিভি থেকে আমাকে বলা হয়েছিল উমুক সংগঠনের বক্তারা যেভাবে তাদের বক্তব্যের নমুনা পাঠিয়েছে, তাদের নিকট সেই পদ্ধতি জেনে ঐ ভাবে পাঠান। তাদের সদিচ্ছা থাকলে তারা যেভাবে তাদের আলেমদের ভিডিও নমুনা পাঠিয়েছিল সেভাবে আমারটাও পাঠাতে পারত, কেননা তাদের কাছে আমার ভিডিওগুলোর প্রস্তুতকৃত নমুনা মওজুদ ছিল। একথা শুনার পর আমি ঐ সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং নমুনা পাঠানোর পদ্ধতি জানতে চাইলাম। তখন আমাকে বলা হলো, পরের দফায় আমরা আপনাকে পাঠানোর জন্য আপনার নাম তালিকাভূক্ত করে রেখেছি। আমি বললাম পিস টিভি কর্তৃপক্ষ এবারই পাঠাতে বলেছে। তখন তারা ভিডিও পাঠানোর সঠিক পদ্ধতি না বলে ভুল পদ্ধতি বলে দিয়েছিল। যেই পদ্ধতিতে পাঠানো সম্ভব হয়নি। পরে অন্য আরেকজন আইটি বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম।

হাদীসটির সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান আক্বীদা বিশুদ্ধ করার পর তাকে মৌলিক তিনটি কাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। হাদীসের রাবী জারীর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বাই'আত করিয়েছেন ফরজ সলাত ও যাকাত আদায় করার উপর এবং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির কল্যাণ কমনা করার উপর।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা ছালাত ঠিকমত পড়লেও যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে সংগঠনের ভিতর থেকে হকদার তালাশ করে থাকে। "لكل مسلم" অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামনা করার কথা নবী ﷺ বললেও তারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্তদের কল্যাণ কামনা করে থাকে। অন্য সংগঠন ও সংগঠনমুক্ত কোন মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করে না। করলেও সিরিয়ালে সংগঠনভুক্তদের পিছে করা হয় বা দায়সারার মত করে করা হয়।

হাদীস নং-০৫ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، - رواه البخاري (6484) وَمُسْلِم (40)

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদে থাকে। [বুখারী: ৬৪৮৪ মুসলিম: ৪০]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ সহীহ আকীদার যে কোন মুসলিম ব্যক্তি তো বটেই, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি এমনকি কাফেরও (যুদ্ধ অবস্থা ছাড়া) মুসলিম ব্যক্তির জবান ও তার হাত থেকে নিরাপদে থাকবে। তাকে হাত দ্বারা আঘাত ও মারপিঠ করবে না কিংবা কলমের খোঁচা দ্বারা হিট করবে না বা কোন বিপদে ফেলবে না। জবান দ্বারা গালি-গালাজ, গীবত, চুগোলখোরী ও কুৎসা-বদনাম রটনা করবে না।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা সংগঠন বহির্ভূত অন্য মুসলিমকে হাত দ্বারা আঘাত ও কষ্ট দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। জবানের মাধ্যমে অন্য সংগঠন ও সংগঠনমুক্ত সকল আলিম ও সম্মানী ব্যক্তিদের গীবত ও গালি-গালাজ করা সাংগঠনিক কাজ ও দায়িত্ব হিসেবে পালন করে থাকে।

হাদীস নং-০৬ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ " قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ". قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ - رواه مُسْلِم (2589)

অর্থঃ আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, (গীবত হল) তোমার ভাই এর সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তা হলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে (যা আরো জঘন্য কাজ)। [মুসলিম: ২৫৮৯]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এটি গীবত বিষয়ে মূল হাদীস। এই হাদীসটিতে যে কোন মুসলিম ব্যক্তি বা ভাই এর ক্ষেত্রে কিভাবে গীবত সংঘটিত হয় নবী ﷺ তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং কোন মুমিন ব্যক্তি যেন কোন মুমিন ব্যক্তির গীবত করা থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কোন মুমিন ব্যক্তি যদি কোন ভুল, অন্যায়, গুনাহ অতীতে করে থাকে অথবা বর্তমানে করে চলেছে, শুধরানোর উদ্দেশ্যে তার কাছে গিয়ে অথবা ব্যক্তিগতভাবে নিরালে নিভৃতে না বলে সাধারণ মানুষকে জানানো ও প্রচার করাই হচ্ছে গীবত। আর সেই দোষ ত্রুটি যদি তার মাঝে না থাকে তাহলে তা হবে অপবাদ বা তুহমত। যা আরো বড় গুনাহ।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনগুলো হচ্ছে গীবত ও অপবাদ চর্চার উর্বর ভূমি। এমনকি অনেক সংগঠনের জন্মের বীজ হলো গীবত ও তুহমত। পূর্বের সংগঠন ও তার নেতার অনেক দোষত্রুটি একত্র করে সেগুলো প্রচার প্রসারের মধ্য দিয়ে এবং সংগঠন থেকে তফাদাতা বা

বহিস্কৃত ব্যক্তির অনেক দোষত্রুটি প্রচার প্রসারের মধ্য দিয়ে পূর্বের সংগঠন ত্যাগ ও নতুন সংগঠনের সূচনা হয়। সংগঠনগুলোর নেতাকর্মী ও সদস্যদের অবাধ গীবত চর্চার কারণে মনে হয় যেন সংগঠনকারীর জন্য গীবত বৈধ বা ফরজ। লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।[৪৮]

হাদীস নং-০৭ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ " ثُمَّ قَالَ : " مَا شَأْنُهُمْ ؟ " فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ. قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ ". وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ : أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا ؟ { لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ }. فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ ؟ - لِعَبْدِ اللَّهِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. " - رواه البخاري (3518) وَمُسْلِم (2584)

অর্থঃ জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর পরিচালনায় যুদ্ধে শামিল ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে একজন পারদর্শী খেলোয়াড় পুরুষ ছিলেন। তিনি খেলার ছলে একজন আনসারীকে আঘাত

৪৮. এমনকি ড. আব্দুল বারী (রহি.) এর মত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গীবতনামা (বুলেটিন) লিখে ছাপিয়ে বিতরণ করতে দেখেছি। আর এই বুলেটিন বিতরণকে কেন্দ্র করে পরিস্কার পানি ঘোলাটে করা হয়েছিল; আমার ক্লাসের ৩/৪ জনকে বহিস্কার করা হলো। এরপর জন্ম নিয়েছিল আরেকটি আহলে হাদীস সংগঠন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

করলেন। তাতে আনসারী সাহাবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং উভয়ে স্ব-স্ব গোত্রের সহযোগিতার জন্য মানুষ ডাকাডাকি শুরু করলেন। আনসারী সাহাবী বললেনঃ হে আনসারীগণ! আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন। মুহাজির সাহাবী বললেনঃ হে মুহাজিরগণ! আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন। নবী করীম ﷺ এ ধরণের ডাকাডাকি শুনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেনঃ জাহিলী যুগের হাঁকডাক কেন? অতঃপর বললেন, তাদের ব্যপার কি? তাঁকে ঘটনা জানানো হল। মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর কোমরে আঘাত করেছে।

রাবী বলেন, নবী ﷺ বললেনঃ এ জাতীয় হাঁকডাক ত্যাগ কর, এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল বলল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছে? আমরা যদি মদিনায় নিরাপদে ফিরে যাই তবে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যাক্তিগণ অবশ্যই বাহির করে দিবে নিকৃষ্ট ও অপদস্ত ব্যাক্তিগণকে (মুহাজিরদিগকে)। এতে 'উমর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি এই খবীসকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন? নবী ﷺ বললেন, (এরূপ করলে) লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে থাকে। [বুখারীঃ ৩৫১৮ মুসলিমঃ ২৫৮৪]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসে বুঝানো হয়েছে মুসলিম সম্প্রদায় সবাই একটি দেহের মত ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কোন কারণে ও ওজুহাতে দুই দলে বিভক্ত হতে পারবে না। কোন এক যুদ্ধের (বানু মুস্তালেক) সফরে আনসার ও মুহাজিরদের দুজন বালকের খেলাধুলার সময় একজন অপরজনকে আঘাত করাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকে আপন আপন সম্প্রদায়কে এক অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য (লড়াই) এর জন্য ডাকাডাকি শুরু করেছিল। নবী ﷺ সাহাবীগণের মাঝে এমন ডাকাডাকির আওয়াজ শুনে বলেছিলেনঃ কি হলো জাহেলী যুগের ডাকাডাকি কেন? এই মুহূর্তে পরিত্যাগ কর এই পুতিগন্ধময় জাহিলী ডাকাডাকি। নবী ﷺ সাহাবীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং দুই দল প্রমাণকারী ডাককে যদি জাহিলিয়াত বলে অভিহিত করেন তবে আমরা এত দল সংগঠনে বিভক্ত হওয়ার বৈধতা কোথায় খুঁজে পাই?।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ বাচ্চাদের খেলাধুলার মধ্যে মারপিট ও তার জের ধরে সাময়িকের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে ডাকাডাকি যদি জাহিলি যুগীয় ডাকাডাকি হয় তবে যারা পরিণত বয়স্ক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত (ডক্টরেট পাশ) হয়ে আহ্বান জানিয়ে বিভক্তির দল সংগঠন তৈরী করছে তারা উপরোক্ত হাদীসের শিক্ষা ও নির্দেশনার অনুকূল রয়েছে তা বলার উপায় নাই। উক্ত ডাকাডাকির পরিপ্রেক্ষিতে যা ঘটার আশংকা করে ডাকাডাকি স্তব্ধ করেছিলেন নবী ﷺ আজকের সাংগঠনিক বিভক্তির মাধ্যমে ঠিক তাই ঘটে থাকে বা ঘটে চলেছে। হিংসা-বিদ্বেষ, একে অপরের ক্ষতি সাধন করা, হামলা মামলা দেয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

হাদীস নং-০৮ঃ

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ، أَوِ الْمُهَاجِرُونَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ". قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. قَالَ : " فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ -رواه مُسْلِم (2584)

অর্থঃ জাবির ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরদের দু'জন বালক মারামারি করলে মুহাজিরগণ তাদের মুহাজির ভাইদের এবং আনসারগণ তাদের আনসার ভাইদের ডাকলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এসে বললেন, এটা কি জাহিলী যুগের সেই (মারামারির) ডাকার মতো? এতে (খেলা করতে গিয়ে আঘাত লেগে যাওয়াতে) তো কোন সমস্যা নেই। প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করা উচিৎ, চাই সে মাজলুম হোক, চাই সে যালিম হোক। যদি সে যালিম হয় তবে তাকে যুলুম করা থেকে বারণ করবে, এটা তাকে সাহায্য করা হলো। আর যদি সেই মাজলুম হয় তবে যুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে সাহায্য করবে। [মুসলিম: ২৫৮৪]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসে ৭ নং হাদীসের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে মুমিন-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলী থাকতে পারে না, এমন কি মাজলুমের পক্ষ অবলম্বনকারীদের দল গঠন করা বৈধ নয়, যালিমের পক্ষে দল গঠন বৈধ হবার তো প্রশ্নই উঠে না। বরং জালিম মাজলুম মিলে-মিশেই এক দল থাকবে। নবী ﷺ তৃতীয় পক্ষ মুমিন-মুসলিমদেরকে জালিম-মাজলুমের মাঝে ঐক্য ও সমঝোতার মাধ্যমে উভয়কে মিলিয়ে দিতে বলেছেন এবং উভয়কেই পরস্পর ভাই হিসেবে গণ্য করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন তুমি তোমার জালেম ও মাজলূম দুই ভাইকেই সাহায্য কর। জালেম ভাইকে তার জুলুম করা থেকে ফিরাবে এবং মাজলূম ভাইকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনের চরিত্র হল এমন যে, কোন সংগঠন বা সংগঠনের ব্যক্তি অপর কোন সংগঠন বা ব্যক্তির উপর জুলুম করলে জালিমের সংগঠনের লোকেরা কখনোই মাজলুম সংগঠন বা ব্যক্তির পাশে দাড়ায় না বরং ঐ জালিমকে সমর্থন করে এবং উল্টা মাজলূম ব্যক্তিকেই দোষারোপ করে, পারলে তার প্রতি আরো জুলুম করে। অপর পক্ষে মাজলূম ব্যক্তি ও তার সংগঠন জালিম ব্যক্তিকে মুসলিম ভাই গণ্য করাতো দূরের কথা কাফির ও বিধর্মীর মত তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সর্বদায় চেষ্টা চালায় এবং তার সংগঠনের লোকেরা তাকে উদ্বুদ্ধ করে ও সহযোগিতা করে। মুসলিম ব্যক্তির এমন আচরণ হতে পারে না।

হাদীস নং-০৯ঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي." - مُسْلِم (1848)

অর্থঃ আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং আল জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করলো, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ

করে গোত্রের টানে ক্রুদ্ধ হয় এবং গোত্র প্রীতির জন্যেই যুদ্ধ করে সে আমার উম্মাত নয়। আর আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করে আমার উম্মাতেরই নেককার ও গুনাহগার সকলের গর্দান কাটে, আর মুমিনকেও রেহাই দেয়না এবং যার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তার অঙ্গীকারও পালন করে না, সে আমার উম্মাত নয়। [মুসলিম: ১৮৪৮]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ

অত্র হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী যেই ব্যক্তি আনুগত্য ও আল জামাআত থেকে বহির্ভূত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার জাহিলী মৃত্যু হবে বলা হয়েছে। সমস্ত আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে তা হল এক নেতৃত্বের অধীনে রাষ্ট্রীয় জামা'আত। কখনোই সাংগঠনিক নেতৃত্বাধীন বহু জামা'আতের কোন একটিও নয়। যা একই রাষ্ট্রে ও সমাজে একাধিক ও অসংখ্য হয়ে থাকে। ইমাম ও ইসলামী মানদণ্ড ছাড়া নিছক বংশীয় গোড়ামী এবং বহু দল সংগঠনের আপোষ-দ্বন্দ্বের জেরে সংঘটিত যুদ্ধ বা মার-দাঙ্গায় জড়িত হয়ে ভালো মন্দের বা মুমিন-মুসলিমের ফারাক না করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় সে নবীর উম্মত থেকে বহিস্কৃত।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ

সংগঠনগুলোকে দেখা যায় তারা সংগঠনের দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বলে থাকে যে, সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত না হলে ও সংগঠনের আমীর/প্রধানের আনুগত্য না করে মৃত্যুবরণ করলে জাহিলী যুগের মৃত্যুবরণ করতে হবে। বহু সংগঠন থাকার কারণে ও দলীয় গোঁড়ামীর জন্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি, লড়াই ঝগড়া চলতে থাকে এবং যারা কোন সংগঠনের মধ্যে নেই তাদেরকে উল্টা জামাআত বিচ্ছিন্ন বলে অপবাদ দেয়। অথচ সাংগঠনিক সংকীর্ণতা মুক্তরাই হচ্ছে আসল ও আদর্শিক মুসলিম।

হাদীস নং-১০ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ". قِيلَ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا

عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ." - مُسْلِم (2162)

অর্থঃ আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলিমের প্রতি মুসলিমের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হল, সেগুলো কী, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইরশাদ করলেন (সেগুলো হলোঃ) ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দিবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দিবে, ৪. সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তার জন্য তুমি (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) রহমতের দুআ করবে ৫. সে অসুস্থ হলে তার পরিদর্শনে যাবে (সেবা-শুশ্রূষা করবে) এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাযার) সঙ্গে যাবে। [মুসলিমঃ ২১৬২]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ

যে কোন মুসলিম ব্যক্তির অপর মুসলিম ব্যক্তির উপর (বিদআতী ও মুরতাদ না হলে) ছয়টি হক রয়েছে যা পালন ও বাস্তবায়ন করা উচিৎ। (১) সাক্ষাৎ হলে সালাম বিনিময় করা (২) খানা পানির দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা। (৩) কল্যাণের জন্য উপদেশ চাইলে কল্যাণমূলক উপদেশ প্রদান করা। (৪) হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে তার জাওয়াব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ يرحمك الله বলে)। (৫) রোগাক্রান্ত হলে তার পরিদর্শনে যাওয়া (৬) মৃত্যুবরণ করলে তাকে অনুসরণ করা অর্থাৎ তার জানাযাহ ও দাফন কাজে শরীক হওয়া। এসব হক্ব আদায়ে বিপুল পরিমাণ সওয়াব হয়, জান্নাত পাওয়া যায়। রোগী ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে গেলে ৭০ হাজার ফেরেশতা পরিদর্শনকারীর জন্য মাগফিরাতের দুআ করে বলে সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়।[৪৯]

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ

সংগঠনগুলোর মাঝে একটার আরেকটার সাথে বৈরী মনোভাব থাকার কারণে এক সংগঠন অন্য সংগঠনের মুসলিমদের সাথে উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হক্বসমূহ নির্দ্বিধায় বিনিময় করতে পারে না। শুধু

৪৯. জামে তিরমিযী হাদীস নং: ৯৬৯, মুসনাদ আহমাদ হাদীস নং: ৭০২।

নিজেদের সংগঠনের লোকদের মাঝে এসব হক্ব বিনিময় করতে দেখা যায়। যার জন্য মুসলিমদের মাঝে বিনিময়যোগ্য হক্বগুলো ক্ষুন্ন করার কারণে যেমন গুনাহগার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি বিপুল পরিমাণ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আল্লাহ সবাইকে সাংগঠনিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন। অন্য সংগঠনের মুসলিমকে রোগী অবস্থায় তার পরিদর্শনে যেমন ইতস্তবোধ করা হয় তেমনি অন্য দিকে রোগীর সংগঠনের লোকরাও সে সুযোগ দিতে অনীহা প্রদর্শন করে।

হাদীস নং-১১ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ؛ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ؛ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ؛ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ؛ سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ ؛ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ." - مُسْلِم (2699)

অর্থঃ আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি কোন মুসলিমের পার্থিব বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করলো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার পারলৌকিক বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। কোন ব্যাক্তি অপর মুসলিমের দোষ গোপন রাখলে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যাক্তি অপর ব্যাক্তির কষ্ট-কাঠিন্য সহজ করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কষ্ট সহজ করে দিবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তায় রত থাকেন।

কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ এই উসীলায় তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোন লোকসমষ্টি আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা শিক্ষা করে, তখন মালায়িকাহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থানকারীদের (মালায়িকাহর) সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (পৃথিবীতে) যার সৎকর্ম কম হবে (আখিরাতে) তার বংশমর্যাদা কোন উপকারে আসবে না। [মুসলিম: ২৬৯৯]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ

অত্র হাদীসে সারা পৃথিবীর মুসলিমদের মাঝে পরস্পর সুসম্পর্ক রাখার কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে পরস্পর সুসম্পর্ক রেখে ইহকাল ও পরোকালে কৃতকার্য ও সফল হতে পারবে। (ক) যে কোন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ব্যক্তির দুনিয়াতে বিপদ দূর করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে বিপদ মুক্ত করবেন। (খ) যে কোন মুমিন ব্যক্তির সমস্যা সংকটের সময় তার সংকট দুর করলে আল্লাহ তার দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতের সংকট দুর করবেন। (গ) যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ ইহকাল ও পরকালে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (ঘ) ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার বান্দাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ

সংগঠনকারীরা হাদীসে উল্লেখিত মুমিন ব্যক্তির অপর মুমিন/মুসলিম ব্যক্তির বিপদাপদ এবং সমস্যা সংকট দূর করার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক শর্তারোপ করে থাকে। একই সংগঠনের না হলে বিপদাপদে পাশে দাঁড়াতে চায় না। কিছুটা করলেও তা ইখলাস বা আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য নি:স্বার্থভাবে করে না। বরং সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বা সংগঠনে ঢুকানোর জন্য করে থাকে।[৫০] ইল্লা মা-

৫০. (ক) এক ব্যক্তি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জেএমবি অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল! একটি সংগঠন তাঁকে সংগঠনের সদস্য ভেবে মুক্ত করার জন্য সহযোগিতা, চেষ্টা-তদবির শুরু

শাআল্লাহ। মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপনের বিষয়টিও তাই, নিজের সংগঠনের নেতা-কর্মী, সদস্যদের ক্ষেত্রে গোপন করার চেষ্টা করা হলেও, অন্য সংগঠনে নেতা-কর্মী, সদস্যদের ত্রুটি-গোপন করাতো দূরের কথা, আরো তালাশ করে বেড়ায় এমনকি তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করে বেড়ায়। আল্লাহুল মুস্তাআন।

হাদীস নং-১২ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ[أمر] إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - مُسْلِم (54)

অর্থঃ আবূ হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষন না ঈমান আনবে আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দেব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হল, তোমরা পরস্পরের মাঝে বেশি বেশি সালাম বিনিময় করবে। [মুসলিমঃ ৫৪]

হাদীস নং-১৩ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

করে। যখন ঐ সংগঠনটি দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে গেল তখন তার নথিপত্র খুঁজে বের করতে গিয়ে দেখা গেল যে তার উক্ত সংগঠনের ফরম বা সদস্য হওয়ার কোন ডকুমেন্ট নেই। তখন তাকে মুক্ত করার চেষ্টা তদবীর, টাকা-পয়সা খরচ করা বন্ধ করে দিল। আমি যখন এ খবর জানতে পারি তখন তার যাবজ্জীন শাস্তি কার্যকর হয়ে ১৩/১৪ বছর জেলখানায় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। অত:পর আমি অনেক কষ্ট করে তার পূর্বের ফাইল সংগ্রহ করে একজন ঝানু উকিল ধরে আল্লাহর দয়ায় তাকে মুক্ত করি। আলহামদুলিল্লাহ।

(খ) আমার নিজের ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক খবর ছাপানো হচ্ছিল। জনৈক ব্যক্তি আমাকে তাড়াতাড়ি সংগঠনে ঢুকতে বলেছিলেন। যাতে করে সংগঠন থেকে সহযোগিতা পেতে পারি।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا[بالليل] وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ "- رواه الترمذي برقم: 2485 ورواه ابن ماجة برقم: ١٣٣٤

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পদার্পণ করলে লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমায় এবং বলাবলি করা হচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসেছেন। আমিও লোকেদের সাথে তাঁকে দেখতে গেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ চেহারার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন তিনি সর্ব প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলোঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করো, অভুক্তকে আহার করাও এবং রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত (নামাজ) পড়ো। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। [তিরমিযী ২৪৮৫, দারিমী ১৪৬০, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪]

১২ ও ১৩ নং হাদীসের সার্বজনীন ব্যবহারঃ

অত্র হাদীসগুলোর নির্দেশনা হলো- মুমিন মুসলিমদের মাঝে অবশ্যই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা না থাকলে কেউ মুমিনই হতে পারবে না। আর মুমিন হতে না পারলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। অতঃপর মুমিনদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কিছু অব্যর্থ পন্থা বলে দিয়েছেন:

(১) পরস্পরের মাঝে ব্যাপকভাবে সালাম বিস্তার করতে বলেছেন।

(২) খানা-খাওয়াতে বলেছেন।

(৩) জান্নাতে যাওয়ার তৃতীয় আরেকটি পন্থা বলেছেন সেটা রাত্রে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় নফল সলাত (তাহাজ্জুদ) পড়তে বলেছেন, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে জান্নাতে প্রবেশ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ

সংগঠনকারীরা অন্য কোন সংগঠনের লোক, বিশেষ করে পরিচিত নেতৃস্থানীয় হলে বা সংগঠনের সমালোচক হলে সালাম না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দাওয়াত ও খানা খাওয়ানোর তো প্রশ্নই উঠে না। তবে অপর সংগঠনের ব্যক্তি যদি তার নিকট অপরিচিত হয় তাহলে সালাম দিতে আপত্তি নেই। অথচ সহীহ হাদীসের নির্দেশনা হলো তুমি যাকে চিনো এবং যাকে চিনো না উভয়কেই সালাম দাও।

হাদীস নং-১৪ঃ

عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّ مَوْلًى لِلزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ؛ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ : تَحْلِقُ الشَّعَرَ. وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ " - حديث حسن رواه الترمذي برقم:2510

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের রোগ তোমাদের মাঝেও সংক্রমিত হবে। তা হল হিংসা ও বিদ্বেষ। এ হল মুন্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা চুল মুন্ডন করে বরং তা দ্বীনকে মুন্ডন (ধ্বংস) করে দেয়। যাঁর হাতে প্রাণ সে সত্তার কসম, তোমরা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে দাখেল হতে পারবে না। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবেসেছ। এই ভালোবাসা কেমন করে সুদৃঢ় হয় তা তোমাদের বলব কি? তা হল পরস্পরের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও। [হাসান হাদীস, তিরমিজীঃ ২৫১০]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ

অত্র হাদীসে নবী ﷺ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি হিংসা ও ঘৃণা পোষণ করা অতীতে গোমরাহ জাতির বদ আচরণ ও অসৎ চরিত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। যা এই উম্মতের মধ্যে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। এই আচরণটাকে চুল মুণ্ডনকারী ক্ষুরের মত দ্বীন ধ্বংসকারী বলেছেন। সুতরাং এই নবীর

অনুসারী উম্মাতের বিশেষভাবে আহলে হাদীসদের উক্ত ধ্বংসাত্মক আচরণ থেকে বেঁচে থাকাই বাঞ্ছণীয়।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সংগঠনকারীদের অনিবার্য নিত্য সঙ্গী হল এই জঘন্য আচরণ। হিংসা-বিদ্বেষের আতিসাজ্জে এক সংগঠনের অন্য সংগঠনের কল্যাণ হোক এটা চায় না বরং পারলে কল্যাণের পথ বন্ধ করতে চাই এর বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

হাদীস নং-১৫ ও ১৬ঃ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ." حديث صحيح رواه الترمذي برقم:2390

অর্থঃ মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ''আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালোবাসা স্থাপন করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মিম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।'' (তিরমিযী: ২৩৯০, সহীহ্ সূত্রে)

عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ يَقُولُ: «الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى لَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: «حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» رواه احمد بإسناد صحيح رقم : ٢٢٠٦٥

অর্থঃ আবূ মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ, মু'আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ

ﷺ-কে তার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি: "আল্লাহর নিমিত্তে মহব্বতকারীগণ আরশের ছায়ায় নুরের মিম্বারে অবস্থান করবেন, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না"। তিনি বলেন: (মু'আযের কাছ থেকে) বের হয়ে উবাদাহ ইবনু সামেতের সাথে দেখা করি, আমি তাকে মু'আয ইবনু জাবালের হাদিস বলি: তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ -ﷺকে তার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি: "আমার নিমিত্তে মহব্বতকারীদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব। আমার নিমিত্তে খরচকারীদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব। আমার নিমিত্তে সাক্ষাতকারীদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব। আল্লাহর জন্য পরস্পর মহব্বতকারীগণ আরশের ছায়ার নিচে নূরের মিম্বারে অবস্থান করবে, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না"। [আহমদ: ২২০৬৫, হাদিসটি সব ক'টি সনদের বিবেচনায় সহিহ]

১৫ ও ১৬ নং হাদীসের সার্বজনীন ব্যবহারঃ

অত্র হাদীস দুটিই কুদসী। যারা আল্লাহর সম্মান ও মহানত্বের অনিবার্য দাবী (পুরনার্থে) পরস্পরকে ভালোবাসে (যেহেতু আল্লাহর স্বার্থে ভালোবাসা হলো ঈমানের সর্বোচ্চ শিখর) তারা আরশের ছায়াতলে নূরের মিম্বারে (উচ্চাসনে) অবস্থান করবে (তাদের এই মর্যাদা দেখে নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষান্বিত হবেন (আল্লাহু আকবার) কি মর্যাদা!। অত:পর আল্লাহ বলতে থাকবেন... আমার মুহাব্বত অনিবার্য হয়ে গেল আমার স্বার্থে পরস্পর মুহাব্বত বিনিময়কারীদের জন্য। আমার মুহাব্বাত অনিবার্য হয়ে গেল আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরের নিমিত্তে খরচকারীদের জন্য। আমার মুহাব্বত অনিবার্য হয়ে গেল আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে সাক্ষাৎকারীর জন্য।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ

মুসলিম জাতির সকল সদস্যের উন্মুক্তভাবে আল্লাহর স্বার্থে পরস্পরকে ভালোবাসা, আল্লাহর স্বার্থে সাক্ষাৎ বিনিময় করা এবং আল্লাহর স্বার্থে পরস্পরের জন্য খরচ করার মাধ্যমে কিয়ামতের দিন যে, ঈর্ষনীয় সম্মান/নূরের মিম্বারের উচ্চাসনে বসার সুযোগ পাবে, সংগঠনকারীরা তা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করার পথ অবলম্বন করে

থাকে। কারণ তারা আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত ছহীহ আকীদা মানহাজের মুমিন/মুসলিমদের সাথে সাংগঠনিক ভিন্নতার কারণে পরস্পরকে ভালোবাসা, পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ ও পরস্পরের জন্য সম্পদ ব্যায় করা থেকে বিরত থাকে এবং তার স্থলে শত্রুতা, বিচ্ছেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে।

হাদীস নং-১৭ ও ১৮ঃ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ". رواه البخاري (6011) وَمُسْلِم (2586)

অর্থঃ নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়াদ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে। [বুখারী: ৬০১১ মুসলিম: ৬৫৮৭]

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا". وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. رواه البخاري (481) وَمُسْلِم (2585)

অর্থঃ আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। [বুখারী: ৪৮১ মুসলিম: ২৫৮৫]

১৭ ও ১৮ নং হাদীসের সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসের নির্দেশনা হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম নর নারী পরস্পরকে ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্যতার ক্ষেত্রে একটি দেহের মত। যখনই দেহের কোন অঙ্গ সমস্যাগ্রস্থ (আঘাতপ্রাপ্ত) হয় তখন সমস্ত শরীর সেই আঘাতের ব্যাথা অনুভব করে এবং ব্যাথা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা শুধু সংগঠনভুক্তদের এ ধরনের আপন করে, ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করে থাকে। অন্য সংগঠন বা সংগঠন মুক্তদের ক্ষেত্রে এমন ভালোবাসা প্রদর্শন করতে দেখা যায় না। এমনকি এরূপ মন মানসিকতাও পোষণ করতে পারে না।

হাদীস নং ১৯ ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ". رواه احمد برقم 18524 هذا إسناد ضعيف, حسن بشواهده

অর্থঃ বারা ইবনে আযেব ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ ঈমানের সর্বোন্নত (কড়া) স্তর হলো এই যে, তুমি কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর ওয়াস্তেই ভালোবাসবে। অপরদিকে (কারো সাথে) শত্রুতা করলে তাও আল্লাহর ওয়াস্তেই করবে। মুসনাদ আহমাদ: ১৮৫২৪, হাদীসটির সনদ দূর্বল, তবে সমর্থক বর্ণনা সমূহের কারণে হাসান।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ বিশ্বের যে কোন মুমিন/মুসলিমের ঈমান শক্ত ও দৃঢ় করার ব্যবস্থা হলো আল্লাহর ওয়াস্তে যে কোন মুমিন/মুসলিমকে তার বিশুদ্ধ ঈমান আমলের কারণে ভালোবাসা অথবা ঈমান আমল বিরোধী হওয়ার কারণে ঘৃণা করা।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা যে কোন মুমিন মুসলিমকে শুধু ঈমান, আকীদাহ ও আমলের কারণে ভালোবাসে না বরং সাংগঠনিক সম্পর্কের কারণে ভালোবাসে। সাংগঠনিক সম্পর্ক/পরিচয় না থাকলে তার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকে না, থাকলেও তা প্রদর্শনীমূলক উপর উপর।

হাদীস নং-২০ঃ

عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ

بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ". رواه البخاري (16) وَمُسْلِم (43)

অর্থঃ আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া। কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। কুফরী থেকে রক্ষা পাওয়ার পর আবার কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ ঈমানদারদেরকে ঈমানের ভিত্তিতে আল্লাহর স্বার্থে নি:স্বার্থভাবে সংগঠন বহির্ভূত ভালোবাসতে হবে, তবেই কেবল ঈমানের স্বাদ পাওয়া যাবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা ঈমান, আকীদাহ ও আমলের কারণে নি:স্বার্থভাবে সংগঠন বর্হিভুত কাউকে ভালোবাসতে পারে না। তারা শুধু সাংগঠনিক কারণে সংগঠনভুক্তদেরকেই নি:স্বার্থভাবে ভালোবেসে থাকে।

হাদীস নং-২১ঃ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

رواه ابو داود برقم 4681

অর্থঃ আবু উমামা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করল। আল্লাহর জন্যই দান করল এবং তাঁর জন্যই (দান করা থেকে) বিরত থাকলো সেই কেবল ঈমানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করল। [আবু দাউদ: ৪৬৮১]

সার্বজনীন ব্যবহারঃ

এই হাদীস এবং তার পরের হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে কাউকে কিছু দেয়া বা দেয়া থেকে বঞ্চিত করা হতে হবে ঈমানের কারণে আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অধিকারের বিষয় হলে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা দান করে ও বঞ্চিত করে সংগঠনের ভিত্তিতে। এমনকি সাংগঠনিক কারণে প্রতিষ্ঠিত অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে।[৫১]

হাদীস নং-২২ঃ

22- عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَدِّهِ يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ : " أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ". حديث حسن رواه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف وانقطاع

অর্থঃ খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসরী থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মানুষের জন্য তাই পছন্দ করো যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ করে থাকো। হাসান সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তবে সনদে দুর্বলতা এবং বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ এই হাদীসে নবী ﷺ এর নির্দেশনা হচ্ছে যা নিজের জন্য পছন্দ করবে তা তোমার অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে। এই আচরণের ক্ষেত্রে সংগঠনের কোন ভেদাভেদ করা যাবে না।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ কিন্তু সংগঠনকারীরা এরূপ আচরণ শুধু নিজের সংগঠনের নেতা কর্মী ও সদস্যদের সাথে করতে পারে। অন্য কোন সংগঠনের বা সংগঠনমুক্তদের ক্ষেত্রে করতে পারে না।

হাদীস নং-২৩ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ أَنْظِرُوا (أي أخِّروا) هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغَيْرُهُ.

---

৫১. আমি নিজেই এর ভুক্তভোগী। সাংগঠনিক টানা পড়েনের কারণে আমি সহ আমার ক্লাসের সবাইকে একটি কওমী (আহলে হাদীস) মাদরাসা সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত করেছিল, আজও দেয়নি। এমনকি ৩/৪ জনকে বহিষ্কার করে বাধ্য হয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়েছিল। বিস্তারিত প্রেক্ষাপট দ্রষ্টব্য।

অর্থঃ আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী ﷺ বলেছেনঃ সপ্তাহের প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হয়। অত:পর আল্লাহ তাআলা তাঁর শির্কমুক্ত সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যার মাঝে ও তার মুসলিম ভাইয়ের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তাকে ক্ষমা করা হয়না। ফিরিশতাদের বলা হয় পরস্পর বিদ্বেষী এই দুজনকে অবকাশ দাও যাতে তারা তাদের সম্পর্ক ঠিক করে ফেলে। এভাবে তিনবার বলা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে- "জান্নাতের দরজা খোলার" কথার পরিবর্তে সোমবার বৃহস্পতিবার আমলসমূহ উত্থিত করা হয়। [সহীহ মুসলিমঃ ২৬৬৫ (৩৫-৩৬), আবু দাউদ: ৪৯১৬, তিরমিযী: ৪৯১৬, তিরমিযীঃ ২০২৩]।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসে প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়ার পর শির্কমুক্ত তাওহীদপন্থী সকল মুসলিম বান্দা আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে ধন্য হয়। কিন্তু যে দুই মুসলিম ব্যক্তির মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তাদেরকে সহীহ আকীদা লালনকারী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা দান করা হবে না। কত বড় সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপার! চিন্তা করে দেখেছেন! আল্লাহ সকল মুসলিমকে সংগঠনের অশুভ পরিনতি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ অনেক সংগঠনকারী সহীহ আকীদার লালনকারী হওয়া সত্ত্বেও সাংগঠনিক রেষারেষির কারণে এক সংগঠনের নেতাকর্মী অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীর মাঝে হিংসা-বিদ্যমান দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে এই বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। তার মানে স্থায়ীভাবে তারা আল্লাহর নিকট হতে সাপ্তাহিক ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। আল্লাহ আমাদেরকে সাংগঠনিক বিভেদের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে সাধারণ ক্ষমার আওতায় আসার তাওফীক দান করুন, আমীন।

হাদীস নং-২৪ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أحب الناسِ إلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، و أَحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ ، أَوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً ، أَوْ يقْضِي

عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا ، و لأنْ أمْشِي مع أخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ ، يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا ، و مَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، و مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ ، و لَوْ شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ ، و مَنْ مَشَى مع أخِيهِ في حاجَةٍ حتى تَتَهَيَّأَ لهُ أثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الأقْدَامِ ، [و إنَّ سُوءَ الخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ ، كما يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ] أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط رقم/٦٠٢٦وصححه الألباني: في السلسلة الصحيحة الرقم: 906

অর্থঃ আবদুল্লাহ্ বিন উমার রযিঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঐ ব্যক্তি অধিক প্রিয় যে ব্যক্তি মানুষের জন্য অধিক উপকার সাধনকারী। আল্লাহ্ নিকট অধিক পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে খুশী করা। অথবা তার কোনো বিপদ দূর করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া, অথবা তার ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়া। নবী ﷺ আরো বলেন- কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিচরণ (চেষ্টা) করা আমার নিকট এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) একমাস এ'তিকাফ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি তার রাগ সংবরণ করল আল্লাহ তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং যে ব্যক্তি তার ক্রোধ নিবারণ করতে পারল অথচ চাইলে তা কার্যকর করতে পারত সেই ব্যক্তির আল্লাহ কেয়ামতের দিনে মনের সমস্ত আশা পূর্ণ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে বিচরণ করল এবং তা পরিপূর্ণ করল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার পদকে দৃঢ় রাখবেন যখন অন্য মানুষের পদ স্খলিত হবে। আর নিশ্চয় অসচ্চরিত্র আমল নষ্ট করে দেয় যেভাবে সিরকা মধু নষ্ট করে দেয়।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ত্ববরানী তার মুজামুল আউসাৎ গ্রন্থে, হাঃ নং: ৬০২৬। শাইখ আলবানী ছহীহ প্রমাণ করেছেন। সিলসিলাতুল আহাদীস ছহীহা হাঃ ৯০৬।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসের প্রায় সব বিষয়গুলো ১১ নং হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। তবে এই হাদীসে আরো আকর্ষণীয়ভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের শুরুতে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাপক অর্থবহ। নবী ﷺ বলেছেন: সবচেয়ে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে মানুষের জন অধিক উপকার সাধনকারী। সাধারভাবে যে কোন মানুষের জন্য উপকারকারী হলেই যদি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হতে পারে তবে মুমিনের উপকার সাধন করলে তো অবশ্যই তাকে বেশি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হবে। এরপরে উপকারের কিছু ক্ষেত্র ও খাত উল্লেখ করা হয়েছে। (১) মুসলিম ভাইকে খুশী ও আনন্দ দান করা (২) তার কষ্ট-ক্লেশ দূর করা (৩) ঋণ পরিশোধ করা (৪) তার প্রয়োজন মিটানো ও ক্ষুধা নিবারণ করা (৫) নবী কারীম ﷺ বলেন: আমার কোন মুসলিম ভাই এর প্রয়োজন মিটানোর জন্য দৌড়-ঝাঁপ করা এক মাস এই মসজিদে নববীতে ই'তিকাফ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয় ও উত্তম। (৬) হাদীসের শেষের দিকে বলা হয়েছে যদি দৌড়-ঝাঁপ করে তার প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে পারে তবে কেয়ামতের দিন পুলসিরাতে অন্যরা পদস্খলিত হলেও তারা পদস্খলিত হবে না সে নিরাপদে সহী-সালামতে পার হয়ে যাবে। (৭) আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাই-বোনের প্রতি ক্রোধ দমন করবে আল্লাহ তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। (৮) আর যে ব্যক্তি এমন ক্রোধ দমন করবে যা চাইলে সে কার্যকর করতে পারত, তাহলে আল্লাহ তার অন্তরের সকল আশা পূর্ণ করে দিবেন। (৯) নিশ্চয় (মানুষের সাথে) অসৎ ব্যবহার সৎ আমল নষ্ট করে দেয় যেভাবে সিরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।

অতএব সৎ আমলগুলো রক্ষা করতে হলে কোন মুসলিমের সাথে অসৎ ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিৎ।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা সকল মানুষ তো দূরের কথা অন্য মুসলিম সংগঠনের সদস্য কর্মীদের জন্যই উপকার সাধনকারী হতে পারে না যার ফলে এ ক্ষেত্রে সংগঠন আল্লাহর অধিক প্রিয় পাত্র হওয়ার পথে বেশ বাধা। এরপর হাদীসে উল্লেখিত মানুষের (যে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে) উপকৃত করার ক্ষেত্রে তাদেরকে পাওয়া খুবই মুশকিল। উপকার করলে নিজ সংগঠনগুলোকেই শুধু উপকার করে, অন্য সংগঠন বা সংগঠন মুক্ত কারো উপকার করতে চায় না। এমনকি বিপদে পড়লেও শক্তিসামর্থ্য থাকলেও চেষ্টা করেনা, মনমানুসিকতাও দেখায়না।

হাদীস নং-২৫ঃ

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ - قَالَ ابْنُ حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا/ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ رواه أَبُو دَاوُدَ : رقم/٤٩٩٢ومسلم في المقدمة:رقم/٥."

অর্থঃ আবূ হুরায়রাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী/গুনাহগার হওয়ার জন্য এতো টুকুই যথেষ্ট যে সে যা শুনে তাই বলে/প্রচার করে। (ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দিমাহ হাঃ নং ৫, আবূ দাউদ হাঃ নং- ৪৯৯২।)

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসে দুই মুসলিম সম্প্রদায় এর মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরনিন্দা ও চুগলখুরী এবং মিথ্যা রটনা বন্ধ করার জন্য নীতিমালা দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে কারো সম্পর্কে কিছু বলা হলে শুনেই তা বিশ্বাস করা যাবে না এবং প্রচার করা যাবে না। কারো ব্যাপারে কোন বদনাম শুনা গেলেও তা গোপন রাখতে হবে, প্রচার করা যাবে না। শুনামাত্র যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করলে, প্রচারকারীকে গুনাহগার ও মিথ্যুক বলা হয়েছে। এ হাদীসটিতে সুরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতের নির্দেশনা বিধৃত হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীরা অন্য সংগঠনের নেতাকর্মী ও সদস্যদের বা সংগঠনমুক্ত কারো কোন রটনা শুনলে, সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে লুফে নেয়। যাচাই-বাছাই ছাড়া আরো রং-চং ও অতিরঞ্জনসহ প্রচার করতে থাকে। উক্ত রটনায় বেশ তৃপ্তি অনুভব করে। আল্লাহ সবাইকে যে কোন সাংগঠনিক ক্ষতি ও অপকারিতা থেকে রক্ষা করুন।

হাদীস নং-২৬ঃ

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن لا يشكرُ النَّاسَ لا يشكرُ الله)، أخرجه أبوداود و الترمذي وقال حديث حسن صحيحٌ رقم/١٩٥٤

অর্থঃ আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয় (আবু দাউদ: ৪৮১১, তিরমিযী: ১৯৫৪)।

সার্বজনীন ব্যবহারঃ অত্র হাদীসের নির্দেশনা হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি তো বটেই, এমনকি যে কোন মানুষ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তির উপকার তবে উচিৎ হচ্ছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। উপকার সাধনকারী ব্যক্তির শুকরিয়া আদায় করা হলে আল্লাহও খুশী হন। এ দিক থেকে সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো। আর যদি উপকার সাধনকারী ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তবে আল্লাহও নাখোশ হন। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাংগঠনিক ব্যবহারঃ সংগঠনকারীদের নিকট উক্ত হাদীসের বিরোধী আচরণ দেখা যায়। সংগঠন বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা অন্য সাংগঠনিক ব্যক্তি কর্তৃক উপকার পেলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা তার মূল্যায়ণ করে না। এমনকি সাংগঠনিক সংকীর্ণতার কারণে অনেক সময় উপকার থেকে বঞ্চিত হতে দেখা যায়। আবার কখনো এই সংকীর্ণতার আতিশয্যে উপকারও নিতে চায় না।[৫২]

---

৫২. **বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষিত কিছু উদাহরণ/দৃষ্টান্তঃ**

(ক) মিরপুরে একটি আহলে হাদীস সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত "দারুস সুন্নাহ মাদরাসা"র ৪ তলা বিশিষ্ট মসজিদ 'বাইতুল হক্ব জামে মসজিদ' ভবনটি নির্মাণের জন্য যখন আমার নিকট (কুয়েতী সংস্থায়) আবেদন নিয়ে আসা হয়, তখন এত বড় বাজেট না থাকায় আমি বিশেষভাবে বিল্ডিংটির বাজেট পাশ করিয়েছিলাম। কি কথা ও যুক্তির ভিত্তিতে সংস্থাকে সন্তুষ্ট করে বাজেটটি পাশ করিয়েছিলাম সেটা বলতে গেলে কথা লম্বা হয়ে যাবে। সেই বিল্ডিং নির্মাণ কমপ্লিট হওয়ার পর আমাকে উক্ত ভবনটি উদ্বোধনের সময় ডাকাও হয়নি, জানানোও হয়নি। এমনকি আমাকে ভালবাসে এমন কিছু ছাত্র-শিক্ষক একটি তালিমী অুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়ার জন্য প্রথমবার দাওয়াত করেছিল। সেই দাওয়াতে আমি গিয়েছিলাম এবং বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেদিনই প্রথম ভবনটি দেখার সৌভাগ্য হয়। দ্বিতীয় বার যখন দাওয়াত করা হয়েছিল, ঠিক যাওয়ার আগের দিন অজানা কারণে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিল। এতে মনে কষ্ট পেয়েছিলাম এবং সাংগঠনিক সংকীর্ণতা ধ্বংসের জন্য দুআ করেছিলাম।

(খ) ঠাকুরগাঁও সদরে একটি মাদরাসা করেছিলাম আমার সহোদর ভাই মুজাম্মিল হক্ব মাদানী সেটার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি আমার সাথে পরামর্শ করে কার্যক্রম শুরু করেন। তার কিছু পরিকল্পনা বাতিল করেছিলাম এবং কিছু বহাল রেখেছিলাম।

المبحث الثالث: تأويلات تحريفية لأدلة الكتاب والسنة والحجج الواهية والشروط الباطلة لإثبات الحزبية

তৃতীয় পর্বঃ সংগঠনের ছত্রছায়ায় কোরআন-সুন্নাহর বিকৃতি ও উদ্ভট উদ্ভট যুক্তি এবং ঈমান-ইসলাম বিরোধী শর্তারোপ ও চুক্তি

ইতিপূর্বে আমরা সাংগঠনিক কারণে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত, নবী ﷺ এর বিভিন্ন হাদিসের অর্থ, ব্যাখ্যা, নির্দেশনা ও সার্বজনীনতাকে সংকোচিত করার ও সাংগঠনিক বলায়াবদ্ধ করার নমুনা দেখিয়েছি। এখন কিছু বিকৃতির নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে:

'দারুল হুদা সালাফিয়্যা' এই নামটাও আমাদের রাখা। আমার ভাই আমার নিকট মাদরাসা ভবন ও মসজিদ নির্মাণের আবেদন পত্র নিয়ে এসে জোরালভাবে দাবী করলেন যে, এই বাজেটটা পাশ করিয়ে তাড়াতাড়ি মসজিদ মাদরাসার ভবন নির্মাণ করে দাও। ইতিমধ্যে এ ধরণের একটি বাজেট এসেছিল এবং রাজশাহী, চাঁপাই বা সাতক্ষীরায় নেয়ার জন্য লোবিং চালানো হচ্ছিল। ভাইয়ের দরখাস্ত পাওয়ার পর সেই বাজেটটা আমি ঠাকুরগাঁও এর জন্য আমার ভাইকে দিয়ে দিয়েছিলাম। এমনকি নির্মাণের জন্য ভাল একজন কন্ট্রাক্টরকে দায়িত্ব দিয়ে এক সাথে মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও কার্যক্রম চালুর পর পর একটি সংগঠনের জিম্মি হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে আমাকে উদ্বোধনের জন্য কিংবা একটিবার দেখে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়নি। এমনকি প্রতিষ্ঠান নিজের মনে করে আমি ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য শীতের কম্বলও পাঠিয়েছিলাম।

(গ) বাইপাইলে প্রায় 3 যুগ যাবৎ শুনতাম, প্রায় ৫০ বিঘা জায়গা একটি সংগঠনের অধীনে পড়ে আছে। আমার কুয়েতি সংস্থা থেকে উক্ত জায়গায় একটি এবং রাজশাহী নওদাপাড়ায় একটি মোট দুটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু শুরু হতে না হতেই আহলে হাদীস সংগঠনগুলোর আপোষ দ্বন্দ্বের কারণে ২০০৯ সালে সংস্থাটিকে চলে যেতে হয়েছিল। এরপর ২০১৪ সালের দিকে একটি ৪ তলা ভবনের বাজেট আমার প্রক্রিয়ায় আসে। যেখানে এ প্রকল্পটি দিতে চেয়েছিলাম সেখানে হঠাৎ করে সাংগঠনিক সংকীর্ণতার গজব এমনভাবে নাযিল হল যে, ঐ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ঐ ভবন গ্রহণই করল না। তখন সেই ভবনটি বাইপাইলে নির্মাণ করি। এটাই হচ্ছে উক্ত জায়গায় প্রথম ভবন। সেই নির্মিত ভবনটি হস্তান্তরের জন্য জীবনে ঐ একদিনই উক্ত জায়গায় গিয়েছিলাম এবং অনেক কষ্টে তাদের কাছে সে ভবনটি হস্তান্তর করেছিলাম। বিনা চেষ্টা তদবিরে এমন একটি ভবন নির্মাণ করে পাওয়া সত্ত্বেও হস্তান্তরের সময় চাবি হাতে নেয়ার আগে সাংগঠনিক কারণে বহু প্রশ্নে জর্জরিত করা হয়েছিল এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল।

(১) এক সংগঠনের জনৈক ডক্টর বক্তা আমার এলাকার মাহফিলের ওয়াজে সংগঠনের প্রতি দাওয়াত দিতে গিয়ে সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াত (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "আল্লাহ এই আয়াতে জমঈয়ত করতে হবে সংগঠনের নাম ধরেই বলেছিলেন। অর্থাৎ জামিয়া (جميعا) শব্দের অর্থ জমঈয়ত করেছেন। হয়তো আরও বিভিন্ন মাহফিলেও এরূপ বিকৃতিমূলক অর্থ করে থাকতে পারেন। সংগঠনের লোকদের সামনে এ ওয়াজ করার জন্য প্রতিবাদ না করা হলেও প্রতিপক্ষ বিদআতীরা শুনলে তো অবশ্যই বিদ্রূপের শিকার হতে হতো।

(২) সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নম্বর আয়াতের বিকৃতিমূলক ব্যাখ্যার উপর আহলে হাদীসদের প্রায় সমস্ত সংগঠনকে একমত হতে দেখা যায়। বিদআতীদের সংগঠন করতে তো কোন দলিল লাগে না। আহলে হাদীসদের দলীলের প্রয়োজন, তাই বলে কি বিকৃতি করে হলেও দলিল দিতে হবে?

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি উম্মত হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে।" এ আয়াতে উম্মত (أمة) অর্থ তারা সংগঠন করে থাকে। এটা নিতান্তই ভুল ব্যাখ্যা ও আয়াতটির খাটি বিকৃতি। বরং ডাবল বিকৃতি। কেননা প্রথমত কেউ কেউ উম্মাহ অর্থ সরাসরি সংগঠন করে আবার যারা أمة (উম্মত) অর্থ জামা'আত বলে তারা জামা'আতের অর্থ সঙ্ঘবদ্ধ করে থাকে। অথচ শরঈ নির্দেশনা মতে মুসলিমদের জামা'আত কেবলমাত্র একটিই হয়। আর সংগঠন বহু নেতার অধীনে বহু জামা'আতকে বুঝায়। ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: أمة (উম্মাতুন) দ্বারা উদ্দেশ্য আলেম ও মুজাহিদগণের গোষ্ঠী। সূরা তাওবার ১১২ নং আয়াতের মর্মার্থও তাই। আল্লাহ এখানে মুমিনদের দুই ভাগে ভাগ হতে আদেশ দিয়েছেন। একভাগ দাওয়াত-তালীমের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের উপকার করবে এবং অপর ভাগ জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদেরকে দমন করবে এবং কাফেরদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করবে। এখানে পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী দলসমূহ কখনোই উদ্দেশ্য নয়।

সূরা মুয্যাম্মিল এর ২০ নং আয়াতে আল্লাহ কিয়ামুল লাইল আদায়ের ক্ষেত্রে মুমিন মুসলিমদের চার ভাগে ভাগ হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন-

(ক) যারা সুস্থ তারা যথাসম্ভব কম বেশী সময় কিয়ামুল লাইল পালন করবে

(খ,গ,ঘ) যারা অসুস্থ, মুসাফির এবং যুদ্ধরত থাকবে তাদের কিয়ামুল লাইল ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ যৌক্তিক কারণে মুমিন-মুসলিমদেরকে কর্মক্ষেত্রে ভাগ করেছেন, ভাগ হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু সাংগঠনিক বিভক্তির সাথে উপরোক্ত আয়াত বা দলিলগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

(৩) বহু সহীহ হাদীসে উল্লেখিত জামাআত বা আল জামা'আতের ক্ষেত্রে সংগঠন কারীদের বিকৃতি ও স্ববিরোধিতার মুখোশ উন্মোচনঃ

সংগঠনকারীরা সংগঠনের ফজিলত এর পক্ষে দাওয়াত দেয়ার সময় জামা'আতের হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় ইসলামী জামা'আত তো এক নেতা বা আমীরের নেতৃত্বে একটিই হয়, একাধিক নয় আর এই জামা'আত থেকে বের হওয়া বহিস্কার করা যায় না। যে কোন ব্যক্তির জামা'আত থেকে বের হওয়া ও বহিষ্কার করার মাধ্যমে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং হত্যাযজ্ঞ অপরাধী হয়। তখন তারা বলে আমরা যেটা করছি এটা জামা'আত নয়, এটা সংগঠন। আরবীতে এর অর্থ تَنْظِيم (তানযীম) বলা হয়। যদি প্রশ্ন করা হয় তানযীমের দলিল কি? তখন আবার ঐ জামা'আতের হাদীস সমূহ আওড়ানো শুরু করে দেয়। এভাবে চলতে থাকে বিকৃতি ও স্ববিরোধিতার তামাশা।

(৪) সংগঠনের জনৈক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বড় আলেমকে সংগঠনের এভাবে ফজিলত বলতে শুনেছি। বর্তমান যুগে যদি আল্লাহ কোন নবী-রাসুল পাঠাতেন তবে তার মুজিযা হত সংগঠন। তার মানে কুরআনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেত সংগঠনের মাধ্যমে। এই যুক্তিটা কথিত জনৈক হক্কানী পীরের কথার চেয়েও জঘন্য মারাত্মক। তিনি বলেছিলেন: বর্তমান যুগে যদি কুরআন নাযিল হত তাহলে সেই কোরআনে তাদের সিলসিলার পীর-ওলীগণের নাম থাকত।

(৫) সংগঠনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে কেউ বাঘ-ছাগলের গর্তে পড়ার গল্প শোনায়। কেউ কেউ পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার এর চিত্র অঙ্কন করে সংগঠনের গুরুত্ব বুঝায়। আবার কেউ কেউ পরস্পর বিরোধী সংগঠনগুলোকে একই বাবা-মায়ের একাধিক সন্তানের সাথে তুলনা করে জায়েয করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ বিভিন্ন মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করে জায়েয মনে করে থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল যুক্তি ও কল্প-কাহিনী এ জন্যই বলা হয় যখন দলিল খুঁজে পায় না। তা ছাড়া এসব যুক্তি-তর্ক ইসলামী শিক্ষা নীতিমালার সাথে যথেষ্ট সাংঘর্ষিক।

(৬) সংগঠন কুরআন-সুন্নাহ ও ঈমান-ইসলাম বিরোধী শর্তারোপ শেখায়ঃ

যখন সংগঠন বা সংগঠন মুক্ত কোন সহীহ আকিদার ব্যক্তি গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান (মসজিদ মাদ্রাসা) বিদআতীদের দ্বারা আক্রান্ত, হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের শিকার হয় তখন অন্য সংগঠন তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার পূর্বে সাংগঠনিক হিসাব কষা শুরু করে। ওরা তো আমাদের সংগঠনের লোক নয় তাই তাদের ভাগ্যে যা হবে হোক, তাদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আবার কোন কোন সংগঠন আক্রান্তদের প্রতি শর্তারোপ করে; "যদি আমাদের সংগঠনের ঢোকেন তবে আমরা আপনাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিবো, সাহায্য করবো, মসজিদ-মাদ্রাসা বানিয়ে দিব, পাহারা দিব, ইত্যাদি"। অনেকে বিপদে পড়ে আশ্বাসের জোরে সংগঠনে ঢুকতে চাইলেও পরীক্ষার আওতায় (অন্‌টেস্ট) সামান্য কিছু সহযোগিতা করে। সংগঠনের জন্য আন্তরিকতার অভাব দেখলে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করে সাহায্য বন্ধ করে দেয়। অথচ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি ঈমান-ইসলাম এবং সহি আকিদা ও মানহাজ এর কারণে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার হকদার। সংগঠনে যোগদানের জন্য জুড়ে দেয়া শর্ত একেবারে ডাহা অন্যায় কাজ। সহীহ হাদিস অনুযায়ী যেসব শর্ত কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী হবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে, যদিও একশত শর্তও জুড়ে দেয়া হোক না কেন?

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

একদা নবী ﷺ মিম্বরের উপরে উঠে বলেছিলেনঃ কি হলো! কিছু সম্প্রদায় এমন কিছু শর্ত আরোপ করে থাকে যা আল্লাহর কিতাবে, (নবীর সুন্নাহ/হাদীসেও) নেই। শর্তারোপকারীর শর্ত পূরণযোগ্য নয়, যদিও একশত শর্ত করা হয়।[৫৩]

এই হাদীসটি মুসলিমদের জীবনে এতই সমাধানমূলক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যে ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে ২৫ বার হাদীসটি রিপিট করেছেন এবং ইমাম মুসলিম ৬ বার, আবু দাউদ ২ বার তিরমিযী ৩ বার, নাসাঈ ১৩ বার, ইবনে মাযাহ ২ বার, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ৩ বার। প্রত্যেকটি সংগঠন উক্ত হাদীসটির বিপরীত আচরণ করে থাকে, মুসলমানদের সাথে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

৭-(ক) আল জামা'আত (الجماعة) শব্দের সংখ্যা ও অর্থগত ভুলঃ

সংগঠন কারীরা সাংগঠনিক দলাদলিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য হাদীসে উল্লেখিত (জামাআত) শব্দটির ভুল অর্থ করে থাকে। প্রথমত জামা'আত (الجماعة) অর্থ সংগঠন করা বা সংগঠন উদ্দেশ্য নেয়া ভুল। কেননা সংগঠন হচ্ছে অসংখ্য নেতা ও আমীরের অধীনে অসংখ্য দল। এই অর্থে প্রত্যেক সংগঠনের আওতায় নিজেদেরকে (জামা'আতের হাদীসগুলোর আলোকে) জামা'আতবদ্ধ ধারণা করে থাকে। ফলে যতগুলো সংগঠন থাকে তত দলে জামা'আতবদ্ধ হওয়া প্রযোজ্য হয় যা সম্পূর্ণরূপে শরঈ নির্দেশনার বিপরীত।

আর তারা অসংখ্য সংগঠনের আওতায় জামা'আতবদ্ধ হওয়াকে ঐক্যবদ্ধ বলেও তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। তার মানে এই যে তারা অসংখ্য দলে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু অসংখ্য দলবদ্ধ বা জামা'আতবদ্ধ হওয়া "সমান সমান= বিভক্ত/বিচ্ছিন্ন" এই সত্য কথাটা তাদের বিবেকে (ব্রেনে) ধরে না। আল-জামা'আতের ভুল অর্থ থেকে অসংখ্য সাংগঠনিক দল তৈরি

৫৩. সহি বুখারী হাদীস: ৪৫৬, ২১৫৫, মুসলিম হাদীস: ১৫০৪/৬

হওয়ার ফলে খুব সহজেই আরেকটি ভুল বাক্যের ব্যাপক ব্যবহার দেখা ও শোনা যায়, তা হল: মুসলিম ব্যক্তিকে নাকি যে কোনো একটি দলে থাকতেই হবে। এ বাক্যটি অসংখ্য দলের স্বীকৃতি দান করে। তাই কবি যথার্থই বলেছেন:

"ভুল ভুল শুধু ভুল- সন্ধান করে যায় না পাওয়া যার বৃত্তান্ত মূল"।[৫৪]

(খ) আল জামা'আত এর সঠিক অর্থ ও সংখ্যাঃ আল জামা'আত এর সঠিক অর্থ হচ্ছে এক জামা'আতবদ্ধ হওয়া বা একতাবদ্ধ হওয়া। নবী ﷺ ৭২টি গুমরাহ দলের বিপরীতে একটি দলকেই "আল জামা'আহ" বলেছেন। আর এক জামা'আতবদ্ধ হওয়ার জন্য নবী ﷺ শুধু একজন ব্যক্তির (আমীরের) নেতৃত্বে থাকা শর্ত যুক্ত করেছেন। উক্ত আমীরের বর্তমানে আরেকজন আমীর কিছু মানুষের নেতৃত্ব দিতে আসলে রাসূল ﷺ তাকে হত্যা করতে বলেছেন।

মুসলিম জাতি কোন ভূখণ্ডে এক আমিরের নেতৃত্বে যখন এক জামা'আতবদ্ধ থাকবে না বরং অসংখ্য আমিরের নেতৃত্বে অসংখ্য জামা'আতে বিভক্ত থাকবে তখন কোন জামা'আতে না যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছে মানহাজগত ভাবে আল জামা'আত। অপর হাদিসে এই ব্যক্তিকে গারীব (غريب) বলা হয়েছে। এ মানহাজের উপর একাধিক জনকে বহুবচনে গুরাবা (غرباء) বলা হয়েছে। গুরাবাদের সংখ্যা ও শক্তি বেড়ে গেলে রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়, সংগঠনকারীরা কখনো নয়। দেখুন হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস (অত্র গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ৫৯)। তাই যে কোন গরিব ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেক সংগঠন বা সাংগঠনিক দল ও তার সদস্যদেরকে এক জামা'আতবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। যদি দাওয়াত দেয়ার কোনো পরিবেশ না

---

৫৪. **কবি মুদ্দাসসির আল-ফুরকান (ইলইয়াস)** আমার সহদোর ভাই। তিনি একাধারে একজন কবি, সাহিত্যিক, দ্বীনী শিক্ষক ও আলিম ছিলেন। ১৯৮২-১৯৮৫ পর্যন্ত উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদীয়ার সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮৫-১৯৮৮ পর্যন্ত উত্তর বাড্ডা কামিল মাদরাসার সিনিয়র প্রভাষক থাকা কালে ১৯৮৮ সনের ৪ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। তিনি আমার সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ কল্যাণকামী অভিভাবক ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন.. غفرالله ورحمه واسكنه جنة الفردوس

থাকে জীবনের হুমকি থাকে, তবে গাছের শিকড় কামড়িয়ে (আঁকড়ে) ধরে থাকবে, একাকী জীবন যাপন করবে, তবুও কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

(গ) আল জামা'আত এর অর্থ এক জামা'আতবদ্ধ হওয়া শুধু জামা'আতবদ্ধ নয়ঃ যে কোন সাংগঠনিক দলে গেলেই জামা'আতের হাদিস আমল হবে না। আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ দ্বারাও তাই প্রমাণিত হয়। তাইতো সহীহ, যঈফ ও জাল কোন হাদিসে আল-জামা'আত শব্দটি শুধুমাত্র একবচনে এসেছে, দ্বিবচন কিংবা বহুবচনে নয়। আর যেহেতু শুধু এক বচনেই এসেছে, তাই এক জামা'আতবদ্ধ ছাড়া অন্য অর্থ যেমন: জামা'আতবদ্ধ বা যে কোন জামা'আতে সম্পৃক্ত হতে হবে এরূপ অর্থ ভুল। আর এই ভুল অর্থ থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য সাংগঠনিক দল। আল্লাহ আমাদেরকে এই সত্য ও হক বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

المبحث الرابع : أضرار عقدية ومنهجية للحزبية

চতুর্থ পর্বঃ সংগঠনগুলো আক্বীদাগত ভ্রান্তি চর্চার অভয়ারণ্য/আক্বীদাগত ক্ষতি

বিভিন্ন সংগঠন যেমন কুরআন সুন্নাহ উন্মুক্ত, নি:শর্ত ও সার্বজনীন অর্থ ও মর্মানুসারে মানার ক্ষেত্রে বাধা। ঠিক তেমনি আকীদার ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করে। আক্বীদার ক্ষেত্রে কতিপয় বিভ্রান্তিঃ

(১) "আল-ওয়ালা ওয়াল বারা" লঙ্ঘনঃ

আকীদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যেই গুমরাহীকে অনিবার্য করে সেটা হলো "আল-ওয়ালা ওয়াল বারা" (الولاء والبراء)। এটি হচ্ছে তাওহীদের মৌলিক বিষয়সমূহের একটি মৌলিক বিষয়। পৃথিবীর কোন অঞ্চল, ভাষা ও বর্ণ এবং সাংগঠনিক ভেদাভেদ না করে সকল মুসলিম, বিশেষ করে নাজাতপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সম্পন্ন যে কোন মুসলিমকে আল্লাহ ও তার দ্বীনের স্বার্থে ভালোবাসা এবং কাফির-

মুশরিক, মুনাফিক, নাস্তিক, নামে মুসলিম ও ভ্রান্ত দলগুলোকে পর্যায়ক্রমে ঘৃণা করা, তাদের থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া।

সৌদি আরবের ভূতপূর্ব গ্রান্ড মুফতীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে "ওয়ালা বারা" কি? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ ওয়ালা বারা হচ্ছে মুমিনগণকে ভালোবাসা ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং কাফিরদেরকে ঘৃণা করা ও শত্রুজ্ঞান করা, তাদের থেকে ও তাদের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেমনটি আল্লাহ সূরা মুমতাহিনায় বলেছেনঃ

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ ﴾

অর্থঃ ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পূর্ণমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের- তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। (সূরা মুমতাহিনা: ৪)

কাফির-মুশরিকদেরকে ঘৃণা ও তাদের সাথে শত্রুভাব রাখার অর্থ এটা নয় যে, তাদের প্রতি অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করা হবে, তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে ও ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে। বরং তাদেরকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে ও অন্তর দ্বারা শত্রুভাব রাখবে। তাকে সঙ্গি ও সহচর বানাবে না। তারও কল্যাণ কামনা করবে এবং কল্যাণ ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। (মাজমূ ফাতাওয়া ৫ম খণ্ড পৃ: ২৪৬)।

মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছাইমীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন: আল্লাহ যা কিছু থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হতে বলেছেন তা থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেমনটি আল্লাহ (পূর্বোল্লেখিত সূরা মুমতাহিনা-৪ ও নীচের আয়াতে) বলেছেন:

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

অর্থঃ আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (সূরা আত্ তাওবা: ৩)।

উপরোক্ত আয়াত দুটি কাফির-মুশরিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ ছাড়াও যে কোন পাপ ও আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের অবাধ্যতামূলক আমল-আচরণ থেকে মুক্ত ও বিরত হওয়াকে ওয়ালা-বারার অন্তর্ভূক্ত বলেছেন, যদিও শির্ক ও কুফরী পর্যায়ের না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ﴿۷﴾

অর্থঃ আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিতেন, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। (সূরা হুজরাত: ৭)।[৫৫]

এই মর্মে নবী ﷺ থেকে দুটি হাদীস প্রণিধানযোগ্যঃ

৫৫. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম/১৮৩।

হাদীস নং-০১ঃ

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ

অর্থঃ সাহাল বিন মুআয ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে ঈমানের কোন বিষয়টি সর্বোত্তম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ সর্বোত্তম ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর জন্যই কোন ব্যক্তি ও বিষয়কে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর স্বার্থেই কোন ব্যক্তি ও বিষয়কে অপছন্দ করবে (সাংগঠনিক ও দলীয় স্বার্থে নয়)। আর তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকরে কর্মচঞ্চল রাখবে।[৫৬]

হাদীস নং-০২ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَظُنُّهُ قَالَ أَوْثَقُ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ"

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো আল্লাহর স্বার্থে (মুমিনদের সাথে) সুসম্পর্ক রাখা এবং আল্লাহর স্বার্থে (কাফির-মুশরিকের সাথে) শত্রুতা পোষণ করা। আল্লাহর স্বার্থে ভালোবাসা ও আল্লাহর স্বার্থে ঘৃণা করা। হাদীসটি তুবরানী বর্ণনা করেছেন এবং নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।[৫৭]

সাংগঠনিক ভিন্নতার কারণে প্রায় সকল ইসলামী ও আহলে হাদীস সংগঠন আক্বীদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "ওয়ালা বারা" এর ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। সাংগঠনিক ভিন্নতার জন্য অন্য সংগঠনের মুসলিম ভাইকে ভিন্ন চোখে দেখে, অনেক সময় শত্রুতাও পোষণ করে, ক্ষতি করার চেষ্টা করে, ক্ষতি করার হুমকি দেয়, ক্ষতিগ্রস্থ হলে খুশি হয়। বিপদগ্রস্থ ও শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে বা হুমকি দেয়া হলে সংগঠনে

---

৫৬. মুসনাদে আহমদ: ২২১৩২। শুয়াইব আরনাউত্ হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন।
৫৭. সহীহুল জামি: ২৫৩৯।

ঢুকার শর্তে সাহায্য-সহযোগিতা ও উপকার করতে চায় এমনকি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার কারণে কাফির মনে করা এবং সংগঠন থেকে বের হওয়াকে হত্যাযোগ্য অপরাধ বলে প্রচার করার নযীরও রয়েছে। এ তো গেল ওয়ালা বারার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি।

(২) সংগঠন হচ্ছে মানব রচিত বিধানসমূহের একটি বিধান

মানব রচিত বিধান পালন এবং এর মাধ্যমে অন্য মুসলমানের হক (হাক্কুল ইবাদ) নষ্ট করা কি ফেরকা নাজিয়াহ বা নাজাত প্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য হতে পারে?।

১৯৮৫ সালে পুরা মাদ্রাসায় হুকুম জারি করা হলো এই মাদ্রাসায় পড়তে হলে সকলকে অবশ্যই যুব সংঘ করতে হবে। যারা এই সংগঠন করবে না তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে দেয়া হবে না। তার মানে সংগঠন করা অবশ্যপালনীয় ফরজ বা ওয়াজিব। এটা কি আল্লাহর বিধান নাকি মানব রচিত বিধান?।

এই মানব রচিত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে বান্দার দুটি মৌলিক হক নষ্ট করার ঘোষণা দেওয়া হল।

(১) দীর্ঘদিন পড়াশোনায় (১০/১২বছর) সময় ব্যয় করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট রেজাল্ট করা সত্ত্বেও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

(২) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে দেওয়া হবে না।

উপরোক্ত হক (অধিকার) দুটি কি মুসলিম বান্দার হক (হক্কুল ইবাদ) এর অন্তর্ভুক্ত নয়?। এমনকি ছোটখাটো কোন হক নয়, বরং বিরাট ধরনের হক্ক।

১৯৯০ সালে আগের মানব রচিত বিধান রোহিত ঘোষণা করে নতুন বিধান জারি করা হলো। যারা যুবসংঘ করবে তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে দেওয়া হবে না। ঘোষণা শুনে অনেকেই যুব সংঘ (সংগঠন) না করার স্বীকৃতি দান করল এবং বলল আমরা সংগঠন ত্যাগ করেছি সুতরাং আমাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হোক এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক।

কিন্তু বলা হলো যেহেতু তোমাদের ক্লাসে এখনো দুইজন (আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল ও হাবীবুর রহমান মাদানী) যুবসংঘ করে তাদেরকে যদি তুমি/তোমরা নিবৃত্ত না করতে পারো তাহলে তোমাদেরকেও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। একথা বলে সবাইকে তাদের সার্টিফিকেটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

এই হারাম শর্তটি জুড়ে দিয়ে ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ কোরআনী একটি বিধান সরাসরি লঙ্ঘন করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।' সূরা ফাতির-১৮

অবশ্য আমাকে আরো একটি মানব রচিত বিধান পালনে নেতৃত্ব দেয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেটা পালন করতে রাজি হইনি। আর তা হচ্ছে যুবসংঘ বাতিল করে তার বিপরীতে শুব্বান নামক একটি নতুন জন্ম দেয়া। সংগঠনের যেকোনো পর্যায়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া আমি তাতে অনীহা প্রকাশ করি।

আমি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার সময় সেই আঁতুড়ঘরে উপস্থিত ছিলাম। যখন এই সংগঠনটি খোলার পরিকল্পনা চলতেছিল সেই মিটিং-এ ডক্টর স্যারের বাসায় উপস্থিত ছিলাম।

(৩) সংগঠনের ছত্র-ছায়ায় প্রচলিত গণতন্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের বিদআত চর্চা করা হয়ঃ

সংগঠনগুলো নিজেদের সাংগঠনিক গণ্ডির ভিতরে বেশ কিছু বিদআত ও বাতিল দৃষ্টিভঙ্গি চর্চা করে। অনেক সংগঠন ঐ বিদআত ও বাতিল দ্বারা চিহ্নিত ও বিশেষায়িত হয়ে থাকে। যেমন কোন কোন সংগঠন আব্রাহাম লিংকনের তৈরী গণতন্ত্র চর্চা করে থাকে, ধর্ম নিরপেক্ষতা যার অলঙ্কার। সেক্যুলার ব্যক্তিরা যার যোগ্য পুরুষ ও অহংকার।

অনেক ইসলামী সংগঠন একে ইসলামী গণতন্ত্র বলে আখ্যা দিচ্ছে। অনেক সংগঠন আহলে হাদীস পরিচয় ব্যবহার করেও তাদের গণ্ডির

ভিতর শারঈ বাই'আতের মত করে সাংগঠনিক বাই'আত চালু করে দিয়েছে যা স্পষ্ট বিদআত। অন্য সংগঠন এবং সংগঠনের বাইরের অসংখ্য আলিম এটাকে বিদআত বলে প্রতিবাদ করলেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ভাবখান যেন এমন, আমাদের সংগঠনের আওতায় আমরা যা ইচ্ছা তাই করবো, যেভাবে ইচ্ছা বৈধ বানাব, এতে কারো নাক গলানোর কিছু নেই। আবার কিছু সংগঠন আহলে হাদীস পরিচয় ব্যবহার করে বেনামাজী ধর্ম নিরপেক্ষ, ক্লিনশেভ, বেপর্দা, হারামখোর, এমনকি কমিউনিষ্টকেও সংগঠনের আওতায় জায়গা দিয়ে থাকে এমনকি বিভিন্ন পদে বসিয়ে থাকে। হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তাদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

একটি সংগঠন নিজেদেরকে আহলে হাদীসের মূল সংগঠন দাবি করে অথচ ফরজ নামাজের পর ইমাম মুক্তাদি মিলে সম্মিলিত মুনাজাতকে সংগঠনের প্রতীকী ও ঐতিহ্যপূর্ণ আমল মনে করে। কিছুতে ছাড়তে চায় না। ছাড়লে মনে করে ঐতিহ্য হারা বৈশিষ্ট্য ছাড়া সংগঠন হয়ে গেল। তারা কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যার পাশাপাশি বড় দলিল দিয়ে থাকে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নিজে এটা করতেন, তাহলে কিভাবে বিদআত হতে পারে?

একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় মসজিদের সেলফে ছোট ছোট করে ৩০ খণ্ডে ৩০ পারা কুরআন দেখে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম; মসজিদ কেন্দ্রিক যেই মাদরাসা আছে, এই মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্ররা কুরআন খতম পড়ার দাওয়াত পেলে এই ৩০ খণ্ড বিশিষ্ট কুরআন নিয়ে গিয়ে দাওয়াতকারীর বাড়ীতে যেয়ে কুরআন খতম দিয়ে দাওয়াত খায়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় মৃত ব্যক্তির চল্লিশার দাওয়াত খাওয়ারও রেওয়াজ (বিদআত) দেখেছি।

المبحث الخامس: أضرار وخسائر خلقية للحزبية

পঞ্চম পর্বঃ সংগঠনের আদব ও আখলাক বা স্বভাব চরিত্রগত ত্রুটি ও ক্ষতিসমূহঃ

কুরআন সুন্নাহর ভিতরে আকীদাহ, ইবাদত, মুআমালাত ও আদব আখলাক সদাচারণ ও সদ্ব্যবহার সব বিষয়ে বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। ইসলামী আদব আখলাক দ্বারা গোটা মুসলিম সমাজের মাঝে সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করা হয়েছে।

নবী ﷺ বলেছেন, خالق الناس بخلق حسن (رواه الترمذي) তুমি মানুষের সাথে সৎ ব্যবহার কর।[৫৮]

নবী ﷺ কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন জিনিসটি মানুষকে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেছিলেন আল্লাহভীরুতা ও সচ্চরিত্র। অত:পর জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেছিলেন জবান ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী: ২০০৪)।

ইমাম বাইহাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে আলী, উকবাহ বিন আমের, আনাস, আয়েশা ও আবু হুরাইরা رضي الله عنهم থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সচ্চরিত্র হচ্ছে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সুসম্পর্ক তৈরী কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান কর। যে তোমার প্রতি যুলুম করে তুমি তাকে মাফ করে দাও। ঈমাম সুয়ূতী দুররুল মানসূরে সূরা আরাফের ১৯৯ নং আয়াতে ধারাবাহিকভাবে উপরোক্ত প্রত্যেক সাহাবী থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাংগঠনিক কারণে ইসলামী আদব-আখলাকের চরমভাবে লঙ্ঘন হতে দেখা যায়।

আদব-আখলাক গুলো দু'ধরণের হয়ে থাকে:

(ক) ইতিবাচক আখলাক চরিত্র এবং

(খ) নেতিবাচক আখলাক-চরিত্র।

---

৫৮. তিরমিযী: ১৯৮৭

(ক) সাংগঠনিক কারণে ইতিবাচক আদব-আখলাকগুলোর বিপরীত চর্চাঃ

১। ভাষা, ভূখণ্ড, বর্ণের এবং দল সংগঠন এর বাছ-বিচার না করে মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে দ্বীনি ভাই বোন হিসেবে গ্রহণ ও বরণ করে খুশি হওয়া উচিৎ, যাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। কিন্তু সংগঠনগুলোর নিকট এই ভ্রাতৃত্ববোধ উন্মুক্ত নয়, সাংগঠনিক গণ্ডিতে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে।

২। একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করা, কল্যাণ পৌঁছানো, সৎ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনেক সময় সংগঠন বাধা হয়ে যায়। উল্টা অকল্যাণের চিন্তাও করা হয়।

৩। একে অপরের প্রয়োজন মিটানো ও অভাব সংকট দূর করার জন্য এগিয়ে আসা, সুপারিশ করা। সাংগঠনিক পার্থক্যের কারণে উন্মুক্তভাবে এই আচরণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৪। মাজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য সহায়তা দান করা এবং যালিমের যুলুম বন্ধ করা। কিন্তু সাংগঠনিক কারণে অনেক সময় এর বিপরীত হয়ে যায়।

৫। এক মুসলিম অপর মুসলিমের দোষত্রুটি ঢেকে রাখার নিয়ম এবং এর বিরাট ফযিলতও রয়েছে। কিন্তু সংগঠনকারীদেরকে এর বিপরীত না করলে যেন সংগঠনের প্রতি একনিষ্ঠতাই প্রমান হয় না। অন্য সংগঠনের লোকদের দোষত্রুটি খোঁজে বেড়ায় এবং জনসম্মুখে তা প্রচার করে এমন কি অনেক সময় বানিয়ে বানিয়ে বলে যা রীতিমত অপবাদ বলা যায়।

৬। ছোটকে স্নেহাদর করা ও বড়কে সম্মান করা। সাংগঠনিক কারণে এই শিষ্টাচার কঠিনভাবে লঙ্ঘিত হয়। ওয়াদা রক্ষা করা, চুক্তি পূরণ করা, আমানত (হক আদায়) ফিরৎ দেয়া। এগুলো সাংগঠনিক কারণে লঙ্ঘিত হয়।

৭। একে অপরকে সালাম প্রদান ও উত্তর দেয়া। এগুলো সাংগঠনিক ঐ কারণে লঙ্ঘিত হয়।

৮। মুসলিম ব্যক্তির অপর মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সমস্ত হক রয়েছে তা আদায় করা। কিন্তু সাংগঠনিক কারণে তা যথাযথ আদায় করা হয় না। শুধু সংগঠনের অভ্যন্তরস্থদের মাঝে হক্বগুলো বিনিময় হয়।

৯। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিবাদ মিটানো ও সমঝোতা সৃষ্টি করে দেয়া। সাংগঠনিক কারণে এটা সম্ভব হয় না বরং সাংগঠনিক কারণেই অনেক বিবাদের জন্ম হয় এবং যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে।

১০। এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। কিন্তু এটা শুধু সাংগঠনিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

১১। মানুষকে যার যেমন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে, সে অনুযায়ী মর্যাদা ও আসন দান করা।

১২। বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতা। অন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে লজ্জিত হয়।

১৩। উপকার করলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

১৪। কল্যাণ ও হীতকর কাজ করলে তার স্বীকৃতি দেয়া এবং তার জন্য দুআ করা ও উৎসাহিত করা।

(খ) নেতিবাচক আচার ব্যবহার যা পরিত্যাগ করলে সামাজিক বন্ধন ঠিক থাকবে এবং চর্চা ও বাস্তবায়ন করলে সমাজের ঐক্য ও বন্ধন নষ্ট হবে।

(১) হিংসা-বিদ্বেষ ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমল ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত সওয়াব নষ্ট করে এবং সামাজিক বন্ধন নষ্ট করে। অথচ সংগঠন করার জন্য এই বদ গুণের খুব ব্যাপক চর্চা দেখা যায়।

(২) কুধারণা করা বা ধারণা প্রসূত কারো বিরুদ্ধে মন্তব্য করা। অথচ সংগঠন করার জন্য এই বদ গুণের খুব ব্যাপক চর্চা দেখা যায়।

(৩) মুসলিম ব্যক্তির অপর মুসলিমকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। অথচ সংগঠন করার জন্য এই বদ গুণের খুব ব্যাপক চর্চা দেখা যায়।

(৪) নিজে যুলুম নির্যাতন করা বা অপরকে যুলুম নির্যাতন করার জন্য উৎসাহিত করা বা যুলুম নির্যাতনকারীকে সমর্থন করা। এমনকি নির্যাতিত বিপদগ্রস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হলে খুশী হয়।

(৫) গীবত-পরনিন্দা চর্চা করা। সংগঠন গুলো হচ্ছে গীবত চর্চার উর্বর ভূমি। এক সংগঠনের উপর অপর সংগঠনের উপর প্রাধান্যতা লাভের নিকৃষ্ট উপায় হচ্ছে গীবত-পরনিন্দা (৬) মুসলিম ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দেয়া। এক সংগঠন অপর সংগঠনের লোকের বা সংগঠন সমালোচকদের বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে থাকে।

৭। ছিদ্রান্বেষণ করা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা। এক সংগঠন অপর সংগঠনকে ডাউন দেয়ার জন্য নেতা কর্মীদের ছিদ্রান্বেষণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করতে থাকে।

৮। স্বজনপ্রীতি ও উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণের ভিত্তিকে কোন মুসলিম ব্যক্তির কাজ করে দেয়া তার মানে নিজের সংগঠনের লোককে যে কোন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেয়া অন্য সংগঠনের লোককে প্রত্যাখ্যান করা বা উৎকোচ গ্রহণের ভিত্তিতে তা দেয়া।

৯। মুসলিম ব্যক্তির অপর মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সমস্ত হক রয়েছে তা আদায় করা উচিৎ। কিন্তু সাংগঠনিক কারণে তা যথাযথ আদায় করা হয় না। শুধু সংগঠনের অভ্যন্তরস্থদের মাঝে হক্কগুলো বিনিময় হয়।

১০। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিবাদ মিটানো ও সমঝোতা সৃষ্টি করে দেয়া উচিৎ। কিন্তু সাংগঠনিক কারণে এটা সম্ভব হয় না বরং সাংগঠনিক কারণেই অনেক বিবাদের জন্ম নেয় এবং যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে।

১১। এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিৎ। কিন্তু এটা শুধু সংগঠনিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অন্য সংগঠনের জন্য নয়।

১২। মানুষকে যার যেমন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে সে অনুযায়ী মর্যাদা ও আসন দান করা। কিন্তু সংগঠন বহির্ভূত কারো জন্য এরূপ আচরণ প্রদর্শন করা হয় না।

১৩। বিনয়-নম্রতা ও ভদ্রতা প্রদর্শন করা উচিৎ। কিন্তু অন্য সংগঠনের ক্ষেত্রে অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু সংগঠনকারীরা সংগঠনের বাইরের কারো দ্বারা উপকৃত হলে তার শুকরিয়া আদায় করতে চায় না বরং পারলে তা অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

১৪। উপকার করলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু সংগঠনগুলো তা করতে চায় না।

১৫। কল্যাণ ও হীতকর কাজ করলে তার স্বীকৃতি দেয়া এবং তার জন্য দুআ করা ও উৎসাহিত করা। কিন্তু সংগঠনের লোকেরা তা করে না।

المبحث السادس: أضرار التحزب والحزبية التاريخية والتراثية
ষষ্ঠ পর্ব: সাংগঠনিক কারণে ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ক্ষতি

সংগঠনের কারণে আহলে হাদীসদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিকৃত ঘটেছে। তাইতো বলা হয়, এই আহলে হাদীস সেই আহলে হাদীস নয়।

(১) সংগঠনের কারণে সালাফী আহলে হাদীসদের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ধারার আহলে হাদীসের জন্ম হয়েছে, সাংগঠনিক আহলে হাদীস।

(২) সালাফী আহলে হাদিসের ধারা নবী ﷺ এবং সালাফে সালেহীনের যুগ থেকে। আর সাংগঠনিক আহলে হাদীসের ধারা কমবেশ ১০০/১২৫ বছর (১৮৯৫/১৯০৬) থেকে। আহলে হাদীসের সাংগঠনিক নতুন ধারার কারণে একশ্রেণীর বিদ'আতীরা এই আহলে হাদীসদেরকে ইংরেজদের সৃষ্টি বা ইংরেজদের শাসন আমলে আবির্ভূত দল বলে থাকে।*

---

* সোসাল মিডিয়ায় সাংগঠনিক আহলে হদীসদের দলাদলির লজ্জাজনক ইতিহাস নিয়ে জনৈক আহলে হাদীস বিদ্বেষীর মন্তব্য দৃষ্টিগোচর হল। সেখানে তিক্ত হলেও বাস্তব কিছু কথা উঠে এসেছে। সুধি পাঠকদের জন্য তা হুবহু তুলে ধরা হলঃ

"১৯০৬ সালে হাফেয আব্দুল্লাহ গাজীপুরী, হাফেজ আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, শামসুল হক আযীমাবাদী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আয়নুল হক ফলওয়ারী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী 'অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস' নামে একটি দল গঠন করেন। তারপর ১৯১৪ সালে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১৮০৫-১৯০২) এর বাঙ্গালি ও আসামী ছাত্ররা 'আঞ্জুমানে আহলে হাদীস বাঙ্গালা ও আসাম' নামে আরেকটি দলগঠন করেন। তারপর ১৯৪৬ সালে "নিখিল বঙ্গ ও বা আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস" নামে আরেকটি দল গঠন করা হয়। তারপর ১৯৪৭ সালে "পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস" নামে আরো একটি দল গঠন করা হয়। তারপর ১৯৪৭ সালে "পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস" নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"। তারপর ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয় "আহলে হাদিস যুবসংঘ"। তারপর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেব 'জমিয়ত আহলে হাদিস' থেকে বের হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন "আহলে হাদিস আন্দোলন"। তারপর ড. মুসলেহ উদ্দিন 'আহলে হাদিস আন্দোলন' থেকে বের হয়ে করেন 'জামা'আতে আহলে হাদিস। তারপর এর পূর্বে ও পরে আরো কিছু দল বের হয়। যেমন: গোরাবা আহলে

এমনকি আহলে হাদীসরা নিজেরাও সন তারিখ উল্লেখ করে

হাদিস, তাবলিগে আহলে হাদিস, ইত্যাদি। এবং এদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা গঠনতন্ত্র আছে; আছে আলাদা ইমারত ও ইতায়াত। দেখতেই পাচ্ছেন এদের শুরু রাসুল (সাঃ) বা তাঁর সাহাবা (রাঃ) গণ থেকে নয়। এমনকি তারা যাদের থেকে 'আহলে হাদিস' এর দলিল দেয় (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, ইবনু তাইয়েমিয়াহ, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী ইত্যাদি) এদের কারও থেকে এভাবে দলে দলে বিভক্ত হওয়া এবং 'আহলে হাদীস' শব্দ দিয়ে সতন্ত্র ইমারাত (আমির), সতন্ত্র ইতায়াত, সতন্ত্র গঠনতন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সংগঠন/দল প্রমাণ নেই। 'আহলে হাদিস' শব্দ দিয়ে এভাবে সতন্ত্র ইমারাত (আমির), সতন্ত্র ইতায়াত, সতন্ত্র গঠনতন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে দলে দলে বিভক্তি শুরু হয়েছে উপ-মহাদেশে। যার শুরু ১৯০০ সাল এর পর থেকেই। তাদের এভাবে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার বর্তমান পরিণতি হল, তাদের এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে খুতবা/লেকচার দেয়। তাদের এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে বই রচনা করে। তাদের এক দল অন্য দলের জ্ঞানী আলেমদের ওদের মসজিদে ইমামতি করতে দেয় না। তাদের এক দল অন্য দলকে সব সময় হিংসা দৃষ্টিতে দেখে। তাদের এক দল অন্য দলের সম্পর্কে সমালোচনা করে থাকে। এর পরেও তারা দাবী করে তারা নাকি হকুপন্থী, তারা নাকী 'জান্নাতী' দল। তাদের আলেমরা বর্তমানে আরো একটি ফিতনা শুরু করল, তা হল, তারা তাদের দলের দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে সহীহ হাদীসের অর্থ বিকৃতি করে, এবং অর্থ বিকৃতির মাধ্যমে হাদিসকে অপব্যাখ্যা করে। যার প্রমাণ আমার কাছে বিদ্যমান। তারা এভাবে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে কুফুরীর গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। তা হল, তাদের অনেককে বলতে শুনা যায় যে,"আক্বিদা একই হলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে সমস্যা নেই।" অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে ধারণ কর ঐক্যবদ্ধভাবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলি ইমরান:১০৩) তাদের আলেমরা বর্তমানে এ টা নিয়ে আরেকটি অপব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করেছে যে,"আহলে হাদিসদের মানহাজ এক, আক্বিদাগত ভাবে তারা এক, কিন্তু নেতৃত্বগতভাবে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।" তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে, তাই দলে দলে বিভক্ত হওয়া জায়েজ। (নাউযুবিল্লাহ) আসুন, আক্বিদা একই থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্বগতভাবে বিভক্ত হওয়া যাবে কি না এবং যদি বিভক্ত হয় তবে কি করতে হবে তা সহীহ হাদীস দ্বারা জেনে নিই: তখন হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল-জামা'আত থেকে পৃথক হয় এবং ইমারাতের (হুকুমাতের) অবমাননা করে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যে, তার কোন অবস্থানই থাকবে না। (তাহক্বীককৃত মুসনাদে আহমাদ ৫/২৩৩৩১: হাসান) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি আল-জামা'আত থেকে এক বিঘত দূরে যায় এবং এ অবস্থায় মারা যায়- এটা জাহেলী মৃত্যু বলে গণ্য হবে। (সহীহ মুসলিম/৪৬৩৯)"

সাংগঠনিক ধারার আহলে হাদীসের ইতিহাস বর্ণনা করে থাকে।[৫৯]

(৩) সালাফী আহলে হাদীসদের মাঝে ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু মদভেদ থাকলেও তারা কখনো বিভিন্ন দল ও নেতৃত্বের অধীনে বিভক্ত ছিল না। কিন্তু সাংগঠনিক আহলে হাদীসের ধারা হলো একাধিক নেতৃত্বের অধীনে বিভক্তি ও ভাঙ্গা-গড়ার বহু দলীয় ধারার উপর পরিচালিত হাদীস আমলের দাবি নিয়ে গড়ে উঠা সাংগঠনিক দল/দলসমূহ।

(৪) মূল ধারার আহলে হাদীসরা সর্বদায় থাকে বলিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ ঈমান, আক্বীদা, তাক্বওয়া, আখলাক এবং শির্ক-বিদ'আতমুক্ত আমল-ইবাদাতের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু সাংগঠনিক আহলে হাদীসদেরকে এমনটা দেখা যায় না। এমনকি অনেক সেকুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) প্রচলিত গণতন্ত্রী, পাক্কা দুনিয়াদার, বেনামাজি, বেযাকাতী, বেপর্দা, বেরোজাদার, সুদখোর, ঘুষখোর, ক্লিনসেভ, টাখনার নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা ব্যক্তিরা সাংগঠনিক আহলে হাদীস বলে গণ্য হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন পদেও আসীন করা হচ্ছে। আল্লাহুল মুস্তা'আন। হাঁ তবে ইসলামের কোনো কল্যাণের কাজে তাদের সহায়তা ও সহযোগিতা নেয়া সম্ভব হলে, সেটা তো অবশ্যই নেয়া বৈধ আছে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. 'নিশ্চয়, মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি দ্বারাও এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন।'[৬০]

---

৫৯. আহলে পরিচিতি ও ভারত উপমহাদেশে আহলুল হাদীস-উৎপত্তি ক্রমবিকাশ গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৬০. ছহীহ্ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, হাঃ৩০৬২ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, হাঃ৩০৬২

المبحث السابع: أضرار التحزب والحزبية في مختلف مجالات الحياة الإنسانية (الفرد والمجتمع والدين والتعليم وأمور داخلية ودولية)

অষ্টম পর্বঃ সংগঠনসমূহের কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দ্বীন-ধর্ম, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক ক্ষতিসমূহ

(১) ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষতিসমূহ

(ক) দিশাহারা ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়, কোন সংগঠন করবে ও কোন সংগঠন করবে না।

(খ) বহু নেতা কোন নেতার আনুগত্য করবে এবং কোন নেতার আনুগত্য করবে না। কারণ বহু নেতা ও আমীরের ক্ষেত্রে একেক জনের নিকট একেকজন যোগ্য, একেক জনের নিকট একেকজন হক।

(গ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপমান ও অমর্যাদার শিকার হতে হয়। যে কোন মসজিদ ও অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে যেতে দিতে বাধা দেয়া হয়।

(ঘ) বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক টানা-হিচড়ার শিকার ও হুমকির সম্মুখীন হতে হয়, এমন কি হত্যারও হুমকি দেয়া হয়।

(২) পরিবার-পরিজন আত্মীয়স্বজন পরিবেশ- প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে ক্ষতিসমূহঃ

(ক) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সাংগঠনিক কারণে সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা যায়।

(খ) পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

(গ) ভাইয়ে-ভাইয়ে এবং ভাই-বোনের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করে।

(ঘ) চাচা-ভাতিজা-ভাতিজির মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে।

(ঙ) মামা-ভাগ্নের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

(চ) জামাই-শ্বশুরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

(ছ) বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন ছাত্র-শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক সমঝোতা লণ্ডভণ্ড করে দেয় এই সংগঠন।

(জ) এক কথায় পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে যায় এবং বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(ঝ) প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের প্রধান ও অধীনস্তদের মাঝে বৈরী সম্পর্ক। যার জন্য উভয় পক্ষ এক অপরকে অপসারণ ও বহিস্কারের সুযোগ ও ওজুহাত খুঁজতে থাকে। যে কোন সময় পেয়ে গেলেই সুযোগ হাত ছাড়া করে না।

(৩) সামাজিক পর্যায়ে ক্ষতিসমূহঃ

(ক) সংগঠনগুলোর মাঝে সাংগঠনিক কারণে বিভিন্ন ধরণের দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়।

(খ) বিভক্তি, বিক্ষিপ্ততা ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়।

(গ) আহলে হাদীসদের মাঝে সাংগঠনিক দলাদলীর কারণে বিদআতীরাও এ ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পায়।

(ঘ) এক সংগঠন অপর সংগঠনকে প্রতিপক্ষ মনে করে ডাউন দেয়ার চেষ্টা করে।

(ঙ) বদনাম ও ত্রুটি বিচ্যুতি ধরে ও প্রচার করে বেড়ায়।

(চ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত থাকার কারণে (সবার কাম্য) বৃহৎ ঐক্যের সম্ভাবনা চিরতরে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। কারণ كل حزب بما لديهم فرحون প্রত্যেক ক্ষুদ্র সংগঠন নিজ নিজ অবস্থার উপর খুশী থাকে। আর কোন সংগঠনে সদস্য বা লোক সংখ্যা বেশী হলে খুশী হওয়ার পাশাপাশি হয় অহংকারী।

(৪) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্ষতিঃ

(ক) একই আকীদা ও আদর্শের মুসলিমরা যখন ঐক্যবদ্ধ থাকে তখন যে কোন রাষ্ট্র ও সরকার তাদের মূল্যায়ণ ও সমীহ করে। কিন্তু যখন তারা বিভিন্ন দল ও সংগঠনে বিভক্ত হয়ে যায় তখন কোন রাষ্ট্র ও সরকারও তাদের মূল্যায়ণ করে না। আগাছা ও পরগাছার মত হয়ে থাকতে হয়।

(খ) রাষ্ট্র ও সরকারের উপর তাদের কোন প্রভাব খাটে না বরং রাষ্ট্র ও সরকার যা ইচ্ছা তাই ভাবে তাদের উপর প্রভাব খাটায়।

(গ) বর্তমান প্রেক্ষাপটে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ট্যাগ লাগানো হয়। এ অবস্থার বিপরীতে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক সংগঠনের অবস্থা "নাফসী নাফসী" "চাচা আপন জান বাঁচা"র মত হয়ে যায়।

(ঘ) রাষ্ট্র ও সরকারীভাবে কোন কিছু (বাস্তাবায়ন ও বাত্বিল করানোর) দাবি আদায় করা সম্ভব হয় না।

(৫) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষতিসমূহঃ

(১) একই আকীদা আমল ও আদর্শ লালন-পালনকারী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সংগঠনে বিভক্ত হলে আন্তর্জাতিক মহলে বিভিন্ন দেশে ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং নানাবিধ ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। যেমন:

(ক) কুয়েতের মাটিতে আহলে হাদীসদের মাঝে বহু সংগঠনে বিভক্তিকে কেন্দ্র করে দু'দু'বার আমি অপমানিত হয়েছি। আমার স্থলে যে কেউ থাকলে সেও এই অপমানের শিকার হতো।

(খ) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লীসান্স (পড়াশোনা) শেষে দেশে ফিরার পূর্বে ড. রাবী বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি স্বয়ং আমাকেই বলেছিলেন: তুমি দেশে ফিরে গেলে পরস্পর বিরোধী ও বৈরী আহলে হাদীস সংগঠনগুলোর মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। তখন থেকেই আমি তাদের মাঝে ঐক্যের চেষ্টা করে আসছি। ইদানিং কিছুটা ইতিবাচক ফলাফল আসতে শুরু করেছে।*

(গ) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার (লেখকের) বদনাম করা হয়েছে আমি নাকি সংগঠনকারীদেরকে তাকফীর করি, তাই আমি খারেজী। এর প্রতিবাদে আমাকে কথা বলতে হয়েছে, খণ্ডন করতে হয়েছে, ডকুমেন্ট দেখাতে হয়েছে। আমার সংকলিত গ্রন্থ 'কালিমার মর্মকথা'তে খারেজী ও তাকফীরীদের বিপরীতে লিখেছি, তাকফীরের শর্তসমূহ ও প্রতিবন্ধকসমূহ উল্লেখ করেছি। অথচ সংগঠনকারীদের মাঝে

তাকফীর ও খারেজী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক চর্চা হয়, সেটা তাদের কাছে দোষের কিছু নয়। সংগঠনকে জামা'আত আখ্যা দিয়ে তা থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে কুফরী ও হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসেবে চালানো হয়।

(ঘ) মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসে আমার সামনেই আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন- هو من بنغلاديش من أهل الحديث ولكن عندهم حزبية شديدة "সে বাংলাদেশের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোক। তবে তাদের (আহলে হাদীসদের) মধ্যে প্রচন্ড দলদলি রয়েছে" এ কথা বলার কারণ হলো তিনি নিজেই এর সাক্ষী, তার নিকট এ ব্যাপারে জলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। দেখুন- প্রেক্ষাপট।

(২) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসে প্রবেশ করার পূর্বে সংগঠনের এক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি বের হয়েছিলেন, প্রবেশের পরেই সে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: অমুক ব্যক্তি কেমন? আমি বলেছিলাম: ভালো। তখন উনার চেহারায় আশ্চর্যের ছাপ দেখেছিলাম। তার ধারণা সংগঠনের নেতা আমার সম্পর্কে যেমন বদনাম করেছেন আমিও হয়তো তার বদনাম করব। কিন্তু সুনাম করায় আমার প্রতি খুশী হয়েছিলেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

(৩) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও চলে এক সংগঠনের অন্য সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা, সুবিধা বঞ্চিত করার অপতৎপরতা। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংগঠনের পক্ষ থেকে অন্য সংগঠনের মাদরাসা মুআদালা ও ছাত্রদের স্কলারশিপ বাধা ও বন্ধ করার হীন চক্রান্ত করা হয়।

(৪) আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত একটি ইসলামী সংস্থা "জামাইকা মুসলিম সেন্টারের একটি প্রোগ্রামের জন্য বাংলাদেশ থেকে আলোচক নেয়ার সময় সংগঠনকারী আলেম বর্জন করতে দেখেছি। তারা বলেই দিয়েছিলেন সংগঠনকারী কোন আলিম নিব না। এই শর্তানুযায়ী আমি সহ ৪ জনকে নির্বাচন করা হয়েছিল।

(৫) অনুরূপ ২০১৫ সনে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় সংগঠনমুক্ত প্রবাসী ভাইয়েরা একটি বড় প্রোগ্রামের পাশাপাশি আরো বেশ কিছু ছোট ছোট প্রোগ্রাম করানোর জন্য আমাকে বক্তা হিসেবে দাওয়াত করেছিল। এমনকি কিছু টাকাও পাঠিয়েছিল কিন্তু সংগঠনকারী প্রবাসীরা ষড়যন্ত্র করে সেই প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অনেকে চাকুরীও হারিয়েছিল, এমনকি বন্দীও হয়েছিল।

(৬) শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্ষতিসমূহঃ

(ক) এক সংগঠন অপর সংগঠনের আলিমের ইলম ও জ্ঞান-গরিমা থেকে উপকৃত হওয়ার পথটাই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। ইলম, আমল, ও সহীহ আক্বীদা-মানহাজের ক্ষেত্রে যত ভালো হোক এবং যত বড় পণ্ডিত হোক না কেন? সংগঠনের সদস্য না হলে তার ইলম ও পাণ্ডিত্য থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না।

(খ) অন্য সংগঠনের লেখকের লিখিত গ্রন্থ, পোষ্টার, ক্যালেন্ডার, ম্যাগাজিনসহ যে কোন প্রচারপত্র সংগঠনের গণ্ডি ও বাউন্ডারির মধ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অন্য যে কোন বাতিল ও নোংরা জিনিস সহ্য করা গেলেও অন্য সংগঠনের ভালোটাও সহ্য করা হয় না।

(গ) বৃহৎ পরিসরে জাতীয় পর্যায়ের কোন গবেষণাগার গড়ে উঠছে না। কাঙ্খিত মানের গবেষণা কর্ম হচ্ছে না।

(ঘ) এক সংগঠনের নিকট অন্য সংগঠনের নেতা, কর্মী ও আলিমগণের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ উঠে গেছে বললেই চলে।

(ঙ) বাতিল পন্থিদের পক্ষ্য থেকে আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগসমূহের কাঙ্খিত রদ বা প্রতিবাদ ও প্রতি উত্তর লেখা হচ্ছে না।

(চ) কুরআন সুন্নাহর কাঙ্খিত ও পর্যাপ্ত খিদমত না হওয়ার পিছনের এই সাংগঠনিক দলাদলী দায়ী। এর জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য গবেষক আলিমগণ বিভিন্ন সংগঠনে বিভক্ত হয়ে আছে।

যৎসামান্য ইলমী খিদমতের পাশাপাশি সংগঠনের সেবায় অনেক সময় দিতে হয়। কুরআনের একটি বা একাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর, হাদীসের শরহা-শুরুহাত, বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দলিল ও যুক্তি নির্ভর গ্রন্থ সংকলন নাই বললেই চলে।

(ছ) শরীআ ও শিক্ষা বোর্ড গঠন ও বাস্তবায়ন করা যায় না।

(৭) দ্বীন-ধর্মের ক্ষেত্রে ক্ষতিসমূহঃ

(ক) সাংগঠনিক দলাদলীর কারণে এক সংগঠনের লোকদের অপর সংগঠনের ছলাত পড়তেও অনীহা ও অরুচি দেখা যায়। যার জন্য এক সংগঠনের ইমামের অপর সংগঠনের মসজিদে খত্বীব ও ইমাম নিয়োগতো দূরের কথা অতিথি হিসেবেও ডাকা হয় না ও সুযোগ দেয়া হয় না।

(খ) দাওয়া তাবলীগের ক্ষেত্রে দেখা যায়- এক সংগঠন তাদের দাওয়াতী প্রোগ্রামে অপর সংগঠনের দাঈ ও আলিমকে দাওয়াত দেয় না।

(গ) এমনকি সাংগঠনিক রেষারেষির কারণে এক সংগঠনের দাওয়াতী প্রোগ্রাম অন্য সংগঠন বন্ধ ও ভণ্ডুল করে দেয়।

(ঘ) বাত্বিলপন্থীরা যদি কোন সংগঠনের প্রোগ্রামকে ভণ্ডুল করতে চায় তবে সফল করার চেষ্টা না করে বাত্বিল পন্থীদের সাথে একাত্নতা পোষণ করে ভণ্ডুল করতে সহযোগিতা করে।

(ঙ) সংগঠনে কুরআনের বিকৃতিমূলক তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। দেখুন, পৃষ্ঠা-১২৫-১২৭

(চ) নবীর সহীহ হাদীসের বিকৃতিমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। বিস্তারিত দেখুন, পৃষ্ঠা-১২৭

(ছ) আক্বীদা ও ঈমানের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভ্রষ্টতার মধ্যে ফেলে এই সংগঠন। বিস্তারিত দেখুন, পৃষ্ঠা-১৩১

(জ) গুরুত্বের দিক থেকে কুরআন সুন্নাহর গ্রন্থের চাইতে সাংগঠনিক বই পুস্তককে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থাৎ

সাংগঠনিক বইগুলো শেষ হতে না হতে আবার ছাপানো হয়, এগুলোর পঠন-পাঠন, সামষ্টিক পাঠে ব্যস্ত দেখা যায় কিন্তু আল্লাহর কালাম নবীর হাদীস গ্রন্থগুলো লা-ওয়ারিশের মত পড়ে থাকে। এ পর্যন্ত কোন সংগঠনের আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) এবং নবীর সুন্নাহ (হাদীস গ্রন্থসমূহের) উল্লেখযোগ্য কোন সেবা করার সময় সুযোগ ও সামর্থ অর্জন করতে পারেনি। কথায় বলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। যতটুকু হয়েছে তা ব্যক্তিগতভাবে সংগঠনমুক্তদের মাধ্যমে।

(ঝ) দ্বীন-ইসলামের একটি মূলনীতি হচ্ছে সৎ পরামর্শ দেয়া ও নেয়া। কিন্তু সাংগঠনিক দলাদলীর কারণে এক সংগঠনের সদস্য/কর্মী অন্য সংগঠন বা সংগঠনমুক্ত কারো পরামর্শ নেয়না ও দেয়না। যার জন্য উত্তরখান কাজীবাড়ীতে অবস্থিত একটি মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ৮ মাস পরেই সংগঠনকারী এক মাদানী আলিমকে অপমানিত হয়ে আর্থিক অনেক ক্ষয়-ক্ষতির বোঝা মাথায় নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। সেই স্থানে আমি ১৪ বছর প্রতিষ্ঠান চালিয়েছিলাম। আমার নিকট পরামর্শ চাইলে, অভিজ্ঞতার আলোকে ভালো পরামর্শ দিতে পারতাম। কিন্তু সাংগঠনিক সংকীর্ণতার কারণে চাওয়া হয়নি।

(ঞ) আদব আখলাকগত ক্ষতিঃ সাংগঠনিক কারণে হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, গীবত, ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসা বিসর্জন দেয়া এবং হক নষ্ট করা হয় ইত্যাদি। বিস্তারিত দেখুন, পৃষ্ঠা-১৩৮-১৪১

(৮) ছাত্র জীবনে ক্ষতিঃ

(ক) দ্বীনী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তালেবে ইলম (ছাত্র) বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এক সংগঠনের মাদরাসায় অন্য সংগঠনের ছাত্ররা লেখাপড়া করতে পারে না। পরিচয় গোপন রেখে পড়তে হয়। অথবা বাধ্যতামূলক যে সংগঠনের মাদরাসায় পড়ে সেই সংগঠনে ভর্তি হতে হয়। অন্যথায় বহিস্কার করা হয়।

(খ) এক সংগঠনের মাদরাসায় অন্য সংগঠনের ছাত্র পরিচয় গোপন রেখে বা যে কোনভাবে পড়া-লেখা সুসম্পন্ন করার পরেও সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই ভুক্তভোগী আমি (লেখক) নিজেই। বিস্তারিত দেখুন প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠাঃ ২২-৩৮

(৯) শিক্ষক জীবনে ক্ষতিঃ

(ক) এক সংগঠনের মাদরাসায় অন্য সংগঠনের শিক্ষক নেয়া হয় না।

(ক-১) আমারই এক আত্মীয় সংগঠনের একটি কেন্দ্রীয় মাদরাসায় ইন্টারভিউতে প্রথম (ফার্স্ট) হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল।

(ক-২) অপর একটি দাওরা হাদীস ও মুআদালা মাদরাসায় আমার বাসায় লোক পাঠিয়ে প্রধান শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আমি বলেছিলাম মাদরাসার যথাযথ দায়িত্ব পালন করবো, কিন্তু দাওয়াতী কাজে কোন সংগঠনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকব না, বরং সকল সংগঠনের সাথে উন্মুক্তভাবে কাজ করবো। এ কথা শুনার পর আর কেউ যোগাযোগ করে নি।

(ক-৩) আরেকটি মুআদালাপ্রাপ্ত মাদরাসায় বিনা বেতনে স্বেচ্ছসেবী শিক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাবজেক্ট পড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন প্রতি উত্তর পাইনি।

(খ) এক সংগঠনের মাদরাসায় অন্য সংগঠনের যোগ্য শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও জানাজানির পর অবশ্যই তাকে সংগঠনে ঢুকতে হয় নতুবা স্তফা দিতে হয়। অনেক সময় বহিস্কার করা হয়।

(১০) দাওয়াত তাবলীগের ক্ষেত্রে ক্ষতিঃ

(ক) সাংগঠনিক কারণে বাংলাদেশের দাওয়াত তাবলীগের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ১৯৮৯ সন পর্যন্ত আহলে হাদীসদের মধ্যে দাওয়াতের জোয়ার চলছিল।

ইন্ডিয়ার স্বনামধন্য দাঈ আব্দুল মাতিন সালাফীর উদ্যম ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে এক ঝাঁক দাঈর মাধ্যমে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সহীহ্ আক্বীদার দাওয়াত দুর্বার বেগে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। অভ্যন্তরীন কোন্দলের জের ধরে হঠাৎ নতুন আরেক সংগঠনের উদ্ভব ঘটল। নেতা ও নেতৃত্বের চাহিদা পূরণের জন্য সাংগঠনিক প্রতিহিংসার বলি হয়ে একটিভ দাঈগন বহিস্কৃত হয়েছিল। এরপর দাওয়াতী ক্ষেত্রে বহুদিন স্থবিরতা চলেছে।

(খ) দাঈ ও বক্তাদের জীবনে ক্ষতিঃ

(খ-১) এক সংগঠনের ইসলামী ওয়াজ মাহফিলে অন্য সংগঠনের দাঈ ও বক্তাদের দাওয়াত দেয়া নিষেধ।

(খ-২) যে কোন কারণে বা অজান্তে দাওয়াত দেয়া হলেও সাংগঠনিক বিচার-বিবেচনায় শেষমেশ তাকে বাদ দেয়া হয়। এর ভুক্তভোগী ও সাক্ষী আমি নিজেই। দেখুন প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠাঃ ২২-৩৮

(খ-৩) অনেক সময় সাংগঠনিক মাসআলার কারণে বক্তাকে অপমান করা হয়, মারপিট পর্যন্ত করা হয়, মাহফিলের স্টেজে হৈ চৈ এবং বই ছেঁড়া হয়।

(১১) মসজিদ ও মুসল্লীদের ক্ষতিঃ

(ক) প্রথমে একই মসজিদে ছলাত পড়া হতো কিন্তু সাংগঠনিক কারণে মসজিদ আলাদা করা হয়।

(খ) মসজিদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয় এমনকি মারপিট ও হয়।

(গ) সংগঠন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমন প্রত্যেক সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন মসজিদও বানিয়ে থাকে।

(ঘ-১) মসজিদ সাংগঠনিক স্বার্থে দখল করা হয়। আমার চোখের সামনে বীরগঞ্জ দিনাজপুরে একটি মসজিদ দখল করা হয়। সেই মসজিদটি আমি কুয়েতী সংস্থা থেকে বানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই বিবাদ মিটানোর জন্য আমাকে ডাকা

হয়েছিল। কিন্তু একটি সংগঠনের লোকেরা গুন্ডা ভাড়া করে এনে আমার পরিবর্তে এক জাহেলকে তারা খুৎবার জন্য মিম্বারে উঠিয়ে দেয়। তার কুরআন তেলাওয়াত ও আরবী উচ্চারণ চরম অশুদ্ধ ও ভুলে ভরা ছিল। একজন মুন্সী, আমি তাকে চিনতাম না, সেও আমাকে চিনতো না। জুমা শেষে আমি কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু তারা বলল, না উনাকে কিছু বলতে দেয়া যাবে না। উনাকে কিছু বলতে দিলে আমাদেরকে বুঝিয়ে নিবে।

(ঘ-২) বগুড়ায়, রামেশ্বরপুর, গাবতলী এলাকায় ১৮/১০/২০২২ তারিখে খুতবা দিতে গিয়ে জানতে পারলাম জমঈয়তের একটি মসজিদ আন্দোলন ওয়ালারা দখল করে নিয়েছে।

(ঙ) অনেক সময় মসজিদ ও মুসল্লীরা যোগ্য খত্বীব ও ইমাম থেকে বঞ্চিত হয়। আমি দেখেছি সাংগঠনিক কারণে মদীনা পড়ুয়া আলিমকে বাদ দিয়ে চানাচুর বিক্রেতা মাদরাসার একজন ছাত্রকে ইমামতীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এটা ঠাকুরগাঁও এর ঘটনা।

(চ) সাংগঠনিক দলাদলীর কারণে অনেক সময় এক মসজিদের পাশে আরেক মসজিদ করা হয় এবং আগের মসজিদ কর্তৃপক্ষ নতুন মসজিদকে মসজিদে 'দ্বেরার' ঘোষণা করে ভেঙ্গে ফেলার ফাতওয়া খুঁজে ও চেষ্টা করে।

(১২) ইমাম, খত্বীব ও মুয়াজ্জিনের ক্ষতিঃ

(ক) এক সংগঠনের মসজিদে অন্য সংগঠনের ইমাম, খত্বীব, মুয়াজ্জিন নিয়োগ করা হয় না। সাধারণ মুসল্লীরা অনেক সময় এত কিছু খেয়াল না করে নিয়োগ দিলেও সংগঠনের নেতারা জানতে পারলে পরিবর্তন করা হয়।

(খ) সংগঠনের গরম পয়েন্টে/স্থানে অবস্থিত কোন মসজিদে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেও অন্য সংগঠনের ইমাম, খত্বীব, মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে ফেসবুকে দেখলাম, সংগঠনের এক ব্যক্তিকে সংগঠনমুক্ত এক ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লে সংগঠনকারী ব্যক্তি লা-জাওয়াব হয়ে যান।

(১৩) ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনারের ও শ্রোতাদের ক্ষতিঃ

(ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে অহরহ এরূপ হয়ে থাকে। এক সংগঠনের মাহফিল অপর সংগঠন ভণ্ডুল করে দেয়। এমনকি ২০২২ এর শুরুর দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের একটি মসজিদে হালাকা করার সময় আহলে হাদীসের একটি সংগঠন প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করার জন্য ও আমাকে হয়রানী করার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ পাঠিয়ে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছিল। ঐ পুলিশের হেনস্থা করার মনোভাব ও মোড নষ্ট করার মত শক্তিশালী ডকুমেন্ট যদি আমার নিকট না থাকতো তাহলে হয়তো আমাকে সেদিন গ্রেফতারও করা হতো।

(খ) ঢাকার উত্তরখান কাজীবাড়ীতে আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি মাহফিল ভণ্ডুল করার জন্য হঠাৎ করে অনুষ্ঠানের দিন এক সংগঠন কর্তৃক ষড়যন্ত্র করে প্রধান বক্তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

(গ) সাংগঠনিক সংকীর্ণতার কারণে প্রধান বক্তা/আলোচক হিসেবে বহু মাহফিলে আমার নাম পোষ্টারে ও হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর না যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। দেখুন প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠাঃ ২২-৩৮

(১৪) প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ক্ষতিসমূহঃ

(ক) বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে আহলে হাদীসদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। আমার কুয়েতী সংস্থা (RIHS) ২০০৩/২০০৪ সনে এক সাথে দুটি পরিপূর্ণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (অবকাঠামো) বানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিল। একটি সাভার বাইপাইলে এবং অপরটি রাজশাহী নওদাপাড়ায়। সংগঠনের বর্তমান নেতারা ও প্রান্তিক পর্যায়ের সদস্য কর্মীরা এটা না জানলেও বৃহৎ দুই সংগঠনের সেই সময়ের কর্ণধর ও উর্ধ্বতন নেতারা অবশ্যই তা জানেন। কিন্তু সাংগঠনিক রেষারেষির কারণে তা ভেস্তে গেছে। এমনকি এই রেষারেষির কারণে নওদাপাড়াওয়ালাদেরকে (তিন চার জনকে) জেলে যেতে হয়েছিল এবং ৩ বছরের বেশি সময়

ধরে জেলে থাকতে হয়েছিল। আর আহলে হাদীসের অপর প্রতিপক্ষ দুটি সংগঠন খুশী হয়েছিল।

(খ) উক্ত সাংগঠনিক রেষারেষির জের ধরে আমার (কুয়েতের) ঐ সংস্থাটিকেও আক্ষেপ ও আফসোসের সাথে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

(গ) আমার মাধ্যমেও প্রায় ৮০ লক্ষ ইউ.এস ডলার পাঠিয়ে আহলে হাদীসদের জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। হয়তো কার্যক্রম শুরুকৃত বিশ্ববিদ্যালয়েও একাংশ খরচ করা হতো। এমনকি এই মর্মে আমার নিকট সেই কমিটমেন্ট লেটারটি (চিঠি) আজও বিদ্যমান রয়েছে। এরপর এত কিছু ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা সাংগঠনিক দলাদলী নিয়ে মহা খুশী। كل حزب بما لديهم فرحون

(ঘ) সংগঠন অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ অনাধিকার চর্চা শেখায়ঃ আমার (লেখক এর) বাড়ির পার্শ্বে একটি মাদরাসার প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কিছু হিতাকাঙ্খী আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ খবর একটি সংগঠনের নিকট পৌছে যাবার পর আমার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করানো হয় এবং তড়িঘড়ি করে ব্যাপক প্রচারণা ও প্রোপাগাণ্ডার ভিতর দিয়ে সংগঠনের জনৈক নেতাকে তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি নাকি দুর থেকে এসেই সুষ্ঠভাবে কৃতিত্বের সাথে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও দেখাশোনা করবেন। তারপরেও যেন এ প্রতিষ্ঠানে আমার কোন পদচারণা না পড়ে। অথচ আমি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুপরামর্শ প্রদান ও কল্যাণসাধন করে আসছিলাম। প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ/কমিটির লোকেরা বিভিন্ন পরামর্শ ও প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতো এবং আমার বাসায় আসতো। এখন সব কিছু বন্ধ।

(ঙ) এক সংগঠন অন্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির চেষ্টা করে থাকে। অন্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠান না চলুক, বন্ধ হয়ে যাক এই মন-মানসিকতা ও কামনা পোষণ করে থাকে। আমাদের

সংগঠনের মাদরাসাগুলো মুআদালা হোক, অন্য সংগঠনের মাদরাসার মুআদালা না হোক। আমাদের সংগঠনের মাদরাসা থেকে আলিম তৈরী হোক, অন্য সংগঠনের মাদরাসা থেকে আলিম তৈরী না হোক। আমার মাদরাসার ৩/৪ জন ছাত্র এক সংগঠনের মাদরাসার জনৈক মাদানী শিক্ষকের নিকট তাযকিয়া (تزكية) নিতে গেলে, তাযকিয়া না দিয়ে উল্টা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল এই বলে যে, উনার মাদরাসায় ভর্তি হতে ও পড়তে গেলে কেন? আল্লাহ তাঁকে হিদায়েত দান করুন। অথচ আমার নিকট যে কোন সংগঠনের ও যে কোন মাদরাসার ছাত্র তাযকিয়ার জন্য আসলে ও উপযুক্ত হলেই তাকে تزكية (তাযকিয়া) দিয়ে থাকি।

(১৫) সাংগঠনিক কারণে সংগঠন ও নেতাকর্মীদের ক্ষতিঃ

(ক) সাংগঠনিক কারণে আহলে হাদীসরা বৃহৎ ঐক্য হারিয়ে বহু সংগঠনে খণ্ড বিখণ্ড ও বিভক্ত হয়ে গেছে অথচ বোকার স্বর্গে থাকার মত বলে আমরা সংঘবদ্ধ আছি। সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি, (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) 'এটা তাদের ধারণা মাত্র যে তারা ভালো কিছু করছে।' (সূরা কাহাফ: ১০৪)। বিচ্ছিন্ন হয়েছে স্বীকার না করলেও আলাদা সংগঠন খুলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ঐ সংগঠন গুলোর কোন একটি বিলুপ্তি ঘোষণা করা হলে এবং অপর সংগঠনে যোগ দিলে খুশী হতে দেখা যায়। এ জন্য যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সংযুক্ত হয়েছে এবং একটি দল কমেছে।

(খ) সংগঠনের প্রচারণার তারা সময় দলের ফযীলত বর্ণনার জন্য জামা'আত আখ্যা দেয় এবং এক জামাআতবদ্ধ থাকার গুরুত্ব ও ফযীলতের হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করে। কিন্তু ইস্তফা ও বহিস্কারের সময় আর হুশ থাকে না। ইসলামের জামা'আত থেকে ইস্তফা দিলে যে গর্দান থেকে ইসলামের বেড়ি খুল ফেলা হয় এটা কি তারা বুঝে? গর্দান থেকে ইসলামের বেড়ি খুলে যাওয়ার থেকে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে? বাঁচার জন্য ইস্তফা দান কারী বলে ও স্বীকার করে যে, সংগঠন হাদীসে উল্লেখিত সেই ইসলামী জামা'আতই নয়।

(গ) সংগঠন থেকে বহিস্কারের ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। সেই ক্ষেত্রে বহিস্কৃতকে অপমানের শিকার হতে হয়। আর সংগঠনের পক্ষে দাওয়াত দেয়ার সময় যে সংগঠনকে ইসলামী জামা'আত বলে বেড়াতেন, সত্যিই যদি তার কথা মত ইসলামী জামাআত হয়ে থাকে তবে তো ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেল। সংগঠনের (ইসলামী জামা'আতের) আমীর (প্রধান) হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করতে হবে। এখন কি বলবেন? অবশ্যই বলতে হবে সংগঠন সেই ইসলামী জামা'আত নয়। যা থেকে বহিস্কার করা হলে হত্যাযোগ্য অপরাধি হবে।

(ঘ) একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানের বক্তব্য শুনলাম। তিনি নাকি এক সময় ঢাকায় কঠোর পরিশ্রম করে একটি সংগঠনের পক্ষে দাওয়াতী কাজ করেছেন। অথচ এখন সংগঠন ভিন্ন হওয়ার পর তাকে আগের সংগঠনের কোন মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয় না।[৬১]

(১৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতিঃ

(ক) সাংগঠনিক দলাদলী ও ভিন্নতার কারণে বিনা প্রয়োজনে কত মসজিদ, মাদরাসা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সাংগঠনিক রেষারেষির কারণে কিছু মসজিদ আলাদা করা হলেও মুসল্লী নেই, মাদরাসায় ছাত্র শিক্ষক নেই। অথচ এখানে বহু টাকা-পয়সা খরচ (অপচয় করা) করা হয়েছে।

(খ) আক্বীদাহ আমলের ক্ষেত্রে কিছু কমন গ্রন্থ রয়েছে যে কোন সংগঠনের ভালো আলিমের লিখিত একটা গ্রন্থ হলেই সব সংগঠনই তার প্রচার প্রসার ও বিতরণ করতে পারে। যেমন নবী ﷺ এর সালাত আদায় পদ্ধতি, হজ্জ-উমরাহ, সিয়াম,

৬১. তার বক্তব্যের লিংকঃ https://youtu.be/PZYIuCSv2Bo

যাকাত ইত্যাদি। কিন্তু না, সংগঠন ভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে নতুন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের আলিমের সংকলিত গ্রন্থ ছাপাতেই হবে। ফলে দেখা যায় অমুক সংগঠন ও অমুক আলিমের লিখিত "ছলাত শিক্ষা" অমুক সংগঠন ও অমুক আলিমের ছলাত শিক্ষা। এভাবেই হজ্জ-উমরাহ, ছিয়ামের গ্রন্থ। এটা অমুক সংগঠনের, ওটা অমুক সংগঠনে ইত্যাদি। এভাবেই একই কাজ ও সেবার পুনরাবৃত্তিতে বহু অর্থ সম্পদের অপচয় হয়ে থাকে।

(গ) সাংগঠনিক রেসারেসির কারণে হামলা-মামলার ঘটনা ঘটলেতো বিনা কারণে কত অর্থ সম্পদ নষ্ট হতে পারে তা সবার নিকট অনুমেয় বিষয়। যারা ভুক্তভোগী তাদের কাছে জানা যাবে এরূপ সমস্যায় কি পরিমাণ অর্থ সম্পদ নষ্ট হয়।

خاتمة الفصل الرابع: بعض فوائد التحزب المزعومة

চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারঃ
সংগঠনের কতিপয় উপকারিতা

সংগঠনের কিছু উপকারিতা আছে, তবে তা সার্বজনীন উপকারিতা নয়, সাংগঠনিক উপকারিতা। উপকারিতাগুলো প্রত্যেকটি সংগঠনের নেতা-কর্মী, সদস্যদের জন্য সীমাবদ্ধ এবং সংগঠনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। এক সংগঠনের উপকারিতা অন্য সংগঠন বা সংগঠন মুক্ত ব্যক্তিরা খুব কমই পেয়ে থাকে। আর কোন ভাবে উপকার করে থাকলে খোটা দিয়ে সেই উপকারের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

১। সংগঠনের পক্ষ থেকে মসজিদ বানানো হয় (সব সংগঠনের) ও সাধারণ মুসল্লিরা ছালাত পড়তে পারবে বলে। কিন্তু সেখানে সংগঠনের পক্ষে দাওয়াত দেয়া ও সদস্য বাড়ানো একটা উদ্দেশ্য থাকে। তবে ইমাম ও খতীব হিসেবে অন্য কোন সংগঠন বা সংগঠন মুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয় না।

২। মাদ্রাসা বানানো হয় যাতে সংগঠনকারীদের ছেলে মেয়েরা পড়তে পারে। আর সংগঠনের বাইরের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেয়া হয়

সংগঠনের সাথে জড়িত করা ও সদস্য বানানোর উদ্দেশ্যে। যদি সংগঠনের দাওয়াত কবুল না করে তবে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। আমি নিজেও একটি সংগঠনের মাদরাসায় পড়াশোনা করে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেছিলাম। নুতন পুরান সংগঠনের টানাপড়েনের কারণে কৃতিত্বের সাথে পাশ করা সত্ত্বেও আমাকে ও আমার ক্লাসের কাউকেও সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি।

৩। ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী সভা-সেমিনারের আয়োজন করা হয় সংগঠনকারীদেরকে দ্বীন শিখানোর জন্য এবং সংগঠনের বাইরে থেকে যারা শুনতে আসবে তাদেরকে সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট ও দাওয়াত করার উদ্দেশ্যে।

৪। বিভিন্ন দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণ করা হয় সাংগঠনিক এলাকা বেছে বেছে। এসময় সংগঠনের কর্মীরা ত্রাণ বিতরণের ভিতর দিয়ে সংগঠনের পক্ষে দাওয়াত দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায়।

৫। সংগঠন করলে যোগ্য হোক বা অযোগ্য হোক সহজে নেতা হওয়া যায় বা নেতৃত্ব পাওয়া যায়। অনেকেই সংগঠনের প্রধান-আমীর, সভাপতি, সেক্রেটারী হয়। ছোট-খাটো নেতারাও শাখার প্রধান হতে পারে। যারা নেতা হয় না তারা নেতাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার মাধ্যমে একটা সম্মানের অধিকারী হয়। কিন্তু যেহেতু আমার নিকট সঙ্গত কারণে সংগঠন করাই ঠিক নয়। এই জন্য কোন সংগঠনের নেতা হওয়ার ইচ্ছা তো দুরের কথা অপছন্দই করি। উচ্চ মহল থেকে দু দুবার প্রস্তাব পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছি।

৬। প্রত্যেক সংগঠনের নেতাকর্মী ও সদস্যদের মাঝে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, মায়া-মমতার বিনিময় হয়, কি মধুর সম্পর্ক দেখা যায়! কিন্তু এটা অন্য সংগঠনের বা সংগঠন মুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নয়। رحماء بينهم وأشداء على غيرهم

৭। সংগঠনের নেতা-কর্মী, সদস্যরা কোন বিপদে পড়লে, গ্রেফতার হলে, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে, সংগঠনের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করার জন্য মরিয়া হয়ে যায়, অঢেল টাকা-পয়সা দান করে। কি দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা যায়!। কিন্তু সংগঠনের বাইরের কোনো মুসলিম বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধারের কোনো মন-মানসিকতা দেখা যায় না, বরং

তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হলে আগে সংগঠনের দাওয়াত দেয়, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৮। সংগঠনের নেতা যারা হয় ইলম, আমল ও জ্ঞান-গরিমা কম হলেও ভোট ও ভক্তির মাধ্যমে প্রতিদিন বড় হতেই থাকে। একসময় তার চেয়ে বহু যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তার ধারে কাছেও থাকতে পারে না। ডঃ আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়ার মত ব্যক্তিত্বকে বলতে শুনলাম, তিনি বললেন: আমার নামের উপরে সংগঠনের নেতার নাম লেখা হোক, অন্যথায় উনি নাও আসতে পারেন, কর্মীরা ক্ষুব্ধ হতে পারে। তার মানে তুলনামূলক অযোগ্যরাও সংগঠনের মাধ্যমে অনেক উপরে উঠে যায়। তাদের আর নিজস্ব যোগ্যতায় নেমে আসার বা পিছনের দিকে ফেরার সুযোগ হয় না। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমার চোখের সামনে বিদ্যমান। ২০১৭ সালে চট্টগ্রামের মহাসম্মেলনে আমাকে প্রধান আলোচক কেন বানানো হল এই নিয়ে সংগঠনের উর্ধ্বতন নেতারা লজ্জার মাথা খেয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি তাদের কোন একজনের নাম প্রথমে দিতে বলতাম।

৯। সংগঠনের নেতা মানে এমন মান্যবর ব্যক্তি যে তিনি ভুলের উর্ধ্বে, পুজনীয় ব্যক্তি। তিনি বিদআত করলেও সেটা সুন্নাতের মর্যাদা পেয়ে যায়। কোনভাবেই সেই বিদআত থেকে বের হওয়ার উপায় থাকে না। কুয়েতের একজন আলিম বাংলাদেশের একটি সংগঠনের নাম ধরে (সম্ভবত তিনি তাদের কোন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন) আমাকে বলেছিলেন:

'يا أكرم الزمان أخشى أن يسجد لفلان في يوم من الأيام' *অর্থাৎ আমার আশঙ্কা হচ্ছে কোন একদিন হয়তো অমুককে সেজদা করা হতে পারে।* সুরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের নির্দেশনা মোতাবেক তিনি এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন।'

১০। সংগঠনের নেতারা কর্মী সদস্যদের সম্মান ও শ্রদ্ধায় ভাসতে থাকে। চাইলেই হাদিয়া-তোহফা আসতে থাকে। কর্মী-সদস্যরাও নেতাদের আন্তরিকতা, সহযোগিতা, সৌহার্দ্যতা ও মুহাব্বত পেয়ে মুগ্ধ থাকে। তাইতো একেকটা সংগঠন নেতা, কর্মী ও সদস্যদের জন্য এক ধরণের স্বর্গ-রাজ্যের মতই মনে হয়।

الفصل الخامس: أحاديث الجماعة والإمارة والبيعة ومفهومها الصحيح والخاطئ

পঞ্চম অধ্যায়ঃ আমীর, জামাআত ও বাই'আত এর হাদীসসমূহ এবং এর সঠিক ও বেঠিক অর্থ

المبحث الأول: أحاديث الجماعة والإمارة والبيعة

প্রথম পর্বঃ আমীর, জামাআত ও বাই"আত এর হাদীসসমূহ

সালাত ও সফরের ক্ষেত্রে জামা'আতের হাদীসগুলোর তেমন বিকৃতি দেখা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জামা'আত ও আমীরের বিষয়ে যে সমস্ত হাদীস এসেছে সংগঠনের ক্ষেত্রে সেই হাদীসগুলোর ব্যাপক বিকৃতি সাধন করা হয়। এ জাতীয় বিকৃতির শিকার কিছু হাদীস নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা হলোঃ

হাদীস নং-০১

فضل الجماعة وخطورة تركها: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْمَعُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا» وَقَالَ: «يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ» رواه الترمذي رقم-2167

অর্থঃ ইবনু উমার ﷺ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা আমার এই উম্মতকে কখনোও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর ঐক্যের জামা'আতের উপর আল্লাহ তা'আলার (সাহায্যের) হাত প্রসারিত। সুতরাং অধিক সংখ্যকের (বড় দলের) অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি (মুসলিমদের জামাআত হতে) আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে। (তিরমিযী: ২১৬৭)।

অত্র হাদীসে আল জামা'আত অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জামাআত, সাংগঠনিক জামা'আত উদ্দেশ্য নয়। উপরোক্ত জামা'আত বিদ্যমান থাকলেই কেবল বিচ্ছিন্ন থাকার প্রশ্ন উঠে, অন্যথায় নয়।

হাদীস নং-০২

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النبي ﷺ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ» رواه الترمذى رقم- 2165 وصححه الألبانى فى ظلال الجنة.

অর্থঃ ইবনু উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেনঃ তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকো। আর বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শাইতান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গায় থাকার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম জামাআতে)। যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ্ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার। (তিরমিযী : ২১৬৫)।

অত্র হাদীসেও রাষ্ট্রীয় জামা'আত উদ্দেশ্য, কারণ এ জামা'আত থেকে বের হওয়া যেমন ইসলাম থেকে বের হওয়ার কারণ, আঁকড়িয়ে ধরা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার কারণ। এ ছাড়াও ইসলাম সমর্থিত আরো যে সমস্ত জামা'আত রয়েছে, যেমন সলাতের এবং সফর ও মাঠ ময়দানের জামা'আত উদ্দেশ্যে হতে পারে। আর এমনিতেই বাসা-বাড়িতেও একাকী থাকাও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। (মুসনাদ আহমাদঃ ৫৬৫০, হাদীসের মান সহীহ)।

হাদীস নং-০২

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» أحمد والحاكم والترمذى رقم- 2863-2864

অর্থঃ আবূ যার ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (আহলে সুন্নাহ ওয়াল) জামা'আত থেকে এক বিঘতও সরে যাবে, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলবে।

নিঃসন্দেহে উপরোক্ত হাদীসে জামা'আত বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জামা'আত যেটা রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই

জামা'আত থেকে কেউ বের হলে ইসলাম থেকেই বের হয়ে যায়। হুজুরদের প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক জামা'আত থেকে বের হলে তো ইসলাম থেকে বের হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

হাদীস নং-০৪

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ - رواه مسلم حديث 1844 (أبوداود والنسائى وابن ماجه).

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন ইমাম (বা নেতা) এর হাতে বায়আত হয় (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে) তার হাতে হাত দিয়ে এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে তবে সে যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) কোন্দলে প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তী জনের গর্দান উড়িয়ে দেবে (যদি সে ভুল স্বীকার না করে এবং তাওবা না করে)। হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন (হাদীসঃ ১৮৪৪, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

হাদীস নং-০৫

عَنْ ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم)

অর্থঃ ইবনু উমার রাঃ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে তার গর্দানে কোন (রাষ্ট্রীয় শাসকের) বায়আত নেই তবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিমঃ ১৮৫১)। শরঈ ঈমানের উপস্থিতিতে বায়আত না করলে জাহিলীর কথা বলা হয়েছে। অন্য কারো নয়। ইমামুল উযমাহ- ২১৩।

হাদীস নং-০৬

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وفي رواية للنسائى فاقتلوه كائنا من كان من الناس" رواه مسلم 1852، والنسائى 4021.

অর্থঃ আরফাজাহ বিন শুরাইহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেনঃ তোমরা একজন শারঈ শাসক (খলীফা/আমীরের) অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায়, যে ব্যক্তি তোমাদের মাঝে এসে ঐক্যের লাঠি ভাঙতে চায় তথা তোমাদের জামাআতবদ্ধ জীবনে ফাটল ধরাতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করে ফেল, সে যেই হোক না কেন? (মুসলিম হাদীস: ১৮৫২, নাসাঈ হাদীস: ৪০২১)।

হাদীস নং-০৭

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إذا بويع لخليفين فاقتلوا الآخر منهما. (رواه مسلم 1853.

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেনঃ যখন দুই খলিফার (শাসকের) বায়আত করা হবে তখন তোমারা দ্বিতীয় জনকে (যদি ভুল স্বীকার ও তাওবা না করে তবে তাকে হত্যা করো। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম হা: ১৮৫৩।

হাদীস নং-০৮

قَالَ عُمَرُ ابن الخطاب رضى الله عنه : لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ. رواه الدارمى 91/1 رقم 251

অর্থঃ উমার ﷺ বলেছেন, জামাআত ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া জামাআত নেই। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই। হাদীসটি দারেমী বর্ণনা করেছেন, খণ্ড-১, পৃ: ৯, হাদীস নং- ২৫৭।

এই হাদীসটিতে জামা'আত বলতে রাষ্ট্রীয় জামা'আত উদ্দেশ্য, কখনোই সাংগঠনিক জামা'আত উদ্দেশ্য নয়। কারণ রাষ্ট্রীয়

জামা'আতের উপরেই ইসলামে তার শক্তি নিয়ে টিকে থাকে। আর সাংগঠনিক (একাধিক) জামা'আতের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি নষ্ট হয়।

হাদীসটি দুই কারণে দুর্বল। যথা: (1) ছাফওয়ান বিন রুস্তম নামক এক রাবীর অপরিচিত (مجهول) এবং (2) ইবনু মায়সারা তামীমুদ্দারীর সাক্ষাত না পাওয়া সত্ত্বেও তার থেকে বর্ণনা করায় সনদে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেউ কেউ সহযোগী বর্ণনা এবং এই অর্থে বহু সহীহ হাদীস থাকার কারণে একে হাসান লিগাইরিহী বলেও মন্তব্য করেছেন।

হাদীস নং-০৯

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " رواه البخاري رقم- 6878

অর্থঃ আবদুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত অর্থে আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তাহলে তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী, আর নিজের দ্বীন ত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি। [মুসলিম ৬/২৮, হাঃ ১৬৭৬]

হাদীস নং-১০

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْوِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» رواه البخاري (كتاب الفتن) رقم 7054 ومسلم (كتاب الإمارة) 1849

অর্থঃ ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ যে লোক নিজ আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামাআত থেকে

এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলী মৃত্যুর মত।
[৭০৫৩; মুসলিম ৩৩/১৩, হাঃ ১৮৪৯, আহমাদ ২৪৮৭]

হাদীস নং-১১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থঃ আবূ হুরায়রা ﷺ এর সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নের্তৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে গোত্র প্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্রের দিকে আহবান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার থাকেনা) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে।

হাদীস নং-১২

عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ» رواه الأجري فى الشريعة (298-299) والحاكم فى المستدرك 555/4 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى- مفهوم الجماعة صـ 11

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) খুতবার ভিতর বলেছিলেন: ওহে জনগণ! আপনারা আনুগত্য করুন ও এক জামাআতবদ্ধ থাকুন। এটাই আল্লাহর রশি যা তিনি আঁকড়িয়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। এক জামাআতবদ্ধ থাকা কালে যা কিছুই অপছন্দনীয় পান বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা কালে পছন্দনীয় যা কিছু পাওয়া যায় তার চেয়েও কল্যাণজনক। ইমাম আজুররী তার শারীআহ গ্রন্থে এবং হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস নং-১৩

عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّار وواحدة في الجنة- هي الجماعة" رواه أبوداود 4597، ابن ماجه 3994، سنن الدارمي 2560.

অর্থঃ মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখো! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি জান্নাতে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা'আত। ইবনু ইয়াহইয়া ও আমর (রহঃ) বলেন, ''বিষয়টি হলো, আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এমন দলের আর্বিভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে (বিদ'আতের) প্রবৃত্তি এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়।

হাদীস নং-১৪

عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله ﷺ: " الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ " أخرجه ابن ابي عاصم في السنة (44/1) سلسلة صحيحة رقم 447 صحيح الترغيب/405.

অর্থঃ নূমান বিন বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক জামাআতবদ্ধ থাকা হলো রহমত এবং (একাধিক বা বহুদলে) বিচ্ছিন্ন থাকা হলো আযাব শাস্তি। ইবনু আবি আছিম সুন্নাহ গ্রন্থে ১/৪৪। সিলসিলা সহীহা- ৪৪৭, সহীহ তারগীব- ৪০৫।

হাদীস নং-১৫

عن حذيفة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ . أخرجه الحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي 119/1.

অর্থঃ হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি- যে ব্যক্তি এক জামা'আতবদ্ধ থাকা হতে বিচ্ছিন্ন হবে এবং ইমারত নেতৃত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, তার কোন নাজাতের দলিল (অবলম্বন) থাকবে না।[৬২]

المبحث الثاني : مفهوم الإمارة والجماعة والبيعة و أنواعها

দ্বিতীয় পর্বঃ আমীর, জামাআত ও বাই"আত এর সঠিক ও বেঠিক অর্থ এবং প্রকারভেদ

সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত তিনটি শব্দ বা পরিভাষার অর্থ, মর্ম, নির্দেশনা প্রয়োগ ও ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে। আরবী ভাষা, কুরআন-সুন্নাহর এবং সালফে সালেহীন ও নির্ভরযোগ্য আলিম উলামার উক্তির আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো। যার মাধ্যমে জানা যাবে কোন্ আমীর ও জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত হওয়া, আনুগত্য ও বাই'আত করা ওয়াজিব এবং না করা জাহিলিয়াত এবং জাহিলী মৃত্যুর শামিল।

প্রথমতঃ আমীর

অভিধানে আমীর বলা হয় শাসককে বা রাজা-বাদশার পুত্রকে। যিনি (কিছু লোক সমষ্টি বা জামা'আতের) নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। পরামর্শদাতাকেও আমীর বলা হয়। কখনো কখনো দক্ষতার ভিত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের লকব বা উপাধি হিসেবেও আমীর শব্দের ব্যবহার হয়। যেমনঃ কর্ম দক্ষতায়ও লোক পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তি/নেতাকে আমীরুল মুমিনীন, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, দক্ষ কবিকে আমীরুশ-শূআরা (কবিদের নেতা বা গুরু) বলা হয়। নবী ﷺ এর যুগে সেনাবাহিনীর প্রধানকে ও বিভিন্ন শহর অঞ্চলের দায়িত্বশীলগণকেও আমীর বলা হতো। নবী ﷺ এর মৃত্যুর পর দেশ ও জনগণের শাসনের ক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নেতাকে খলীফা বা ইমাম বলা হতো। যেমন চার খলীফা।

৬২. হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী সমর্থন করেছেন ১/১১৯।

কিন্তু উমর ﷺ কে খলীফা ছাড়াও সর্ব প্রথম আমীরুল মুমিনীন খেতাবে ভূষিত করা হয়। এই অর্থে আমীর শব্দটি খলীফা, ইমাম, মালিক, সুলতান, উলুল আমর ইত্যাদি শব্দের সমার্থবোধক।[৬৩]

যে কোন ব্যক্তিকে আমীর বলে নামকরণ করা যায়। নিজের মন ও মনোবৃত্তি এবং ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর সহীহ হাদীসে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের আমীর বলে উপাধি দেয়া হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ব্যবহারের দিক থেকে বেশ কয়েক প্রকার (১০ প্রকার) আমীর রয়েছে।

প্রথম দুই প্রকার ছাড়া, প্রত্যেক প্রকারেই লোক সমষ্টির (جماعة) নেতাকেই আমীর বলা হয়। চাই সেটা ছোট জামা'আত (جماعة صغرى) হোক, চাই বড় জামা'আত (جماعة كبرى) হোক।

ছোট জামা'আতের প্রকারভেদ

ছোট জামা'আত ৮ প্রকার। যথাঃ

(১) নামকরণের মাধ্যমে আমীরঃ যে কোন ব্যক্তির নামকরণের মাধ্যমে আমীর হওয়া। যেমন- আমীরুল ইসলাম, আমীর হুসেইন, আমীর আলী, আমীর হামযা, আমীর খান ইত্যাদি। যাদেরকে আমীর ভাই বলে আমরা ডাকি। নিছক নামধারী কোন আমীরের আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা নেই। বাই'আতের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। হ্যাঁ তবে আনুগত্যের কোন গন্ডিতে তার উপস্থিতি পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা।

(২) আমীরুন নাফ্স (أمير النفس)- মনোবৃত্তি এবং ইচ্ছা-আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে প্রত্যেকে নিজেই নিজের আমীর। নিজেকে ভালো ও সৎ ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারে আবার মন্দ ও অসৎ ইচ্ছার দিকেও পরিচালিত করতে পারে। নফল ইবাদত ও নফল সিয়াম পালনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারে, ভেঙ্গেও দিতে পারে। নবী ﷺ বলেছেনঃ

৬৩. ইমামাহ, পৃঃ ৩২-৩৬। আল মু'জামুল ওয়াসীত পৃঃ ২৬।

عن أم هانئ رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر- رواه أحمد والترمذي

'উম্মে হানি ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেন- নফল সিয়াম পালনকারী নিজেই নিজের আমীর (নেতা)। ইচ্ছা করলে (নিয়তকৃত) সিয়াম পূর্ণ করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে ভেঙ্গেও ফেলতে পারে।'[৬৪]

(৩) আমীরুস সাফার (أمير السفر) বা সফরের জামা'আতের আমীরঃ একাকী সফরে যাওয়ার প্রতি নবী ﷺ নিরুৎসাহিত করেছেন। সঙ্গী-সাথী নিয়ে সফর করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। দু'জনের অধিক ব্যক্তি সফরে বের হলে একজনকে আমীর নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে।

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم- رواه أبوداود. حسنه النووى في رياض الصالحين صـ 299 والألباني. رقم 2608، 2609 والبيهقي 10349.

আবু সাঈদ খুদরী ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। যখন তিন জন কোন সফরে (এক সাথে) বের হবে তখন অবশ্যই তারা যেন একজনকে (অধিক ইলম, তাকওয়া, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে) তাদের আমীর বানায়।[৬৫]

(ক) এই হাদীসটির নির্দেশনা হচ্ছে দুই জনের অধিক তিন বা ততোধিক মুসলিম ব্যক্তি এক সাথে সফরে বের হলে একজনকে আমীর বানাতে হবে।

(খ) শুধু সফর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমীর মানা হবে। যেমন- দূর স্থানে যাওয়া আসার রুটিন, কর্মসূচি, রাস্তাঘাট ও হোটেল নির্বাচন, আরাম

---

৬৪. হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

৬৫. আবু দাউদ হাঃ ১৬০৮-৯, বাইহাক্বীঃ ১০৩৪৯, রিয়াদুস সালেহীন পৃঃ ২৯৯। ইমাম নববী ও আলবানী সহীহ বলেছেন।

বিশ্রামের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি অন্য কোন বিষয়ে নয় যেমনঃ ব্যক্তিগত-পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ, রুচি ও চাহিদা, চুরি করলে হাত কাটা, হত্যার বদলে হত্যা, যেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হলে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আমীর নয়।

(গ) সফরের জন্য আমীর নির্ধারণ করার বিধান নিয়ে মতভেদ আছে। জমহুরের নিকটে ওয়াজিব, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক আলিমগণের নিকটে ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। কারণ এই আমীর রাষ্ট্রের ও সমাজ জামা'আতের মত সার্বিক বিষয়ে স্থায়ী আমীরের মত নয়। সফরে বের হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত শুধু মাত্র সফর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমীর। এমনকি উক্ত ব্যক্তি অর্ধেক সফর (যাওয়া পর্যন্ত) আমীর হতে পারেন। অনভিজ্ঞতার কারণে নিজে আমীরগীরী বাদ দিলে বা তাকে পদচ্যুত করে অন্য একজনকে আমীর বানানো হলে তখন নতুন আমীরকে মান্য করতে হবে।

ওয়াজিব না হওয়ার কারণে দেখা যায় অনেক সময় যৌথভাবে সফর করা সত্ত্বেও আমীর নির্ধারণ করা হয় না। আর মুস্তাহাব হওয়ার কারণে আমীর নির্ধারণ না করলে গুনাহগার হতে হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে মুস্তাহাব বিধান নির্ধারণ করা হলে সৎ ও বৈধ বিষয়ে আনুগত্য করা ওয়াজিব (যেমন ছলাত নফল হলেও তার মধ্যে রুকু সিজদাহ- ইত্যাদি ফরয)। সে ক্ষেত্রে আমীরের জন্য স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন করা ওয়াজিব।

(৪) আমীরুল ফালাত (أمير الفلاة)- প্রশস্ত মরুভূমি বা বনে জঙ্গলে বসবাসরত তিন বা ততোধিক জনের জামা'আতের জন্য আমীর নির্ধারণঃ

সফরে আমীর নির্ধারণের ন্যায় মাঠে-ময়দানে বসবাসকারীরা প্রত্যেকটি মাঠে এক সাথে বসবাসরত সকলের জন্য একজন আমীর নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে। এখানে তারা সফরের মাধ্যমে সেই মাঠে গিয়ে স্থায়ী বসবাসকারী বা অস্থায়ী বসবাসকারী হতে পারে বা সফর ছাড়া পার্শ্ববর্তী কোন মাঠে কাজের জন্য যেমন ধান কাটা-কাটি বা ক্ষেতে কাজের সুবাদে কয়েক দিনের জন্য বসবাসকারী হলেও। মাঠের ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী জীবন-যাপনের জন্য এবং জামাআতে

ছলাত পড়ার জন্য একজনকে ইমাম নির্ধারণ করার বিষয়ে বিশেষভাবে হাদীসে তাগিদ দেয়া হয়েছে। মাঠে-ময়দানে আমীর নির্ধারণের হাদীসঃ

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله وسلم قال: لا يحل لثلاثة نفر يكونون في أي أرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدا منهم" رواه الإمام أحمد في مسنده

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিনজন বা ততোধিক ব্যক্তির জন্য একজনকে আমীর বানানো ছাড়া কোন প্রান্তরে থাকা হালাল নয়।'[৬৬]

যারা সফরে আমীর নির্ধারণ করা ওয়াজিব মনে করেন তারা পূর্বোল্লেখিত ও অত্র হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করে থাকেন।

উপরোক্ত সফর ও মাঠের আমীরের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে কিংবা সফর সমাপ্ত হয়ে গেলে কিংবা সফর সঙ্গীদের কর্তৃক তাঁকে বরখাস্ত করে অন্যকে আমীর বানানো হলে।[৬৭]

ফাতাওয়া লাজনাহ দায়িমাহতে (পৃঃ ৪৪৪) এসেছে এই আমীরের কার্যক্রম সফরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কোনক্রমেই মুকীম অবস্থায় প্রযোজ্য নয় বা অনুমানযোগ্য নয়। মুকীম অবস্থায় কেন্দ্রীয় একক নেতৃত্বের আওতায় থাকবে অন্যথায় (তথা কেন্দ্রীয় একক নেতৃত্ব না থাকলে) একাকী থাকবে।

(৫) ছলাতের জন্য জামা'আত কায়েম ও তার জন্য ইমাম নির্ধারণঃ তিন জন বা ততোধিক জন কোন গ্রাম বা বেদুঈন পল্লীতে থাকলে অবশ্যই একজনকে আমীর/ইমাম বানিয়ে ছলাতের জামাআত কায়েম করতে হবে। ছালাতের জামায়াত পরিচালনাকারীকে আমীর বলা হয়না, ইমাম বলা হয়।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم- رواه مسلم 289/672

৬৬. ইমাম আহমাদ মুসনাদ আহমাদে(২/১৭৬) বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে অনেকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তবে শাইখ আলবানী যঈফ বলেছেন, সিলসিলা যঈফাহ ২/৫৬।

৬৭.দেখুন দালীলুল ফালেহীন- খণ্ড/৪, পৃঃ ৫৮৬।

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেন: (যে কোন স্থানে) তিনজন থাকলেই তাদের একজনকে ইমাম নির্ধারণ করতে হবে। আর তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি ইমাম হওয়ার জন্য অধিক হকদার হবে যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে অধিক পারদর্শী হবে।[৬৮]

সফরে বা গ্রাম ও পল্লীতে তিন বা ততোধিক জন হলেই একজনকে আমীর/ইমাম বানানোর উদ্দেশ্য হলো সফরকালে ও সফরের স্থলে সবাই যেন একতাবদ্ধ ও জামাআতবদ্ধ থাকতে পারে। একজনও যেন বিচ্ছিন্ন থাকতে না পারে। যেটা মুকীম অবস্থায় সম্ভব নয়। হ্যাঁ যদি গোটা দেশ,সমাজ ও রাষ্ট্রের একজন ইমাম/আমীর হয়, তবেই সম্ভব নতুবা নয়। এই মর্মে হাদীসটি দেখুনঃ

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية- رواه أبو داود والنسائي.

'আবুদ্ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: যে গ্রামে বা বেদুঈন পল্লীতে তিন (বা ততোধিক) জন থাকে অথচ তাদের মাঝে (একজনের ইমামতিতে) জামা'আতবদ্ধ ছালাত কায়েম করা হয় না। অবশ্যই শয়তান তাদের প্রতি চড়াও হয়ে যাবে। অতএব, তোমার উচিত হলো জামা'আতবদ্ধ থাকা। কারণ নেকড়ে বাঘ জামা'আত থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে।[৬৯]

উপরোক্ত হাদীসটি বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাধানমূলক হাদিসঃ

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কোন দেশ ও সমাজে প্রশাসনিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলে জামাআতে ছলাত আদায় করাটাই জামা'আতবদ্ধ ও শয়তানের ছোবলমুক্ত জীবন-যাপন করা সম্ভব। এ জন্য সাংগঠনিক কোন জামা'আত গঠনের প্রয়োজন নেই এবং এর পক্ষে কোন দলিলও নেই।

---

৬৮. মুসলিম-মাওয়াযিউছ্ ছালাত, হাঃ ২৮৯/৬৭২, নাসাঈ হাদীসঃ ৭৮২, ৮৪০।
৬৯. আবু দাউদ হাঃ ৫৪৭ ও নাসাঈ ৮৪৭।

(৬) স্বায়ত্ব-শাসিত স্থান, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের আমীর বা দায়িত্বশীলঃ যেমন মসজিদ, মাদরাসা, বাড়ী, অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যক্তি মালিকানাধীন মার্কেট, শপিংমল, বোর্ড, ফাউন্ডেশন, দাওয়াহ সেন্টার, যে কোন ইসলামী সংস্থা।

আরবী ভাষায় ও শরীয়তের পরিভাষায় বিভিন্ন দায়িত্বশীলের অনেকগুলো সমার্থবোধক আরবী শব্দ রয়েছে। যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের আরবী পরিভাষা হল ইমাম (إمام), খলীফা (خليفة), আমীর (أمير), রাঈ (راع), মালিক, রাজা-বাদশা (ملك), সুলতান (سلطان), অলিউল আমর (ولي الأمر), উলুল আমর (أولو الأمر) ইত্যাদি।

সাধারণ কোন নেতা ও বাড়ীর দায়িত্বশীলের ক্ষেত্রে সাধারণত আরবীতে 'আমীর' বলা হয়না, রাঈ (راع), মাসউল (مسئول) ও মুদীর (مدير) বলা হয়। যে কোন দায়িত্বশীলকে মাসউল (مسئول) বলা হয়।

ধর্মীয় দায়িত্বশীল ও প্রশাসনিক দায়িত্বশীলকে অলিউল আমর (ولي الأمر), উলুল আমর (أولو الأمر) বলা হয়। ছালাত পরিচালনাকারী নেতাকে আমীর (أمير) বলা হয়না, তাকে ইমাম বলা হয়। অনিসলামী ও সেকুলার রাষ্ট্রের প্রধানকে আমীর/খলীফা/ইমাম বলা যাবে না, তাকে রাঈস (رئيس) রাষ্ট্রপতি বলা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের প্রধানকেও রাঈস (رئيس) বা মুদীর (مدير) বলা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা (خليفة), এর মৃত্যুর পূর্বে কাউকে রাষ্ট্র প্রধান ঘোষণা করে গেলে তাকে রাজা-বাদশা (ملك) ও খলীফা (خليفة) বলা হয়।

স্বায়ত্বশাসিত স্থান, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের দায়িত্বশীলকে দেশের প্রধানের মত পদবী রাঈ (راع) ও মাসউল (مسئول) বলার বৈধতা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়, তবে আমীর বলা হয় নাই।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم:
»أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وولدِهِ وَهِيَ

مسؤولةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنهُ ألا فَكُلُّكُمْ راعٍ وكلكُمْ مسؤولٌ عَن رعيتِه (رواه البخاري: 7138 ومسلم: 1829 وأبوداود: 2928 والترمذي: 1705)

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জেনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর (পরকালে) নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল লোক, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর প্রত্যেক(বিবাহিত পুরুষ) ব্যক্তি তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি কোনো গোলাম বা চাকর-চাকরাণীও তার মুনীবের ধন-সম্পদের উপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব জেনে রেখ! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।[৭০]

জ্ঞাতব্যঃ স্বায়ত্ব শাসিত স্থান ও প্রতিষ্ঠানের আমীর বা দায়িত্বশীল হওয়ার বা বানানোর দলিল হলো উপরোক্ত এই হাদীসটি। এমনকি এ ক্ষেত্রে মহিলা যেমন নিজ বাড়ীতে দায়িত্বশীল হতে পারে তেমনি মহিলা মহলে নিজ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল হতে পারে। প্রত্যেকটি বাড়ীর সকল সদস্য মিলে একটি পরিবার। প্রত্যেকটি সংস্থা বা ফাউন্ডেশন, প্রতিষ্ঠান তার সীমিত, সুনির্দিষ্ট সংখ্যক লোকবল নিয়ে একেকটি পরিবারের ন্যায় যেখানে সম্পর্কের ও কাজের এবং প্রয়োজনের বাইরে কোন লোক থাকে না। বাড়ি ও মসজিদ ছাড়া অধিকাংশ স্বায়ত্ব শাসিত স্থান ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানের আনুগত্য করা হয় অর্থের বিনিময়ের উপর ভিত্তি করে তাই সেখানে নেতার শর্ত ও চুক্তি পূরণ করতে হয়, কোন বাই'আত নয়।

---

৭০. সহীহ বুখারী ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, আবূ দাউদ ২৯২৮, তিরমিযী ১৭০৫, আহমাদ ৫১৬৭, সহীহ আত তারগীব ১৯২২।

(৭-১০) উপরোক্ত হাদীসে ৪ প্রকার নেতা দায়িত্বশীলের উল্লেখ রয়েছে, যা হাদীস ও তার অর্থ পাঠ করলেই বুঝা যায়। ১- গোটা দেশ ও সমাজের আমীর বা ইমাম, যিনি একজন হবেন এবং তার নেতৃত্বের বাইরে একজনও থাকতে পারবে না। ২-৩= প্রত্যেক বাড়ীর পুরুষ ও মহিলা দায়িত্বশীল, বাড়ীর একজন সদস্যও দুজনের (স্বামী-স্ত্রীর) নেতৃত্বের বাইরে থাকতে পারবে না। ৪= দাস ও চাকরও একজন দায়িত্বশীল, মালিকের অন্য দাস-দাসী ও যে সমস্ত সম্পদের দায়িত্ব তাকে বুঝানো হয়েছে তার দায়িত্বশীল হিসেবে তাকে জবাবদিহিতার শিকার হতে হবে। এড়াতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ জামাআত বা আল-জামাআহ এর অর্থ ও সংজ্ঞা এবং রাষ্ট্রীয় (বড় জামা'আত নির্ণয় ও পরিচয়)

দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং শরীয়তের মহান উদ্দেশ্যাবলীর একটি হল মুসলিমগণকে একতাবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য একত্রিকরণ ও তাদের মাঝ থেকে বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ।

মূলত: জামাআত বা আল আল জামাআত এর মূল অর্থ এটাই।

জামা'আতের বিভিন্ন মর্মার্থঃ

(১) ঐ জামাআতুল মুসলিমীন যারা এক আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ।

(২) আহলুল ইসলাম-সকল ইসলাম পালনকারী যারা দ্বীনের উপর একতাবদ্ধ।

(৩) বিশেষভাবে সেই সাহাবায়ে কেরামের জামা'আত যারা নবী ﷺ এর মৃত্যুর পর দ্বীনকে বহাল তবীয়তে রেখেছিলেন ও সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে এর প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

(৪) আল জামা'আহ বলতে উদ্দেশ্য কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং উভয় উৎস থেকে উৎসারিত ইলম ও ফিকহের ভিত্তিতে সর্ব ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর অনুসরণের উপর ঐক্যবদ্ধ সমাজ।

(৫) অধিকাংশ সালফে সালেহীনের পথ-পন্থা ও আদর্শ যারা ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য। কুরআনের ভাষায় একেই মু'মিনদের পথ (سبيل المؤمنين) বলা হয়েছে।[৭১]

জামা'আতের বিভিন্ন ভাষায় সংজ্ঞা বলা হলেও জামাআত ও ঐক্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মৌলিক দুটি অর্থে সংক্ষেপায়িত করেছেনঃ

(এক) আল জামা'আহ্ অর্থ মানহাজ বা পথ ও পন্থাগত আল জামা'আহ (جماعة المنهج والطريقة)ঃ দ্বীনের সার্বিক বিষয়ে তথা ঈমান আক্বীদা, আমল-আখলাক, মুআমালা (লেন-দেন) ও সর্ব বিষয়ে নবী ﷺ ও সালফে সালেহীনের মানহাজ (পথ-পন্থা) অবলম্বনকারী যে কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী রয়েছে তারাই আল জামা'আহ। এ ক্ষেত্রে লোক সংখ্যার কোন ধর্তব্যতা নেই। নবী ﷺ ফিরকাবন্দীর হাদীসের মধ্যে বলেছেন, বানু ইসরাঈলরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে ৭২টি দলই জাহান্নামে যাবে। মাত্র ১টি দল জান্নাতে যাবে। সেই নাজাতপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে বলেছিলেন- هي الجماعة "সেটি হচ্ছে 'আল জামা'আহ' তথা ঐক্যের দল"। অপর বর্ণনায় বলেছেন: "আমি এবং আমার সাহাবীগণ (আজকে) যার উপর আছি তার উপর যারা থাকবে।"[৭২] এ অর্থে যে কোন দেশ ও সমাজে একজন পাওয়া গেলেও সেই জামা'আত। নবীর হাদীসের ভাষায় তার গুণবাচক আরেক নাম হল গারীব (غريب) মানে অপরিচিত ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আমর বিন মায়মূনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, هم أهل الحق ولوكنت وحدك 'তারা হচ্ছে হক্বপন্থীদের জামা'আত যদিও তুমি সংখ্যায় একজনও হও'। আর যখন হকপন্থীরা একাধিক ব্যক্তি হবে তখন তাদের গুণবাচক নাম হলো গুরাবা (غرباء) বা অপরিচিত ব্যক্তি বর্গ।

৭১. দেখুন সূরাহ নিসা, আয়াত: ১১৫, মাফহূমু জামাআতিল মুসলিমীন ১২-১৭ । আব্দুর রহমান বিন মুআল্লা আল্লুওয়াইহিক।

৭২. আবু দাউদ-৪৫৯৬।

(দুই) ভীত ও কাঠামো ভিত্তিক জামা'আত বা রাষ্ট্রীয় জামা'আত (جماعة البناء والكيان)ঃ উল্লেখিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ (একাধিক গরীব-গুরাবা ব্যক্তিরা) দাওয়াতী কাজে সফল ও শক্তিশালী হয়ে সহীহ আক্বীদা ও মানহাজের উপর সমাজ ও দেশ গঠন করতে সক্ষম হলে তাকে ভীত ও কাঠামো ভিত্তিক জামা'আত বা রাষ্ট্রীয় জামা'আত (جماعة البناء والكيان) বলা হয়। এ পর্যায়ে একজন নেতা (আমীর/খলীফাহ/ইমাম) এর নেতৃত্বে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় জামা'আতের আমীরকে বাই'আত প্রদান, সমর্থন ও আনুগত্য স্বীকার করা ফরযে আইন। এই আমীরের আনুগত্য স্বীকার না করা কবীরা ও কুফরী গুনাহ ও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ এবং জাহেলী মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই রাষ্ট্রীয় জামা'আতকে জামাআতুল মুসলিমীন বলা হয়। কোন সময় রাষ্ট্রীয় জামা'আতে সহীহ আক্বীদা ও মানহাজ পরিত্যাক্ত হলেও ব্যক্তি জীবনে যথাসাধ্য তা পালন করার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহর অবাধ্য না হতে হয় এমন ক্ষেত্রে শাসক ও জামা'আতুল মুসলিমীনের আনুগত্য করতে হবে ও তাদের সাথে থাকতে হবে। শক্তি সামর্থ ছাড়া বিদ্রোহ করা যাবে না।

তৃতীয়ঃ বাই'আত

বাই'আতের অর্থ চুক্তি ও অঙ্গিকারাবদ্ধ হওয়া বা করা। শরঈ পরিভাষায় আমীরের নিকট তার-হাতে হাত রেখে বা হাত রাখা ছাড়াই আনুগত্যের ব্যাপারে অঙ্গিকার করাই হল বাই'আত।[৭৩]

আমীর অনেক প্রকার ও অনেক ধরনের থাকলেও (যেমনটি পূর্বে জানা গেছে) এ বাই'আতের অধিকারী ব্যক্তি হচ্ছে মাত্র দুই শ্রেণীর মানুষ। যথাঃ

৭৩. সংক্ষেপায়িতভাবে "আল ইমামাতুল উযমাহ"-১৯৯।

(১) এক নম্বর নবী ﷺ তাঁর মৃত্যুর পর

(২) আমীর, যার হাতে দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক বিষয়াদী পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হয়। আর এই বাই'আতের উপযুক্ত আমীরকে ইমাম, খলীফা, সুলতান, রাজা-বাদশা বলা হয়।[৭৪]

দ্বীনের পরিচালনা বলতে উদ্দেশ্যঃ

(১) দেশ ও সমাজে দ্বীন কায়েম করা

(২) দ্বীনের প্রচার-প্রসার

(৩) দ্বীনের শত্রু, বিদআতী ও বাতিল পন্থীদের হেদায়েত করা ও দমন করা

(৪) মুসলিম সম্প্রদায় ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(৫) অন্যায়কারী ও অপরাধীদের উপর ইসলামী দন্ডবিধি (حدود) কায়েম করা।

(৬) নাগরিকদের উৎসাহ প্রদান ও শাসনের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত রাখা।

দুনিয়াবী বিষয় পরিচালনা বলতে উদ্দেশ্যঃ

(১) ইসলাম দ্বারা দুনিয়াবী বিষয় পরিচালনা করা। কারণ ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাই দুনিয়ার সর্বক্ষেত্রে ইসলামের সিদ্ধান্ত ও সমাধান সেট করা।

(২) জনগণের মাঝে ন্যায়-নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করা ও জুলুম শোষণ উৎখাত করা। নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং তাদের মাঝে বিভিন্ন দল ও সংগঠন যেন না হয় সে ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আল্লাহর যমীনকে তথা তাঁর শাসনাধীন ভূখণ্ডকে সুন্দর ও সুচারুরূপে আবাদ করা এবং তার ভিতরে আল্লাহ যে সব কল্যাণ রেখেছেন তা আহরণ করা ও জনগণকে তা দ্বারা উপকৃত করা।[৭৫] সুতরাং যে ব্যক্তি/ নেতা

---

৭৪. ইমামাহ: ৩২-৪৪।

৭৫. বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: ইমামাহ্ঃ ৮০-১২০।

শুধু দ্বীনের পরিচালনা করে দুনিয়াবী বিষয়ে তার কোন ক্ষমতা নেই তাকে আমীর মানা ও বাই'আত করা যাবে না। আবার যেই নেতা দুনিয়া পরিচালনা করেন, দ্বীনী বিষয় পরিচালনার কোন ক্ষমতা নেই বা ক্ষমতা থাকলেও করে না তাকে দুনিয়াবী ক্ষেত্রে (আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত) নেতা মানা গেলেও তার বাই'আত করা যাবে না।

বাই'আত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তসমূহঃ

বাই'আতের অর্থ ও বাই'আত গ্রহণকারী আমীরের প্রকার ও পরিচয় থেকেই বাই'আতের উপযুক্ত আমীরের ব্যাপারে জানা যায়। আরো সুন্দরভাবে জানা যাবে বাই'আত গ্রহণকারী আমীরের বাই'আত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী সম্পর্কে জানা গেলে।

ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বাই'আত শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্তারোপ করা হয়েছেঃ

১। যিনি বাই'আত নিবেন তাঁর ক্ষেত্রে ইমাম/খলীফা (রাষ্ট্রপতি) হওয়ার সমস্ত শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলেও তিনি বাই'আত নেয়ার উপযুক্ত হবেন না।[৭৬]

২। ইমাম নির্বাচনের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে, যাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় أهل الحل والعقد (দায়িত্ব প্রদান ও প্রত্যাহারকারী ব্যক্তি সমষ্টিকে) বলা হয়। অনুপযুক্ত, মূর্খ ও সাধারণ পাবলিক দ্বারা নির্বাচিত হলে তার বাই'আত শুদ্ধ হবে না।

৩। যার বাই'আত করা হবে তিনি ইমাম (শাসক) ও বাই'আত নেয়ার জন্য সম্মত বা রাজী-খুশি থাকতে হবে। রাজী না হলে তার বাই'আত শুদ্ধ হবে না।

৪। যার বাই'আত করা হবে তিনি এই পদের একক ব্যক্তি হতে হবে। উনি যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি হন তবে তার বাই'আত শুদ্ধ নয়। তদুপরি বাই'আত করালে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৭৭]

৭৬. বাইআতের শর্তাবলীর বর্ণনার শেষে খলীফা/ইমাম/আমীরের শর্তাবলী দেখুন।

৫। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ (হাদীস) বাস্তবায়ন তথা দ্বীন কায়েম করবেন এবং এর উপর বাই'আত করাবেন এবং জনগণ এর উপর বাই'আত করবে।

৬। জোর পূর্বক কারো কাছ থেকে বাই'আত নেয়া শুদ্ধ নয়। বুঝিয়ে-সুজিয়ে বাই'আত নিতে হবে। তবে বিদ্রোহ করলে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

ইমাম বা বাই'আতের উপযুক্ত আমীরের শর্তাবলিঃ

(১) ইসলাম পালনকারী মুসলিম হতে হবে।

(২) বালিগ হতে হবে, শিশু হলে চলবে না

(৩) বিবেক সম্পন্ন হতে হবে, পাগল হলে চলবে না

(৪) স্বাধীন হতে হবে, কৃতদাস হলে চলবে না।

(৫) পুরুষ হতে হবে নারী হলে চলবে না।

(৬) কুরআন সুন্নাহর ইলম/জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে হবে।

(৭) জনগণের মাঝে ন্যায়-নিষ্ঠতা কায়েমকারী হতে হবে, যালিম হলে চলবে না।

(৮) সাহসী মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে, কাপুরুষ হলে চলবে না।

(৯) শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হতে হবে, প্রতিবন্ধী ও পঙ্গু হলে চলবে না।

(১০) রাষ্ট্র প্রধান পদের জন্য লালায়িত ও প্রত্যাশী (ক্যান্ডিডেট) হলে চলবে না।

(১১) কুরাইশ বংশীয় উপযুক্ত দ্বীনদার জ্ঞানবান লোক বিদ্যমান থাকলে তিনি এই পদের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন, অন্য কেউ বিবেচিত হবে না। কিন্তু উপযুক্ত কুরাইশী ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকলে অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান আছে এমন যে কোন ব্যক্তি, এমন কি অবস্থা বিশেষে কিশমিশের মত (চ্যাপ্টা) মাথা বিশিষ্ট নিগ্রো (হাবশী) গোলামকেও এ পদে অধিষ্ঠিত করে তার বাই'আত করা যাবে।

৭৭. সহীহ মুসলিম হাঃ ১৮৫৩।

বাই'আতের প্রকারভেদ ও যার নিকট (হাতে) বাই'আত করতে হবে

কুরআন ও সুন্নাহয় মোট ৫ প্রকার বাই'আত পাওয়া যায় সবগুলো নবীর জন্য ও তার অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কেন্দ্রীয় নেতা (আমীর/ইমাম/খলীফা) এর সাথে খাস (প্রযজ্য)।

১। ইসলাম গ্রহণ ও তার উপর বহাল থাকার উপর বাই'আত গ্রহণ।[৭৮]

২। নেতাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার উপর বাই'আত করা। যেমন বাই'আতুল আকাবাহ ছানিয়া।

৩। জিহাদের উপর বাই'আত। যেমন- বাই'আতুর রিদওয়ান।[৭৯]

৪। হিজরতের উপর বাই'আত। নবী ﷺ ফাতহে মক্কার (মক্কা বিজয়ের) পূর্বে হিজরতের উপর বাই'আত করাতেন। মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের উপর বাই'আত করাননি।

৫। আনুগত্যের উপর বাই'আত- একে বাইআ'হ আম্মাহ (بيعة عامة) হয়।[৮০]

জামা'আত নামকরণের শর্ত, প্রকারভেদ এবং যে জামা'আতের আমীরের বাই'আত বৈধ

(১) শুধু ছলাতের জামাআত দু'জনেই গঠিত হয়। সর্বোচ্চ সংখ্যার কোন সীমারেখা নাই, যত বেশী সংখ্যা হবে ততই ভালো। অনুরূপভাবে এই জামা'আতের ক্ষেত্র ও মসজিদের সংখ্যা অনুপাতে একাধিক ও অসংখ্য হতে পারে। এই জামা'আতের নেতা ইমামের আনুগত্য করা ফরয, তবে তার বাই'আত করা হারাম।

(২) সফরের ও মাঠ-ময়দানের জামা'আতের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন তিন জন। উপরে নিয়ন্ত্রণযোগ্য যে কোন সংখ্যক হতে পারে। তবে শর্ত

---

৭৮. সূরা মুমতাহিনা: ১২

৭৯. সূরা আল ফাতহ: ১৮।

৮০. দলিলসহ বিস্তারিত দেখুন "আল ইমামাতুল উযমাহ" পৃ: ১৯৮-২২০।

হল যে কয়জন একসাথে সফরে বের হবে সকলে এক জামা'আতভুক্ত এবং এক আমীরের নেতৃত্বের অধীনে থাকতে হবে। কেউ বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকতে পারবে না। আর সফর ও ময়দানের জামা'আত অসংখ্য হতে পারে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন এলাকা ও অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্ন জামা'আত সফরে ও মাঠে যায়। এক জামা'আতের আরেক জামা'আতের সাথে কোন পরিচয় ও সম্পর্ক থাকে না। সফর ও মাঠের জামা'আতের আমীরের সাধারণভাবে আনুগত্য করা ফরয। বাই'আত করা ও নেয়া হারাম ও বিদআত।

(৩) স্বায়ত্ব শাসিত স্থান, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান অসংখ্য ও অগনিত হয়, হয়ে থাকে, এগুলোর প্রধানের অধীনে যতজন থাকবে সবাইকে তার আনুগত্য করতে হবে। তবে বাই'আত করা হারাম ও বিদআত।

(৪) গোটা দেশ ও সমাজের জামা'আত- যাকে জামা'আতুল মুসলিমীন বলা হয়। আর এর প্রধানকে ইমাম, খলীফা ও আমীর বলা হয়। এই জামা'আতেরও নিয়ম হলো, কেউ এই জামা'আত ও তার প্রধান বা আমীরের নেতৃত্বের বাইরে থাকতে পারবে না। সকল ক্ষেত্রের সকল প্রকার জামা'আতের মানুষের সাধারণভাবে তার আনুগত্য করতে হবে এবং বাই'আত করতে হবে, হয় হাতে হাত রেখে কিংবা হাতে হাত রাখা ছাড়া। যেমন- সাধারণ মানুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে। তবে সাবধান! দেশ ও সামাজিক পর্যায়ে একাধিক আমীরের নেতৃত্বে একাধিক জামা'আত, দল বা সংগঠন গঠন করা যাবে না। গঠন করা হলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে এবং আমীরকে হত্যা করতে হবে। যদি ভুল স্বীকার ও তাওবাহ্ না করে।

অনুরূপভাবে পূর্বোল্লেখিত সকল প্রকার জামা'আতের আনুগত্য করতে হলেও বাই'আত করা যাবে না।

আশা করি পাঠকদের নিকট বাই'আত ভিত্তিক জামা'আত এবং বাই'আতবিহীন জামা'আত এবং বাই'আতযোগ্য আমীর ও বাই'আত অযোগ্য আমীরের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে। যেমনভাবে ভাই ও দুলা ভাইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দুআ ও সম্মিলিত দুআর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং দুআ ও হাত তুলে দুআর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দাওয়াত ও সাংগঠনিক দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

الفصل السادس: نقض الشبهات حول الأحزاب والجماعات والمؤسسة والجمعيات

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ জামাআত, জমঈয়ত, সংগঠন ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে পার্থক্য ও সংশয় নিরসন

المبحث الأول: الفرق بين المؤسسات الخيرية والجماعات الحزبية

প্রথম পর্বঃ সংগঠন ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে পার্থক্য

অনেকে ফাউন্ডেশন (সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান) এবং সংগঠনকে একই জিনিস মনে করে থাকে অথচ সংগঠন ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলোঃ

১। মৌলিক পার্থক্যঃ সংগঠনে কোন একটি উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য লোকবল তৈরী করা ও বাড়ানো হয় এবং তাদেরকে সুসংঘবদ্ধ করার ও রাখার জন্য একজন নেতার আনুগত্য অপরিহার্য মনে করা হয়। ইসলামের নামে সংগঠনকারীরা এটাকে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের লক্ষ্যে ও সমাজে বা রাষ্ট্রের সংস্কার ও দ্বীন কায়েমের স্বার্থে গঠন করে থাকে। এখানে যত বেশী লোক একত্র করা যায় ততো ভালো ও সফলতা ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে এক সংগঠন অপর সংগঠনের চেয়ে লোকবল বাড়ানোর ব্যাপারে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। এমনকি এক সংগঠন অপর সংগঠনের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে অহংকার করে, অধিক হক্ব বলে দাবি করে। অনেক সময় কম সংখ্যা বিশিষ্ট সংগঠনগুলোকে তাদের সাথে মিলে একাকার হওয়ার দাওয়াত দিয়ে থাকে। পারলে কম সংখ্যা বিশিষ্ট সংগঠনকে গ্রাস করতে চায়। কিন্তু ফাউন্ডেশনে বা সংস্থায় নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন হলো মূল উদ্দেশ্য, যত কম লোক খাটিয়ে যত বেশী কাজ আদায় করা যায় তত ভালো ও সফলতা ধরা হয়। কর্ম পরিধি ও পরিমাণ বাড়ানোর অনুপাতে হিসাব করে কর্মী নেয়া হয়।

২। সংগঠনের কর্মীদের ভর্তি হলেই তাকে বেতন ভাতা দিতে হয় না। নেকি ও জান্নাতের লোভ-লালসায় তারা কাজ করে অথবা সমর্থন যোগায় এবং একাত্বতা পোষণ করে। কিন্তু ফাউন্ডেশনে বেতন ভাতার

বিনিময়ে নিয়মতান্ত্রিক কর্ম সম্পাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। দৈনিক সময় মত উপস্থিত হতে হয় ও যেতে হয়। নিয়ম বহির্ভূত কাজ করলে, অনুপস্থিত হলে, দেরী করলে বেতন কাটা যায় অথবা যে কোন দণ্ডের শিকার হতে হয়, জরিমানা ও সাসপেন্ড করা হয়।

৩। ইসলামী সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একমত হলেই সদস্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে একমত হলেই সদস্য, কর্মী বা কর্মচারী হতে পারে না।

৪। সংগঠনের সেবা ও সদস্যদের ভালোবাসা প্রায় সংগঠনভুক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সদস্য বানানোর লক্ষ্যে দেয়া হয়। কিন্তু ফাউন্ডেশনের সেবা ও উপকারীতা সমস্ত সংগঠনের লোক ও সংগঠনমুক্ত সবার জন্য অবারিত ও উন্মুক্ত। সবাইকে সেবা ও উপকার পৌঁছানো উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু সদস্য ও আবদ্ধ করা উদ্দেশ্য থাকে না।

৫। সংগঠনকারীরা মানুষকে তাদের দলে ভেড়ানোর জন্য জামা'আত, ইমারত ও বাই'আতের হাদীসগুলোকে অপব্যাখ্যা করে থাকে এবং এর মাধ্যমে দাওয়াত দিয়ে থাকে কিন্তু ফাউন্ডেশনের এসব হাদীসের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার কোন দরকার পড়ে না।

৬। সংগঠনের নেতাকে অনেক সংগঠন আমীর বলে কিন্তু ফাউন্ডেশনের প্রধানকে পরিচালক, নির্বাহী (Director/ Chairman) বলে। কখনো আমীর বলা হয় না, আরবীতে মুদীর (مدير) বলা হয়।

৭। সংগঠনের দিকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং দাওয়াত দেয়ার সময় জামা'আতের (হাদীস) দলিলগুলো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ফাউন্ডেশনের দিকে কোন দাওয়াত দেয়াই হয় না, জামা'আত বলার তো প্রশ্নই উঠে না।

৮। অনেক সংগঠন নবী ﷺ ও ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার মত হাতে হাত রেখে বাই'আত করায়। কিন্তু ফাউন্ডেশনে মাসিক বেতনের বিপরীতে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীর মাঝে কাগজে লিখিত কর্মচুক্তি হয়। ফাউন্ডেশনে কর্মচুক্তি শেষ হলে বা না হলেও ইস্তফা ও অব্যহতি দেয়ার ও নেয়ার স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু সংগঠনকারীরা যেহেতু সংগঠনকে ইসলামী জামা'আত বলে গণ্য করে সেই জন্যে ইস্তফা ও অব্যহতি

দুটোই আপত্তিকর। কোন কোন দল ও সংগঠন আমীর/নেতার আনুগত্য থেকে বের হওয়াকে ইসলাম থেকে বহির্ভূত হওয়ার মত এবং হত্যাযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে, এ ধরনের মন্তব্য ও ফাতওয়া সংগঠনকারী দু'একজন মাদানী ডক্টরও করেছেন। লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৯। ফাউন্ডেশন সংগঠনভুক্ত ও সংগঠনমুক্ত সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সংগঠনগুলো শুধু নিজ সংগঠনের লোকদের জন্য উন্মুক্ত, অন্যদের জন্য নয়। বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রম কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অবস্থা ছাড়া।

১০। সংগঠনে সম্পৃক্ত (সদস্য) হওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, ফজীলত বর্ণনা করা হয় এবং বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ফাউন্ডেশনের সদস্য হওয়ার জন্য কাউকে দাওয়াত দেয়া হয় না। যাদের চাকুরী, সেবা ও উপকারিতা নেয়ার প্রয়োজন হয় তারা নিজেরাই ফাউন্ডেশনকে খুঁজে নেয়।

১১। সংগঠনভুক্তদেরকে সাংগঠনিক যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি স্তরে হাজার হাজার লোক থাকে। কিন্তু সংস্থায় স্তর ভিত্তিক সদস্য নেয়া হয় না বরং ইলমী সনদ, রেজাল্ট ও কর্ম দক্ষতার ভিত্তিতে একেক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নেয়া হয়। অতিরিক্ত কোন লোকই নেয়া হয়না।

১২। যত উচ্চ শিক্ষিত, নির্ভরযোগ্য, পরিচিত ও বড় আলেম হন না কেন সংগঠনে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে প্রথম স্তরে ভর্তি নেয়া হবে। কিন্তু ফাউন্ডেশনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার কারণে প্রথম দিনেই কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হয়ে যেতে পারে।

১৩। ফাউন্ডেশনে যে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ও তার লিখিত গ্রন্থের মূল্যায়ণ করা হয় কিন্তু সংগঠনে যে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির মূল্যায়ণ করা হয় না। শুধু সংগঠনভুক্তদের মূল্যায়ণ করা হয়। সংগঠন মুক্তদেরকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ণ করা হয়।

১৪। সংগঠনগুলোতে সংগঠন বহির্ভূত কোন আলিম/স্কলার কর্তৃক লিখিত কোন গ্রন্থ, নিরপেক্ষ গ্রন্থ যত মূল্যবান হোক প্রচার করতে ও পড়তে বাধা দেয়া হয়। অন্য কোন সংগঠনের পত্রিকা, পোষ্টার, তাদের

মহলে, মসজিদ, মাদরাসা, অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে উপেক্ষিত ও নিষিদ্ধ। কিন্তু ফাউন্ডেশনে এরূপ কোন আচরণ করা হয় না। এরূপ আচরণ ফাউন্ডেশনের দৃষ্টিতে সৌজন্যতা ও ইসলাম বিরোধী ধরা হয়।

১৫। সংগঠনগুলো আল্লাহর ঘর মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানকে সংগঠনের জিম্মী বানিয়ে রাখে, সেখানে কঠিনভাবে সাংগঠনিক প্রভাব খাটানো হয়। কিন্তু ফাউন্ডেশন এমনটা করা হয় না।

১৬। একেক সংগঠনের কেন্দ্র, এলাকা, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান অন্য সংগঠনের ও সংগঠনমুক্ত লোকদের হক নষ্টের, আতঙ্কের ও অপমানের ক্ষেত্র। কিন্তু ফাউন্ডেশনের চরিত্র এমন নয়।

১৭। প্রত্যেক সংগঠন নিজেদের সুনাম ও অন্য সংগঠনের বদনাম ও কুৎসা রটনায় ব্যস্ত থাকে। এমন কি প্রায় প্রত্যেকটি ইসলামের নিয়ম-নীতিমালায় সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যোগ করা হয়েছে। আপোষে দ্বন্দ্ব কলহ করে ও জন্ম দেয়। কিন্তু ফাউন্ডেশনের এমন কোন ইতিহাস নেই। একমাত্র সেই সকল ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রেই এমনটা হতে পারে যেগুলো বাতিল আক্বীদার উপর অথবা কোন সংগঠনের সেবক ও লেজুড়ভুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

১৮। শব্দগত ও তার অর্থের দিক থেকেও ফাউন্ডেশন ও সংগঠনের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছেঃ

ফাউন্ডেশন এর শাব্দিক অর্থ ভীত বা ভিত্তি হলেও ব্যবহারিক অর্থে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বুঝানো হয়। যত প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন বিভিন্ন লেবেল ও স্তরের মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে এক কথায় আরবীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (مؤسسات تعليمية) বলা হয়। এমনকি এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য ও সিলেবাস প্রণয়নসহ সার্বিক বিষয় পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা বোর্ডকেও (مؤسسة تعليمية) বলা হয়।

(১) আরেকটি শব্দে বোর্ড (مجلس) বলা হয়। দাওয়াহ সংস্থাকে (مؤسسة دعوية) বলা হয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে (مؤسسة تجارية) বলা হয়, নির্মাণ সংস্থাকে (مؤسسة معمارية)

কনষ্ট্রাকশন ফার্ম (সংস্থা) বলা হয়। কল্যাণমূলক দাতব্য সংস্থাকে (مؤسسة خيرية) বলা হয়। ফাউন্ডেশন তথা مؤسسة এর সমার্থবোধক বাংলা শব্দ কয়েকটি (সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সমিতি) থাকলেও আরবীতে এর অনেক সমার্থবোধক শব্দ রয়েছে। যেমনঃ

(২) جمعية অর্থ সংস্থা। যেমন جمعية إحياء التراث

(৩) هيئة অর্থ- সংস্থা। যেমন: هيئة الإغاثة العالمية বিশ্ব ত্রাণ সংস্থা।

(৪) لجنة অর্থ- কমিটি, কোন কিছু পরিচালনার জন্য বাছাইকৃত লোকসমষ্টি। যেমন, ফাতাওয়া বিষয়ক (বাছায়কৃত) আলিম সমষ্টির সংস্থা (اللجنة الدائمة للإفتاء)।

(৫) مركز অর্থ- কেন্দ্র। যেমন, ইসলামী কেন্দ্র বা সংস্থা (المركز الإسلامي), নিরাপত্তা কেন্দ্র (مركز الأمن)।

(৬) رابطة অর্থ সংযোগ, সংযুক্তিকরণ, সংস্থা। যেমন, ইসলামী বিশ্ব সংযোগ সংস্থা (رابطة العالم الإسلامي)।

(৭) منظمة শৃংখলিতকরণ। যেমন (বিশ্বভিত্তিক) জাতিসংঘ/সংস্থা (منظمة الأمم المتحدة), (ইসলামী ৫৭- দেশভিত্তিক) ইসলামী সহযোগীতা সংস্থা (OIC) منظمة التعاون الإسلامي ।

(৮) منتدى/ندوة অর্থ আহ্বান/বৈঠক। যেমন, ইসলামী সংস্থা (المنتدى الإسلامي), ইসলামী যুবসমাজের বিশ্ব সংস্থা الندوة العالمية للشباب الإسلامي (Wamy)

কিন্তু সংগঠন এর বাংলা অভিধানে বিভিন্ন অর্থ থাকলেও ইসলামী সংগঠনকারীরা জামা'আতবদ্ধ হওয়ার অর্থে ব্যবহার করে থাকে। আরবীতে জামা'আত (جماعة) বা দল গঠন (تنظيم جماعة)। বহু লোককে যে কোন প্লাটফর্মে একত্র করা। কখনো দল হয়না নেতা/আমীর ছাড়া আর নেতা বা আমীর হয়না দল ছাড়া। আরবীতে সংগঠনকে হিয্‌ব (حزب) বলা হয়, যার অর্থ (বহু দলের একটি দল)। এই জন্য

সংগঠনের আরেকটি আরবী পরিভাষা হল (تعدد الجماعات) বহু জামা'আতের ছড়াছড়ি।

প্রত্যেক সংগঠনের দাঈরা দাওয়াত দেয়ার সময় জামা'আত শব্দ ব্যবহার করে এবং জামা'আতবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দিয়ে থাকে। এমনকি কিছু সংগঠনের প্রধানকে 'আমীরে জামা'আত' বলে সম্বোধন করা হয়। আবার তারাই বলে আমরা জামা'আত নই। অথচ মুসলিমদের সংখ্যা একজন হোক আর একশো কোটি হোক তাদের জামা'আত মাত্র একটিই হয়, একাধিক নয়। এক জামাআতবদ্ধ হওয়ার রূপরেখা অত্রগ্রন্থের বহুস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং এই গ্রন্থ সংকলনের মূল উদ্দেশ্যই হলো মুসলিম সমাজ ও সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

১৯। সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই ভালো ও কল্যাণজনক কিন্তু সংগঠনের (জামা'আত বা দলের) সংখ্যা যত বাড়বে ততই ক্ষতি ও অকল্যাণজনক এবং যতই কমবে ও বিলুপ্ত হবে ততই ভালো ও মঙ্গলজনক। আর বাস্তবেও সংগঠনের চেয়ে সংস্থার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

২০। সংস্থা বা ফাউন্ডেশনের প্রধান হচ্ছে অফিসিয়াল প্রধান বা অফিস প্রধান কোন কর্মচারী ছাড়াই অফিসের প্রধান হন। এরপর সংস্থার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে একজন দুজন করে কর্মী-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। তখন তিনি তাদেরও প্রধান হন। তাকে চেয়ারম্যান বা এমডি বা ডিজি বলা হয়; আমীর নয়। কিন্তু সংগঠনের ক্ষেত্রে কর্মী ও সদস্য ছাড়া প্রধান হন না। কমপক্ষে ৩জন হলে তিনি তাদের প্রধান হওয়ার মধ্য দিয়ে সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করে। অনেক সংগঠন তাকে আমীরে জামা'আত বলে।

২১। সংগঠনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ও আপত্তি তোলা হয় এমনকি নির্ভরযোগ্য আলিমগণ অবৈধই বলেছেন। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠান মাদরাসা হোক বা ফাউন্ডেশন (সংস্থা) হোক সংগঠনের মত করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপত্তি তোলা হয়নি। যখন সংস্থা কোন সংগঠনের সেবক হবে তখন আপত্তি হতে পারে।

২২। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। পঞ্চম শতক হিজরী মাঝামাঝি ১০৬৫ খ্রিষ্টাব্দে নেযামুল মুলক নামক সুলজুকী একজন উজীর বাগদাদে নেযামী মাদ্রাসা (المدرسة النظامية) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাগদাদে মাদরাসা আবু হানীফায়, আবু হানীফা (রহি.) এর বই পড়ানো হতো। মাদরাসা ফাখরিয়াতে (المدرسة الفخرية) তিন মাযহাবের ফিকহ পড়ানো হতো, ৮২১ হিজরী। বাগদাদের মুসতান্-সিরিয়া মাদরাসায় চার মাযহাবের ফিকহ পড়ানো হতো। আল আযহার মাদরাসা যা বর্তমানে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় নামে বিশ্ববিখ্যাত, যা আজ থেকে প্রায় ১১০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৮১]

নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে মসজিদেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসার কার্যক্রম পরিচালিত হতো। কিন্তু সাংগঠনিক দল গঠনের প্রক্রিয়ায় দাওয়াত তালীমের কোন নযীর নবীর যুগ থেকে ১৯২৪ সনের পূর্ব পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

সংস্থা ও সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক : সংস্থা ছোট হয়, বড়ও হয় (সংকীর্ণ ও ব্যাপক পরিসরে) সংস্থা/ফাউন্ডেশন ব্যাপক পরিসরে হলে সমমনা অনেক সংগঠন ও দেশের সেবক হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের ইসলামী ফাউন্ডেশন। আহলে হাদীস নাগরিক ও সংগঠনগুলোকে সেবা ও সহযোগিতা না করলেও হানাফীদের বিভিন্ন সংগঠনকে সেবা ও সহযোগিতা করে থাকে। ও.আই.সি (OIC) ৫৭টি ইসলামী দেশকে সহযোগিতা করে। জাতিসংঘ/সংস্থা সংঘভুক্ত মুসলিম ও অমুসলিম দেশকে সাহায্য করে। আবার সংগঠনের আন্ডারে সংস্থা হতে পারে। যেমন- হাদীস ফাউন্ডেশন। আহলে হাদীস আন্দোলনের সেবক ও সহযোগি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যে সমস্ত সংস্থা সাংগঠনিক দলাদলিকে শক্তিশালী করে বা বাতিল বিদআতি সংগঠনের সেবক সেগুলোও অবশ্যই আপত্তিকর।

---

৮১. নাশ্আতুল মাদারিস ফিল ইসলাম, পৃঃ ১০-১৩, আযহার লাইব্রেরী ১৯৬৬।

المبحث الثاني: الفرق بين الجمعيات الخيرية والجماعات الحزبية

দ্বিতীয় পর্বঃ জামাআত ও জমঈয়তের মধ্যে পার্থক্য

জামাআত ও জমঈয়তের মধ্যে অনেক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলঃ

১। **শব্দগত পার্থক্যঃ** জামাআত আর জমঈয়তের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। জমঈয়তের সমার্থ বোধক শব্দ مؤسسة বা ফাউন্ডেশন। দুটি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। এ অর্থ অনুসারে ফাউন্ডেশন ও সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য শীর্ষক আলোচনায় এ বিষয়টি অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। কুরআনে জামাআত ও জমঈয়ত নামে কোন শব্দই নেই। কিন্তু হাদীসে জামা'আত (جماعة) শব্দ আছে কিন্তু জমঈয়ত (جمعية) শব্দ নেই।

২। **অর্থগত পার্থক্যঃ** জামাআত বা আল-জামাআহ এর অর্থ ঐক্যের দল। বাংলাদেশে ঐক্য বিশেষজ্ঞ আলিম **ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহি.)** বলেছেনঃ "কুরআন-সুন্নাহর ব্যবহারে মুসলিমগণের একত্রিত অবস্থাকে জামাআত বলা হয়েছে। বর্তমানে 'জামাআত' শব্দটি ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যের অর্থেই বেশি ব্যবহার করা হয়। আমরা দেখি যে, জামাআত শব্দটি বর্তমানে দল, গ্রুপ, বা ফিরকা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কুরআন কারীমে 'জামঅ' শব্দটিকে ফিরকা, দল বা গ্রুপের বিপরীতে একত্রিত বা ঐক্যবদ্ধতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا. وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا، وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا. كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে

তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও। (আল-ইমরানঃ ১০৩)" ।[৮২]

গোটা দেশ ও সমাজে বা বিশ্বে জামাআত একটিই হবে একাধিক নয়। সফর, ময়দান ও সালাতের জামা'আত এবং স্বায়ত্বশাসিত স্থান ও প্রতিষ্ঠানে বহু জামা'আত হয়। একই দেশে বহু দল পাওয়া গেলে সেগুলোকে বহু দল ও সংগঠন বলা হয়। কিন্তু জমঈয়ত অর্থ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। একই দেশে ও সমাজে, সংস্থার সংখ্যা একাধিক ও অসংখ্য হয়। প্রয়োজনে শতশত ও অসংখ্য হতে পারে।

জমঈয়ত (جمعية) শব্দের আসল অর্থ ও আরবদের ব্যবহার অনুযায়ী ভারতবর্ষে শব্দটির ভুল অর্থে সংগঠন ও দল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুদানের একটি জামইয়াহ (جمعية) সংস্থা খোলার জন্য শাইখ বিন বায এর কাছে লিখিত আকারে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল সেখানে তারা স্পষ্ট করে বলেছিলেন- শাইখ, আমরা جمعية জামইয়াহ খুলতে চাই যার মাধ্যমে ইসলামী প্রকল্প ও দাওয়াতী কাজ করব। تنظيم جماعة (তানযীম জামাআহ) সাংগঠনিক কোন দল খুলতে চাই না। প্রশ্নের মধ্যেই তারা সাংগঠনিক দল ও জামইয়াহর মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত বেশ কিছু পার্থক্য তুলে ধরেছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে জামইয়াহ খোলার

---

৮২. জামায়াত ও ঐক্য পৃ: ৩। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রহিমাহুল্লাহ আমার খুবই মুহাব্বাতের ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি এবং উদারচেতা ও প্রশস্থ হৃদয়ের সুযোগ্য এবং দেশ ও বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি আমাকে দু'বার তার দারুস সালামের মারকাযে দাওয়াত করেছিলেন। এক বার যেতে পেরেছিলাম আর একবার যেতে পারিনি। আমিও তাকে আমার এক মাহফিলে প্রধান বক্তা হিসেবে দাওয়াত করেছিলাম এবং তিনি এসেছিলেন। পিস.টিভির প্রোগ্রামে দুবাই-এ একই হোটেলে প্রায় এক মাস ছিলাম। যেদিন তিনি রোড এক্সিডেন্টে মারা যান সেদিন উত্তরায় আমিও উনি সহ আরো ডজনখানেকের বেশি ওলামাগণের রমযান উপলক্ষে দাওয়াতী পরিকল্পনার জন্য বৈঠকে বসার কথা ছিল। উনি ছাড়া সবাই সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত সব উলামাগণ তার জন্য শোকাভিভূত হন এবং সবাই প্রশংসাসহ তার জন্য দুআ করেন। তার কর্মময় চরিতের উপর লিখিত স্মারকে আমিও তার সম্পর্কে আমার অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলাম। জামাত ও ঐক্যের সংক্ষিপ্ত বইখানা বাংলাভাষী মুসলিমদের উপকারার্থে পরিশিষ্টে হুবহু তুলে দিলাম।- দেখুন পরিশিষ্ট-১।

অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তানযীম জামাআহ (সাংগঠনিক দল/সংগঠন) খুলতে অনুমতি দেননি। প্রশ্নোত্তরটি দেখুন অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাঃ ২১৫-২১৯

৩। **কর্মগত পার্থক্যঃ** জামাআত গঠন করা হয় মানুষকে একটি আদর্শ ও দল গঠন করে তার ব্যানারের আওতায় একতাবদ্ধ করার জন্য। আর জমঈয়ত গঠন করা হয় নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য। যেমনঃ দাওয়াত দান, মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ, হাসপাতাল ক্লিনিক নির্মাণ, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরী করার জন্য। আরব দেশে সুপারমার্কেট গুলোকে জামইয়াহ বলা হয়।

৪। **সংখ্যাগত পার্থক্যঃ** ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি দেশে মাত্র একটি জামাআত হওয়ার বৈধতা পাওয়া যায়, একাধিক নয়। একক জামাআত ও তার নেতার দায়িত্ব হচ্ছে দ্বিতীয় কোন দল বা সংগঠন তৈরী করা হলে উক্ত দলের নেতাকে হত্যা করে দ্বিতীয় দল ও সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। হ্যাঁ তবে মসজিদের জামাআত, সফরের জামাআত, ময়দানের জামাআত, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের জামাআত এবং তার নেতা একাধিক অসংখ্য হতে পারে এতে কোন সমস্যা নেই। কারণ এই সমস্ত জামাআত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় একক জামা'আতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর জমিয়ত শব্দের আরবরা যে অর্থ বুঝে সেই অর্থ অনুযায়ী অসংখ্য হতে পারে। জমঈয়ত হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জামা'আতের সহযোগী। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের জমঈয়ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা হয়ে থাকে।

المبحث الثالث: الفرق بين الجماعة الشرعية والجماعات الحزبية

তৃতীয় পর্বঃ সাংগঠনিক জামাআত ও শারঈ জামা''আতের মধ্যে পার্থক্য

১। শারঈ জামাআত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মাত্র একটিই হয় কোন ক্রমেই একাধিক হতে পারবে না। একাধিক হতে গেলেই সবগুলোকে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত করার বিধান রয়েছে। এ জন্য দলের নেতাদেরকে হত্যা করে হলেও তা করার প্রতি তাগিদ রয়েছে। ঐক্যের ক্ষেত্রে এই জামা'আতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। হ্যাঁ, তবে সালাত, সফর, ময়দান,

স্বায়ত্তশাসিত স্থান, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের জামাআত একাধিক হওয়া বৈধ এবং দলিল ও বাস্তবসম্মত। পক্ষান্তরে, একই সমাজ ও রাষ্ট্রে একাধিক সাংগঠনিক জামাআত, অবৈধ এবং দলিল ও বাস্তবতা বিরোধী এবং বিভক্তি ও অনৈক্যের হাতিয়ার এবং বহুবিধ ক্ষতির কারণ।

২। শারঈ জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ফরয। এই জামাআত থেকে বের হওয়া কবিরা গুনাহ এবং হত্যাযোগ্য অপরাধ। পক্ষান্তরে সাংগঠনিক জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া নাজায়েয, সম্পর্ক ছিন্ন করা ও বিলুপ্ত করা ফরয।

৩। শারঈ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ফরয। এ বিষয়ে সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল পাওয়া যায়। কিন্তু সাংগঠনিক জামা'আতের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন দলীলের বিশেষভাবে জামা'আতের হাদীসগুলো ১০০% অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়।

৪। শারঈ জামাআত বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে একাধিক দলে ও একাকী বিচ্ছিন্ন থাকা নাজায়েয। কিন্তু সাংগঠনিক জামাআত বিদ্যমান থাকলে তা থেকে দূরে ও বিচ্ছিন্ন থাকাই ফরয। সম্পৃক্ত হওয়া গুনাহ। একাকী থাকার অর্থ: সব দলের সাথে (দাওয়াতী কাজে ও ইসলামী স্বার্থে এক) থাকা।

দলিলঃ হুযাইফাহ রযিঃ এর হাদীস।

যুক্তিঃ এক ব্যক্তির পক্ষে মুসলিমদের এতগুলো দলের সাথে কি ভাবে থাকা সম্ভব? যেখানে একদলের অন্য দলের সাথে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে(আমল-আক্বীদা এক হওয়া সত্ত্বেও) কোনো মিল মুহাব্বত নেই। অথবা এক স্বামী যেমন আপন ৪ স্ত্রীর সাথে পালাক্রমে থাকে, ঠিক তেমনি যে কোনো ছহীহ আক্বীদার আহলে হাদীস ব্যক্তি দাওয়াতী কাজের জন্য পালাক্রমে আহলে হাদিসের সকল দলের সাথে থাকবে। কিন্তু এই সমাধান ও সমঝোতাপূর্ণ ব্যবস্থা কি পরস্পর বিরোধী সংগঠনগুলো মানবে?।

৫। শারঈ জামা'আতের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের শক্তি সমৃদ্ধি পায় ও বাড়তেই থাকে। কিন্তু সাংগঠনিক জামা'আতের মাধ্যমে শক্তি-

সামর্থ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং দুর্বলতা ও বিভক্তি বাড়তে থাকে। (সূরা আনফালের ৪৬ নং আয়াতের মর্মার্থ)।

৬। শারঈ জামা'আতের মাধ্যমে বহু উপকারিতা পাওয়া যায়। আর সাংগঠনিক জামা'আতের মাধ্যমে নিজ নিজ সংগঠনের গণ্ডির মধ্যে কিছু উপকারিতা পাওয়া গেলেও মুসলিমদের সার্বিক জীবনে ক্ষতি আর ক্ষতি। দেখুন অত্র গ্রন্থ, পৃষ্ঠাঃ ১৫৯-১৬১।

المبحث الرابع: الفرق بين أهل الحديث السلفى وأهل الحديث الحزبي

চতুর্থ পর্বঃ সাংগঠনিক আহলে হাদীস ও সালাফী আহলে হাদীসের মধ্যে পার্থক্য

১। সালাফী আহলে হাদিসের ধারা নবী ﷺ এবং সালাফে সালেহীনের যুগ থেকে। আর সাংগঠনিক আহলে হাদীসের ধারা সর্বোচ্চ ১০০/১২৫ বছর থেকে।

২। সালাফি আহলে হাদিসের ধারার ভিতরে কখনোই বহু দল ও বহু আমিরের ছড়াছড়ি দেখা যায় না। কিন্তু সাংগঠনিক আহলে হাদীসের মধ্যে বহু দল ও দলপ্রধান এবং আমিরের ছড়াছড়ি দেখা যায়।

৩। সালাফী আহলে হাদিসরা সর্বদা পরস্পর ভাই ভাই এবং এক জামা'আতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ ছিল, আছে ও থাকবে। কিন্তু সাংগঠনিক আহলে হাদীসরা পরস্পর বিরোধী, বিদ্বেষী, হিংসাত্মক, শত্রুভাবাপন্ন এবং বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত।

৪। সালাফী আহলে হাদীস হচ্ছে এক মাত্র নাজাত প্রাপ্ত দলের আক্বীদা, মানহাজ, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগত নাম, কোনো দলীয় নাম নয়। কিন্তু সাংগঠনিক আহলে হাদীস হচ্ছে দলীয় নাম।

৫। সালাফী আহলে হাদীসদের নেতা/আমীর হচ্ছেন স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উম্মতের কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। হাঁ তবে তাদের ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে সেই ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা আমীর এবং তার অধীনস্থ বিভাগীয় আমীর থাকবে। কিন্তু সাংগঠনিক আহলে হাদীস হচ্ছে বহু নেতা, কর্মী ও সদস্য বিশিষ্ট বহু দলীয় নাম।

৬। সালাফী আহলে হাদীস আক্বীদা,মানহাজ, আমল-ইবাদত ও আখলাকের মাধ্যমে হওয়া যায়। কিন্তু সাংগঠনিক আহলে হাদীসের ক্ষেত্রে (সংগঠন বিশেষে) আক্বীদা,মানহাজ, আমল-ইবাদত ও আখলাকের তোয়াক্কা না করেও আহলে হাদীস হওয়া যায়। তাই তো সাংগঠনিক আহলে হাদীসের মধ্যে বেনামাজী, বেপর্দা,সুদখোর, ঘুষখোর ও সেক্যুলার... ব্যক্তিরাও আহলে হাদীস পরিচয় দিয়ে থাকে।

المبحث الخامس: الفرق بين البيعة الإسلامية والبيعة الحزبية

পঞ্চম পর্বঃ সাংগঠনিক বায়আত ও ইসলামী বায়আতের মধ্যে পার্থক্য

১। ইসলামী বায়আত-বায়আতকারী অথবা বায়আতকৃত ব্যক্তি মুর্তাদ বা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বায়আতের উপর বহাল থাকত হবে। ভঙ্গ করা কবীরা/কুফরী গুনাহ।

সাংগঠনিক বায়আত- বহাল রাখা ঠিক নয়। বিদআত প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভঙ্গ করে ফেলা উচিত। অন্যথায় গুনাহ্ হতেই থাকবে।

২। ইসলামী বায়আত- ভঙ্গ/ইস্তফা/বহিষ্কারের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সাংগঠনিক বায়আতের ক্ষেত্রে এসবের সুযোগ আছে। বরং ইস্তফা দেয়া ছাড়াই তাড়াতাড়ি বায়আত ভঙ্গ করে বায়আতী সংগঠন ছেড়ে দেয়া উচিৎ।

৩। ইসলামী বায়'আত কুরআন-সুন্নাহ সম্মত ফরয। সাংগঠনিক বায়'আত কুরআন-সুন্নাহ্ বিবর্জিত ও বিকৃতিলব্ধ বিদ'আত।

৪। ইসলামী বায়আত-এক যুগে বা এক ভূখণ্ডে মাত্র একজন (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি) নিতে পারবে, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির নেয়ার অধিকার নেই। দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নিলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সাংগঠনিক বায়'আত, অসংখ্য, অগনিত ব্যক্তির হয়ে থাকে। কেননা, এদেরকে হত্যা করে কমানোর মত শক্তিধর ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান থাকে না।

৫। ইসলামী বায়আত- গ্রহণকারী বায়'আতকারীকে অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু সাংগঠনিক বায়'আত গ্রহণকারী অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য কাউকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। এই জন্য তার ক্ষেত্রে বায়'আত গ্রহণ করা একেবারে অনাধিকার চর্চা বৈ কিছু নয়।

৬। ইসলামী বায়'আত ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়, ফলে তার মাধ্যমে দেশ ও সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে সাংগঠনিক বায়'আত, দেশ ও সমাজে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করে।

৭। ইসলামী বায়'আত ভঙ্গ করা তিরস্কার ও হত্যাযোগ্য অপরাধ। সাংগঠনিক বায়'আত ভঙ্গ করা তিরস্কার মুক্ত প্রশংসনীয় কাজ।

المبحث السادس: الفرق بين الدعوة تحت اللائحة الحزبية وبين الخالصة عنها

ষষ্ঠ পর্বঃ সাংগঠনিক দাওয়াত এবং সংগঠন মুক্ত দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য কি?

১। সাংগঠনিক দাওয়াত এর মূল হাতিয়ার বা রেফারেন্স গ্রন্থ হল সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা/আমির/ সভাপতি ও নেতাকর্মীদের লিখিত বই পুস্তক সমূহ। কোরআন-হাদিসের গ্রন্থগুলো হল সহযোগী মাত্র।

এটা আরব দেশের আলেমদের পর্যবেক্ষণেও ধরা পড়েছে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুনঃ অত্র গ্রন্থ, পৃষ্ঠাঃ ২৭-৩০।

আর সংগঠনমুক্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে রেফারেন্স হলো কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনগণের বুঝ ব্যবস্থা সাংগঠনিক কোন বই ও ব্যক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় না।

২। কুরআন হাদীস এবং আকীদা তাওহীদের যত বড় আলেম এবং যত নির্ভরযোগ্যই হোক না কেন যদি আহলে হাদীস ঘরানার হয়ে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই বক্তব্য দেওয়ার পূর্বে সংগঠনের সদস্য বা কর্মী হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। যত যোগ্যতা আর যতই এখলাছওয়ালা হোক না কেন কেউ সাংগঠনিক কোন প্রোগ্রামে/মাহফিলে/মসজিদে

বক্তব্য রাখতে পারবে না। একমাত্র যদি তার রাষ্ট্রীয় কোন পদমর্যাদা থাকে অথবা আহলে হাদিস ঘরানার না হয়ে প্রভাবশালী অন্য ঘরানার আলিম হয় তবে কিছু ছাড় দেওয়া হয়। আর আহলে হাদিসের অন্য কোন সংগঠনের নেতা বা কর্মী হলে তো বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সাংগঠনিক বলয় মুক্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে এরকম কোন শর্ত ও সীমাবদ্ধতা নেই।

৩। সাংগঠনিক দাওয়াত হচ্ছে এরকম, "আজ আমাদের দেশ ও সমাজে শিরক বিদআত ও কুসংস্কারে ভরে গেছে। অতএব আসুন আমাদের সংগঠনের ব্যানারের তলে অথবা আমাদের সংগঠনের প্লাটফর্মে জমায়েত হয়ে তৌহিদ ও সুন্নাহর দাওয়াত ও প্রচারের মাধ্যমে এসব উৎখাত করি। যে যেখানে রয়েছে বা যার যার স্থানে থেকেই সহীহ্ আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন ও গ্রহণ করুন, দাওয়াত দিন এই কথাগুলো সংগঠনের কারো মুখ থেকে শোনা যায় না। সংগঠনের বলয় মুক্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে এরূপ উদারতা রয়েছে।

৪। সংগঠনকারীরা বলে আমাদের সংগঠন মানুষকে তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াত দেয় এবং শিরক ও বিদআতের উৎখাতের দাওয়াত দেয়। অন্যান্য আহলে হাদিস ব্যক্তি ও সংগঠনও এই দাওয়াত দেয় কিন্তু তা বলবে না ও স্বীকার করবে না। কিন্তু সংগঠনমুক্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে যেখানে দাওয়াত দেয়, ভালো ফলাফল পাওয়া গেলে তার স্বীকৃতি দেয়া হয়, প্রশংসা করা হয়।

৫। আমাদের সংগঠনের আলেম নয় অথচ তাকে আমাদের অনুষ্ঠানে বা মাহফিলে ওয়াজের জন্য কেন দাওয়াত দেওয়া হবে? এটা মোটেও ঠিক/বৈধ নয়। কিন্তু সংগঠনমুক্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে সংগঠনের শর্তারোপ না করে নির্ভরযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়।

৬। যদি সংগঠনের কারো অসতর্কতাবশত সংগঠনের বহির্ভূত কোন আলেমকে মাহফিলে অথবা জুমার মসজিদে খুৎবা দেওয়ার জন্য দাওয়াত করা হয়ে থাকে তবে সংগঠনের কমিটি তাকে চার্জ করবে কেন অমুক আলেমকে দাওয়াত দেওয়া হলো? অতঃপর তার দাওয়াত বাতিল

করা হয়। কিন্তু অন্য ঘরানার আলেম হলে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়। তবে সংগঠনমুক্ত দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে কোন নির্ভরযোগ্য আলিমকে দাওয়াত দেয়া হয়।

৭। সহীহ্ আক্বীদা গ্রহণ করার পূর্ব শর্ত অথবা সহীহ আক্বীদা অবলম্বনের পরবর্তী শর্ত হল সংগঠনের সদস্য হতে হবে। কিন্তু সংগঠনমুক্ত দাওয়াতে কখনোই সংগঠনে ঢুকার শর্তারোপ করা হয় না। এমনকি কেউ নতুন ইসলাম গ্রহণ করলেও মাযহাবের দাওয়াত দেয়ার মত করে সংগঠনের দাওয়াত দেয়া হয়।

৮। কোন সংগঠন বা ব্যক্তির সহীহ্ আকীদার দাওয়াত প্রচার এবং এর মাধ্যমে চমৎকার ফলাফল যেমন কোন বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণ অথবা কোন মসজিদ, কোন এলাকা, কোন পীর মুর্শিদের সহীহ্ আক্বীদা গ্রহণ করে তবে এটার স্বীকৃতি অন্য কোন সংগঠন দেয় না, প্রচার করে না, বরং পারলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এখানেও হিংসা বিদ্বেষ কাজ করে। কিন্তু সংগঠনমুক্ত দাওয়াত এর ব্যতিক্রম।

৯। একই দাওয়াতী কাজ সকল সংগঠন সমানভাবে করলেও অন্যরাও এই কাজ করে তার স্বীকৃতি কখনো এক সংগঠন আরেক সংগঠনকে দেয় না, দেয়ার নিয়ম নেই। বরং এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন তারাই শুধু এই কাজগুলো করতেছে, অন্য কোন সংগঠন বা ব্যক্তি করে না।

১০। অনেক সময় সাংগঠনিক টানাহেঁচড়া এবং শাখা খোলার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে নতুন সহীহ্ আক্বীদার ভাইদেরকে ক্ষতিকর ও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয় যা আমি নিজে আমার গড়ে তোলা বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ্য করেছি যেমন কুড়িগ্রাম, জামালপুর, পাবনা বগুড়া, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলো, বরগুনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, সিলেট, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে দেখেছি।

উক্ত কারণে অনেক সময় সংগঠনের লোকেরাও বেইজ্জত হয়ে থাকেন। যেমন ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম শহরে আয়োজিত একটি মহাসম্মেলনে ঘটেছিল। সেই সম্মেলনে আমাকে প্রধান আলোচক

নির্বাচন করায় সংগঠন ঘরানার বক্তারা আপত্তি করে। এক পর্যায়ে তাদেরকেই লজ্জিত হতে হয়েছিল।

১১। পীর-মুরীদী সিস্টেমে যেমন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি দ্বীনের কাজ করার ও জান্নাত পাওয়ার সুযোগ নেই তেমনি কোন সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া ছাড়া দ্বীনের দাওয়াত তাবলীগের কাজ করা যায়না।

১২। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ২০05 সাল থেকে লক্ষ্য করে আসছি যে সহীহ্ আক্বীদার দাবিদার ও আহলে হাদীস সংগঠনগুলোর সম্মিলিতভাবে রাজধানী ঢাকায় একটি মহাসম্মেলনের মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেদাতি গোষ্ঠীর জঙ্গী ও সন্ত্রাসী তহমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি নিজেদের পরিচয় ও দাওয়াতি অবস্থান তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সার্বজনীন চিন্তার ফুরসত সংগঠনগুলোর নেই, আজও এরূপ কিছু করার পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় না। বরং প্রত্যেক সংগঠন নিজ নিজ কর্ম নিয়ে মহা খুশি। كل حزب بما لديهم فرحون

আমি নিজে এ ধরনের একটি উদ্যোগ নিতে যেয়ে সাংগঠনিক সংকীর্ণতার যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়ে লজ্জিত অবস্থায় পিছু হটতে বাধ্য হয়েছি। আবার কোন সময় যদি আল্লাহ তৌফিক দান করেন এই উদ্যোগ নেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সংগঠনগুলো থেকে সহযোগিতা পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ। কারণ সবাই চাইবে তাদের ব্যানারটা লাগানোর জন্য।

যে দাওয়াতি কাজে সংগঠনের ব্যানার নাই তারাও সেখানে নেই, (ইল্লা মা শাআল্লাহ ব্যতিক্রম কম দেখা যায়)। কিন্তু সংগঠনমুক্ত দাওয়াতের দাঈরা কোন ব্যানার ছাড়াই দাওয়াতী কাজ করে থাকেন।

১৩। অনেক সময় এক সংগঠনের দাঈ-বক্তারা অন্য সংগঠনের দাঈ-বক্তাদের সাথে একই মঞ্চে আসতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সংগঠনমুক্ত দাওয়ার ক্ষেত্রে দাঈদের সহীহ আক্বীদার যে কোন দাঈর সাথে একই মঞ্চে আসতে কোন অনীহা-আপত্তি থাকে না।

المبحث السابع: الفرق بين الدعوة الحزبية والدعوة الجماعية

সপ্তম পর্বঃ সাংগঠনিক দাওয়াত ও সম্মিলিত (জামাআতবদ্ধ) দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য

(১) সাংগঠনিক দাওয়াতের মধ্যে সংকীর্ণতা থাকে। শুধু সংগঠনের বলয় ও গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য সংগঠনের বা সংগঠনমুক্ত কোন আলিম ও দাঈকে জড়িত ও সম্পৃক্ত করা হয় না। কিন্তু জামাআতবদ্ধ বা সম্মিলিত দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কোনস সংকীর্ণতা না থাকায় সব ঘরানার সহীঞ্চ আক্বীদা ও মানহাজের আলিমগণ অংশগ্রহণ করতে পারে। হক্কানী আলিমগণ সংগঠন সাংগঠনিক দাওয়াতের বিপক্ষে বক্তব্য দিলেও সম্মিলিত দাওয়াতের পক্ষে সবাই ইতিবাচক বক্তব্য দেন ও উৎসাহিত করে থাকেন।

(২) সম্মিলিত দাওয়াত পরিচালনা করা হয় দাওয়াহ সেন্টার বা দাওয়াহ ফাউন্ডেশন বা (সংস্থা) থেকে যার কোন সাংগঠনিক লেজুড় থাকে না। যার জন্য সব সংগঠন ও সংগঠনমুক্ত লোক আসতে পারে। আর সাংগঠনিক দাওয়াত পরিচালিত হয় যে কোন সংগঠনের কেন্দ্র বা তার বিভিন্ন শাখা থেকে। সাংগঠনিক লেজুড়যুক্ত হওয়ায় অন্য সংগঠন ও সংগঠনমুক্ত লোকেরা নির্দ্বিধায় আসতে পারে না।

(৩) সম্মিলিত দাওয়াতে কমন কয়েকটি উপাদান লাগে যোগ্য দাঈ, মাদউ (শ্রোতা-দর্শক), আয়োজনকারী বা সমন্বয়কারী (ব্যক্তি বা দাওয়াহ সংস্থা) অর্থায়নকারী (ব্যক্তি বা দাওয়াহ ফাউন্ডেশন) কোন সংগঠন আমীর।

(৪) সাংগঠনিক দাওয়াতের প্রথম লক্ষ্য সাংগঠনিক স্বার্থ উদ্ধার ও প্রচার দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বীনের দাওয়াত। এই জন্য যতই যোগ্য বক্তা হোক সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হলে তাকে নেয়া হয় না। অনেক সময় অসচেতনতা বশত: নেয়ার পর বাদ দেয়া হয়। বিস্তারিত দেখুন প্রেক্ষাপট। অনেক সময় শ্রোতা-দর্শকদের চাহিদা, আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে ফিরে সেই সাংগঠনিক বক্তাই আনা হয়। যার জন্য বহু প্রোগ্রামে শ্রোতাদের উপস্থিতি একবারে কম দেখা যায়।

الفصل السابع: أقوال العلماء الثقات في مفهوم الجماعة والحزب ونقض الشبهات حولها

সপ্তম অধ্যায়ঃ জামাআত ও সংগঠন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য উলামাগণের বক্তব্য ও এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নিরসন

المبحث الأول: خطأ وبطلان الاستدلال بأحاديث التأمير في السفر على جواز التأمير على الأحزاب في الحضر

প্রথম পর্বঃ সাংগঠনিক বিভক্তির বৈধতা প্রমাণে সফরের জামাআত ও আমীর নিযুক্তির হাদীসের বিকৃতিমূলক অপব্যাখ্যা

বিংশ শতাব্দীতে যখন নানারূপ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের উদ্ভব ঘটতে থাকে তখন সেই রীতিতে গা ভাসিয়ে বিভিন্ন দেশে সালাফি সংগঠনগুলোরও আবির্ভাব ঘটে। তাই সঙ্গত কারণে এগুলোর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর শিরোমনি আলেমদের এ প্রসঙ্গে ফতোয়া যাচাই করলে দেখা যাবে প্রত্যেকেই এটিকে নাজায়েয এবং বিভক্তির হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা আমরা অত্র পর্বে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

অনেক সংগঠনপন্থী আহলে হাদিস ভাইকে দেখা যায় গোজামিল দিয়ে সংগঠনের গুরুত্ব ও বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে "সফর অবস্থায় আমির নির্বাচন" এর হাদীসটি উল্লেখ করে থাকেন যা খুবই দুঃখজনক। কেননা সকল ওলামার ঐক্যমতে এ হাদীসটি শুধুমাত্র সফর অবস্থায়প্রযোজ্য, কোন দল বা সংগঠনের আমির নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বরেণ্য বহু আলিম তাদের ফাতওয়ায় সতর্ক করেছেন। নিম্নে তাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হল,

১। সউদী স্থায়ী ফাতওয়া বোর্ডের ফাতওয়ায় বলা হয়েছে-

صح عن النبي - ﷺ- من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما- أن النبي - ﷺ- قال: ((إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم))

رواه أبو داود بإسناد حسن .وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এ মর্মে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন: 'তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানাবে' (আবূ দাউদ, সনদ 'হাসান')। উক্ত হাদীছ দ্বারা সফর অবস্থায় আমীর বানানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তবে সাধারণ অবস্থায় (মুক্বীম অবস্থায়) আমীর নির্ধারনের বিষয়টি শুধুমাত্র শরঈভাবে বৈধ রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর নিযুক্ত কোনো আমীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৮৩]

২। শাইখ মুকবিল বিন হাদী আল-ওয়াদেঈ (রহ.) বলেন:

أما الإمارة في السفر ؛ فقد قال النبي - ﷺ- : " إذا خرجتم وأنتم ثلاثة فأمروا أحدكم " فهي مشروعة . وأما الحضر فأمير البلد هو رئيسها أو ملكها ، ولا يجوز لأحد أن ينصب إمارة إلا إذا كان منصوباً من قبل الرئيس أو من قبل الملك لتلك الإمارة . وأما أن ينصبوا في الحضر فهذا لم يكن على عهد رسول الله - ﷺ - ولم يكن على عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ما علمنا أحد في مدينة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم

সফর অবস্থায় আমীর নির্ধারণের বিষয়টি শরীয়ত সম্মত। তবে সাধারণ (মুকীম) অবস্থায় রাষ্ট্রের আমীরই হল এর প্রধান। রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে আমীর নির্ধারন ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয় আমীর নির্ধারণ করা। এছাড়া সাধারণ (মুকীম) অবস্থায় আমীর নির্ধারনের নজীর রাসূল ﷺ এর যুগেও ছিল না, আবু বকর, উমার, উসমানের যুগেও ছিল না।[৮৪] নবী ﷺ এর মদীনাতেও এমনটি ঘটেছে বলে জানি না।

---

৮৩. সৌদি স্থায়ী ফতওয়া বোর্ডের ফতওয়া নং-১৮১৮৮ দ্রষ্টব্য

৮৪. শাইখের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিদ্যামান এক অডিও ফাতওয়া। লিংক: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2648

৩। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ্ আল উসাইমীন (রহ.) বলেন:

الذي ورد به النص هو الإمارة للسفر لتدبير شئون السفر أما الإمارة على طائفة من الناس فهذه توجب التحزب والتفرق ، والذي ينبغي للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة وطائفة واحدة ، وأما طائفة لها أمير وطائفة لها أمير وطائفة لها أمير فهذا خلاف ما أمر الله به في قوله : " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " ووقوع في ما نهى عنه في قوله تعالى : "ولا تفرقوا "

যথাযথভাবে সফর পরিচালনার স্বার্থে সফর অবস্থায় আমীর নির্ধারনের বিষয়টি হাদীসে এসেছে। তবে সাধারণ অবস্থায় কোন দলের জন্য আমীর নির্ধারণ করা হলে দলাদলি ও মতবিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। মুসলিমদের উচিৎ হল একতাবদ্ধভাবে এক উম্মতভুক্ত হয়ে থাকা। আর বহু দল গঠন করে প্রত্যেক দলের একজন করে আমীর নির্ধারন করলে তা স্পষ্টত আল্লাহ্র এই বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করা হবে, "তোমরা সকলে একতাবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরো এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না।"[৮৫]

৪। আল্লামাহ্ সা"দ আল হুসাইন (হাফি:) বলেন:

تبين من هذا أن مجرد قيام جماعة أو حزب أو طائفة أو فرقة وتميزها عن جماعة المسلمين بإسم غير الإسم الذي عم الله به هذه الأمة (هو سماكم المسلمين) أو تميزها بعقيدة أو عبادة لم يأذن الله بها في كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين من أصحابه ، أو إنعزالهما بمركز خاص أو أمير غير ولي الأمر أو بيعة دينية أو سياسية غير البيعة العامة لولي الأمر كل ذلك أو بعضه خروج عن جماعة المسلمين وتشتيت لشملها وتقطيع لأمرها زبرا ، أنتهى بأهله إلى التعصب و التنازع و الفشل و ذهاب الريح و الموالاة في الحزب و المعاداة فيه ، و الحب فيه و

---

৮৫. শারহু ছহীহিল বুখারী, পৃ: ৪৮৮-৪৮৯ (আল-মাকতাবা আল-ইসলামিইয়া, প্রথম প্রিন্ট)

البغض فيه بدعوى أن ذلك كله في الله !! . أ.ه من كتاب [حقيقة الدعوة إلى الله تعالى صفحة 84 ط . الدار الأثرية] .

এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মতকে যে সাধারণ জামাআত তথা জামা'আতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার বাইরে অন্য কোন নামে জামাআত বা দল সংগঠন বা ফেরকা প্রতিষ্ঠা করার কোন অনুমোদন আল্লাহ তাঁর কিতাবে দেননি এবং তা রাসূল ﷺ এর সুন্নত এবং মুমিনদের পথও নয়। দলভিত্তিক আলাদা কেন্দ্র গঠন এবং রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য কোন দলের আমিরের কাছে দ্বীনি বায়আত নেয়া এগুলো সবই মুসলিমদের বৃহত্তর জামায়াত (জামায়াতুল মুসলিমিন) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নামান্তর এবং মুসলিমদের শতধা বিভক্ত করা এবং তাদের ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করার শামিল। এসব দলের ধ্বজাধারীরা শেষ পর্যন্ত গোঁড়ামি, পারস্পরিক বিবাদ-বিদ্বেষ এবং দলের স্বার্থে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ইত্যাদি অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। আর এসব কিছুই তারা আল্লাহর স্বার্থে করে বলে ধারণা পোষণ করে, আসলে তা মোটেও ঠিক নয়।[৮৬]

৫। আল্লামাহ্ আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আন নাজমী বলেন:

الملاحظة السابعة عشر : أستعمالهم للإمارة في الحضر وإكثارهم منها ، مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر ، أما في الحضر فالأمير العام كاف ،ولا يجوز أن تتخذ أميرا آخر ، وإلا لزم من ذلك التناقض ، ومن زعم أن الإمارة في الحضر مشروعة غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه بالدليل و لن يجد - (المورد العذب الزلال صفحة 177 ط . دار المنهاج) .

১৭তম সতর্কবাণী: কিছু মানুষ মুকীম অবস্থায় ব্যাপকভাবে আমীর/ইমারাহ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অথচ সফর ব্যতীত শরীয়তে ইমারতের (আমির নির্ধারণের) বৈধতা নেই। মুকিম অবস্থায় সাধারণ আমিরই (রাষ্ট্রপ্রধানই) যথেষ্ট, অন্য কোন আমির নির্ধারণ জায়েয নেই।

---

৮৬. হাক্বিক্বাতুত দা'ওয়াহ্ ইলাল্লাহ্, পৃষ্ঠা: ৮৪

অন্যথায় শরীয়তের ভিতর স্ববিরোধীতা প্রযোজ্য হবে। আর যে ব্যক্তি মনে করবে মুকীম অবস্থায় রাষ্ট্রীয় আমির ছাড়াও অন্য আমির নির্ধারণের বৈধতা রয়েছে তাহলে অবশ্যই তাকে দলিল দিতে হবে আর সে এই ব্যাপারে কখনোই দলিল পাবে না।[৮৭]

৬। আল্লামাহ্ আব্দুস সালাম বারজিস (রহ.) বলেন:

أما من رأي أن الأخطاء و المعاصي والمنكرات تبرر له أن ينشق عن جماعة المسلمين وأن يتستر خلف الحيطان و يقيم جماعة حزبية لها إمارة ولها تنظيم يامر فيها و ينهي ،و يخطط وينظم و يدبر أمورا لا تظهر للناس ، فوالله هذه ليست دعوة النبي صلي الله عليه وسلم ، وليست طريقة شرعية لم ينتهجها السلف الصالح رضوان الله عليهم ، إنما كانوا صرحاء ، ما وجدوه في كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجوه و بينوه للناس و لم يجعلوا أمورهم على نحو الحزبية البدعية) . من شريط [نصائح لشباب السنة]

'কেউ যদি মনে করে যে বিভিন্ন ভুল ত্রুটি এবং অপকর্ম দেখলে তার জন্য জামা'আতুল মুসলিমিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেওয়ালের পিছনে আড়াল হয়ে নিজে একটি সাংগঠনিক দল প্রতিষ্ঠা করা বৈধ হয়ে যাবে যার নির্দিষ্ট আমির এবং সুনির্দিষ্ট সংগঠন থাকবে যার ভিত্তিতে আদেশ-নিষেধ করা হবে এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তবে এমনটা কখনই রাসুলের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা কখনোই সালাফে সালেহীন স্বীকৃত শরঈ পন্থা নয়।'[৮৮]

তবে বর্তমানে ইসলামী ইমারত বা খেলাফত না থাকায় জামা'আতবদ্ধ থাকার হাদীসগুলো নিয়ে চরম বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অতি তাৎপর্যপূর্ণ এ হাদীসগুলোকে তারা তাদের সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিদআত চর্চা করছে। সালাফিরাও এ কাজে কোন অংশে পিছিয়ে নেই।

---

৮৭. আল মাওরিদুল উযবুয যাল্লাল, পৃষ্ঠাঃ ১৭৭

৮৮. সুন্নী যুবকদের উদ্দেশ্যে দেয়া نصائح لشباب السنة শীর্ষক এক অডিও বক্তব্যে।

৭। দলবাজ (হিজবী) সালাফিদের সমালোচনায় নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) বলেন:

أما إطلاق لفظة السلفية على حزب ما فأنا أراه كإطلاق لفظة الإسلامية على بدعةٍ ما

"আমার মতে, কোনো সাংগঠনিক দলের সাথে 'সালাফী' শব্দটির ব্যবহার বিদ'আতের সাথে 'ইসলামী' শব্দটি ব্যবহারের মতই।"[৮৯]

তিনি আরো বলেন:

صارت الدعوة السلفية الآن تُستغل لإقامة أحزاب باسم السلفية، والسلفية تبرأ من الحزبية

"অনেকে সালাফী দা'ওয়াতের দাবি করে এখন 'সালাফী' নাম দিয়ে বিভিন্ন দল গঠনের সুযোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সালাফী দা'ওয়াত এসব দলাদলির অনেক উর্ধ্বে।"[৯০]

সাংগঠনিক দলাদলীর বেড়াজালে আবদ্ধ অনেকেই আবার বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নানান ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাদের জবাবে নাসিরুদ্দিন আলবানি (রহঃ) বলেন,

يقولون المصلحة الآن تقتضي ذلك، نقول المصلحة لا تكون بمخالفة الشريعة وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى تفريق المسلمين شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون

"তারা (দলাদলী ও সংগঠনপন্থীরা) বলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব দলের প্রয়োজন রয়েছে। জবাবে আমরা বলব, শরী'আত বিরোধী কোনো কাজে কোন প্রকার কল্যাণ থাকতে পারে না। বিশেষ করে এই জন্য যে, এ কাজ মুসলিমদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে ফেলছে, প্রত্যেকটি দল নিজের নিকট যা রয়েছে তাই নিয়ে খুশী থাকছে।"[৯১]

---

৮৯. 'আল-হুদা ওয়ান নূর' ক্যাসেট সিরিজের ৩৪০ নং ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত
৯০. প্রাগুক্ত
৯১. প্রাগুক্ত

المبحث الثاني: بطلان الاستدلال بأحاديث التزام الجماعة على التحزب والحزبية

দ্বিতীয় পর্বঃ সাংগঠনিক বিভক্তির বৈধতা প্রমাণে জামাআতবদ্ধ থাকার হাদীসের বিকৃতিমূলক অপব্যাখ্যা ও সংশয় নিরসন

প্রচলিত সালাফী সংগঠনগুলোর বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি "জামা'আতবদ্ধ থাকার গুরুত্বের" হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়ে থাকে যা বড় ধরনের বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। কেননা সকল ওলামার ঐক্যমতে ওই সমস্ত হাদিসগুলো মুসলিমদের এক জামায়াত ও এক আমির তথা খলিফার অধীনে জামা'আতবদ্ধ ও বাইয়াতবদ্ধ থাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমনটি খোলাফতে রাশেদা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত ও অন্যান্য খেলাফতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, প্রচলিত বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, যেহেতু একক খলিফার নেতৃত্বাধীন জামা'আতুল মুসলিমিন বর্তমান বিশ্বে কাঙ্খিতরূপে বিদ্যমান নেই বললেই চলে, সেহেতু মুসলিমদের জামা'আতবদ্ধ থাকার মূলনীতি কি হবে? মুসলিমরা কি একাকী জীবন যাপন করবে? নাকি বহু দল সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তার ছত্র ছায়ায় থাকবে এবং দ্বীনের দাওয়াত দিবে?

এমন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে হুযাইফা (রাদি) এর অতি বিখ্যাত হাদীসটিতে নির্দেশনা পাওয়া যায়,

فَمَا تَأْمُرُنِيَ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমি এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যাই (একই দেশ ও সমাজে বহু দল ও সংগঠন রয়েছে) তাহলে আপনার কি নির্দেশনা? তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি "জামা'আতুল মুসলিমীন" ও তাদের

"ইমাম" কে আঁকড়ে ধরবে। আমি (হুজাইফা) বললাম, যদি মুসলিমদের সেই জামা'আত এবং সেই ইমাম না থাকে (অর্থাৎ একাধিক আমীরের অধীনে একাধিক জামা'আত থাকে) তাহলে কি করণীয়? তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে তুমি সমস্ত দলকে ত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয় এবং যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাতেই থাকবে।[৯২]

১। ইমাম ত্বাবারী (রহঃ)

ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে,

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ فَافْتَرَقَ النَّاس احزابا فَلَا يتبع أحدا فِي لفرقة وَيَعْتَزِلُ الْجَمِيعَ إِنِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ خَشْيَةً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشَّرِّ

হাদীসটিতে যা বুঝানো হয়েছে তা হল এই যে, যখন মানুষদের জন্য এক ইমাম না থাকবে তখন তারা বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত হবে। সুতরাং এই বিভক্তির সময় কাউকেও অনুসরণ করা যাবেনা। বরং সকল দল ও নেতাকে যথাসম্ভব পরিত্যাগ করবে অকল্যাণে পতিত হওয়ার আশংকামুক্ত হওয়ার জন্য।[৯৩]

ইমাম ত্বাবারীর উপলব্ধ অর্থ মুসনাদ আহমাদ ও ইবনু মাজায় হুজাইফা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ যা বলেছেন হুবহু তার সাথে মিলে যায়,

তিনি ﷺ বলেছিলেন,

« فَلَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ»

'গাছের শিকড় কামড়ে ধরা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করাও তোমার জন্য উত্তম হবে তাদের (বহু দল ও তাদের ইমামদের) কাউকেও অনুসরণ করার চেয়ে।'[৯৪]

৯২. বোখারি ও মুসলিম

৯৩ ফাতহুল বারি, আস সালাফিয়াহ প্রকাশনী, খন্ডঃ ১৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৭

৯৪ ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, হা/৩৯৮১, মুসনাদ আহমাদ হা/২৩২৮২

২। ইমাম বায়যাবী (রহ:)

ইমাম বায়যাবী (রহ:) হাদীসের উল্লেখিত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ فَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى تَحَمُّلِ شِدَّةِ الزَّمَانِ

অর্থাৎ, যখন জমিনের বুকে বা ভূখন্ডে একজনও খলীফা থাকবে না তখন (সৃষ্ট ও বিদ্যমান) সকল দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং সে যুগের সমস্যা সঙ্কটে ধৈর্যধারণ করাই তোমার উপর কর্তব্য।[৯৫]

সুতরাং বিজ্ঞ উলামাদের মতানুসারে উক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, এমন পরিস্থিতিতে কোন দলে যুক্ত না হয়ে কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ (সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী) চলা। অর্থাৎ নেতার অনুপস্থিতিতে নীতির ভিত্তিতে একতাবদ্ধ থাকা। আর সেই নীতি হচ্ছে, কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফদের মানহাজ।

৩। শাইখ মহাম্মদ বিন সালেহ্ আল উসাইমিনের ভাষায়-

ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين، والواجب أن تكون الأمة الاسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى من يسمى (السلفيون) فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى (السلفيون) والمطلوب اتباع السلف

"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সালাফগণের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজীব। এমনটা নয় যে সালাফী নামক কোন নির্দিষ্ট দলে যুক্ত হবে। সকল মুসলিমের উপর ওয়াজীব হলো সালাফে সলেহীনের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করা, সালাফীদের কোন (নির্দিষ্ট) দলে যুক্ত না হওয়া। এখানে (বেশ বুঝার ব্যাপার রয়েছে)

---

৯৫. ফাতহুল বারী: ১৩/৪০

একদিকে সালাফগণের পথ-পদ্ধতি রয়েছে আর অন্যদিকে সালাফীদের দল রয়েছে। আমাদের প্রতি যেটি আবশ্যক তা হলো সালাফগণের (অর্থাৎ সালাফে সলেহীনের) দলিল ভিত্তিক পথ-পন্থার অনুসরণ করা।"[৯৬]

সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতেই কারো প্রতি ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা নির্ণীত হবে। এছাড়া অন্য কোন ব্যাক্তি, দল বা সংগঠনের ভিত্তিতে যদি ভালোবাসা বা ঘৃণা নির্ণীত হয় তা হলে স্পষ্টতই সেটা নাজায়েয তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের সালাফি বা আহলুল হাদীসেরা একই আদর্শের ধারক বাহক হওয়া সত্ত্বেও একাধিক সংগঠনে বিভক্ত হয়ে তীব্র অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লিপ্ত রয়েছে। পারস্পরিক বিদ্বেষের ক্ষেত্রে সহীহ আক্বীদাপন্থী এই মানুষগুলোএতোটা নিচে নামতে পেরেছে যতটা বিদআতী সংগঠন ও দলগুলোও হয়তো পারেনি। এছাড়াও এ সংগঠনগুলোর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অপর সংগঠন ও নেতাদের নিয়ে কি পরিমান বিষোদগার ও বিদ্বেষের বিষ উগড়ে দেয়া হয় তা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যায়নরত ছাত্ররাই বলতে পারবে। বর্তমানে দাওয়াতি ক্ষেত্রেও এসব সংগঠনগুলো পারস্পরিক বিদ্বেষের ভয়াবহ চিত্র সংগঠনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা খুব ভালোভাবে অবগত আছেন। নিকট অতীতে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের চিত্র যেন আরও ভয়াবহ ছিল, যা এ মুহূর্তে এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম মনে করছি। আল্লাহ সকলকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন

৯৬. নওয়াবীর ৪০ হাদীসের ব্যাখ্যা - শাইখ মুহাম্মাদ বিন সলেহ আল উসাইমীন, হাদীস নং ২৮ এর ব্যাখ্যা, পৃঃ ৩০৮, পয়েন্ট নং ১৬। ইউটিউব থেকে সরাসরি আলোচনাটি শুনতে: https://youtu.be/5_yQcNmQaDg

المبحث الثالث: الدعوة الجماعية تكون عن طريق التحزب إلى الأحزاب أو بالجمعية

তৃতীয় পর্বঃ সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনার বিধান কি এবং কিভাবে তা পরিচালিত হবে? জমঈয়ত না জামাআত এর মাধ্যমে?

এ পর্যায়ে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে পারে। সেটি হল, একাকীভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার চেয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা অবশ্যই অধিক ফলপ্রসূ। দাওয়াহ্‌র স্বার্থে দল প্রতিষ্ঠা করা নাজায়েয হয়ে থাকলে সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনার বিধান কি এবং কিভাবে পরিচালিত হবে?

নি:সন্দেহে সম্মিলিত বা সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনা অধিক ফলপ্রসু ও প্রসংশনীয় কাজ। ভালো ও সৎ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المائدة: 2

'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা একে অন্যকে সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করো না'।[৯৭]

একথা অনস্বীকার্য যে, দাওয়াতি কার্যক্রমকে বেগবান এবং অধিক ফলপ্রসূ করার স্বার্থে অবশ্যই আমাদের একটা দাওয়াহ প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন রয়েছে। তবে শর্ত হল, তা যেন দলাদলি, পারস্পরিক বিদ্বেষ, দলীয় গোঁড়ামি, দলীয় আমীরের অন্ধ অনুসরণ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর সঠিক মানদন্ড লঙ্ঘন ইত্যাদির কারণ হয়ে না দাড়ায়, দাওয়াতি স্বার্থই যেন সেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।

দাওয়াতি কার্যক্রমকে বেগবান এবং অধিক ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী কিংবা অঞ্চল ভিত্তিক কিংবা মসজিদ ভিত্তিক বহুসংখ্যক

---

৯৭. আল-মায়েদাহ: ২

দাওয়া সংস্থা বা দাওয়া সেন্টার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, কোন দলীয় সংগঠন নয়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন এ সংস্থাগুলো সাংগঠনিক বা দলীয় রূপ ধারণ না করে যেখানে বিশেষ ফর্ম পূরণের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে দল ভারী করা, আমীরের গুণগান ও অন্ধ অনুসরণ, অন্য সংগঠনের বিষোদগার ও প্রতিহিংসা লালন ইত্যাদির অবকাশ না থাকে। আরো লক্ষ রাখতে হবে যেন এসব দাওয়াহ্ সেন্টার বা সংস্থাগুলোকে প্রধানরা নিজেদের ইমারতের দাবি না করে এবং এর প্রধানরা নিজেদের আমীর উপাধী ধারণ না করেন। তারা শুধুমাত্র সংস্থার পরিচালক (মুদীর) হিসেবে আখ্যায়িত হবেন।

কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর আদর্শ প্রচার যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা অনিবার্য হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে দলীয় আধিপত্য বিস্তার যেখানে পরোক্ষ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে সেখানে দলীয় সংকীর্ণতা ও প্রতিহিংসা অনিবার্য হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রচলিত পরস্পর বিদ্বেষী সংগঠনগুলো দাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকাংশে অবদান থাকা সত্বেও বৈধতার মানদন্ডে কোনভাবেই এগুলো উৎরে উঠতে পারে না।

নির্দলীয় দাওয়া সংস্থাগুলো সহীহ্ আক্বীদার প্রচারে কত বড় ভূমিকা রাখতে পারে, সৌদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দাওয়া সেন্টারগুলো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আমাদের দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এমন সেন্টার পরিচালনা করা হয় না, তাই এই কাজগুলো সাধ্যানুযায়ী ব্যক্তি উদ্যোগে অঞ্চল ভিত্তিক বা দেশব্যাপী পরিচালনা করা যেতে পারে। যেমনটা কুয়েত ও অন্যান্য আরব দেশের বিভিন্ন দাওয়া সংস্থার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

কুয়েত ভিত্তিক একটি দাওয়া সংস্থা (RIHS) তাদের দেশের গন্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশসহ একাধিক দরিদ্র মুসলিম দেশে শত শত কোটি টাকার দাওয়াহ্ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এমন আরও বেশ কিছু দাওয়া সংস্থা এদেশে তাদের দাওয়া কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে ঢাকায় আইসিডি (ICD- Institute for Community Development) এবং সিলেট জেলায় কিছু সালাফি ভাইদের প্রচেষ্টায়

নির্দলীয় কয়েকটি দাওয়া সংস্থা (Education Center Sylhet-ECS, At-Taqwa masjid & Islamic Center) এর মাধ্যমে দুর্বার গতিতে সালাফি দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ছে।

বর্তমানে এগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়েছে ইহ্ইয়াউস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, ঢাকা। এ জাতীয় দেশীয় সংস্থার (جمعيات دعوية خيرية) সংখ্যা ও কর্ম পরিধি যতই বাড়ানো যাবে ততই দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হবে। কারণ এ সংস্থাগুলো কোন দলীয় টানা-হিঁচড়া ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত।

বর্তমানে সাংগঠনিক দলাদলিতে জর্জরিত অনেকেই বলে থাকেন সংগঠন ছাড়া বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে দাওয়াতী কার্যক্রম ফলপ্রসু হবে না। এসব লোকদের জন্য সিলেটের ভাইয়েরা অনেক বড় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর শিরোমনি আলিম শাইখ বিন বায, শাইখ উসাইমিন, শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী প্রমুখসহ সকল আলেমগণ এজাতীয় দাওয়া সংস্থাগুলোর প্রশংসা করেছেন তাদের বিভিন্ন ফতোয়া গ্রন্থে।

এমন কল্যাণমুখী নির্দলীয় দাওয়া সংস্থাগুলোর ব্যাপারে তাদের দেয়া বৈধতার ফতোয়াকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে প্রচলিত সাংগঠনিক দলাদলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কেউ কেউ তাদের বক্তব্যগুলোকে প্রকারান্তরে স্ববিরোধী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক।

শাইখ বিন বাযের বক্তব্য বিকৃতি

সম্প্রতি দেশের প্রখ্যাত দুইজন সাংগঠনিক আলিম তাদের বক্তব্য ও ফেসবুক পোষ্টে শাইখ বিন বাযের কাটছাঁটকৃত একটি ফাতওয়া উল্লেখ করে ঠিক এরূপ একটি দাবি করেছেন।[৯৮] অথচ তারা শাইখের প্রতি প্রশ্নের মধ্যেই ভেঙ্গে বলেছিলেন যে, আমরা দলীয় সংগঠন (تنظيم

৯৮. টীকা দেখুন: স্মরণীকা ৯ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন, পৃ: ৩১-৩২।

(جماعة) করব না। আমরা সেবামূলক সংস্থা (جمعية/ هيئة) যার নাম جمعية الكتاب والسنة الخيرية অর্থাৎ কিতাব সুন্নাহ দাতব্য সংস্থা, যার কাজ হচ্ছে দাওয়াত তালীম এবং মুসলিম সমাজের মাঝে পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

এভাবে শাইখ বিন বাযের নিকট "নির্দলীয় দাওয়া সংস্থা গঠনের সমস্ত শর্ত ও নীতিমালা" বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক এর ভিত্তিতে সুদানে একটি ইলমী, দাওয়াহ্ ও দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার বৈধতার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে বিন বায (রাহ.) বলেন:

فهذا المنهج الذي ذكرتم أعلاه في الدعوة إلى الله تعالى وتوجيه الناس إلى الخير على هدي الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة منهج صالح نوصيكم بالتزامه والاستقامة عليه....

"আপনারা দাওয়াহর ক্ষেত্রে যে "মানহাজ তথা নীতিমালা" উল্লেখ করেছেন; এমনটা হলে তা খুবই সুন্দর। আমি আপনাদের নসীহত করছি আপনারা একে আঁকড়ে ধরে থাকুন ও এর উপর বহাল থাকুন।"

সুধী পাঠক! চলুন দেখা যাক, শাইখ বিন বাযের নিকট পাঠানো সেই জিজ্ঞাসিত ফতোয়ায় সংগঠন নাকি দাওয়াহ সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিল আর তা করার ক্ষেত্রে কি কি শর্ত ও নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছিলো যার কারণে তিনি সেটাকে বৈধ বলেছিলেন-

نحن مجموعة من الدعاة وطلبة العلم الشرعي بالسودان بحمد الله، مَنَّ الله تعالى علينا بعقيدة ومنهج السلف الصالح في توحيد العبادة والأسماء والصفات وغير ذلك، وهدفنا هو طلب العلم الشرعي ونشره بين الناس، والدعوة إلى الله تعالى على طريقة السلف في مراكز مختلفة في أنحاء البلاد، وتعليم الناس أمور دينهم في التوحيد وأركان الإسلام وغير ذلك، ومحاربة الشرك والبدع، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وغرس الفضيلة ومحاربة الرذيلة، وتربية الناس على مكارم الأخلاق والنأي بهم عن أراذلها. ونتعاون مع كافة من يعمل في حقل الدعوة إلى الله تعالى فيما وافق فيه الحق والصواب، تعاونًا شرعيًا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى الآية

[المائدة:2]، بعيدًا عن التكتلات الحزبية والتعصب للرجال أو التنظيمات وعقد الولاء والبراء على ذلك، وإنما نحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله على منهج السلف الصالح، ونعمل على إنشاء المراكز التعليمية، وبناء المساجد والمعاهد الشرعية ودور تحفيظ القرآن والمكتبات العامة، ونشر الكتب والرسائل العلمية النافعة والأشرطة العلمية المفيدة والحجاب الشرعي، وربط الأمة بالعلماء الربانيين.

ولهذا أنشأنا هيئة سلفية علمية تضم مجموعة من خريجي الجامعات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وممن تتلمذوا على كبار مشايخ الدعوة السلفية في العالم الإسلامي تحت اسم جمعية الكتاب والسنة الخيرية التي مقرها الخرطوم، فهل هنالك محذور شرعي في العمل على تحقيق هذه الأهداف المذكورة من خلال الجمعية آنفة الذكر **دون الالتزام بتنظيم جماعة معينة بالسودان؛** لما لدينا عليها من ملاحظات هامة مع الاحتفاظ بأخوة الإسلام والتعاون معهم على الحق. أفتونا مأجورين.

"আমরা সুদানের কিছু দাঈ এবং শরঈ জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র। আল্লাহর ইবাদত, নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনের আক্বীদা ও মানহাজ অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ধন্য করেছেন। আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো হল:

- শরঈ জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং তা মানুষের মাঝে প্রচার করা।
- দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাওয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সালাফদের তরিকা অনুযায়ী দাওয়াতী কাজ করা।
- মানুষদেরকে তাদের দ্বীনী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া যেমন তাওহীদ, আরকানুল ইসলাম ইত্যাদি এবং শিরক ও বিদআত এর বিরুদ্ধে সোচ্চার করা।
- সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরার দাওয়াত দেওয়া।
- শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমন এবং নীচতা-হীনতাকে পরিহার করে মানুষদেরকে উত্তম চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা দেয়া।

- দাওয়া ইলাল্লাহ এর ময়দানে হক ও সঠিকভাবে যারা কাজ করে তাদের সকলের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখব। যেমনটা আলল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المائدة: 2

'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করো না' (আল-মায়েদাহ: ২)

- আমরা সকল প্রকার **দলীয়** এবং **ব্যক্তি বা সংগঠনের গোঁড়ামি** ও **আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর নীতি লঙ্ঘন** থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকি। বরঞ্চ সালাফে সালেহীনের নীতি অনুযায়ী আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা পোষণ করি এবং আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা স্থাপন করি।
- বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, কোরআন হিফজ এবং সাধারণ পাঠাগার কর্মসূচি পরিচালনা, উপকারী ইলমী বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুস্তিকা বিতরণ এবং উম্মতকে ওলামায়ে রাব্বানীদের সাথে সংযুক্তিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করে থাকি।

উক্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে আমরা একটি ইলমী সালাফি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি। এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন সৌদি আরবের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু স্নাতক ছাত্র যারা সালাফী দাওয়াতের বিখ্যাত শাইখদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। রাজধানী খারতুম থেকে 'জামঈয়াতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ আল খাইরিয়াহ' নামে সংস্থাটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

হক্কের উপর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পূর্ণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধ বজায় রেখে সুদানের **"সুনির্দিষ্ট কোন দল সংগঠনকে আকড়ে না ধরে"** (এ ব্যাপারে আমাদের নিকট জরুরি সতর্কবার্তা থাকার কারণে), ইতিপূর্বে উল্লেখিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংস্থাটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শরঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি? ফতোয়া প্রদান করে বাধিত করবেন।" [৯৯]

৯৯ বিন বাযের ফাতওয়া ও প্রবন্ধ সমগ্র (৮/৪৩৩)

প্রিয় পাঠক! ভালো করে লক্ষ্য করুন, তারা কোন ইসলামী দল প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে না, বরং দাওয়া সংস্থা বা সেন্টার করতে চাইছেন। তদুপরি দাওয়াহ্ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত ও নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে স্পষ্টত বলা হচ্ছে,

دون الالتزام بتنظيم جماعة معينة بالسودان؛ لما لدينا عليها من ملاحظات هامة

"আমরা সূদানের সুনির্দিষ্ট কোন দল বা সংগঠনকে আকড়ে ধরছি না। কেননা এ ব্যাপারে আমাদের কাছে জরুরী সতর্কবার্তা রয়েছে"

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তারা দাওয়াতের নামে কোন দল বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা বা জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করছেন। স্পষ্টতই তারা এটাকে শুধুমাত্র একটি নির্দলীয় ইলমী দাওয়াহ্ সংস্থা বা দাওয়া সেন্টার হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কোন দল বা সংগঠন নয়। সুতরাং এদেশীয় দলীয় সংগঠনগুলো কি করে এই ফাতওয়াকে নিজেদের বৈধতার জন্য ব্যবহার করতে পারে? তারা কি ইসলামী সংস্থা নাকি ইসলামী দল?

المبحث الرابع: أقوال وضوابط العلماء الكبار في جواز إقامة الجمعيات والموسسات الدعوية والخيرية

চতুর্থ পর্বঃ দাওয়াহ্ ও সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠার বৈধতা ও নীতিমালার বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য উলামাগণের বক্তব্য ও সতর্কীকরণ

অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য আলেমগণ প্রতিকূল পরিবেশে বা যেসব দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে দাওয়াহর কাজ আঞ্জাম দেয়া হয় না বা যেসব দেশে শির্ক-বিদআত ও কবর পুজারীদের দৌরাত্ম্য খুবই বেশি সে সকল দেশে সহীহ্ আক্বিদাহ্‌র দাওয়াতকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষে দাওয়াহ সংস্থা (جمعية دعوية) প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে তা অবশ্যই দলাদলি ও গোড়ামিমুক্ত হতে হবে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন: কল্যাণমুখী ইলমী সামাজিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার হুকুম কি যার কোন ধরনের "দলীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ নেই", যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেয়া এবং যুবকদের শিক্ষিত ও সচেতন করা। বিশেষ করে এমন পরিবেশের ক্ষেত্রে যেখানে বিদআতী সংস্থাগুলোর দৌরাত্ম এত বেশী যে, তাদের অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আহ্লুস্ সুন্নাহর মসজিদগুলোতে কোন বক্তব্য ও দারস্ দিতে পারে না।

উত্তর: যেমনটা তারা উল্লেখ করল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এরূপ সঠিক হয়ে থাকে, তাদের থেকে যদি শুধুমাত্র কল্যাণই অর্জিত হয়ে থাকে এবং ক্ষতির আশংকা না থাকে তাহলে তাকওয়া ও সৎ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখতে এ ধরনের সংস্থা (جمعية دعوية) প্রতিষ্ঠা করলে কোন সমস্যা নেই। তবে তারা যে সব কথা উল্লেখ করেছে তার বিপরীত হলে বা ব্যত্যয় ঘটলে তাদের জন্য এটাই নিরাপদ যে, কোন ধরনের সংস্থা প্রতিষ্ঠা না করে প্রত্যেকে নিজ নিজ (দ্বীনি) দায়িত্ব পালন করবে।[১০২]

৪। শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেঈ

ইয়েমেনের প্রখ্যাত সালাফি আলিম শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেঈ[(১০৩)] বলেন:

ثم نسمعهم بعد ذلك يقولون: أنتم تطعنون في الجمعيات! فمن قال لك: إننا نطعن في الجمعيات؟ نعم، إننا نطعن في بعض الجمعيات التي اشتملت على حزبيات وعلى ولاء ضيّق، وعلى لصوصية واختلاس الأموال، فهذه هي التي نطعن فيها وننفر عنها. (تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب: ص: 190)

১০২. আলোচনাটি সরাসরি শুনতে: https://youtu.be/lxr6GDQAEvc

১০৩. শায়খের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ শায়খ মুক্ববিল ইয়েমেনের দাম্মাজ নগরীর ওয়াদেআহ এলাকায় ১৩৫০ হিজরীর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়েমেন, নাজদ, মক্কা ও মদীনায় শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের অন্যতম। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১. রিয়াযুল জান্নাহ ফির-রদ্দি আলা আ'দাইস-সুন্নাহ, ২. আশ-শাফা'আহ, ৩. কুমউল মুআনেদ ওয়া যাজরুল হাক্বেদিল হাসেদ, ৪. ফাযায়েহ্ ওয়া নাছায়েহ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাই তো সুদানের দাওয়াহ্ সংস্থাটির শর্ত ও নীতিমালার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে,

بعيدًا عن التكتلات الحزبية والتعصب للرجال أو التنظيمات وعقد الولاء والبراء على ذلك، وإنما نحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله على منهج السلف الصالح.

"আমরা সকল প্রকার দলীয় হানাহানি এবং ব্যক্তি বা সংগঠন কেন্দ্রীক গোঁড়ামি ও "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা" এর নীতি লঙ্ঘন থেকে দূরে থাকি। বরঞ্চ সালাফে সালেহীনের নীতি অনুযায়ী আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা পোষণ করি এবং আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা স্থাপন করি।"

সুতরাং আমাদের দেশের পরস্পর বিদ্বেষী সালাফি সংগঠনগুলো কি এসব শর্ত ও নীতিমালার ভিত্তিতে বৈধতা পেতে পারে? পরস্পর বিদ্বেষী এই সালাফি সংগঠনগুলো কি শাইখ বিন বাযের উপরোক্ত ফাতওয়া থেকে সংগঠনের বৈধতা প্রমান করতে পারে?- কক্ষনো না। তারা কি নিজেদেরকে সংস্থা দাবি করে থাকে নাকি সংগঠন বা দল। তারা তো রীতিমত "জামা'আত" ও "বাইয়াত" এর হাদীসগুলোকে নিজেদের সংগঠনগুলোর উপর প্রয়োগ করে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, আরও বহু জায়গায় শায়খ আলবানী ও শাইখ বিন বায-সহ বহু বিজ্ঞ আলেমগন কোরআন ও সুন্নাহর সত্যিকার আদর্শের ভিত্তিতে গড়েওঠা এমন নির্দলীয় দাওয়া সংস্থাগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আসুন, দাওয়াহ্ সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিজ্ঞ উলামাগণের কিছু উক্তি দেখা যাক:

২। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) বলেন:

أيُّ جمعيةٍ تُقام على أساسٍ من الإسلامِ الصحيحِ، المستنبطةِ أحكامُها من كتاب الله، ومن سنة رسول الله، ومما كان عليه سلفنا الصالح، فأيُّ جمعيةٍ تَقوم على هذا الأساس؛ فلا مجال لإنكارها واتهامها بالحزبية؛ لأن ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

"আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ এর বিধি-বিধান, যার ওপর সালফে সালেহীন কায়েম ছিলেন, যে কোন (দাওয়া) সংস্থাই এমন বিশুদ্ধ ইসলামের ভিত্তিতে গড়ে উঠলে তাকে কোনভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা দলাদলির অভিযোগে অভিযুক্ত করার অবকাশ নেই। কেননা তা সাধারণভাবে এই আয়াতের আওতায় চলে আসে, "তোমরা সৎ ও আল্লাহ ভীতির কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো।"[১০০]

৩। শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ

দাওয়াহ্ সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে সৌদী আরবের প্রখ্যাত আলেম শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন:

إذا كان بلد فيه جمعيات مخالفة للسنة وأراد أهل السنة أن يكونوا جمعية يعني يقومون بسببها بالنفوذ إلى الناس وأنهم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل فإن هذا شيء مطلوب لا بأس هذا شيء طيب

"যদি কোন দেশে সুন্নাহ বিরোধী অনেক সংস্থা থাকে এবং এর প্রেক্ষিতে সুন্নাহপন্থীগণ (আহলুস সুন্নাহগণ) কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যার মাধ্যমে তারা মানুষের নিকট কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে পারবে তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। এটা খুবই ভালো কথা এবং এমনটাই কাম্য।"[১০১]

শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদকে আরো প্রশ্ন করা হয়-

---

১০০ 'আল-হুদা ওয়ান নূর' ক্যাসেট সিরিজের ৫৯০ নং ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত

১০১. বুলুগুল মারামের হজ্জ অধ্যায়ের ব্যাখ্যার অডিও বক্তব্যে, ২৩ যুলকা'দাহ, ১৪৩২ হিঃ। শাইখ তার উত্তরমূলক বক্তব্যে বলেছেন: যে দেশ ও সমাজে বাতিল পন্থীদের বহুদল সংগঠন রয়েছে তাদের বিপরীতে মুকাবিলার জন্য হকপন্থীদেরকে একটি জামাআত বৃহৎ সংগঠন করতে হবে। এবং বক্তব্যের শেষে জামা'আত বলতে জমঈয়ত তথা কুরআন সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে সংগঠনের কথায় ফিরে এসেছেন। বহু জামাত বা সংগঠন করতে বলেননি। কেননা বহু সংগঠন হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেরাই পরস্পরে কলহ-বিবাদে ব্যস্ত হবে। (স্মরণিকা: ৩৩-৩৪)। আর বহু জামা'আত তৈরী যেহেতু বৈধ নয় এবং হকপন্থীদের মাঝে বহু দল হতেও পারে না তাই এ হক্ব (সত্য/ সঠিকটা) উপলব্ধিকারীরা কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে যে কোন দলের নিকট যে বিষয়গুলো সঠিক ও সত্য রয়েছে সে বিষয়গুলোতে একাত্মতা পোষণ করবে ও সহযোগিতা করবে।

অত:পর তাদেরকে বলতে শুনছি: "আপনারা সংস্থাগুলোর ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করছেন।"

কে বলল, আমরা সংস্থাগুলোর ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করি? হ্যাঁ, তবে কিছু সংস্থার ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করছি যারা দলাদলি ও সংকীর্ণতায় লিপ্ত হয়েছে এবং অর্থ কেলেঙ্কারি ও আত্মসাৎ এ জড়িয়ে পড়েছে।[১০৪]

৫। শাইখ সালেহ্ আল-উসাইমিন (রহ:)

শাইখ সালেহ্ আল-উসাইমিন (রহ:)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

প্রশ্ন: আজকাল কল্যাণমুখী দাওয়া সংস্থাগুলোর বৈধতার বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে, যেসব সংস্থা দরিদ্র এবং ইয়াতিমদের দেখাশোনা করছে এবং যুবকদের কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের জন্য কোরআন শিক্ষা এবং রাসূলের সুন্নাহ্ পালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এখন কেউ কেউ বলছে যে, এগুলো বিদআত এবং নাজায়েয। কেননা এগুলো রাসুলের যুগে ছিল না এবং সাহাবীদের যুগেও ছিল না। মতানৈক্য গুলো কখনো কখনো গালাগালি ও ঝগড়া বিবাদের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যা স্পষ্টত ইসলামের শিক্ষা বিরোধী। সুতরাং সম্মানিত শায়েখ! আমরা আপনার কাছে এ সমস্ত লোকদের জন্য উপদেশ কামনা করছি। কেননা আমরা জানি যে, সবাই আপনাকে ভালোবাসে এবং আপনার ইলমের উপর আস্থা রাখে। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

উত্তর: বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। দান সদকার অর্থ গ্রহণ এবং শারঈ খাতে এগুলো ব্যয়ের জন্য একটি পরিষদ গঠন করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইহা এসমস্ত বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্টন নিশ্চিত করার মাধ্যম।[১০৫]

এছাড়াও ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি এটা প্রতিষ্ঠার চিন্তাটাকে সমর্থন করি, এই চিন্তার সমর্থকগণ কর্তৃক যে সমস্ত কারণ উল্লেখিত হয়েছে এর ভিত্তিতে।[১০৬]

---

১০৪. তুহফাতুল মুজিব আলা আসইলাতিল হাযিরি ওয়াল গারিব। পৃষ্ঠা: ১৯০
১০৫. মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন (১৮/৪৬৫)
১০৬. মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন (১৬/৩৯)

অন্য আরেক জায়গায় তিনি একটি দাওয়া সংস্থার প্রসংশা করতে গিয়ে বলেন,

كما سررنا كثيراً تكوين جمعية إسلامية من الطلبة والعمال المسلمين في المدينة التي أنتم فيها في ....، تهتم هذه الجمعية بأمر الإسلام والمسلمين، فنسأل الله أن يثبتهم على ذلك، وأن يرزقهم البصيرة في دين الله، والحكمة في الدعوة إليه

" এমনিভাবে যে শহরে আপনারা আছেন সেখানে কিছু ছাত্র ও কর্মী নিয়ে একটি ইসলামিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করায় আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। এই সংস্থাটি ইসলাম এবং মুসলিমদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে থাকে। সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদেরকে এর ওপর অটল রাখেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি দান করেন এবং তার পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে হেকমত দান করেন।"[১০৭]

৬। শাইখ উবাইদ আল জাবেরি

মদীনার প্রখ্যাত আলিম ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক শাইখ উবাইদ আল জাবেরি বলেন:

إذا كانت هذه الجمعيات تعني بتدريس الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فلا مانع منها إن شاء الله، فهي بمثابة مدارس أو مراكز دعوة للسنّة، ولكن يشترط ألا ينعقد عليها لذاتها ولاء ولا براء، فلا يقال هذا من جمعية كذا فلا يأتي إلينا، وهذا من جمعية البلدة الفلانية فلا يأتينا..

"যদি এই সংস্থাগুলো সালাফদের মানহাজ অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহর শিক্ষাদানে কাজ করে তাহলে এগুলো প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই ইনশাআল্লাহ। এগুলো মাদ্রাসা এবং দাওয়া সেন্টারের মতই। তবে শর্ত হলো একে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। এমনটা বলা যাবে না, সে অমুক সংস্থার লোক, তাই সে আমাদের কাছে আসতে পারবে না অমুক শহরের সংস্থার লোক অতএব আমাদের নিকট আসতে পারবে না।"[১০৮]

১০৭. মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন (১৬/২২৫)
১০৮. ইউটিউবে অডিও আলোচনাটির লিংক: https://youtu.be/wU_DovhmhGo

৭। ড. রাবী" বিন হাদী আল মাদখালী(১০৯)

মদীনার প্রখ্যাত মুহাদ্দীস ড. রাবী' বিন হাদী আল মাদখালী বলেন:

قد سبق مِراراً أن السلفيين أهل السنة حقاً ... لا يمنعون من قيام جمعيات ومؤسسات للبر والإحسان، إذا كانت هذه الجمعيات ذات عقيدة واحدة، عقيدة الحق..

"ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার উল্লেখিত হয়েছে যে, সালাফিরাই প্রকৃত আহলুস সুন্নাহ... তারা সৎ ও কল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও ফাউন্ডেশন গড়ে তুলতে নিষেধ করে না, যদি কিনা এই সংস্থাগুলো একই আক্বিদাহ্ ও মানহাজের হয়ে থাকে, আর তা হল হক (সঠিক) আক্বিদাহ্ ও মানহাজ"[১১০]

এটা সংস্থাগুলোর বিষয়ে শায়খ রাবী (হাফি:) এর সাধারণ ফতোয়া। তবে যখন ভারতবর্ষ, মিশর, সুদানসহ বিভিন্ন দেশে সালাফী সংস্থাগুলো বিভিন্ন দল-উপদল ও সংগঠনে বিভক্ত হয়ে পড়ে, এমনকি কোন কোন দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্ট নির্বাচনেও অংশ নেয়ার কথা ভাবছিল তখন তিনি এ সংস্থাগুলোর বিষয়েও অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ও বিরক্ত হন এবং এগুলিকে ইহুদি খৃষ্টানদের অনুসরণ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন,

الجمعيات فيها اتباع لليهود و النصارى ، لتَتَّبِعُنّ سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة .. آه، دخلوا في الحزبيات ... جمعية أنصار السنة في مصر سقطت ، في السودان سقطت (جمعيات في مصر سقطت) في الهند سقطت ، في كل مكان الجمعيات سقطت..

---

১০৯. বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দিছ রবী ইবনে হাদী আল-মাদখালী ১৩৫১ হিজরীতে সঊদী আরবের ছামেতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ শহরে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় পড়াশুনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে ইবনে বায, আলবানী, আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১. মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ-দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ, ২. মাকানাতু আহলিল হাদীছ, ৩. মাতা'ইনু সাইয়্যেদ কুতুব ফী আছহাবি রাসূলিল্লাহ ও ৪. জামা'আহ ওয়াহেদাহ লা জামা'আ-ত ওয়া ছিরাত ওয়াহেদ লা আশারা-ত প্রসিদ্ধ।

১১০. جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات- নামক গ্রন্থে আব্দুর রহমান আব্দুল খালেকের জবাব প্রসঙ্গে।

"সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে ইহুদী-নাসারাদের অনুসরণ হয়ে থাকে। (যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন) অবশ্যই তোমরা একদিন তোমাদের পূর্ববর্তী গণের (ইহুদী-নাসারাদের) অনুসরণ করবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

হ্যাঁ, তারা (সংস্থাগুলো) আজ দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে.. মিশর ও সুদানে জমঈয়ত আনসারুস সুন্নাহ ভেঙে পড়েছে, ভারতবর্ষে জমঈয়ত (জমঈয়ত আহলে হাদীস) ভেঙে পড়েছে, সর্বত্রই সংস্থাগুলো ভেঙে পড়ছে।"[১১১]

সুধী পাঠক! বিজ্ঞ ওলামাদের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারা বিশেষ প্রয়োজনে দাওয়াহ্ সংস্থা প্রতিষ্ঠাকে বৈধ বলেছেন তবে তা খুবই সতর্কতার সাথে এবং শর্ত সাপেক্ষে। তাদের উক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকেই যে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো, দলাদলি, রেষারেষি এবং গোঁড়ামি, এ সমস্ত দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাদের অনেকেই দাওয়াহ্ সংস্থাগুলোর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

অথচ আমাদের দেশের সালাফি সংগঠনগুলো তো সংস্থা নয়ই, তথাপি তারা নানান দল-উপদল ও সংগঠনে বিভক্ত হয়ে এবং দলীয় হানাহানি ও সংকীর্ণতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ তাদের অনেকেই বিজ্ঞ ওলামাদের উপরোক্ত ফাতওয়া গুলোর কোন কোনটিকে নিজেদের বৈধতা প্রমাণের জন্য ব্যবহার করে থাকে, যা নিতান্তই হাস্যকর এবং লজ্জাজনক।

তবে কি বিজ্ঞ ওলামাগন আসলেই স্ববিরোধী বক্তব্য প্রদান করেছেন? অবশ্যই না। বরং আমাদের দেশের সাংগঠনিক আলিমদের বুঝটাই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে।

৮। শায়েখ উসামাহ্ আল-উতাইবীঃ

ইসলামী দাওয়াহ্ সংস্থাগুলো যাতে কোনভাবে দলীয় সংগঠনে রূপান্তরিত না হয় সে বিষয়ে কিছু শর্ত ও নীতিমালা উল্লেখ করতে গিয়ে মদিনার বিশিষ্ট আলেম শায়েখ উসামাহ্ আল-উতাইবী উল্লেখ করেন,

১১১. লিবিয়ার কিছু সালাফি ভাইদের সাথে বিশেষ অডিও সাক্ষাৎকারে। লিংকঃ http://m-noor.com/showthread.php?t=11060

أما أصل الجمعيات التي يقصد بها فعل الخير والبر وتحت رعاية ولي الأمر أن هذه التجمعات التي لا يكون فيها التحزب والتعصب وذم من لم ينضم تحت هذه الجمعية فإنها مشروعة وقد نص جميع العلماء الذين نعرفهم على شرعية مثل هذه الجمعيات بهذه الشروط كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ربيع

"যেসব সংস্থা সৎ ও কল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে মূলকথা হচ্ছে, যদি সংস্থাগুলো মধ্যে দলাদলি এবং গোঁড়ামি না থাকে এবং যারা সংস্থার সাথে যুক্ত নয় তাদের নিন্দা করার মানসিকতা না থাকে তাহলে তা শরীয়ত সম্মত হবে। আমরা যেসব বিজ্ঞ উলামাদের জানি তারা এসব শর্তের ভিত্তিতে এজাতীয় সংস্থাগুলোর বৈধতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন শায়খ বিন বায (রহঃ), শায়খ উসাইমীন (রহ:), শায়খ আলবানি (রহ:) এবং শায়খ রাবী' মাদখালী।[১১২]

এরপর তিনি আরও একটি শর্ত উল্লেখ করে বলেন,

وأن يشترط فيما يقال ميثاق الجمعية والأسس التي تبنى عليها الجمعية وتكتبون مثل هذه الأسس أنها جمعية تعاونية لتلاوة كتاب الله وتعليمه وتدارس العلم فبمثل هذا الأمر إن شاء الله لا بأس به وهذا الذي عليه مشايخنا والله أعلم.

"সংস্থাটির লিখিত নীতিমালা ও অঙ্গীকার থাকতে হবে এ মর্মে যে, এটা শুধুমাত্র সহযোগিতামূলক সংস্থা যা শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব পঠন-পাঠন এবং দ্বীনী ইলমের প্রচার প্রসারের কাজ করবে। এক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ কোন সমস্যা নাই এবং আমাদের শাইখগন এ মতের উপরেই রয়েছেন।"[১১৩]

এরপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত উল্লেখ করেন তা হল,

كذلك يجب أن يكون المسئول في الجمعية مسئولا إداريا لا يكون أميرا ولا بيعة له ونحو ذلك يجب أن ينتبه لهذا

১১২. মুনতাদায়াত কুল্লিস সালাফীইন। সালাফী ফোরাম। ওয়েবসাইট লিংক:
https://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=43935
১১৩. প্রগুক্ত

"একইভাবে আরও শর্ত হচ্ছে, সংস্থার দায়িত্বশীল যিনি হবেন তিনি শুধুমাত্র পরিচালনামূলক দায়িত্বশীল (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) হিসেবে থাকবেন, "আমীর" হিসেবে নয় এবং তার "বাই'আত" বা এই জাতীয় কিছুই করা যাবে না। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।"[১১৪]- অর্থাৎ যেহেতু "ইমারত" এবং "বাই'আত" শুধুমাত্র একক রাষ্ট্রীয় আমীর ও জামা'আতের জন্য প্রযোজ্য, তাই কোন সংস্থার প্রধান এই উপাধি ধারণ করতে পারবে না। অন্যথায় তা দলে পরিণত হবে যার বৈধতা ইসলামে নেই।

সুধী পাঠক! আমরা এতক্ষন ইসলামী দাওয়াহ্ সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিজ্ঞ উলামাগণের মতামত দেখলাম। এবার আমরা দেখবো উনারা ইসলামের নামে দল সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কি বলেন।

المبحث الخامس: أقوال العلماء الثقات في اقامة الجماعات والأحزاب

পঞ্চম পর্বঃ ইসলামের নামে একাধিক দল, সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য উলামাগণের বক্তব্য

জগদ্বিখ্যাত উলামাগন সর্বদাই সাংগঠনিক দলাদলি ও রেষারেষিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যদিও তা সালাফি দাওয়াতের প্রচারের নামে হয়। আসুন বিস্তারিতভাবে ইসলামের নামে দল, সংগঠনগুলোর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য উলামাদের কিছু ফাতওয়া দেখিঃ

১। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)

তিনি বলেন, 'কারো অধিকার নেই যে, সে উম্মতের জন্য রাসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কাউকে খাঁড়া করে তার পথে মানুষকে আহ্বান করবে এবং সেই পথকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে তার জন্য এটাও বৈধ নয় যে, সে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য এবং যেসব বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র 'ইজমা' হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত অন্য কোনো বক্তব্যের জন্য

১১৪. প্রাগুক্ত

দিয়ে তাকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। বরং এটি বিদ'আতীদের কাজ, যারা উম্মতের জন্য কোনো ব্যক্তি বা তার বক্তব্যকে দাঁড় করিয়ে তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে; ফলে তারা এই সৃষ্ট বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মিত্রতা বা শত্রুতা পোষণ করে'।[১১৫]

মানুষদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় এমন কোনো কাজ করা কোনো শিক্ষকের উচিৎ নয়। বরং তারা সবাই ভাই ভাই হয়ে থাকবে এবং পরস্পরে সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾
المائدة: 2

'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করো না'[১১৬]

অনুরূপভাবে কোনো শিক্ষকের এটাও উচিৎ নয় যে, সে কারো পক্ষ থেকে মানুষদের অঙ্গীকার গ্রহণ করবে এমর্মে যে, সে যা-ই চাইবে, তা-ই সমর্থন করতে হবে এবং সে যার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, অনুরূপভাবে সে যার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। বরং যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে চেঙ্গিস খানদের মত, যারা কেবল তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, যারা তাদেরকে সমর্থন করে, পক্ষান্তরে যারা তাদের সমর্থন করে না, তাদেরকে শত্রু গণ্য করে। মনে রাখতে হবে, তাদের এবং তাদের অনুসারীদের উপর আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের অঙ্গীকার রয়েছে।[১১৭]

যে ব্যক্তি কাউকে দাঁড় করিয়ে তার সমর্থনকে কেন্দ্র করে কারো সাথে সুসম্পর্ক গড়ে বা শত্রুতা পোষণ করে, সে নিম্নোক্ত আয়াতের আওতায় পড়ে যাবে,

---

১১৫. মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২০/১৬৪ (বাদশাহ ফাহ্দ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, মদীনা, ১৪২৫/২০০৪)

১১৬. আল-মায়েদাহ ২

১১৭. প্রাগুক্ত, ২৮/১৫-১৬।

{مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} الروم: 32

'যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে' (আর-রূম ৩২)।[১১৮]

যদি তারা (কোনো দল) আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নির্দেশনার মধ্যে কোনো কিছু বৃদ্ধি করে বা কম করে, যেমন: কেউ তাদের দলে প্রবেশ করলে হক-বাতিলের তোয়াক্কা না করে তার পক্ষাবলম্বন করা, পক্ষান্তরে কেউ তাদের দলে প্রবেশ না করলে সে হকের উপরে থাকুক কিংবা বাতিলের উপরে থাকুক তাকে প্রত্যাখ্যান করা। বস্তুত: এটিই হচ্ছে সেই বিভক্তি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যার নিন্দা করেছেন। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল জামা'আতবদ্ধভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন।[১১৯]

২। জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

প্রশ্ন-০১: আন্দোলনধর্মী সংঘবদ্ধ দা'ওয়াতী কার্যক্রম যদি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি এবং সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

উত্তর: বর্তমান প্রচলিত সংগঠন এবং প্রচলিত সুবিন্যস্ত দা'ওয়াতী কার্যক্রমে আমরা বিশ্বাস করি না। কেননা সংগঠন মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনী দায়িত্ব পালনে অক্ষম করে ফেলে। উল্লেখ্য যে, التنظيم 'আত-তানযীম' শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়; প্রথমত: এটি ব্যাপক অর্থে প্রকাশ্য বা গোপন কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয়ত: সংক্ষিপ্ত

১১৮. প্রাগুক্ত, ২০/৮।
১১৯. প্রাগুক্ত, ১১/৯২।

পরিসরে এটি তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, আরবী ব্যকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে মুসলিমদেরকে পাঠদানের সুবিন্যস্ত বন্দোবস্তকে বুঝায়। তবে এই ধরনের প্রশ্নে সাধারণতঃ দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নয়; বরং দলাদলি সম্পর্কে জানতে চাওয়াই এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য। বর্তমানে বিভিন্ন জামা'আত ও সংগঠনের অবস্থা হচ্ছে, তারা পরস্পরে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করছে, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতি রয়েছে এবং প্রত্যেকটি জামা'আতের পৃথক পৃথক অনুসরণীয় দলপ্রধান রয়েছেন। মনে রাখতে হবে, ইসলামের সাথে এসব সংগঠনের কোনই সম্পর্ক নেই। এমনিতেই আমরা দলাদলির মধ্যে বসবাস করছি, এর পরে যদি আমরা আবার নতুন নতুন দল গঠন করি, তাহলে এর মানে হচ্ছে আমরা দলাদলি ও মতানৈক্যের পরিমন্ডল আরো প্রশস্ত করলাম। সেজন্য আমরা প্রচলিত এসব সাংগঠনিক কার্যক্রমকে সমর্থন করি না।

এখানে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে বিষয়ে বিশেষ করে ভালো মনের অনেক মানুষ সজাগ নন; বর্তমান ইসলামী বিশ্বে বিপ্লব ও জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা ২০/৩০ বছর আগে ছিল না। আমার মত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরা বলতে পারবেন যে, আগে এসব ছিল না। বর্তমান এই জাগরণের সাথে একই ধাঁচে যুক্ত হয়েছে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান। ইদানীং প্রথমোক্ত দা'ওয়াতের ব্যাপক সাড়া পড়েছে এবং অন্যান্য দলের লোকেরা মনে করছে, দেশ এখন সালাফী দা'ওয়াতের দখলে। সেকারণে প্রচলিত সালাফী দা'ওয়াত এখন 'সালাফী' নাম দিয়ে বিভিন্ন দল গঠনের সুযোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সালাফী দা'ওয়াত এসব দলাদলির অনেক উর্ধ্বে। সালাফে ছালেহীন কি এমন দলাদলির সৃষ্টি করেছিলেন?! কখনই না। এসব দলাদলি তো দূরের কথা তারা এমনকি রাজনৈতিক দলাদলিতেও বিশ্বাসী ছিলেন না। এসব দলাদলি ইসলাম পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ الروم: ٣١، ٣٢

'আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত' (আর-রূম ৩১-৩২)।

সত্যিকার অর্থে এটিই হচ্ছে বর্তমান দলাদলির বাস্তব চিত্র। আমার মতে, কোনো দলের সাথে 'সালাফী' শব্দটির ব্যবহার বিদ'আতের সাথে 'ইসলামী' শব্দটি ব্যবহারের মত। যাহোক, সালাফী দা'ওয়াতে বিশ্বাসীদের মন কাড়ার জন্য এখন এই শব্দটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ প্রকৃত সালাফী দা'ওয়াত কখনই কোনো প্রকার দলাদলি সমর্থন করে না, যদিও বিশ্ব সেরা মানুষটিও সেই দলাদলির পুরোধা হন।

কেউ দলাদলির দিকে আহ্বান করলেই বুঝতে হবে, সে সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করেছে। একদিন রাসূল ﷺ ছাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় তিনি মাটির উপর সোজা একটি দাগ টেনে নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ سورة الأنعام: 153

'নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথেই চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে' (আল-আন'আম: ১৫৩)।

অতঃপর সোজা দাগটির পাশে ছোট ছোট আরো কিছু দাগ টেনে বললেন, 'এই সোজা দাগটিই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ এবং এর দু'পাশের দাগগুলি এমন পথ, যেগুলির প্রত্যেকটির শেষ প্রান্তে শয়তান রয়েছে। সে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে'। সরল-সোজা পথটির আশপাশের পথগুলি শুধুমাত্র প্রাচীন ছূফীদের পথ নয়; বরং আধুনিক নতুন নতুন দলগুলিও উক্ত পথের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে বিভ্রান্ত যেসব পথের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর কোনো কোনোটি আগে ভিন্ন আক্বীদা পোষণ করত এবং রাজনীতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। যেমন: মু'তাযিলা, মুরজিয়া ইত্যাদি। আবার সেসব দলের কোনো কোনটি সরাসরি রাজনৈতিক দল ছিল। যেমন: খারেজী মতবাদ, যার মূলনীতিই হচ্ছে

মুসলিম সরকারের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ। পরিশেষে বলব, রাসূল ﷺ ছোট ছোট যেসব পথের কথা বলেছেন, সেগুলো তাঁর আঁকা সোজা পথের বাইরের সব পথ, মত ও পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

যদি কেউ বলে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব দলের প্রয়োজন রয়েছে। জবাবে আমরা বলব, শরী'আত বিরোধী কোনো কাজ করে কোনো প্রকার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। তাছাড়া এসব মুসলিমদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে ফেলছে, প্রত্যেকটি দল নিজের মূলনীতি নিয়ে খুশী থাকছে।[১২০]

প্রশ্ন-০২: হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেনঃ 'তাঁরা রাসূলকে কল্যাণ বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, কিন্তু আমি কিসে অকল্যাণ আছে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম...'। উক্ত হাদীছ থেকে বর্তমানের ইসলামী জামা'আতসমূহ সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায়? বর্তমান সালাফী আন্দোলনের সংগঠন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের প্রতি। হুযায়ফা ﷛-এর হাদীছটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর তা হচ্ছে, মুসলিমদের দলে দলে বিভক্ত হওয়া আদৌ বৈধ নয়; বরং তাদেরকে একটি মাত্র ইমারতের অধীনে এবং সেই ইমারতের খলীফার তত্ত্বাবধায়নে একক জামা'আত হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু যদি কখনও এমন হয় যে, মুসলিমরা দলমত নির্বিশেষে একক খলীফার বায়'আত করে একক জামা'আত হয়ে থাকতে পারছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর অনুসরণ প্রিয় কোনো মুসলিমের নির্দিষ্ট কোনো একটি দলে যোগদান করা বৈধ নয়। বিশেষ করে যখন প্রত্যেকটি দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত থাকবে আর দাবী করবে যে, তার একজন নির্দিষ্ট আমীর রয়েছে এবং ঐ আমীরের দলে দলভুক্ত সবাইকে তাঁর কাছে বায়'আত করতে হবে। আর যখন এই বায়'আতকে 'বায়'আতে কুবরা' বা সর্ববৃহৎ বায়'আত গণ্য করা হবে, তখন বিষয়টি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে। মনে রাখতে হবে, 'বায়'আতে কুবরা' সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র একক

১২০. 'আল-হুদা ওয়ান নূর' ক্যাসেট সিরিজের ৩৪০ নং ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত

খলীফা ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। বিষয়টি তখন আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে, যখন প্রত্যেকটি জামা'আতের একজন করে বায়'আত গ্রহণকারী আমীর থাকেন এবং তার অনুসারীরা উক্ত বায়'আতের শর্তাবলী এমনভাবে মেনে চলে যে, তাদের কারো জন্য অন্য কারো মতামত গ্রহণের বৈধতা থাকে না। আমি অন্য কোনো আমীরের কথা বললাম না, কারণ আমীর কথাটি বললে অন্তত: নামের ক্ষেত্রে হলেও আমরা যেন তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলাম। সেজন্য আমি আমীর না বলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আলেমের কথা বললাম। অর্থাৎ তাদের দলভুক্ত নয় এমন কোনো ব্যক্তি বা আলেমের সাথে দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য তাঁর মতামত গ্রহণের সুযোগ থাকে না। অতএব, দলগুলির অবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহলে সেগুলোতে যোগদান করা কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়; বরং তাকে একাকী থাকতে হবে। তবে তার মানে এই নয় যে, তার যেসব ভাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণে আগ্রহী, সে তাদের থেকে দূরে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ التوبة: ١١٩

'আর তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক'[১২১]

অর্থাৎ সত্যবাদী যেই হোক না কেন এবং যেখানেই হোক না কেন তাদের সাথে থাক। সেকারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুএর হাদীছে দলাদলির প্রত্যেকটি দলকে পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদীকে নিম্নোক্ত হাদীছে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তিনি বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি জনগোষ্ঠী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ এবং হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুএর হাদীছে স্ববিরোধী কোনো বক্তব্য নেই। কেননা হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুএর হাদীছে একদিকে যেমন দলাদলি করতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী সত্যবাদী মুমিনদের সাথে থাকতে বলা হয়েছে এবং তাদেরকে একক কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এই

১২১. তাওবাহ ১১৯

একক ব্যক্তি যদি দলমত নির্বিশেষে গোটা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক বায়'আতকৃত ইমাম হন, তাহলে তাঁর অনুসরণ করা জরুরী।

মনে রাখতে হবে, মুসলিম উম্মাহ যদি একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির হাতে বায়'আত করে, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। আমার ধারণা মতে, দলাদলি সৃষ্টিকারীরা যদি ভয়াবহ সেই বিষয়টি জানত, তাহলে দলাদলি থেকে পশ্চাদ্ধাবন করত এবং হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুএর হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী তারা কাউকে তাদের 'আমীর' হিসাবে গ্রহণ করত না। কারণ রাসূল ﷺ বলেন, 'একই সময়ে দু'জন খলীফার বায়'আত সংঘটিত হলে শেষের জনকে তোমরা হত্যা কর'।

অতএব, গোটা মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনার জন্য একক খলীফা তৈরী পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং অপেক্ষার এই সময়ে তাদের জন্য কোনক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন আমীর বা দলপ্রধান নির্ধারণ ও তাঁর হাতে বায়'আত বৈধ হবে না। কারণ এই বায়'আত মুসলিমদের বিভক্তি ও দলাদলিকে আরো বৃদ্ধি করবে। আমি বিভক্তি সৃষ্টির কথা না বলে বিভক্তি বৃদ্ধির কথা বললাম একারণে যে, দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিমরা ইতোমধ্যে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বিভক্তির পরে প্রত্যেকটি দল যদি তাদের আলাদা আলাদা দলীয় প্রধান নির্ধারণ করে, তাহলে এই নেতৃত্ব উম্মতের মধ্যে বিভক্তি আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ الانفال: ٤٦

'তোমরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। অন্যথায়, তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হবে'[১২২]

তবে মুসলিম উম্মাহ্র প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ী সর্বজন স্বীকৃত একক খলীফা তৈরীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটিই হচ্ছে রাসূল ﷺ বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটির অর্থ। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কাঁধে বায়'আত না থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার জাহেলী মৃত্যু হবে'। দলাদলি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ এই হাদীছটি

১২২. আল-আনফাল ৪৬

ভুল বুঝে থাকে। তারা মনে করে, প্রত্যেকটি মুসলিমের কাঁধে কারো না কারো বায়'আত অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু হাদীছটির মর্মার্থ তা নয়; বরং এর অর্থ দু'টিঃ

(১) গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র একক খলীফা থাকলে কোনো মুসলিমের জন্য তাঁর বায়'আত পরিত্যাগ করে জামা'আত থেকে পৃথক থাকা বৈধ নয়। আর এই বায়'আত পরিত্যাগ করে কারো মৃত্যু হলে তার মৃত্যুকে জাহেলী মৃত্যু গণ্য করা হবে।

(২) যদি মুসলিমদের মধ্যে এমন খলীফা না থাকে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই এমন খলীফা তৈরীর চেষ্টা করতে হবে, সবাই যার বায়'আত করবে। এটিই হচ্ছে হাদীছের দ্বিতীয় অর্থ। হাদীছটির দ্বিতীয় এই অর্থকে কিছু 'ফিক্বহী ক্বায়েদা' সমর্থন করে। যেমনः مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ 'যা ছাড়া ওয়াজিব বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সেটিও ওয়াজিব'।

বুঝা গেল, মুসলিম উম্মাহ্‌র একক খলীফা থাকা ওয়াজিব। এই খলীফা না থাকলে তাঁকে তৈরীর চেষ্টা করাও ওয়াজিব। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্‌র এমন ইমাম না থাকলে তাদের দলে দলে বিভক্ত হয়ে থাকা ঠিক নয়। কেননা এই দলাদলি তাদের বিভক্তিকে আরো বৃদ্ধি করবে। সেজন্য আমার মতে, যারা কোনো দল বা সংগঠনের দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়, তাদের এই দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য যদি হয় সংগঠন বা দল গঠন, যেসব দলের মূলনীতি ও শর্তসমূহ অন্যান্য সংগঠনের অনেক মূলনীতি থেকে ভিন্ন, তাহলে এই হাদীছে তা থেকে রাসূল ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তবে মুসলিমদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এবং তদনুযায়ী আমলের জন্য তাদেরকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে; বরং তা অপরিহার্য বিষয়। কেননা মুসলিম উম্মাহ্‌র একক খলীফা তৈরীর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মানুষকে আগে দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলতে হবে। অন্যথায় চূড়ান্ত এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে না।[১২৩]

---

১২৩. বিস্তারিতঃ 'বায়'আত সম্পর্কে হুযায়ফা (রাঃ) এর হাদীছের ব্যাখ্যা' ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত (আল-আছালাহ আস-সালাফিইয়াহ রেকর্ডিং সেন্টার, জেদ্দা।

৩। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.)

إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة،ثم ظهرت أخيراً إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "عَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّة الخُلَفَاء الرَّاشِدين"

ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين، والواجب أن تكون الأمة الاسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى من يسمى (السلفيون) فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى (السلفيون) والمطلوب اتباع السلف، إلا أن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق إلى الصواب ولكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضاً ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة، والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق، ويقولون: بيننا كتاب الله عزّ وجل وسنة رسوله فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراء، ولا إلى فلان أو فلان، فكلٌّ يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة في دين الإسلام . فهذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلوك طريق مستقيم يسلم فيه الإنسان، ولا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين.

অনুবাদ: বহু দল থাকলে কোন দলে যোগদান করো না। পূর্বে বহু দল তৈরি হয়েছে। যেমন: খারেজী, মুতাজিলা, জাহমিয়া, রাফেযা (শিয়া)। সাম্প্রতি ইখওয়ানিদের, সালাফীদের, তাবলিগীদের এবং এরকম বিভিন্ন দল তৈরি হয়েছে। এসকল দলকে বামে রাখ এবং সোজা পথের উপর থাক যার নির্দেশ মুহাম্মাদ ﷺ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের উপর থাকবে"।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সালাফগণের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করা সকল মুসলিমের উপর ওয়াজীব। এমনটা নয় যে সালাফী নামক কোন নির্দিষ্ট দলে যুক্ত হবে।

সকল মুসলিমের উপর ওয়াজীব হলো সালাফে সলেহীনের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করা, সালাফীদের কোন (নির্দিষ্ট) দলে যুক্ত না হওয়া। এখানে একদিকে সালাফগণের পথ-পদ্ধতি রয়েছে আর অন্যদিকে সালাফীদের দল রয়েছে। আর যেটি প্রয়োজন বা আবশ্যক তা হলো সালাফগণ (অর্থাৎ সালাফে সলেহীনের) দলিল ভিত্তিক অনুসরণ করা। তবে হ্যাঁ, অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় সালাফিরাই সবচেয়ে বেশি হক্বের নিকটবর্তী, কিন্তু তাদেরও অন্যান্য দলগুলোর মত একই সমস্যা; এক দল আরেক দলকে পথভ্রষ্ট, বিদআতী ও ফাসেক মনে করে। আর আমরাও তা অস্বীকার করি না যদি তারা এর যোগ্য হয়ে থাকে। তবে এই পন্থায় এ সব বিদআতের সমাধানকে আমরা প্রত্যাক্ষান করি।

এসব দলগুলোর প্রধানদের একত্র হয়ে এ মর্মে স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক যে, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্ রয়েছে। আসুন আমরা এর মাধ্যমেই নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে ফেলি, কারো মতামত ও খেয়াল খুশির মাধ্যমে নয়। কেননা যতই ইল্ম ও ইবাদতের পর্যায় অতিক্রম করুক না কেন প্রত্যেকেরই ভুল ও সঠিক হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বীন ইসলামেই রয়েছে প্রকৃত মুক্তির পথ। সুতরাং এই হাদীসে রাসূল ﷺ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা দিয়েছেন যে পথে চললে মানুষ নিরাপদে থাকবে। আর সে কোন দলে যুক্ত হবে না। শুধুমাত্র সালফে সালেহিনের পথে চলবে তথা রাসূল ﷺ এর সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাত মেনে চলবে।[১২৪]

প্রশ্ন-০১: বর্তমান ইসলামী বিশ্বে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বহু দল ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বান করছে এবং প্রত্যেকেই বলছে, আমি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি অনুসরণ করে চলছি এবং আমার সাথেই

---

১২৪. নওয়াবীর ৪০ হাদীসের ব্যাখ্যা - শাইখ মুহাম্মাদ বিন সলেহ আল উসাইমীন, হাদীস নং ২৮ এর ব্যাখ্যা, পৃঃ ৩০৮, পয়েন্ট নং ১৬। ইউটিউব থেকে সরাসরি আলোচনাটি শুনতে: https://youtu.be/5_yQcNmQaDg

রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। এক্ষণে, এসব দল সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি হবে? এসব দলের আমীরগণের মধ্যে যে কোনো একজনের হাতে বায়'আত করার বিধান কি?

উত্তরঃ যেসব দল দাবী করছে যে, তারা হকের উপরে আছে, তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করা খুবই সহজ। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, হক কাকে বলে? জবাব, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত বক্তব্যই হচ্ছে হক। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মুমিন, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তার যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, কোনো কিছুই তার উপকারে আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩]

'অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক' (আন-নিসা ৫৯)।

সুতরাং এসব জামা'আতের লোকজনদের আমরা বলব, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে যাও; প্রত্যেকেই তার প্রবৃত্তির পূজা ছেড়ে দাও এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরার পাকাপোক্ত নিয়্যত কর।

তবে রাষ্ট্রপ্রধান বা দেশের সরকার ছাড়া অন্য কারো হাতে বায়'আত করা বৈধ নয়। কেননা আমরা যদি প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বায়'আতের কথা বলি, তাহলে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটি দেশের বিভিন্ন এলাকায় শত শত আমীর সৃষ্টি হবে। মূলত: এটিই হচ্ছে বিভক্তি।

কোনো দেশে ইসলামী বিধান চালু থাকলে, সেখানে অন্য কারো হাতে বায়'আত জায়েয নেই। তবে কোনো দেশের সরকার যদি আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করে, তাহলে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারেঃ সরকারের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড কখনো কুফরী হতে পারে, কখনো যুলম হতে পারে, আবার কখনো ফাসেক্বীও হতে পারে। কুরআন-হাদীছের আলোকে যখন স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, কোনো

দেশের সরকার স্পষ্ট কুফরীতে অনড় রয়েছে, তাহলে আমাদেরকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তবে তার মোকাবেলায় নামা যাবে না এবং শক্তি প্রয়োগ করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলে তা হবে শরী'আত ও হিকমত পরিপন্থী। আর সে কারণে মক্কায় নবী ﷺ কে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কেননা সে সময় তাঁর এমন কোনো শক্তি ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে মক্কা থেকে বের দিতে পারবেন বা তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন। সুতরাং সরকারের অস্ত্র-শস্ত্রের তুলনায় যাদের কোনো অস্ত্র নেই বললেই চলে এবং যাদের সংখ্যা নিতান্তই কম, তাদের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাওয়া হিকমত পরিপন্থী বৈ কিছুই নয়।

সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার জন্য হাদীছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলা হয়েছে; আর তা হচ্ছে, ব্যক্তিকে নিজেই সরকারের কুফরীর বিষয়টি স্বচক্ষে দেখতে হবে, অন্যের কাছ থেকে শুনলে চলবে না। কারণ অনেক সময় মিথ্যা প্রচার করা হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, তার ভেতরে কুফরী অবশ্যই থাকতে হবে; ফাসেক্বী নয়। সে যদি বড় ধরনের ফাসেক্বীও করে বসে, তথাপিও তার বিরুদ্ধে মাঠে নামা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি সে যেনা করে বা মদ পান করে অথবা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মাঠে নামা যাবে না। তবে সে যদি কারো রক্ত হালাল মনে করে তাকে হত্যা করে, তাহলে সেক্ষেত্রে হুকুম আলাদা হবে। হাদীছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলা হয়েছে; তা হচ্ছে, সরকারের কুফরী স্পষ্ট হতে হবে, যেখানে কোনো প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ থাকবে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, সরকারের কুফরীর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্র স্পষ্ট দলিল থাকতে হবে, এখানে কিয়াসী দলিল চলবে না।

এই হচ্ছে চারটি শর্ত। সরকারের বিপক্ষে মাঠে নামার পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, শক্তি ও সামর্থ্য থাকা। শেষোক্ত এই শর্তটি যে কোনো ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' (আল-বাক্বারাহ ২৮৬)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]

'অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর' (আত-তাগাবুন ১৬)।

এক্ষণে, যেসব ভাই তাদের দৃষ্টিতে তাদের ইসলামী সরকার নেই মনে করে বিভিন্ন দল গঠন করে প্রত্যেকটি দলের একজন করে আমীর নির্ধারণ করতে চায়, আমি তাদেরকে বলব, এটি তোমাদের মারাত্মক ভুল, প্রত্যেকটি দলের আলাদা আলাদা আমীর বানিয়ে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে দেওয়া তোমাদের জন্য আদৌ বৈধ নয়। বরং যে সরকারকে হটানোর সবগুলি শর্ত পাওয়া যায়, তাকে হটানোর জন্য তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা করতে হবে।[১২৫]

প্রশ্ন-০২: প্রশ্ন: সূদানে অনেকগুলি দল আছে, যেগুলির কোনো কোনো দল একজন করে দলীয় 'আমীর' নির্ধারণ করে এবং তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য গণ্য করে। এই ইমারতের হুকুম কি? উল্লেখ্য যে, তারা এই ইমারতকে সফর অবস্থার ইমারতের উপর কিয়াস করে।

উত্তর: সফরের ইমারতের দলিল পাওয়া যায়। কিন্তু মুক্বীম অবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের আমীর নির্বাচনের প্রমাণে কোনো দলিল পাওয়া যায় না; বরং এই ইমারত মুসলিমদের দলাদলি ও বিভক্তি অবধারিত করে দেয়। মুসলিমদের উচিৎ, সবাই এক হয়ে যাওয়া। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিম্নোক্ত আয়াতটির পরিপন্থী:

﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ ال عمران: ١٠٣

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (আলে ইমরান: ১০৩)।

রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু পাবে, সে ধৈর্য্য ধারণ করবে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে

---

১২৫. মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন, লিক্বাআতু বাবিল মাফতূহ, ২/১৪১-১৪৩, প্রশ্ন নং ৮৭৫ (দারুল বুছায়রাহ, মিশর)।

সামান্য পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হাদীছে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মিলেঝুলে থাকলে গোটা জাতি একক জাতিতে পরিণত হতে পারবে। পক্ষান্তরে জাতি যদি রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বিরোধ করে প্রত্যেকটি দল পৃথক পৃথক অনুসরণীয় নেতা বানিয়ে নেয়, তাহলে জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যারা একজনকে আমীর বানিয়ে তার হাতে বায়'আত করে তার অনুসরণ করে চলে, তাদের একাজ মারাত্মক ভুল প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয়; বরং তাদের একাজ এক দিক বিবেচনায় যেমন বিদ'আত, তেমনি অন্যদিক বিবেচনায় তা সরকারের বিরোধিতার শামিল।

তবে সফর অবস্থায় আমীর নির্বাচনের বিষয়টি ভিন্ন। রাসূল ﷺ বলেন, 'যখন তিনজন সফরে বের হবে, তখন তারা তাদের একজনকে আমীর বানাবে'। হাদীছটিতে ইমারত বলতে বিশেষ ইমারতের কথা বলা হয়েছে।...

আমি আবারও বলছি, মুক্বীম অবস্থায় আমীর হিসাবে কারো বায়'আত গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের মত তার অনুসরণ করা বিদ'আত।[১২৬]

প্রশ্ন-০৩: ইসলামে জামা'আতের গুরুত্ব কতটুকু? কোনো মুসলিমের নির্দিষ্ট কোনো জামা'আতে যোগদান করা কি শর্ত?

উত্তর: ইসলামে জামা'আত হচ্ছে দ্বীনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। রাসূল ﷺ এ জামা'আত সম্পর্কে বলেন, 'আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত এসে যাবে, তবুও তারা ঐরূপই থাকবে'। হাদীছটিতে উল্লেখিত এই জামা'আতের সাথেই সবার থাকা উচিৎ।

---

১২৬. শারহু ছহীহিল বুখারী, পৃঃ ৪৮৮-৪৮৯ (আল-মাকতাবা আল-ইসলামিইয়া, প্রথম প্রিন্ট)

তবে দলাদলির জামা'আত, যে হক বা বাতিলের তোয়াক্কা না করে যে কোনো মূল্যে নিজের মতামতের বিজয় কামনা করে, সেই জামা'আতে যোগদান করা জায়েয নয়। কেননা এই ধরনের দলে যোগ দেওয়া মুসলিম জামা'আত থেকে বের হয়ে দলাদলিতে যোগ দেওয়ার শামিল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الانعام: ١٥٩

'নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ তা'আয়ালার নিকট সমর্পিত' (আল-আন'আম ১৫৯)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ الشورا: ١٣

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না' (আশ-শূরা ১৩)। তিনি অন্যত্র আরো বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ال عمران: ١٠٥

'আর তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বিরোধ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি' (আলে ইমরান ১০৫)।

একটি কথা বলা ভালো, ইসলামী দলগুলি যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামের বিজয় চায়, তাহলে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদের শুধুমাত্র একটি দলে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ, যে দল রাসূল ﷺ এবং তাঁর

ছাহাবায়ে কেরামের পথের দল। রাসূল ﷺ বলেন, 'এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং একটি ছাড়া সবগুলিই জাহান্নামে যাবে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতী সেই দল কোন্টি? তিনি বললেন, যে আমার এবং আমার ছাহাবার পথে থাকবে'।

এই দলগুলি মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে শত্রুতা। এমনকি একজন আরেক জনকে যম শত্রু মনে করে; অথচ তারা সবাই মুসলিম এবং সবাই তার নিজের দ্বারা ইসলামের বিজয় কামনা করে। কিন্তু এত বিরোধ আর বিভক্তি নিয়ে ইসলামের বিজয় কি করে সম্ভব?! যাহোক, আমি আমার ভাইদের প্রতি হকের উপর এক হয়ে যাওয়ার এবং কুরআন ও আল্লাহ্র দিকে ফিরে যেয়ে বিরোধের সমস্ত দিক পরিহার করার আহ্বান জানাই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম যুবকেরা আজ এই বিভক্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা একেক জন একেক দলে যোগ দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি ও নিন্দা করে, যা মুসলিম যুবকদের জাগরণে চরম বাধা। যাহোক, আমি আবারও মুসলিমদেরকে দলাদলি পরিহার করার নছীহত করছি। আমি মনে করি, গোটা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক হয়ে যাওয়া উচিৎ। প্রত্যেকটি দল অন্যান্য দলের বিপরীতে নতুন নাম দিয়ে আরেকটি দল গঠন করা উচিৎ নয়।[১২৭]

প্রশ্ন-০৪: কেউ কেউ বলে, কোনো দল বা সংগঠনের অধীনে না থাকলে দা'ওয়াতী কার্যক্রম শক্তিশালী হয় না। এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

উত্তর: এ ধারণা সঠিক নয়: বরং কুরআন ও হাদীছের অধীনে থেকে এবং নবী ﷺ-এর চার খলীফার নীতি অনুসরণ করে চললে দা'ওয়াতী কার্যক্রম আরো বেশী বেগবান হবে।[১২৮]

---

১২৭. শাইখের নিজস্ব ওয়েবসাইটঃ https://binothaimeen.net/content/9126

১২৮. 'আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক্ব সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য' ক্যাসেটের দ্বিতীয় পিঠ থেকে সংগৃহীত।

৪। শায়খ ছালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-লুহায়দান[১২৯]

প্রশ্নঃ বর্তমান যুগে অনেক ইসলামী সংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের ক্ষেত্রে মুসলিম যুবকদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ ইসলামের প্রথম বালা-মুছীবতই ছিল মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টির। কেননা সকল মুসলিম রাসূল ﷺ ও তাঁর পরবর্তী দুই খলীফার যুগে এক জামা'আতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু উছমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর আমলে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দূরীকরণের খোঁড়া অজুহাত দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মাঠে নামে। আর এটিই ছিল ইসলামের প্রথম গোলযোগ, যার ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয় এবং ফিৎনা সৃষ্টিকারী দা'ঈদের পথ উন্মুক্ত হয়।

সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত মিলিয়ে এক দল হয়ে থাকতে হবে। কোনো মুসলিমের জন্য কোনো দল, জামা'আত বা সংগঠনে যোগ দেওয়া শোভনীয় নয়। এটিই হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশিত এবং রাসূল ﷺ প্রদর্শিত সরল সঠিক পথ। এ সোজা পথ ছেড়ে এখানে সেখানে যোগ দেওয়ার অর্থই হলো নিজেকে এমন পথে পরিচালিত করা, যার শেষ গন্তব্য ধ্বংস বৈ কিছুই নয়। সেজন্য যুব সমাজের প্রতি আমার নছীহত হলো, তারা শর'ঈ জ্ঞান অর্জন করবে এবং কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে যোগ্য ও অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করবে।[১৩০]

---

১২৯. শায়খ ছালেহ আল-লুহায়দান একজন খ্যাতনামা আলেম। ১৩৫০ হিজরীতে কাছীমের বুকায়রিয়াহ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৯ হিজরীতে রিয়াদে শারী'আহ বিভাগে অনার্স শেষ করেন। এক সময় সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীমের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করতেন। ১৩৮৩ হিজরীতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডেপুটি হিসাবে নিয়োগ পান। পররর্তীতে ১৩৮৪ হিজরীতে প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত হন। এমনিভাবে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদগুলি অলংকৃত করতে থাকেন। ১৩৯১ হিজরীতে সঊদী আরবের খ্যাতনামা আলেমগণের নিয়ে গঠিত সংস্থা 'হায়আতু কিবারিল উলামা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তিনি এর সদস্য। রেডিও, টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহ দা'ওয়াতী কাজে তাঁর ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে। তিনি মসজিদে হারামে পাঠদান করতেন।

১৩০. 'ফাতাওয়াল উলামা ফিল জামা'আত' ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত, মিনহাজুস-সুন্নাহ রেকর্ডিং সেন্টার, রিয়াদ।

৫। মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেঈ[১৩১]

প্রশ্ন-০১: দিনে দিনে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা কর্ম পদ্ধতি, দা'ওয়াতী মূলনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী। আর হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হক জামা'আত হবে একটিই। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দল ও সংগঠনের হুকুম কি?

উত্তর: এসব দল ও সংগঠনের ব্যাপারে শরীআতের হুকুম হচ্ছে, এগুলি হারাম এবং বিদ'আত। সেজন্য এগুলি থেকে দূরে থেকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দেওয়া একজন মুসলিমের কর্তব্য। তবে কেউ যেন কিছুতেই ধারণা না করে যে, আমরা কোনো মুসলিমকে ইসলামের জন্য একাকী কাজ করতে বলছি; বরং আমরা একজন মুসলিমকে আরব-অনারব, সাদা-কালো সকল মুসলিমের সাথে কাজ করতে বলছি। কারণ দলবদ্ধভাবে কাজ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المائدة: 2

'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না'।[১৩২]

রাসূল ﷺ বলেন, পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া এবং সহানুভূতিশীলতার ক্ষেত্রে গোটা মুমিন সম্প্রদায় একটি দেহের মত। দেহের একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে তার জন্য পুরো দেহ ব্যথা অনুভব করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ' যদি

---

১৩১. শায়খ মুক্ববিল ইয়েমেনের দাম্মাজ নগরীর ওয়াদেআহ এলাকায় ১৩৫০ হিজরীর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়েমেন, নাজদ, মক্কা ও মদীনায় শিক্ষা অর্জন করেন। শাইখ আলবানী, শাইখ বিন বায (রহ.)-সহ বহু বিশ্ব বরেণ্য উলামাগনের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছেন। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের অন্যতম। তিনি দাম্মাজের একটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যা সালাফি মতাদর্শ এবং বহু-জাতীয় ছাত্রসংখ্যার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১. রিয়াযুল জান্নাহ ফির-রদ্দি আলা আ'দাইস-সুন্নাহ, ২. আশ-শাফা'আহ, ৩. ক্বমউল মুআনেদ ওয়া যাজরুল হাক্বেদিল হাসেদ, ৪. ফাযায়েহ্ ওয়া নাছায়েহ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৩২. আল-মায়েদাহ ২

তাদের দা'ওয়াতী দায়িত্ব যথারীতি পালন করে, তাহলে এতসব দলাদলি পানিতে লবণ গলে যাওয়ার মত গলে যাবে। কেননা এসব দলাদলি ধোঁকার উপর প্রতিষ্ঠিত।[১৩৩]

প্রশ্ন-০২: দা'ওয়াতের মহান উদ্দেশ্যে মুক্বীম অবস্থায় কাউকে 'আমীর' বানানোর ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর: মুক্বীম অবস্থায় মুসলিম খলীফা বা তাঁর নিযুক্ত আমীর ও গভর্ণর ছাড়া অন্য কাউকে আমীর বানানো প্রমাণিত নয়। কিন্তু বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে; ফলে তিন জনের একটি গ্রুপ থাকলে তাদেরও একজন 'আমীরুল মুমিনীন' সেজে বসে থাকছে। নিঃসন্দেহে এটি বিদ'আত, যা মুসলিম ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।[১৩৪]

প্রশ্ন-০৩: বর্তমান যুব সমাজে ব্যাপক আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে, তারা বলছে, কেউ কেউ বায়'আতকে বৈধ মনে করে, আবার কেউ কেউ বৈধ মনে করে না। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, বায়'আত কি? বায়'আতের শর্ত কি? আমাদের কি কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ জরুরী?

উত্তর: কুরাইশ বংশের কোনো ব্যক্তিকে 'আহলুল হাল্ ওয়াল আক্বদ' নির্বাচন করলে অথবা তিনি নিজে খলীফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার হাতে বায়'আত করা ওয়াজিব। কুরাইশ বংশের বাইরে যদি কেউ খলীফা হয়ে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত তলব করে, তাহলে তার হাতেও বায়'আত করতে হবে।

তবে যেসব দল ও সংগঠন মুসলিমদেরকে বিভক্ত করেছে, তাদের ঐক্য ও শক্তি বিনষ্ট করেছে, তাদের বায়'আত গ্রহণ তো দূরের কথা, বরং তাদের এই দলাদলির বিরোধিতা করতে হবে। আমরা আগেই বলেছি, মুসলিমদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলা বর্তমান সময়ের একটি নিকৃষ্ট বিদ'আত। সেকারণে তাদের বায়'আতও বিদ'আত।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বায়'আতের প্রশংসা করেছেন:

---

১৩৩. মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেঈ, কুমউল মু'আনেদ ওয়া যাজরুল হাক্বেদিল হাসেদ, পৃঃ ৩৫৫-৩৮৪ (দারুল হাদীছ, দাম্মাজ, প্রথম প্রিন্ট: ১৪১৩/১৯৯৩)।

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৯-৫৩২।

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ الفتح: ١٠

'যারা আপনার কাছে বায়'আত করে, তারা তো আল্লাহর কাছেই বায়'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর' (আল-ফাৎহ: ১০)

তাহলে আপনারা কিভাবে বায়'আতকে বিদ'আত বলছেন? জবাবে বলব, উক্ত আয়াতে উল্লেখিত বায়'আত নবী ﷺ এবং কুরাইশ বংশের খলীফার জন্য নির্দিষ্ট। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কাঁধে বায়'আত না থাকা অবস্থায় মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু'। উক্ত হাদীছে উল্লেখিত বায়'আতও কুরাইশ বংশের খলীফা বা ক্ষমতায় চলে আসা অন্য যে কোনো খলীফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ অন্য বংশের কেউ ক্ষমতায় চলে আসলে যদি তার বায়'আত গ্রহণ না করা হয়, তাহলে মুসলিমদের রক্তের হেফাযত সম্ভব হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি মানুষকে এসব বায়'আতের দা'ওয়াত দেয়, তার বিরোধিতা করতে হবে; যে বায়'আত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, তার বিরোধিতা নয়।

যদি কেউ বলে, নিম্নোক্ত হাদীছে রাসূল ﷺ বায়'আতের কথা বলেছেন, 'যখন তিন জন সফরে বের হবে, তখন তারা তাদের একজনকে আমীর বানাবে'। জবাব হচ্ছে, এই বায়'আত সফর অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট। ...সেকারণে বিভিন্ন জামা'আতের আমীরদের বায়'আত বর্তমান যুগের একটি অন্যতম বিদ'আত। প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবকে যখন প্রহার করা হয়েছিল, বিখ্যাত ছাহাবী আনাস ইবনে মালেককে যখন হাজ্জাজ অপমান করতে চেয়েছিল, ইমাম মালেককে যখন প্রহার করা হয়েছিল, ইমাম শাফেঈকে যখন লোহার বেড়ী পরিয়ে হাযির করা হয়েছিল, ইমাম বুখারীকে যখন নিশাপুর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তখন বায়'আত কোথায় ছিল? এভাবে আমাদের মুসলিম উম্মাহর স্বনামধন্য বহু আলেমে দ্বীনকে প্রহার করা হয়েছিল, তাদেরকে জেল-যুলম ভোগ করতে হয়েছিল এবং তাদেরকে নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তারা মানুষকে বায়'আতের দা'ওয়াত দেননি। অতএব, এসব বায়'আত বর্তমান যুগের বিদ'আত ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৩৫]

---

১৩৫. মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেঈ, ফাযায়েহ্ ওয়া নাছায়েহ্, পৃ: ৬৭-৬৯ (দারুল হারামাইন, কায়রো, প্রথম প্রিন্ট: ১৪১৯/১৯৯৯)।

৬। প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিছ ড. রাবী" ইবনে হাদী আল-মাদখালী

প্রশ্নঃ কেউ কেউ মনে করেন, সংগঠন ছাড়া সালাফী দা'ওয়াত প্রসার লাভ সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ এ মতের বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন?

উত্তরঃ সালাফে ছালেহীনের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। পক্ষান্তরে পরবর্তীদের সৃষ্ট বিদ'আত অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সার্বিক অকল্যাণ। সালাফে ছালেহীন দ্বীন প্রচার করেছেন এবং সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব জয় করেছেন। তারা নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জিহাদ করেছেন এবং বিজয় লাভ করেছেন; কোনো সংগঠনের মাধ্যমে নয়। পরবর্তীতে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী আলেমগণ মসজিদে মসজিদে দারস প্রদানের মাধ্যমে শর'ঈ জ্ঞানের পতাকা উত্তোলন করেছেন। এভাবে আলেম-উলামার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক ছাত্র তৈরি হয়েছে, যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নির্দেশিত একক পথের উপর পরিচালিত হয়েছেন। ফলে তাঁদের প্রচেষ্টার ফলাফল এসব সংগঠনের চেয়ে অনেক গুণ ভালো প্রমাণিত হয়েছে; যেখানে আলেম-উলামা তৈরিতো দূরের কথা এসব সংগঠন একজন মানসম্পন্ন ছাত্রও তৈরি করতে পারেনি। আমরা এখানে শায়খ মুক্ববিলকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করতে পারি, যিনি এসমস্ত সংগঠন ও কর্মপদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলে তিনি ছাত্রদেরকে শর'ঈ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে তিনি ছাত্রদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন এবং এক ঝাঁক আলেম তৈরী করতে পেরেছেন, যারা নিজ নিজ দেশে ফিরে দা'ওয়াতী কাজ করেছেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে একটি সুন্দর প্রজন্ম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।

পক্ষান্তরে সারা দুনিয়ায় ছড়ানো-ছিটানো প্রচলিত এসব সংগঠন আমাদেরকে কি উপহার দিয়েছে? কয়জন আলেম তৈরি করতে পেরেছে? কিছুই করতে পারেনি। অথচ এই দুর্বল ও নিঃস্ব মানুষটি ইখলাছ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা দ্বারা এমন কিছু করতে সক্ষম হয়েছেন,

যার ১০০ ভাগের এক ভাগও তারা করতে পারেনি। তারা পেরেছে শুধু দলাদলি ও বিভক্তি সৃষ্টি করতে। নিজ সংগঠনের কর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং অন্যদের সাথে শত্রুতা পোষণের মাধ্যমে কিছু কিছু দেশের সালাফীদেরকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করতে পেরেছে। ইসলামকে বিপদগ্রস্ত করেছে, সালাফী পরিচয় দিয়ে সালাফী মূলনীতির বারোটা বাজিয়েছে এবং সালাফীদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, চাঁদা উঠিয়ে মুসলিমদের পকেট খালি করে তারা সূদান, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া , পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের সালাফীদের উপর আক্রমণ করছে এবং বিভিন্ন উপায়ে সালাফী মূলনীতিকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। মূলতঃ তারা শুধু ভালোভাবে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু সালাফে ছালেহীনের আদর্শের উপর কাউকে গড়ে তুলতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং আমি আলেমদের উদ্দেশ্যে বলব, যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সে কোনো মসজিদে সৎ ও দ্বীনি জ্ঞানার্জনে আগ্রহী ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান করুন। আমি মনে করি, আপনারা যদি দশজন আলেম তৈরি করতে পারেন, তাহলে তা হাযার হাযার সংগঠন এবং তাদের তৈরি হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে বহুগুণে ভালো।[১৩৬]

৭। শায়খ সালেহ ফাউযান আল-ফাউযান (হাফি:)

প্রশ্ন: সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিস্থিতির সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ চিন্তাগত অশান্তির মাঝে বসবাস করছে বিশেষ করে দিন সম্পর্কিত বিষয়ে। কেননা নানাবিধ ইসলামিক দল ও সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে যেগুলো প্রত্যেকেই দাবি করছে যে একমাত্র তারাই বিশুদ্ধ ইসলামী মানহাজের উপর রয়েছে এবং তাদেরকে অনুসরণ করাই কর্তব্য। এমন পরিস্থিতিতে যে কেউ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছে যে কোনটি হক দল এবং সে কোনটির অনুসরণ করবে?

১৩৬. 'সালাফিইয়াতুনা আক্বওয়া মিন সালাফিইয়াতিল আলবানী সংশয়ের জবাব' ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত, আছালাহ রেকর্ডিং সেন্টার, জেদ্দা।

উত্তরঃ দলাদলি কখনোই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা দ্বীন ইসলাম আমাদেরকে রাসূলের অনুসরণ এবং তৌহিদের আকীদার ভিত্তিতে এক উম্মত ও এক জামায়াত হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ করেছে। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾

"নিশ্চই তোমাদের এই জাতি এক জাতি এবং আমিই তো তোমাদের রব, অতএব শুধু আমার ইবাদত কর।" (সুরা আম্বিয়াঃ ৯২)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ سورة آل عمران: 103

''আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না''

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الانعام: ١٥٩

'নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ তা'আয়ালার নিকট সমর্পিত' (আল-আন'আম ১৫৯)।

এই আয়াতটি বিভক্তি ও দলাদলির ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করেছে।

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে-তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।' (আলে-ইমরান: ১০৫)।

সুতরাং আমাদের ধর্ম হল ঐক্য ও সম্প্রীতির ধর্ম। বিভক্তি কখনো আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। একাধিক দলগঠন আমাদের দ্বীনের অংশ

হতে পারে না। কেননা দ্বীন ইসলাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছে এক জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকার।

নবী ﷺ বলেন,

«الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য বিল্ডিং এর ন্যায়, এর এক অংশ অপর অংশকে শক্ত করে বেধে রাখে।"

তিনি আরো বলেন,

«إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ »

"পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মহানুভবতায় মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের ন্যায়"

সুতরাং বুঝা যায় বিল্ডিং এবং শরীর একই জিনিস। কেননা বিল্ডিংয়ে ফাটল ধরলে তা ধসে যায়, ঠিক যেমনভাবে শরীরে পচন ধরলে জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। সুতরাং অবশ্যই আমাদেরকে এক জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে যার ভিত্তি হবে তাওহীদ এবং মানহাজ হবে রাসুলের দাওয়াত এবং যার চলার পথ হবে দ্বীন ইসলাম।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ سورة الأنعام - الآية 153

'নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথেই চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে' (আল-আন'আম ১৫৩)।

সুতরাং বর্তমান সময়ে যে সমস্ত দল এবং বিভক্তি দেখা যাচ্ছে তা ইসলাম কখনোই স্বীকৃতি দেয় না। বরং ইসলাম এগুলোর উপর কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং তাওহীদের আক্বীদা ও ইসলামের মানহাজের উপর এক জামা'আত ও এক উম্মত হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছে। একাধিক দলগঠন এবং বিভক্তি নিঃসন্দেহে উম্মাহর বিরুদ্ধে মানুষ ও জিন শয়তানদের ষড়যন্ত্রের অংশ।[১৩৭]

১৩৭. মুরাজাআত ফিল ওয়াকি' আস সিয়াসি, পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৫

৮। প্রোফেসর ড. আলী বিন নাসের আল ফাক্বিহী

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রোফেসর ড. আলী বিন নাসের আল ফাক্বিহী, হুযাইফা ﷺ এর হাদীসের নির্দেশনায় বলেন:

جماعة المسلمين السائرون على الحق والهدى، وقد يكون لهم إمام يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله، وقد لا يكون لهم إمام في بعض الأحوال وعند ظهور الفتن، كما في حديث حذيفة. البدعة وضوابطها وأثرها السيئ في الأمة، صـ ٣٧

জামা'আতুল মুসলিমিন হল তারা যারা হক ও হেদায়াতের উপর পরিচালিত। (তাদের ২টি অবস্থা রয়েছে) এক. তাদের একজন ইমাম থাকবেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত করবেন। দুই. বিভিন্ন অবস্থা ও ফেতনা ফাসাদের সময় তাদের কোন ইমাম থাকবেনা যেমনটি হুযাইফা ﷺ এর হাদীস থেকে বুঝা যায়। (তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যদি তাদের এক জামা'আত ও এক ইমাম না থাকে, বরং তারা বহু জামা'আত ও বহু ইমামে বিভক্ত থাকে, তাহলে কি করবো? তখন তিনি বলেছিলেন, তুমি ঐ ফেরকাগুলোর সবগুলোকে পরিত্যাগ করো।)[১৩৮]

৯। শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)

সউদী আরবের গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বিভিন্ন দীনি সংগঠনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص، وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في آخر سورة المجادلة: أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [المجادلة: 22] فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير كتاب الله، والسنة والدعوة إليها

১৩৮.দেখুন উক্ত প্রোফেসরের লিখিত গ্রন্থ বিদআত ও তার মূলনীতি এবং সমাজে তার কুপ্রভাব, পৃষ্ঠাঃ ৩৭

والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان. فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعونهم إلى التمسك بالكتاب والسنة، وعرض ما اختلفوا فيه عليهما؛ فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وهو الحق، وما خالفهما وجب تركه. ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين، أو أنصار السنة والجمعية الشرعية، أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام. وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون الجميع حزبا واحدا. ولا يجوز التعصب لأي جمعية أو أي حزب فيما يخالف الشرع المطهر

"আর নব উদ্ভাবিত দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ততা ত্যাগ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। সবার কর্তব্য হল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং এ ব্যাপারে সত্যবাদিতা ও এখলাসের সহিত পরস্পরকে সহযোগিতা করা। তবেই তারা কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালার ঘোষিত হিজবুল্লাহ তথা আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। সূরা মুজাদালাহর শেষাংশে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর দলের সদস্যরাই হলো সফলকাম"। আর এগুলোই হল আল্লাহর দলের (হিযবুল্লাহ্) বৈশিষ্ট্য। তারা কেবল কোরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে এবং এ পথেই দাওয়াত দেয় এবং সাহাবাগণ ও তাদের অনুসারী সালাফে সালেহীনের মানহাজ মোতাবেক চলে। তারা সকল দল-সংগঠন, সংস্থাকে কোরআন সুন্নাহ আকড়ে ধরার উপদেশ দেয়। তাদের যেসব বিষয় কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী হয় তা থেকে বিরত থাকতে বলে। আর যা কোরআন সুন্নাহর সাথে মিলে যায় তা গৃহীত হবে আর সেটাই হক। পক্ষান্তরে যা কোরআন সুন্নাহর বিপরীত তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

আর এ কথা ইখওয়ানুল মুসলিমিন, জামাআতে আনসারুস সুন্নাহ, তাবলীগ জামাত সহ ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দল সংগঠন ও সংস্থার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এতে করে সকলের মধ্যে ঐক্য আসবে, সবার লক্ষ্য এক হবে এবং সকলে মিলে একটি দলে পরিণত হবে। আর কারো জন্য বৈধ নয় পবিত্র শরীয়াতের বিপরীতে গিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট দল সংগঠন বা সংস্থার জন্য গোড়ামি করা।[১৩৯]

---

১৩৯. বিন বাযের ফাতওয়া ও প্রবন্ধ সমগ্র: ১৮২/৭

এছাড়াও শাইখ বিন বায সূরা আলে ইমরানের ১০৩ এবং সূরা আশ-শূরার ১৩ নং আয়াত দু'টি সামনে রেখে ফাতওয়া দিয়েছেন যে,

ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا

'মূলত মুসলিম সমাজের ভিতরে বহু দল, বহু জামা'আত প্রথমতঃ শয়তানের আগ্রহ বা ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়তঃ এতে ইসলামের শত্রু তথা কাফের-মুশরিকদের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এটাতে ইসলামের শত্রুরা বেশী খুশি'।[১৪০]

এর পর তিনি বলেন, আলেমদের দায়িত্ব হল, فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة 'যে সকল আলেম এই সত্য ও বাস্তবতাটা বুঝতে পেরেছে, তাদের উচিত এই দলগুলোর ভয়াবহতা তুলে ধরা ও এগুলো থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করা, তাদেরকে দূরে সরানো এবং তাদের সকলকে এভাবে ঐক্যবদ্ধ করা'।[১৪১]

দাওয়াহর অজুহাতে একাধিক দল/সংগঠন গঠন করার পক্ষে ইতিবাচক মন্তব্য করায় জনৈক প্রখ্যাত আরব আলিমকে ভুল স্বীকার করালেন সৌদি গ্রান্ড মুফতি শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন বায (রহঃ)

একদা কুয়েতের একজন বড় দাঈ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, তাঁর প্রণীত 'তিনটি মূলনীতি' নামক বইটি আমাদের দেশের আহলেহাদীছ সমাজে বহুল প্রচলিত। বইটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (হাফিযাহুল্লাহ তা'আলা)। আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক বিভিন্ন মুসলিম দেশে গিয়ে মুসলিমদেরকে বিভিন্ন দল ও সংগঠন করতে দেখেছেন। অথচ তার দেশ (কর্মস্থল) কুয়েতে এবং সৌদি আরবেও কোন দল ও সংগঠন নেই। কুয়েতে আমি দুই বছর থেকেছি। সেখানেও সালাফীদের কোন দল ও সংগঠন নেই। অতঃপর আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক তার الوصايا العشر 'দশটি ওয়াছিয়ত' নামক গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান সংগঠনগুলোর একটু প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেন,

---

১৪০. আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।
১৪১. প্রগুক্ত।

الخلاصة : أن تعدد جماعات الدعوة كان وما زال ظاهرة صحيحة، من أجل أنه وسع دائرة الخير، وأفاد المسلمين فوائد عظيمة جداً.

'সারকথা হল- মুসলিমদের দেশগুলোতে একাধিক জামা'আত দেখা যায়। একাধিক জামা'আত আগেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। এটা একটা ভালো দৃশ্য, যা আমি ওখানে দেখেছি। কারণ এতে করে কল্যাণের সীমানার পরিব্যাপ্তি ঘটে এবং মুসলমানদের ব্যাপক উপকার সাধিত হয়।'[১৪২]

তিনি এ কল্যাণ কিভাবে ছড়ায় তা পূর্বেই ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ কোন দল হয়তো যেটা বলছে না তো আরেক দল সেটা বলছে। একদল ফযীলত বলছে, তো আরেকদল আহকাম-আরকান বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে তিনি কিছু প্রশংসা করেছেন। এজন্য 'হাইআত কিবারুল উলামা' অর্থাৎ সউদী আরবের বৃহৎ উলামা পরিষদের প্রধান শাইখ বিন বায কি বলেছেন দেখেন,

دعوتكم في كتابكم: ...(الوصايا العشر) ص 71، ص 44 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، وقولكم: إن هذا ظاهرة صحية.

ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مثل قوله سبحانه: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103] وقوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ [الأنعام:159] الآية. في آيات كثيرة في هذا المعنى. وقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ» في أحاديث كثيرة في هذا المعنى. فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك، وإعلانه في الصحف المحلية وفي الكتاب الذي أوصيناكم به آنفا في بيان ما رجعتم عنه من الأخطاء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 8/ 240)

"'আপনার লেখা 'দশটি ওয়াছিয়াত' গ্রন্থটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সেই কিতাবটা আমরা পড়ে দেখলাম, যেখানে আপনি মুসলিমদের দাওয়াত ও কল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন জামা'আত ও সংগঠনে বিভক্ত হওয়া ভালো মর্মে যে প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছেন, তা

১৪২. الوصايا العشر 'দশটি ওয়াছিয়ত' নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠাঃ ৭১, কুয়েতের ইমাম যাহাবী লাইব্রেরি কর্তৃক মুদ্রিত।

কোরআনের বহু আয়াত ও নবী ﷺ এর বহু হাদীস বিরোধী। অতঃপর নমুনাস্বরূপ সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াত এবং সূরা আন'আমের ১৫৯ নং আয়াত উল্লেখ করেন।

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ سورة آل عمران: 103

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"[১৪৩]

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الانعام: ١٥٩

'নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব নেই'[১৪৪]

এবং নমুনাস্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করেন,

«إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ»

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পছন্দ করেনঃ (১) তোমরা যেন তার ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না কর (২) আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (৩) আর তোমাদের শাসনভার যাদের উপর ন্যস্ত করেছেন তাদের কল্যাণ কামনা কর।"- সহীহ মুসলিম

উক্ত দলিলগুলো উল্লেখ পূর্বক তাকে সম্বোধন করে বলেন,

'হে আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক! আপনি যদি সালাফী আলেমদের কাতারে থাকতে চান, তাহলে আপনি যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে আপনাকে ফিরে আসতে হবে এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তা প্রচার করতে হবে এবং এই ভুলগুলো আপনার কিতাব থেকে অবশ্যই শুধরাতে হবে। এসব ভুলগুলো সংশোধনী প্রচারের জন্য একটি সতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করতে হবে।"[১৪৫]

---

১৪৩. সূরা আলে ইমরান: ১০৩

১৪৪. সূরা আল-আন'আম : ১৫৯

১৪৫. ফাতওয়া গ্রন্থ, বিন বায, খন্ডঃ ০৮, পৃষ্ঠাঃ ২৪০, তামবিহাত ও তা'কীবাত (ভুল সংশোধনী গ্রন্থ), আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, পৃষ্ঠাঃ ৩৯-৪০

অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল খালিক তা শুধরিয়ে নিয়েছেন এবং ভুল সংশোধনীর জন্য যে সতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন সেখানে তিনি লিখেছেন,

فقد كنت أرى كما جاء في رسائلي التي أشرتم إليها أن تعدد الجماعات الدعوية ربما كان فيه فائدة لنصر الدعوة إلى الإسلام، ولكني أرى الآن أن الحق ما جاء في رسالتكم الكريمة أن الدعوة يجب أن تكون لتوحيد المسلمين في جماعة واحدة..

'আমার যে গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি আপনি ইংগিত করেছেন তাতে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে একাধিক দাওয়াতী সংগঠনের ইসলামের প্রতি দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালনের উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু আমি এখন যেটা মনে করছি তা হল আমার প্রতি আপনার লিখিত চিঠিতে আমার ভুল সংশোধনীমূলক যা লিখেছেন তাই প্রকৃত সত্য। আর সেটা হচ্ছে এক জামা'আতভুক্ত হয়ে মুসলমানদেরকে ঐক্যের জন্য দাওয়াত দেয়া অনিবার্য, বহু জামা'আতে বিভক্ত হয়ে নয়...'[১৪৬]

সুধী পাঠক! মুসলিম দেশসমূহে একাধিক দল ও সংগঠনের বৈধতার বিষয়ে মন্তব্য করে আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেকের মত আলেম যে ভুল করেছিলেন, আজও আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত আলেমরা তার চেয়েও মারাত্মকভাবে সেই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। তাদের এই ভুল বুঝার নিরসন কবে হবে? কিভাবে হবে? কার মাধ্যমে হবে? এটা আমার কিছুই বুঝে আসেনা। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ ও হেদায়াত দান করুন। আমীন

আমি কুয়েতে দু'বছর ছিলাম। ঐ দেশে সালাফীদের দু'টিও দল দেখিনাই। সউদী আরবেও নেই। সউদী আরবকে তাবৎ দুনিয়ায় একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় কিন্তু সেখানেও নেই। তবে কুয়েত তো আর ইসলামী রাষ্ট্র নয় কিন্তু সেখানেও নেই। অতএব হুযায়ফাহ ﷺ-কে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কোন দলে যাবে না। তার

১৪৬. তামবিহাত ও তা'কীবাত (ভুল সংশোধনী গ্রন্থ), আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, পৃষ্ঠাঃ ৫৪-৫৫

কারণ বহু দল ও সংগঠন বিদ্যমান থাকার সময় কোন দলে না গেলেই সবাই একদল হয়ে যাবে। এটাই যেমন দলিল সম্মত, তেমনি যুক্তি ও বিবেক সম্মত কথা।

সুতরাং যতদিন আমাদের মধ্যে দলাদলি থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ছহীহ আক্বীদার লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। বিদ'আতীরা তো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেই না। কল্পনা করা যায় না এবং স্বপ্নেও দেখা যায় না। এই আহলে হাদীছরাও কখনো এক হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সঊদী আরব ও কুয়েতের আলেম ও মুসলিমদের মত করে ঐক্য না বুঝবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন এবং সুন্নাহর সঠিক নির্দেশনার উপর না আসবে। একশ' দলে কী ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়? একশ' দলে তো ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় না বরং একশ' দলে বিভক্ত হওয়া যায়। একদলে সীমাবদ্ধ হতে পারলে, তখন বলতে পারব যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ।

হুযায়ফা ﵁-কে যে মন্ত্র আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ শিখিয়েছিলেন, 'তুমি কোন দলে যাবে না' হুযায়ফা ﵁-এর হাদিসের নির্দেশনা মোতাবেক ঐক্যের স্বার্থে আমাদেরকে দুটি কাজ করতে হবে, বহু দল ও সংগঠনের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে আমাদেরকেও এই মন্ত্রটি বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ঐক্যের স্বার্থে একসাথে দুটি কাজ করতে হবে। একটি হল কোন দলে নিজে যাওয়া যাবেনা, অন্যকেও কোন দলে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে এবং যারা বিভিন্ন দল ও সংগঠনে বিভক্ত রয়েছে তাদেরকে দলমুক্ত হওয়ার কার্যকারী দাওয়াত দিতে হবে। এই দুটি কাজ যারা করবে বহুদল ও সংগঠনের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে তারাই হল জামা'আতুল মুসলিমিন বা ঐক্যবদ্ধ জামা'আত। হুযাইফা ﵁ এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই হবে ঐক্যের জামা'আত যদিও যুগে যুগে এদের সংখ্যা একজনও হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন দল ও সংগঠনে বিভক্ত লক্ষ লক্ষ মুসলিমরা হবে ঐক্যবিরোধী জামা'আতুল মুসলিমিন বহির্ভূত অনৈক্যের দল ও সংগঠন।

الفصل الثامن: أصول توحيد الأمة والنجاة من عذاب الفرقة

অষ্টম অধ্যায়ঃ ফের্কাবন্দী, বিভক্তি ও দলাদলি থেকে পরিত্রাণের উপায়

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে, খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলে মুসলিমদের এক জামা'আতবদ্ধ থাকার নিয়মনীতি কি হতে পারে। তাই সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে অত্র অধ্যায়ে দলাদলি থেকে পরিত্রাণের কিছু নীতিমালা বর্ণনা করব। যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর সঠিক নির্দেশনা এবং নির্ভরযোগ্য আলিমগণের লিখিত গ্রন্থ ও বক্তব্য থেকে পাওয়া গিয়েছেঃ

(১) অনেকে বলেন যে, সবাই কোরআন ও সহীহ হাদীস এবং সহীহ আক্বীদাহ ও মানহাজ গ্রহণ করলেই ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব। একথা ঠিক বটে কিন্তু কথাগুলো বুঝে শুনে বাস্তবায়ন করা হলে তো তাই হত। সৌদি ও কুয়েতের সালাফীরা উপরোক্ত কথাগুলোর বাস্তবায়নের কারণে তাদের ভেতরে সাংগঠনিক কোন দলাদলি নেই। তারা ঐক্যবদ্ধ ও এক জামাআতবদ্ধ। যদিও সেই দেশের আলেমদের মাঝেও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের সালাফী দাবিদাররাও উক্ত মূলনীতির কথাগুলো যথাযথভাবে বুঝে বাস্তবায়ন করতে পারেনি, তাই তারা সাংগঠনিকভাবে বিভক্ত।

(২) নাবী ﷺ ও সালাফদের জামাআতে থাকাঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতর বহু দল হলে নাবী ﷺ ও সালাফদের জামাআতে থাকতে হবে। সত্যিকার অর্থে তাদের জামা'আতে (আদর্শের) উপর থাকতে পারলে বিভক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

মুসলিমরা যখন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের বিভক্ত থাকে তখন কোন দলে যাওয়া যাবে না এই মর্মে হুযাইফা رضي الله عنه এর সুপ্রসিদ্ধ হাদিসের পাশাপাশি ইবনু আব্বাস رضي الله عنه এর এই হাদিসটি অত্যন্ত প্রণিধান যোগ্য ও সমাধানমূলক একটি হাদিস। উম্মতের ঐক্য প্রিয় আলেমগণ দলাদলি ও বিভক্তি নিরসনের ক্ষেত্রে এই হাদিসটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। ইবনু তাইমিয়া রহিঃ তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৪৭]

---

১৪৭. ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া রহ খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪১৫

একদিন মুআবিয়া রযিঃ ইবনু আব্বাস রযিঃ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি কি উসমানের দলে নাকি আলীর দলে? তিনি বলেছিলেন আমি উসমানের দলেও নই আলীর দলে নেই। আমি মোহাম্মদ সাঃ এর দলে।[১৪৮]

সংগঠনগুলো তাদের দলের পক্ষে দাওয়াত দেয়ার সময় জামাআতবদ্ধ থাকার গুরুত্ব ও ফযিলতের হাদীসগুলো পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দাওয়াত দিয়ে থাকে। অথচ তাদের সেই সংগঠনগুলো জামাআতই নয়। সঊদী আরবের ধর্মমন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও ফাতওয়া বোর্ডের সদস্য আলেম বকর আবু যায়েদ একটি কিতাব সংকলন করেছেন যার নাম হল- حكم الإنتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية তথা "বিভিন্ন দল, সংগঠন ও ইসলামী জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিধান"।

তিনি তার গ্রন্থে বলেছেন যে, যারা সংগঠন করে, তারা কিন্তু নিজেদেরকে জামা'আতুল মুসলিমীন (جماعة المسلمين) এর সদস্য বলতে পারবে না। তাদেরকে বলতে হবে (جماعة من المسلمين) তথা মুসলিমদের একটি দল অথবা (جماعة من الجماعات الاسلامية) তথা ইসলামী জামা'আতসমূহের একটি জামা'আত। ওরা জামা'আতুল মুসলিমীন বলতে পারবে না। কেননা জামা'আতুল মুসলিমীন তো একটা হবে। তাই যারা বহু জামা'আতে বিভক্ত তারা জামা'আতুল মুসলিমিনের অন্তর্ভুক্ত ও মর্যাদাপ্রপ্ত নয়। বরং অবশ্যই এগুলো বিদ'আত। তবে তাদেরকে আমরা বিদ'আতী বলি না।[১৪৯]

একপর্যায়ে তিনি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন জামা'আত ও সংগঠনকে ইসলামী জামা'আত বলে অবিহিত না করে ফেরকা বা বিদআতি দল বলে আখ্যা দেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

فلنعبر ب(الفرق) لا بشعار (الجماعات الإسلامية)، لأن جماعة المسلمين) واحدة لا تتعدد (على مثل ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم) وما عدا جماعة المسلمين فهم من (الفرق) من (جماعة المسلمين). ولنعبر بالبدعة أمام السنة.

---

১৪৮. ছহীহ সনদে আব্দুর রাযযাক তাঁর মুছান্নাফ গ্রন্থ, লালকাঈ তার ই'তিক্বাদু আহলুসসুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

১৪৯ হুকমুল ইন্তেমা ইলাল ফিরাক, বকর আবু যায়দ, পৃষ্ঠাঃ ৩৭-৫১, ৬০-৬৩

যারা বিভিন্ন দলে ও সংগঠনে বিভক্ত রয়েছে তাদেরকে আমরা ফেরকা (বিদআতি দল) বলে অভিহিত করবো, ইসলামী জামা'আতের কোন প্রতীক দিয়ে নয়। কারণ মুসলিমদের জামা'আত কেবলমাত্র একটিই হয়, একাধিক নয়, যার উপর ছিলেন নবী ﷺ এবং তার সাহাবায়ে কিরাম। আর যারাই জামা'আতুল মুসলিমিন তথা এক জামা'আত বহির্ভূত হবে তারাই হল ফেরকাবন্দি বা মুসলিমদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন। আর সুন্নাহ্‌র মানদন্ডে আমরা একে বিদ'আত হিসেবেই অভিহিত করবো।[১৫০]

(৩) আরেকটি মূলনীতি হল- মুসলিমদের জামা''আত তো এমন যে, এ থেকে বের হওয়াও যায় না, কাউকে বের করাও যায় না।

এ জামা'আত কেউ কাউকে বের করার ক্ষমতা রাখে না। মুসলিমদের জামা'আত থেকে বের করার ক্ষমতা কারো আছে? কাউকে বহিষ্কার করা বা নিজে ইস্তফা দেয়ারও কারো ইখতিয়ার নেই। কেননা যেটা জামা'আত বা জাম'আতুল মুসলিমীন হবে, সেটা থেকে কাউকে বহিষ্কার করা যায় না এবং বেরও হওয়া যায় না। বের হলে কী হয় তা নিম্নোক্ত হাদীসে পড়ুন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

আবু যার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল-জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, ঐ ব্যক্তি তার গর্দান থেকে ইসলামের বেড়ী খুলে ফেলল।[১৫১] অর্থাৎ কাফের হয়ে গেল।

তাহলে মুসলিমদের জামা'আত হতে বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বের হলেই তো কাফের হয়ে যায়। সুতরাং তাকে আপনি কিভাবে বহিষ্কার করেন? অথবা কিভাবে আপনি বের হন? বের হওয়ার কোন সুযোগ আছে? আচ্ছা বলুন তো আমাদের যুগে শত শত সংগঠনগুলো

---

১৫০. হুকমুল ইন্তেমা ইলাল ফিরাক, বকর আবু যায়দ, পৃষ্ঠাঃ ১৪
১৫১. আবু দাউদ, হা/৪৭৫৮, সনদ ছহীহ।

কি উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত জামা'আতের সমার্থবোধক কিছু হতে পারে? কোন সংগঠন থেকে বের হয়ে গেলে কি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সাব্যস্ত হবে? না, কক্ষনোই না। এসব সংগঠন সেই ইসলামী জামা'আত নয় যা থেকে বের হওয়াকে ইসলাম থেকে খারিজ বা বহিষ্কৃত (মুরতাদ) গণ্য করা হবে, অবশ্যই এগুলো সেই জামা'আতই নয় যার গুরুত্ব ও ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বরং এগুলো সবই হল ফিরকা বা বিদআতি দল।

(৪) গোনাহগার ও পাপী ব্যক্তিও আল-জামা'আতের আজীবন সদস্য থাকে:

খারাপ লোক হলে কি তাকে জামা'আত থেকে বের করে দেয়া যায়? আচ্ছা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ- এর যুগে তার সমাজে সবচেয়ে খারাপ লোক ছিল মুনাফেক সম্প্রদায় যেমন আব্দুল্লাহ বিন উবাই, আবু আমের আল ফাসেক। আর তারা ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ। তাদের চেয়ে খারাপ কেউ কি আছে? কেউ কি দেখেছেন? সবচেয়ে বড় মুনাফিক তখন হয়, যখন সে সবচেয়ে বড় মানুষের সাথে মুনাফিকী করে। এই উম্মতের সবচেয়ে বড় মানুষ কে? তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। যদি কেউ বলে, যে অমুকের সাথে মুনাফেকি করল সে সবচেয়ে বড় মুনাফেক, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অপমান করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন আদম সন্তানের মধ্যে সরদার। অতএব যে তার সাথে মুনাফিকী করেছে সে হল ক্বিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মুনাফিক। এই সবচেয়ে বড় মুনাফিকরা চেষ্টা করেছিল সংগঠন ভিন্ন করে ফেলবে। রাসূলের সাথে থাকবে না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আলাদা সংগঠন করতে দেননি। তাদের আলাদা হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াত ও তার তাফসীর থেকে স্পষ্ট জানা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

'আর যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে। আর তারা অবশ্যই শপত করবে যে, আমরা কেবল ভালো চেয়েছি। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'[১৫২]

তাফসীর ইবনে কাসিরে রয়েছে, আবু আমের আল ফাসেক নামক এক মুনাফেক ১২ জন সহযোগী নিয়ে তাদের দলীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ছদ্ম মসজিদ নির্মাণ করেছিলো যা ইসলামের ইতিহাসে মসজিদে যিরার নামে পরিচিত।[১৫৩]

সুধী পাঠক! এই মুনাফিকরা একটা সংগঠন খুলতে চেয়েছিল নবীর সাথে থাকবে না বলে। কারণ নবীর সাথে তাদের মতে মিলে না। তারা তো মুনাফিক। তাদের সাথে মতের মিল হবে কি করে? মিলতে পারে নাকি? সাংগঠনিক দফতর হিসেবে তারা মসজিদ বানিয়েছিল। সেখানে তারা লোকজন নিয়ে বেশ জমিয়ে ফেলেছিল। পরে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন কিছু সাহাবীদেরকে প্রেরণ করে তা ভেঙ্গে ফেলেন এবং পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলেন। এভাবে তাদের আলাদা দল/সংগঠন খোলার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে তাদেরকে তার নেতৃত্বে তার সমাজের আওতাভুক্ত করে রাখেন। রাসুল ﷺ তাঁর জামা'আত থেকে মুনাফেকদের মত খারাপ লোকদেরকেও যদি বের করে না দেন, বরং তাঁর জামা'আতভুক্ত করে রাখেন, তাহলে আমরা কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন করে আলাদা হওয়ার সুযোগ পাই?

উল্লেখ্য, মুনাফিকরা যদি মসজিদ বানায় তাহলে সেটাই কেবল মসজিদে যিরার হয়। কিন্তু মুসলিমরা মসজিদ বানালে সেটা যিরার হয় না যত কাছাকাছি ও রেষারেষির কারণে হোক না কেন। তবে যুক্তিসংগত ও বিবেকসম্মত হতে হবে। যারা মুমিন মুসলিমদের বানানো এজাতীয় মসজিদকে যিরার বলে তাদের এ কথা বাতিল। এমনকি মারামারি-কাটাকাটি, জিদ ও রেষারেষি করেও যদি মসজিদ বানায় কিন্তু তারা যদি মুনাফিক না হয়, তাহলেও তা মসজিদে যিরার হবেনা। খুব

১৫২. সূরা আত-তওবাহ : ১০৭

১৫৩. ইবনে কাসির (৪/১২৩)

জোর এ জাতীয় মসজিদ বানানোর পিছনে ইন্ধনদাতা বা দায়ী ব্যাক্তিরা গোনাহগার হতে পারে।

সুতরাং উক্ত আলোচনা ও ঘটনা থেকে জানা যায় যে, ভালো খারাপ সকলকে নিয়েই মুসলিম সমাজ একতাবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ্র রাসূল ﷺ মুনাফেকদের মসজিদ গুড়িয়ে ফেললেন। তাদের সেন্টার বা দফতর ভেঙ্গে ফেললেন। কিন্তু তাদেকে আবার কাছে টানলেন। আলাদা হতে দিলেন না। অথচ আমাদের যুগে আমরা একটির পর একটি সংগঠন খুলতেই আছি। কারণ কি, এতবড় মুনাফিক পাই কোথায়? এত খারাপ লোক কোথায় পাই? আল্লাহ্র রাসূল ﷺ যদি মুনাফেকদেরকেও ঐক্য থেকে বের হতে না দেন, আলাদা জামা'আত, আলাদা সংগঠন খুলার অনুমতি না দেন। বরং আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলতে পারতেন, যাক, ওই বদজাতটা চলে গেছে যাক। বিপদ থেকে বেঁচে গেছি। ওর দল আলাদা হয়ে যাক। কিন্তু না! বাধ্যতামূলক আমার দলেই থাকতে হবে। মুনাফিককে তার মুনাফিকী নিয়েই থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। মুনাফিক কেন? একটা চোর-ডাকাতও থাকতে পারে। কিন্তু চোরের শাস্তি কায়েম করা হবে। ভালো মানুষকে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত করা হবে। তাকে উৎসাহিত করা হবে। আর খারাপ ও মুনাফিক লোককে তিরস্কৃত করা হবে, তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সাথে মুসলিমদের জামা'আতে তাদেরকে রাখতে হবে। তবু মুনাফিক দিয়েও দু'টি জামা'আত ক্বায়েম করা যাবে না। মুনাফিক দিয়ে হলেও দু'টি সংগঠন চালানো যাবে না। এই বুঝগুলো গেল কোথায়? দেখেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ঐক্য করেছেন? ঐক্য কিভাবে ধরে রেখেছেন? সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকেই শিখতে হবে। কেউ একটু খারাপ হলেই বলা হয়, তুমি বহিস্কৃত। না না, নেতা খারাপ হয়ে গেছে। এর সাথে আর থাকা যায় না। আমি আরেকটা দল করি। এখন আমাদের দেশে এই দলচর্চা করতে করতে, সংগঠন করতে করতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, যদি আমি সংগঠন থেকে বের হয়ে যায়, কিংবা বহিস্কৃত হই, তাহলে খালি খালি মনে হয়। তিন জনে হলেও একটা দল খুলে ফেলে। অন্যথায় খালি খালি লাগে। লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্!

যারাই বিভিন্ন নামে দল/সংগঠন খুলবে তারাই ৭২ দলের সাথে সাদৃশ্যতা পোষণকারী হবে। কারণ ৭২ দলের চরিত্রের সাথে তাদের দু'দিক থেকে মিল রয়েছে- ১. দলাদলি ২. পরস্পর অমিল ও শত্রুতা।

আর যারা কোন দল-সংগঠন খুলবে না বা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না তারাই ঐক্যের দল- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বা আহলুল হাদীস বা জামা'আতুল মুসলিমিনের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবেন।

আলী ﷺ এর খলাফতকালে মুসলমানদের মধ্যে চারটি দল হয়ে গিয়েছিলঃ হক দল তথা জামা'আতুল মুসলিমিন, বিদ্রোহী দল, খারেজি এবং শিয়াহ। সেই চারটির মধ্যে জামা'আতের মর্যাদা প্রাপ্ত দল ছিল কেবলমাত্র আলী ﷺ এর দলটি-জামা'আতুল মুসলিমীন। নবী ﷺ এর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে বর্তমান যুগের যে কোন সংগঠনের চাইতে উত্তম; মুয়াবিয়াহ ﷺ-এর দলকেও জামা'আতের মর্যাদা দেননি, বলেছেন (فئة باغية) বিদ্রোহী দল। আম্মার ﷺ-কে বলেছিলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي عَمَّارٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

"হে আম্মার তোমাকে হত্যা করবে বিদ্রোহী দলটি।

আর বাস্তবে দেখা গিয়েছিল আম্মার ﷺ-কে হত্যা করেছিল মু'আবিয়ার ﷺ- এর বিদ্রোহী দল। কিন্তু হাসান ﷺ এর খেলাফতের সময় পদত্যাগ করে যখন দায়িত্ব মু'আবিয়া ﷺ-কে দিয়েছিলেন তখন তিনি হয়ে গিয়েছিলেন জামা'আতুল মুসলিমীন এর আমীর।

(৫) আরেকটি সূত্র হল সৎকাজ ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে সাংগঠনিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে বৃহৎ ঐক্যের গন্ডিতে জীবন যাপনের নীতি অবলম্বন:

মুসলিমদের ভিতরে যে সমস্ত দল এবং জামা'আত তৈরি হয়েছে হক্বপন্থী ছহীহ আক্বীদার কোন ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্ত দলের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না। দলীয় কোন সম্পর্ক, সাংগঠনিক কোন সম্পর্ক থাকবে না। শুধু মুসলিম ভাই হিসাবে তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা যাবে। ওর দফতরে যাওয়া যাবে না। ওর সংগঠনের ফরম পূরণ করা যাবে না, হাজিরা দেয়া যাবে না। শুধু ইসলামী কাজে তার সাথে পরস্পর সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা যাবে। এভাবে ঐক্য প্রিয় হুযাইফা ﷺ এর আদর্শ ও ভুমিকায় থাকা ব্যক্তি সকলের সাথে থাকার উদার নীতি পালনের মধ্যে থাকতে পারে। সংগঠনের লোকেরা মুসলিম ভাই

হিসেবে মুহাব্বত ও মর্যাদা না দিলেও সে সবাইকে ভাই হিসেবে গ্রহন করতে ও মর্যাদা দিতে পারবে।

(৬) আরেকটি সূত্র, শব্দগত ও অর্থগত দিক থেকে ইসলামকে إسما (নামগতভাবে) ও رسما (সত্তাগতভাবে) ঠিক রাখতে হবে:

অর্থাৎ ইসলামকে নামকরনের দিক থেকে এক শব্দ বিশিষ্ট দ্বীন বা ধর্ম হিসেবে ধারণ ও পালন করতে হবে। তাহলে ইসলামের মধ্যে আর কোন দল তৈরি হবে না। ইসলামের ভেতর বিভিন্ন দলাদলি রোধ করার ক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকারী হওয়ায় আল্লামাহ বাকর আবু যায়দ তার "হুকমুল ইন্তিমা" গ্রন্থের পাতায় পাতায় ও কথায় কথায় এটি উল্লেখ করেছেন।[১৫৪]

ইসলাম শব্দের আগে পিছে দ্বিতীয় কোন শব্দ বসানো যাবে না। যদি তার আগে পিছে কোন শব্দ বসানো হয়, তাহলে ইসলামের ভিতরে অটোম্যাটিকলি দল তৈরি হবে। যেমন, ইসলাম শব্দের শুরুতে "জামা'আত" শব্দ বসালে 'জামা'আত ইসলামিয়্যাহ' দুই শব্দবিশিষ্ট হওয়ায় একটি দল গঠিত হয় যে নামে বর্তমানে একটি দল রয়েছে। 'জামা'আত' শব্দটিকে 'ইসলাম' শব্দের পরে বসালে আরেকটি দল তৈরি হয় যেমন 'ইসলামী জামা'আত'। এ নামে বাংলাদেশে এখনো কোন দল নাই, কেউ চাইলে করতে পারে। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের দলবাজ মুসলমানরা এই মূলনীতিটি (মন্ত্রটি) না বুঝার কারণে ইসলাম শব্দের আগে পিছে বিভিন্ন শব্দ বসিয়ে অসংখ্য দল তৈরি করেছে এবং এখনো করেই চলেছে। যেমন 'খিলাফাতে ইসলাম', 'ইসলামী শাসনতন্ত্র', 'ইসলামী ঐক্যজোট', 'হেফাজতে ইসলাম' প্রভৃতি। অতএব যদি দল রোধ করতে হয়, তাহলে ইসলামকে إسما ও رسما ঠিক রাখতে হবে। কোন মুসিলম 'ইসলাম' এর আগে-পিছে কোন শব্দ যোগ করতে পারবে না, যদি সে দল না করতে চায় এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে চায়। কী সুন্দর মন্ত্র! এবার আপনি দল বের করতে পারবেন? ইসলামের আগে পিছে কোন শব্দ যোগ না করে কোন দল বের করেন দেখি? ক্ষমতা

---

১৫৪. হুকমুল ইন্তিমা ইলাল ফিরাক, বকর আবু যায়দ, পৃষ্ঠাঃ ৪২, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৭৫, ৭৯, ১৩৬, ১৩৭, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১৫৯।

আছে কারো? কোন্ বড় হুজুরকে দিয়ে দল বের করাবেন? যত বড় হুজুর হোক ইসলাম শব্দের আগে পিছে কোন শব্দ যোগ না করে কোন দল বের করতে পারবেনা। এজন্যই তিনি দলবাজির মন্ত্র উল্লেখ করেছেন এভাবে,يكون في البداية كلمة وفي النهاية نحلة - একটি দলের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে ইসলাম বা ইসলামের পরিচিত কোন পরিভাষার সাথে (আগে বা পিছে) শুধুমাত্র একটি শব্দই বসানো হয়, পরিণাম ও পরিণতিতে একটি দল বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫৫]

এবার আসুন আহলে হাদীস বিষয়ে কিছু বলা যাক। মূলত 'আহলে হাদীছ' একটা ইসলামী পরিভাষা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এর সমার্থবোধক নাম । এই 'আহলেহাদীছ' এর সাথেও ঐ একই কথা (মন্ত্র) প্রযোজ্য। 'আহলেহাদীছ' এর আগে পিছে কোন শব্দ যোগ করতে পারবেন না। কারণ শব্দ যোগ করলেই আহলে হাদীছদের ভেতরেও দল তৈরি হবে। যদি বলি নবী ﷺ ও সাহাবীদের যুগ থেকে আহলে হাদীসদের ধারা শুরু হয়েছে তাহলে নবী ﷺ এর মৃত্যুর পর ১৩৭০-৮০ বছরে আহলে হাদীসের মধ্যে কোন দল ও সংগঠন ছিলোনা। এই সুদীর্ঘ সময়ে আহলে হাদীস নাম ও আদর্শের উপরে সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিল। অথচ ৫০-৬০ বছরের ভেতরে আহলে হাদীস পরিচয় দানকারীদের মধ্যে অসংখ্য দল তৈরি হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। এর কারণ ১৩৭০ বছর আহলে হাদীস শব্দের আগে পিছে কোন শব্দ যোগ করা হয়নি। যেদিন থেকে শব্দ যোগ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে দলাদলির গোড়াপত্তন করা হয়েছে। যেমন জমঈয়তে আহলে হাদীস, আহলে হাদীস আন্দোলন, গুরাবায়ে আহলে হাদীস, তাহরিকে আহলে হাদীস, তাবলীগে আহলে হাদীস, জামা'আতে আহলে হাদীস, আহলে হাদীস জামা'আত ইত্যাদি। আজও যদি আহলে হাদীস শব্দের আগে পিছে কোন শব্দ বসানো না হয় তাহলে ভবিষ্যতে আর একটিও দল তৈরি হবে না। 'আহলে হাদীছ' শব্দের আগে পিছে কোন শব্দ বসালেই দল তৈরি হবে, একটা আমীর জন্ম নিবে, একটা দফতর তৈরি হবে, সভাপতি হবে, বহু শাখা তৈরি হবে। পরীক্ষা করে দেখেন তো আহলেহাদীছের সাথে কোন শব্দ যোগ করে? আচ্ছা যেগুলো আছে তা থাক। আমি নতুন কিছু যোগ করি, 'ত্বায়েফাতু আহলিল হাদীছ', এই

---

১৫৫ প্রগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৭

সংগঠন আপনারা দেখছেন? এই নামে কোন সংগঠন আছে নাকি? নাই তো। সুন্দর একটি নাম। আরেকটি হল 'ইছাবাতু আহলুল হাদীছ', এগুলো সবই হাদীছের শব্দ। এগুলোও যদি যোগ করি, তাহলে কি হবে; আরো কিছু দল বের হবে। দল হবে, আমীর হবে, দফতর হবে, শাখা হবে, কর্মী হবে, আর আমি পূজনীয় ব্যক্তি হব। মুক্বাল্লাদ ব্যক্তি হব। তাক্বলীদযোগ্য ব্যক্তি হব। সুতরাং ফের্কা, বিভক্তি ও দলাদলি বন্ধ করতে হলে আহলে হাদীস শব্দের আগে পরে শব্দ বসানো বন্ধ করতে হবে এবং যথাযথভাবে নিয়ম মেনে চলতে হবে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত আহলে হাদীসদেরকে ঐক্যের আওতায় আনতে হলে আহলে হাদীস শব্দের আগে পিছে যেসব শব্দ যোগ করা হয়েছে সেগুলো মুছে ফেলতে হবে। তাহলে নিশ্চিতভাবেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং এভাবে একদিনেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত আহলে হাদীসদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব। এ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় সম্ভব নয়। এভাবেই সৌদি আরব ও কুয়েতের আহলে হাদীস তথা সহীহ আক্বীদাহর মুসলিমরা একাধিক দল ও সংগঠনমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।

(৭) নেতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব না হলে নীতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব:

এই মন্ত্র বা মূলনীতির মর্ম হলো এই যে, যে দেশ ও সমাজে বহুদল ও বহু নেতার ছড়াছড়ির সেখানে যে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হলেই ও ওই দলের নেতার নেতৃত্বে শিকার করলেই অনৈক্য ও দলীয়তার দোষে দোষি হতে বাধ্য। অন্যদিকে অনৈক্যের শিকড় মজবুতকারী বলে বিবেচিত হবে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, মুসলিমদের মধ্যে বহু দল ও সংগঠন ও নেতা-নেত্রীর ছড়াছড়ি সময় কারো পক্ষে সকল মুসলিমের সাথে থাকা, সকলকে ভাই-ভাই সম্পর্কে জড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়। বরং যখন কোন ব্যক্তি কোন একটি দল বা সংগঠনের নাম লেখাবে বা যোগ দিবে তখন ঐ ব্যক্তির অন্যান্য মুসলিম দল ও সংগঠনের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান তৈরি হবেই হবে। কেন এই দল নির্বাচন করল? এর জবাবে গৃহীত দলের প্রশংসা বা এর ইতিবাচক কতগুলো দিক তুলে ধরবে এবং অন্যান্য দলের নেতিবাচক দিক ও ত্রুটি খুঁজে খুঁজে বের করবে ও বলতে থাকবে। এতে করে কুরআনী মূলনীতি, (انما المؤمنون اخوه -মুমিনরা

সকলে পরস্পরের ভাই) -এই নীতি লঙ্ঘিত হবে। নিম্নক্ত হাদীসের মূলনীতি লঙ্ঘিত হবে:

১. المسلم اخو المسلم -মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ব্যক্তির ভাই

২. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলিম নিরাপদে থাকে।

আর দলাদলির কারণে বাস্তবেও সমাজে কোরআন সুন্নাহর উক্ত মূলনীতিগুলোর চরম লঙ্ঘন দেখা যায়। বহু সংগঠন ও দলাদলির সময় যে ব্যক্তি কোন দলে গেল না, অন্য কেউ এই নীতির দিকে আহ্বান করলো, সকলকে এক দল বা ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১০০ দলের মধ্যে ৯৯ টি ভাঙার চেষ্টা করল, সেই হলো ঐক্যের পথে থাকা ব্যক্তি। এই মূলনীতির দলিল হল হুজাইফার হাদিস ও বিদায় হজ্জের ভাষণে বলা রাসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীসটি:

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»- رواه الإمام مالك في الموطأ

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি: একটি হল আল্লাহর কিতাব অপরটি হল আমার সুন্নাত"[১৫৬]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা: বহু দল/সংগঠন বিদ্যমান থাকার সময় মুসলিমদের মধ্যে দিশেহারা অবস্থা তৈরি হয়। কোন দলে যোগ দিব? কোন দল যে সঠিক আর কোনটা বেঠিক। সবাইকে সঠিক মনে হলেও শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে দেখো কোনটি বেশি সঠিক সেটাতে ঢুকো। এসমস্ত বিভ্রান্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা রয়েছে নবী ﷺ এর এই হাদিসে। কোন দলে না গিয়ে শুধু কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরে থাকলেই আপনি অভ্রান্ত ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ আমাদেরকে এ বিষয়গুলো বুঝার এবং আমল ও বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুণ। আল্লাহুম্মা আমীন।

---

১৫৬ হাদীসটি ইমাম মালেক তার মুওয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন

الفصل التاسع: نطاقات لتوحيد الناس والمسلمين بالأخص

নবম অধ্যায়ঃ ঐক্যের ১১টি গণ্ডি[১৫৭]

বিভক্তি ও দলাদলী মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। যারা বিভক্তি ও দলাদলী সৃষ্টি করে তারা যেমন মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী, যারা বিভক্তি সমর্থন করে তারাও একই অপরাধী।

রাসূল ﷺ এর হাদীসের উপর আমল। রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَنْ أَتَاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ واحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ، فاقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ كَانَ. رواه مسلم.

যখন তোমরা (মুসলিমগণ) কোন নেতা বা আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকবে এমতাবস্থায় যদি অন্য কেউ নেতা বা আমীর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তবে তাকে হত্যা করে ফেলো সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন?। (সহীহ মুসলিম)।

এ জন্য আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই, খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষে যখন সেনাপতি/শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঐক্যের ডাক দিলেন এবং সবাইকে তার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ঐক্যের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং মক্কার অধিবাসীদের নিয়ে মক্কাকে তার শাসনাধীন এলাকার রাজধানী হিসেবে আলাদা থাকার মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু জালিম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিদ্রোহ দমনের অংশ হিসেবে ও ঐক্যের লক্ষ্যে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه কে হত্যা করে মক্কা নগরীকে ঐক্যের আওয়াতায় নিয়ে আসেন।

যদিও তাকে হত্যা ছাড়াও শুধু ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে মক্কাকে মুসলিম জাহানের সাথে একীভূত করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এ ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ মনে হলেও, মূলত এই হত্যাকাণ্ড ছিল তার দৃষ্টিতে রাসূল ﷺ এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসের আমল।

---

১৫৭. মোহাম্মাদপুর আস্ সুন্নাহ কমপ্লেক্স জামে মসজিদের খুৎবার একাংশ।

ঐক্য ইসলামের ভিতরে সবচেয়ে দামী ও মূল্যবান জিনিস। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এত দামী জিনিস হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন যেন বুঝেও বুঝি না। এ জন্য সারা বিশ্বের মুসলিমদের আজ করুন অবস্থা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল নিয়ে মহাখুশি। ফলশ্রুতিতে সর্বত্র ইসলামের নামে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় দল গজিয়েই চলেছে যেন মনে হচ্ছে এই দলওয়ালাদের জন্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিই আবিস্কার হয়নি।

আরো দুঃখজনক বিষয় আমরা যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে পরিচয় দেই তাদেরও অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন। দলাদলীতে তারাও আজ বিন্দুমাত্র পিছিয়ে নেই, বেদাতীদের মত তারাও সহীহ দলাদলী মনে করে বিভিন্ন নামে দল, সংগঠন খুলে আহলে হাদীসদের মাঝে ঐক্যের নামে অনৈক্য সৃষ্টি করেই চলেছে। এই সহীহ দলাদলীও আহলে হাদীসদের বিপর্যয় এবং আত্মহত্যার কারণ। লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, এই দলাদলীর জন্য এক দল অন্য দলকে প্রতিপক্ষ ও শত্রু মনে করে। এক দলের আলেম অন্য দলের আলেমদের দাওয়াত কবুল করেন না অথবা অন্য দলের আলেমদের দাওয়াত দেয় না। এখন দল-সংগঠনের অর্থই যেন সংকীর্ণতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা আর একে অপরের অমঙ্গল কামনা করা।

অথচ হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এসব কিছুই ইসলামে হারাম এবং বড় অপরাধ। রাসূল ﷺ বলেছেন- 'তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কেননা, হিংসা মানুষের নেক আমল বা পুণ্যগুলো এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়।' (আবু দাউদ)।

এতকিছুর পরও আশার আলো এই যে, কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ঐক্যের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার কারণে অসংখ্য মানুষ তাদের ভুল বুঝতে পেরে এসব দল/সংগঠন ত্যাগ করছেন আলহামদুলিল্লাহ। তেমনি একটি ঘটনা বলতে চাই আপনাদের নিকট। বাংলাদেশে আহলে হাদীসদের একটি বড় সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল তিনি তার মসজিদে ফরজ নামাজের পরে প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত টিকিয়ে

রাখার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেছিলেন, এ যেন রীতিমত সহীহ বিদআত সংরক্ষণ/টিকিয়ে রাখার লড়াই। সেই মসজিদে কয়েকটি খুৎবা প্রদান করেন অত্র গ্রন্থের লেখক এবং সেই খুৎবার মাধ্যমে মুসল্লীদেরকে সুন্দরভাবে সুন্নাত- বিদআত বুঝানো হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ! এরকম কয়েকটি খুৎবা থেকে মুসল্লীগণ সুন্নাত বিদআত স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হন এবং এটাও বুঝতে পারেন যে, ফরজ সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাতও একটি বিদআত। এরপর যখন মসজিদের সকল মুসল্লী বুঝে গেলেন যে, ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত বিদআত, তখন তারা এই বিদআতকে উৎখাতের জন্য তৎপর হলেন। যার ফলে ইমাম সাহেব ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত ধরে লক্ষ্য করতেন তার ডানে, বামে, সামনে পিছনে কেউই তার সাথে মুনাজাতে অংশগ্রহণ করছেন না। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে নিজেই এই বিদআত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

এভাবেই আপনি যদি দল পূজা করতে থাকেন এবং চেয়ারে বসে থেকে নিজেকে বড় আমীর মনে করতে থাকেন, একদিন দেখবেন জনগণ আপনার ডান, বাম থেকে সরে গেছে, ফরম পূরণ করার মত কোন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, শুধু আপনিই আপনার দল নিয়ে বসে থাকবেন অথবা দল ভঙ্গ করতে বাধ্য হবেন। এমনই বার্তা পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এই সেক্রেটারী জেনারেলের মত যত দলের আমীর বা সেক্রেটারী রয়েছেন একদিন সবার পরিণাম এমনই হবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ!

আমি আশা করি, সবাই হবেন কুরআন হাদীসের ভক্ত কোন দলের নয়, সবাই ডাকবেন আল্লাহর দিকে কোন দল বা মতবাদের দিকে নয়। সবাই হবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভক্ত, কোন পীর/বুজুর্গ বা আলেমের নয়। সবাই সবাইকে উন্মুক্তভাবে ভালোবাসতে পারবে, সবাই সবার মসজিদে যেতে পারবে, সবাই সবার মাহফিলে যেতে পারবে, সবাই সবার সাথে মিলে-মিশে দাওয়াতী কাজ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আমি কোন সংগঠন বিরোধী না। আমি শুধু চাই সংগঠনগুলো দলীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে পরস্পর দাওয়াত বিনিময় করুক। কিন্তু সংগঠনওয়ালারা এরকম কেন হতে দেয় না? কি তাদের মতলব? জাতি জানতে চায়। আমাদেরকে হতে হবে এক জামাআতবদ্ধ, শুধু জামাআতবদ্ধ হওয়া এটা ভুল অর্থ এবং জাল অর্থ। বহু জামাআত দ্বারা মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, কারণ রাসূল ﷺ এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম এক জামাআত ছিলেন, বহু জামাআত নয়।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সেই দিন এনে দিন, যেদিন দলীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে সবাই সবাইকে দ্বীনি ভাই মনে করবে। অবাধে যে কোন জায়গায় সকল আলেম-উলামারা যেতে পারবেন। থাকবে না মনের মাঝে কোন সংকীর্ণতা। যেখানেই দেখা হবে সেখানে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরবে এবং ভালোবাসবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে। আমীন।

ঐক্যের বিভিন্ন গণ্ডি রয়েছে এই গণ্ডিগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সবাই (মুসলিম-অমুসলিম) ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

এরকম ১১টি ঐক্যের গণ্ডি রয়েছে যার আওতায় পুরো পৃথিবীবাসী একতাবদ্ধ হতে পারে। যথা:

প্রথম গণ্ডিঃ পৃথিবীর সকল মানুষ যে বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে- তা হচ্ছে পৃথিবীটাকে সুন্দর এবং বিভিন্ন ধরনের দূষণ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামামুক্ত রাখার ক্ষেত্রে। এটা সবাই চাই, এ ব্যাপারে সবাই (একমত) ঐক্যবদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

লা তুফসিদু ফিল আরযী বা'দা ইছলা-হিহা

অর্থ: তোমরা জমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না পরিশুদ্ধ করার পর (সুরা আরাফ: ৫৬)। যখন (মুনাফিকদেরকে বলা হতো তোমরা

বিপর্যয় সৃষ্টি করো) তখন তারা বলতো, না আমরা তো পরিশুদ্ধ করি (ফাসাদ সৃষ্টি করিনা)। (সূরা বাকারাঃ ১১)।

এই গণ্ডিতে আমরা কাফের, মুশরেক, নাস্তিক সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। কারণ একজন কাফেরও চাই পৃথিবীটা সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামল, দুষণমুক্ত, শান্ত, সুন্দর থাকুক, কলহ-অশান্তি, মারামারি-কাটাকাটিমুক্ত থাকুক। তার মানে এই নয় যে তাদের সাথে এই ঐক্যের পয়েন্টে মিলে গেছি তাই আমরাও কাফেরদের সব বিষয়ে একমত। শুধু এই পয়েন্টে আমরা পৃথিবীর সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ।

দ্বিতীয় গণ্ডিঃ নাস্তিক বনাম আস্তিক। নাস্তিকদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে যত ইহুদী, মুসলমান এবং খ্রিষ্টান রয়েছে সবার সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ। কারণ পৃথিবীতে যত খ্রিষ্টান, ইহুদী এবং বিধর্মী রয়েছে তারাও আস্তিক তথা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এই পয়েন্টে পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম জাতি (কবর পূজারী, মাজারপূজারী, মুশরেক) তাদের সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। সকল ধর্মের আস্তিকরা এই পয়েন্টে একমত বা ঐক্যবদ্ধ। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু বাকী অন্যান্য বিষয়ে মুসলিমরা আস্তিক বিধর্মীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য হতে পারে না।

তৃতীয় গণ্ডিঃ মূর্তিপূজক/ পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে আহলে কিতাবদের সাথে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। অর্থাৎ, যারা মূর্তিপূজা করে না তাদের সাথে আমরা সমগ্র মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ। আহলে কিতাবদের ব্যাপারে আমাদেরকে কিছুটা নমনীয় হওয়ার প্রতি কুরআনে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আহলে কিতাবদের খানা তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খানা তাদের জন্য হালাল, তাদের নারীরা তোমাদের জন্য হালাল কিন্তু তোমাদের নারীরা তাদের জন্য হালাল নয়। (সূরা মায়িদাঃ ০৫ নং আয়াতের সারমর্ম)। অর্থাৎ আমরা ঐক্য পছন্দ করি এবং একতাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করি যতদূর পর্যন্ত ঐক্যের সাথে থাকা যায়।

চতুর্থ গণ্ডিঃ নামধারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ। কারণ আমরা কেউই নামধারী মুসলিম পছন্দ করি না। এদের

মধ্যে কিছু শাসক শ্রেণীও রয়েছে যেমন- লিবিয়ার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি এবং সাদ্দাম হোসেন বর্তমান বাশার আল-আসাদ কাফিরদের সাথে সখ্যতা ও আতাতকারী সেকুলার শাসক ও নেতারা এবং যারা মুসলিম কিন্তু নিজেকে মুক্তমনা অথবা প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দেয়। এরা মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বিরোধী এবং অবমাননাকারী। এদের বিরুদ্ধে আমরা বেদাতী, সুন্নী-ওয়াহাবী, মুকাল্লিদ-গাইরেমুকাল্লিদ, কবরপূজারী, মাজারপূজারীদের সাথেও ঐক্যবদ্ধ। কারণ এরাও আমাদের মতই এসব মুক্তমনা বা প্রগতিবাদীদেরকে অপছন্দ করে এবং ইসলামের দুশমন মনে করে। এ জন্য দেখা যায় কেউ আল্লাহ এবং নবীকে অবমাননার চেষ্টা করলে উক্ত সকল শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে নবীর অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং রাজপথে মিছিল বের করে। এদের দ্বারাও ইসলামের উপকার হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে পাওয়া যায়- রাসূল ﷺ বলেছেন: إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন ইসলামকে কখনো কখনো সাহায্য করে থাকেন ফাসেক-ফাজের ব্যক্তি দ্বারাও (ফাসেক-ফাজের নীতি দ্বারা) (বুখারী: ৩০৬২)।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো কাফের, ফাসেক-ফাজের দ্বারাও তাঁর দ্বীনের খেদমত করিয়ে নেন। ইসলামে মানুষকে কষ্ট দিয়ে হরতাল, মিটিং-মিছিল এসব হারাম কাজ, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তাদের মিটিং-মিছিল এবং হরতালের কারণে ইসলাম বিরোধীরা নমনীয় হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করে তবে সেটা ইসলামের জন্য উপকার যদিও এই উপকার সঠিক পন্থায় হয়নি, হয়তো সঠিক ব্যক্তি দ্বারাও হয়নি কিন্তু ইসলামের উপকার হয়েছে বটে।

ইসলাম বহির্ভূত পন্থায় আরো একটি ইসলামের উপকারের উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন- রমজান মাস আসলে দেখা যায় বিভিন্ন মসজিদ থেকে সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে রোজাদারদের উঠানোর পন্থা হিসেবে বিভিন্ন গান-গজল বলে মানুষদেরকে সাহরীর জন্য সচেতন করার উদ্দেশ্যে এবং ঘুম থেকে জাগানোর জন্য ডাকা হয়, ফলে যারা রোজাদার তারা উঠতে পারে এবং তারা সত্যিকারার্থে উপকৃত হয়।

কিন্তু এটা শরীয়তসম্মত কোন পন্থা নয় তথাপি মুসলমানরা উপকৃত হয়। তাই মুসলিমরা এই উপকার গ্রহণ করলে দোষণীয় নয়। তবে সুন্নাহ পদ্ধতি হলো মুসলিমরা সাহরীর জন্য সচেতন করার উদ্দেশ্যে এবং ঘুম থেকে জাগানোর জন্য আযান দিবে আযান শুনে সাহরী খাওয়ার জন্য জাগ্রত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এই আযানের প্রচলন নেই তাই বলে কি তাদের গান-গজল শুনে আপনার ঘুম ভাঙলে আবার ঘুমিয়ে পড়বেন? নাহ কেউ ঘুমাবে না বরং উঠে সাহরী খাবে।

এমনিভাবে আরো বলা যায়- যদি আপনার বাড়িতে আগুন লাগে আর সেই আগুন নিভানোর জন্য কোন কাফির এগিয়ে আসে তাহলে কি আপনি তাকে বাধা দিবেন যে তুমি কাফের তোমার দ্বারা আমার কোন উপকার প্রয়োজন নেই? নিশ্চয় বাধা দিবেন না। এভাবেই আমরা কাফের-মুশরেক, বেদাতীদের দ্বারাও উপকৃত হতে পারি।

পঞ্চম গণ্ডিঃ আমরা ৪ মাযহাবের সাথে ৭২টি বাত্বিল ফিরকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

জাহমিয়া, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়া, জাবারিয়া, মুশাব্বিহা মু'তাজিলা এ সমস্ত বাতিল দলের বিরুদ্ধে আমরা ৪ মাযহাবের সকল মুকাল্লিদের (অনুসারীদের) সাথে ঐক্যবদ্ধ।

ষষ্ঠ গণ্ডিঃ আমরা দেওবন্দী ও বেরেলভীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। মক্কা মদীনা এবং সমগ্র আহলে হাদীস জনগোষ্ঠীর সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ। মক্কা-মদীনার সকল আলিম-উলামাদের নিকট ফিরকা বাত্বিলা বা বাত্বিল ফিরকা হলো দেওবন্দী ও বেরেলভীগণ। যদিও তাদের কিছু কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস ভালো রয়েছে।

সপ্তম গণ্ডিঃ ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমরা হিন্দু আক্বীদা বিশ্বাস ও প্রভাব থেকে মুক্ত মুসলিমদের সাথে ঐক্যবদ্ধ। হিন্দু ধর্মের লোকেরা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, পূনর্জন্মে বিশ্বাসী, ৩৩ বা ১৩০ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী এবং ঈশ্বর (আল্লাহ) সর্বত্র ও সব কিছুতে বিরাজমান ও নিরাকারে বিশ্বাসী। এরকম অসংখ্য মুসলিম রয়েছে যাদের আক্বীদাও তাদের মতো অর্থাৎ তারা আল্লাহকে নিরাকার, সর্বত্র বিরাজমান বলে বিশ্বাস করে এবং হিন্দুদের মত তারাও কবর ও

মাজারে সাজদা দেয় এবং পূজা করে। এ সমস্ত নাম সর্বস্ব হিন্দু প্রভাবিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমরা হিন্দু আক্বীদার প্রভাবমুক্ত সকল মুসলমানের সাথে ঐক্যবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা হবে- আল্লাহর আকার আছে, যা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তিনি নিরাকার নন। তিনি আরশের উপরে সমুন্নত, তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। আল্লাহর আকারের ক্ষেত্রে কিছু বদ আক্বীদার লোক পাওয়া যায় যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর আকার আছে এবং সেই আকার বা আকৃতি হলো- দাড়ি-গোঁফ গজানোর উপক্রম একজন নওজোয়ানের মত। এ জন্য ভণ্ড দেওয়ানবাগী বলতো- তার মেয়ে নাকি আল্লাহকে দাড়ি-মোচ গজানোর উপক্রম নওজোয়ানের মত স্বপ্নে দেখেছে, নাউজুবিল্লাহ। এরকম যারা আল্লাহর আকারকে কোন সৃষ্টির আকারের সাথে সাদৃশ্যতা দান করে তাদেরকে দেহবাদী বলা হয়। এরা স্পষ্ট মুশরেক এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা আকারবিশিষ্ট কিন্তু তাঁর আকার কেমন এ বিষয়ে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না। তাঁর আকার তাঁর মত, কোন মাখলূকের সাদৃশ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: ليس كمثله شئ وهو السميع البصير 'অর্থাৎ, কোন কিছুর সাথে তাঁর সাদৃশ্য নেই, কিন্তু তিনি শুনেন ও দেখেন।' এই দলিল দ্বারা প্রমাণিত হলো- আল্লাহর আকার আল্লাহর মত তাঁর আকারের সাথে কোন মাখলুকের আকারের সাদৃশ্যতা নেই। আল্লাহ তাআলার আকার কেয়ামতের দিন মুমিনগণ দেখতে পাবেন। এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহর আকার নির্দেশকারী ৪টি শব্দ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যথা:

(১) لقاء الله আল্লাহর সাথে সাক্ষাত।

(২) رؤية الله আল্লাহর দর্শন।

(৩) صورة الله আল্লাহর আকার।

(৪) ذات الله- আল্লাহর যাত বা সত্ত্বা।

এই ৪ কারণে ভারতবর্ষের আহলে হাদীস আলেমগণের আক্বীদা বিশ্বাস হলো আল্লাহর আকার আছে, আল্লাহ নিরাকার নন। অনেকেই আবার চালাকি করে নিজেকে মধ্যমপন্থী প্রমাণের জন্য বলে থাকে আল্লাহর আকার আছে এটা যেমন বলা যাবে না আল্লাহর আকার নেই

সেটাও বলা যাবে না। অর্থাৎ আল্লাহর আকার নিরাকার বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। সুতরাং ব্যাপারটা এমন হলো যে, আল্লাহর হাত, পা, চোখ, নেই বলা যাবে না আবার এসব আছে তাও বলা যাবে না। অর্থাৎ সবার কাছে তারা ভালো থাকতে চাই। অথচ আল্লাহর হাত, পা, চোখ, কুরআন ও হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত। বিস্তারিত দেখুন কালিমার মর্মকথা, পৃষ্ঠাঃ ১৪৩-১৫৩।

৮ম গণ্ডিঃ সমগ্র আহলে হাদীসগণ দেওবন্দীদের সাথে বেরেলভীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কারণ বেরেলভীদের আক্বীদার তুলনায় দেওবন্দীদের আক্বীদা ভালো। এ জন্য আহলে হাদীসগণ এই পয়েন্টে দেওবন্দীদের পক্ষে এবং বেরেলভীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

৯ম গণ্ডিঃ ৪ মাযহাবের মধ্যে যারা গাইরে মুতাআস্‌সিব অর্থাৎ মাযহাব অনুসরণের ক্ষেত্রে গোঁড়ামী করে না বরং কুরআন হাদীসের সহীহ্ দলিল পেলে সেটা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে তাদের সাথেও আমরা গোঁড়ামীকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।

১০ম গণ্ডিঃ মাযহাব ও বিভিন্ন তরীকার পরিচয় বহনকারীদের বিপরীতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি মাযহাব ও তরীকার বাইরে যারা কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্য় বিশ্বাসী তাদের সাথে। যেমন: সকল সংগঠনের আহলে হাদীসদের ও আহলে হাদীস পরিচয় না দেয়া সহীহ আক্বীদার মুসলিমদের সাথে ঐক্যবদ্ধ। মাযহাব বলতে ৪ মাযহাবের অন্ধ অনুসারী যারা এবং তরীকা বলতে যারা পীর-মুরীদ ও মাজারে বিশ্বাসী এদের বিরুদ্ধে আমরা সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ।

১১তম গণ্ডিঃ ইসলামের নামে প্রচলিত যত সংগঠন রয়েছে এবং আহলে হাদীসের নামে যত সংগঠন রয়েছে এসব সংগঠন থেকে মুক্ত এবং সহীহ্ আক্বীদার ভিত্তিতে যারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাদের সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, যারা ইসলামের ও আহলে হাদীসের নামে দলাদলী করেছে তাদের সাথে নয় এবং যারা সহীহ্ আক্বীদার ভাইদের মধ্যে দলাদলী সৃষ্টি করেছে তাদের সাথেও নয়। বরং যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোকে ভেঙ্গে বৃহৎ ঐক্য গড়তে চায় আমরা তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ আছি এবং থাকব, আলহামদুলিল্লাহ্।

আশা করি আমরা উক্ত ১১টি গণ্ডি বুঝে বৃহৎ ঐক্যের সার্থে ক্ষুদ্র দলগুলোকে ত্যাগ করে সকলেই এইসব গণ্ডিগুলোর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত ১১টি গণ্ডি বুঝে ঐক্যবদ্ধ থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

الفصل العاشر: أصول توحيد أحزاب أهل الحديث المتناحرة

পরস্পর বিরোধী আহলে হাদীস সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কতিপয় নীতিমালা (৯ দফা কর্মসূচি)

নিম্নোক্ত নীতিমালা (৯ দফা কর্মসূচি) এর মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী আহলে হাদীস সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং ক্ষতিকর ও অকল্যাণজনক অবস্থান থেকে হীতকর ও কল্যাণজনক অবস্থানে নিয়ে আসা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। যথাঃ

(ক) একসময় যেমন প্রচলিত সংগঠনগুলোর একটিও ছিল না, তেমনি বর্তমানে এ সমস্ত সংগঠনগুলোকে ভেঙ্গে বা বিলুপ্ত করে হুযাইফা ﷺ হাদীসে নবী ﷺ এর দিকনির্দেশনা মোতাবেক ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব। ইতিমধ্যে দু একটি সংগঠন ঐক্যের স্বার্থে দল ভেঙ্গে দিয়েছে। অপর দিকে বিভিন্ন সংগঠন থেকে হাজার হাজার সদস্য ও কর্মী সাংগঠনিক বলয়মুক্ত হয়ে ঐক্যপূর্ণ জীবন যাপন করছে। তারা একক ও একা হলেও غريب ও غرباء এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। তাদের জন্য طوبى তূবা (জান্নাতের সুসংবাদ)।

(খ) যদি সংগঠনগুলোর মূল বা উৎসস্থল কোন সংগঠন হয়ে থাকে এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা সংগঠন গঠন করে থাকে তবে পরবর্তীতে গঠিত সংগঠনগুলো ভেঙ্গে বিলুপ্ত করে পূর্বের সংগঠনে ফিরে গেলেও ঐক্যের ক্ষেত্রে কল্যাণজনক হবে। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ গুলো খতিয়ে দেখে তার বিলুপ্তি ও নিস্পত্তি করতে পারলে ভালো হবে। আর সতর্ক থাকতে হবে যেন সেই কারণগুলো প্রকাশিত না হয়।

এর জন্য উৎসমূল সংগঠনটিকে সর্বোচ্চ উদারতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ছাড় দেয়ার মানসিকতা এবং ক্ষমা না চাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমাসুন্দর

আচরণ প্রদর্শন করা উচিৎ। জরুরী। لا تثريب عليكم اليوم "আপনাদের বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ নেই" বলা। অহংকার প্রদর্শন না করা "মুই কি হনুরে" এমন আচরণ প্রদর্শন না করা।

(গ) মূল/উৎসস্থল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সংগঠনগুলোকে ভাঙ্গা বা বিলুপ্ত করা সম্ভব না হলে সেগুলোকে সমঝোতার ভিত্তিতে মূল সংগঠনের শাখার মর্যাদা দেয়া এবং যারা বর্তমান সংগঠনের প্রধান হিসেবে আছেন তারাই সেই শাখার প্রধান হিসেবে বহাল থাকবেন। পরবর্তীতে শাখা সংগঠনের প্রধানরা সকলে মিলে মূল সংগঠনের প্রধান/সভাপতি কে হবে তা নির্বাচন ও নির্ণয় করবেন। তবে সেই সংগঠন প্রধানকে আমীর বলে সম্বোধন করা যাবে না, সভাপতি বলতে হবে। এতে করে মিল মুহাব্বতের মাধ্যমে সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ বা পরস্পর কাছাকাছি হতে পারবে। যার ফলে কাদা ছুড়াছুড়ি কমতে বা বন্ধ হতে পারে।

(ঘ) ইসলাম শব্দের আগে-পিছে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে যেসব সংগঠন গড়ে উঠেছে সেই শব্দগুলো কেটে ফেলা হলে কারই ভিন্ন বা আলাদা হওয়ার সুযোগ থাকবে না। যেমনঃ ~~হেফাযতে~~ ইসলাম, ~~খেলাফতে~~ ইসলাম, ~~নেযামে~~ ইসলাম, ~~জামা'আতে~~ ইসলাম, ইসলামী ~~আন্দোলন~~, ~~মুহাম্মাদী~~ ইসলাম ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে নাজাতপ্রাপ্ত দলের ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রায় ১০টি নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি অক্ষত রয়েছে আর কয়েকটিকে সংগঠনকারীরা কলুষিত করেছে। তারা নামগুলোর আগে পিছে বিভিন্ন শব্দ বসিয়ে সাংগঠনিক দলে পরিণত করেছে। ঐ অতিরিক্ত সংযোজিত শব্দগুলো কেটে ফেললেই দল-দলীয়তা ধ্বংস হবে।

নিম্নে নাজাতপ্রাপ্ত দলের আগে পিছে সংযোজন যুক্ত/মুক্ত ১০টি নাম উল্লেখ করা হলো:

(১,২) আহলুস সুন্নাহ/ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহঃ এই নাম দুটিকে ব্রেলভী, কবর-মাজার ও পীর পূজারীরা আহমদ রেযা খানকে এর সাংগঠনিক নেতা বানিয়ে সংগঠনে পরিণত করেছে। এ ছাড়া এর আগে পিছে শব্দ সংযোজন করে

সাংগঠনিক একাধিক দল তৈরীর নমুনা তেমন চোখে পড়ে না। কক্সবাজারে জমঈয়তে আহলে সুন্নাহ নামে একটা পোষ্টার কিংবা স্টিকার চোখে পড়লেও এরপর তাদের কোন তৎপরতা ও তোলপাড় লক্ষ্য করিনি। এই নামে সাংগঠনিক দল তেমন চোখে না পড়লেও এই নামের দাবীদারের অভাব নাই।

(৩) শুধু 'আল জামা'আহ" এই নামের আগে পিছে শব্দ সংযোজন করে কোন সংগঠন খুলতে দেখিনি, দেখা যায় না।

(৪) জামাআতুল মুসলিমীন। এই নামের আগে পিছে বিভিন্ন শব্দ বসিয়ে দল সংগঠন তৈরীর নমুনা তেমন চোখে পড়ে না। তবে বেশী পরহেযগারী এবং দেশ ও অঞ্চল ভেদে নেতা/আমীর নির্ধারণ পূর্বক নিজেদেরকে নাজাতপ্রাপ্ত এবং অন্যরা বাতিল বলার মাধ্যমে এই নামেই অনেক সংগঠন রয়েছে। কুমিল্লার জনৈক ব্যক্তি "মুসলিমাত" যোগ করে "জামাআতুল মুসলিমীন ওয়াল মুসলিমাত" সংগঠন করার ও আমাকে তার আমীর হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি এবং এরূপ সংগঠন খুলতে নিষেধ করেছি।

(৫) "আছহাবুল হাদীস" বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে ও ভাষ্যগ্রন্থে এই নামটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই নামের আগে পিছে কোন শব্দ সংযোজন করে সাংগঠনিক দল তৈরী করা হয়নি। যেমন: জমঈয়তে আছহাবুল হাদীস (جمعية أصحاب الحديث), জামাআতে আছহাবিল হাদীস বা আছহাবুল হাদীস আন্দোলন (جماعة تحريك أصحاب الحديث), শুব্বান আছহাবুল হাদীস (جمعية شبان أصحاب الحديث) বা আছহাবুল হাদীস যুবসংঘ গুরাবা আছহাবিল হাদীস (غرباء أصحاب الحديث) ইত্যাদি।

(৬-৭) "আহলুল আছার" বা "আল আছারিয়্যাহ" এই নামের আগে পিছে কোন শব্দ সংযোজন করে সাংগঠনিক দল তৈরী করা হয়নি।

(৮) "আস্ সালাফিয়্যাহ" বা 'সালাফী' এই নামের আগে পিছে কোন শব্দ সংযোজন করে সাংগঠনিক দল তৈরী করা হয়নি।

(৯) "ফিরকাতুন নাজিয়াহ" বা "নাজাতপ্রাপ্ত দল" এই নামের আগে পিছে কোন শব্দ সংযোজন করে সাংগঠনিক দল তৈরী করা হয়নি।

(১০) "হিযবুল্লাহ" নাজাত প্রাপ্ত দলের এটাও একটা নাম। এই নামটি কুরআনে উল্লেখ হয়েছে (সূরা মায়িদাঃ ৫৬ ও মুজাদালাঃ ২২)। এই নামের আগে পিছে কোন শব্দ বসিয়ে সংগঠন খোলার নমুনা তেমন দেখা যায় না। তবে এই দেশে এই নামে দলনেতা/আমীর সেট করে সাংগঠনিক রূপ দেয়ার নমুনা দেখা যায়। যেমনঃ লেবাননের হিযবুল্লাহ। শুনেছি এর বাংলা তরজমা "আল্লাহর দল" নামে বাংলাদেশে জনৈক (মতিন মেহদী) হতভাগা সংগঠন করেছে। বিগত ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ফার্মগেইট ও মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। ঐ সময় বিভিন্ন পেপার-পত্রিকায় এ বিষয়ে সাংবাদও ছাপা হয়েছিল।

(১১) "মুহাম্মাদী" নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এই নামকরণ করা হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আহলে হাদীসরাই এই নামে পরিচিত। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বর্তমানে এই নামটি দলীয়তা ও সাংগঠনিক সংকীর্ণতামুক্ত অবস্থায় আছে। এই নামধারী ও পরিচয়দানকারীদের এখনো সরাসরি নেতা মুহাম্মাদ ﷺ রয়েছেন। মুহাম্মাদী পরিচয় দেয়াটাই আহলে হাদীস পরিচয় দেয়ার চেয়ে বেশী নিরাপদজনক, বিশেষভাবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে। সুদানে "জামাআ আছারুস সুন্নাহ আল- মুহাম্মাদিয়্যাহ" নামে সংগঠন আছে। আর এই নামে সমগ্র সুদানে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। তারা এই নামের উপর ঐক্যবদ্ধভাবে সহীহ সুন্নাহ ও আক্বীদার দাওয়াত দিচ্ছে। মিশরেও এই নামে সংগঠন আছে, তারাও ঐক্যবদ্ধ।

বাংলাদেশ "মুহাম্মাদী ইসলাম" নামে পাক্কা মুশরিক একটি দল রয়েছে তারাই হচ্ছে দেওয়ানবাগ দরবারের পীর ও মুরীদরা।

(১২) "আহলে হাদীস বা আহলুল হাদীস" নাজাতপ্রাপ্ত দলের একটা নাম। ভারতবর্ষে এই নামটি সবচেয়ে মাজলুম ও অপব্যবহারযুক্ত। এই নামের আগে পিছে বিভিন্ন শব্দ বসিয়ে বিভিন্ন সংগঠন খুলে প্রত্যেক সংগঠনের ভিন্ন ভিন্ন আমীর নির্ধারণ করে সহীহ হাদীস ও সহীহ আক্বীদার অনুসারীদেরকে বিক্ষিপ্ত ও সংগঠনে সংগঠনে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে।

(৬) সংগঠনগুলোর মাঝে আন্তমিল দেখতে চাইলে সমন্বয় সাধনপূর্বক সাংগঠনিক কাজগুলোকে ভাগাভাগী করে নিতে হবে। যদি এক সংগঠন অপর সংগঠনের জন্য সহযোগিতা ও সম্পূরকের ভূমিকা পালন করে তাহলে একাধিক সংগঠন থাকলেও বিভক্তি ও দলাদলি এবং রেষারেষি ও বৈরিতা দূর হতে বাধ্য। যেমন:

(১) কোন সংগঠন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি অগ্রগতির চেষ্টা করবে। কারিকুলাম ও শিক্ষা বোর্ড গঠন ও পরিচালনা করবে।

(২) আরেক সংগঠন দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করবে। সালাফী দাওয়াতের বিরোধীতাকারীদের রদ/জওয়াব ও দমন করার চেষ্টা করবে। তাদের বিরুদ্ধে মুনাজারা ও বাহাসকারী টিম গঠন ও পরিচালনা করবে। প্রতিবছর সকল সংগঠনের সহায়তা ও সমর্থন নিয়ে রাজধানী ঢাকায় মহা সম্মেলনের আয়োজন করবে। আর প্রত্যেক সংগঠন নিজ নিজ কেন্দ্রে বাৎসরিক ১টি করে বড় সম্মেলন করবে।

(৩) আরেক সংগঠন গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করবে। পূর্বের ইলমী গ্রন্থ ও বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয় কিতাবাদির অনুবাদ ব্যাখ্যা ও ভাষ্যগ্রন্থ, সমসাময়িক সমস্যা-সংশয় নিরসনকল্পে গ্রন্থ সংকলন করে প্রকাশ করবে। বর্তমান যুগে ইসলাম ও সালাফী দাওয়াতের বিরুদ্ধে (বিধর্মী ও বিদাতীদের) চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করবে।

(ঙ) কোন কোন সংগঠন অপর সংগঠনগুলোর পরামর্শ ও সহযোগিতায় জনকল্যাণমূলক কাজ করবে এবং অন্যান্য সংগঠনের মাঝে বন্টন করবে। যেমন: মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, হাসপাতাল নির্মাণ করবে সাহায্য-সহযোগিতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তি প্রদান করবে।

(চ) সকল সংগঠন সব ধরনের কাজ এক সাথে করতে চাইলে পরস্পরের মাঝে প্রতিহিংসামূলক নয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগীতামূলক কাজ করতে হবে। সংগঠনগুলোর কাজের মূল্যায়ণ করার জন্য সমস্ত সংগঠন মিলে একটি সর্বদলীয় মনিটরিং কমিটি গঠন করে দিবে। সমস্ত সংগঠন ৬ মাস বা বছরে একবার তাদের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন জমা দিবে এবং সেই প্রতিবেদন ও বাস্তবতার নীরিখে যাদের কার্যক্রম সন্তোষজনক হবে তাদেরকে (প্রথম, দ্বিতীয়...) স্তর নির্ণয়ের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা হবে।

(ছ) বাধ্যতামূলক প্রত্যেক সংগঠনের বড় বড় (কেন্দ্রীয়) প্রোগ্রামে অন্য সংগঠনের বাছাইকৃত আলিম/বক্তাকে দাওয়াত দিতে হবে এবং দাওয়াত দিলে যেতে হবে।

(জ) যে সমস্ত কুরআনী আয়াত ও হাদীস এর সার্বজনীন ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করে সাংগঠনিক ব্যবহার করা হয় সেই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

(ঝ) ঐক্যের জন্য ইতিবাচক সমস্ত আদব-আখলাক ও মুআমালাতের অধিকারী ও লালনপালনকারী হতে হবে এবং নেতিবাচক আদব আখলাক ত্যাগ করতে হবে।

একাদশ অধ্যায়ঃ প্রশ্নত্তোরে সংশয় নিরসন

প্রশ্ন নং-১ ঃ সংগঠনপন্থীদের অনেকেই বলে থাকেন যে, কোন দলে না যাওয়াও কি একটি দল নয়?

উত্তরঃ এ প্রশ্নটির দুরকম উত্তর রয়েছেঃ

(এক) ক. এরূপ প্রশ্ন করাটা একটা শয়তানী ওয়াসওয়াসা। এটা কখনোই প্রচলিত কোন সাংগঠনিক দল নয়। আর দল বললেও নাজাত প্রাপ্ত সেই দলেরই ধারাবাহিকতার অংশ (নামবিহীন আদর্শিক দল)। কেন ৭৩ দলের কথা কি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেননি? তার মধ্যে নাজাতপ্রাপ্ত দলটিও তো রয়েছে। আপনি যদি হক্ব দলের সাথে গণনার ক্ষেত্রে অন্যান্য বাতিল দলকে যুক্ত করেন, তাহলে এটাও তো যোগ হবে, সিরিয়াল নম্বরে আসবে। কিন্তু নম্বরের তালিকার মধ্যে পড়ল দেখে ৭৩ দলের মধ্যে হক্ব দল কয়টা? হক্ব দল তো একটাই আর ৭২ দল হল বাতিল। ৭৩ দলে মধ্যে গণনা হওয়ায় কি নাজাত প্রাপ্ত দলটিও বাতিল?

খ. দল হতে হলে এক জন নেতার নেতৃত্বে কিছু মানুষের একত্র হতে হয়। তার একটা কমিটি থাকে, দপ্তর থাকে, প্রধান কার্যালয় ও শাখা থাকে। এসব কি কথিত ও কাল্পনিক দলের থাকে?

যারা কোন দল ও সংগঠনে যুক্ত নয়, বা বাদ দিয়েছে তাদের দলের নাম, নেতার নাম, দপ্তরের ও শাখার নাম ও সংখ্যা পাওয়া যায়? তারা কি কোন ফরম পূরণ করে?

(দুই) কোন দলে না যাওয়াই যদি আরেকটি দল করা হতো তাহলে নবী ﷺ হুযাইফা رضي الله عنه কে (বহু দল ও নেতা থাকার সময়) কোন দলে যেতে নিষেধ করতেন না। হুযাইফা رضي الله عنه একাই একটি দল ছিলেন। হক্ব পন্থীরা একাই হক্ব দল হওয়ার স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

প্রশ্ন-২ ঃ হুযাইফা رضي الله عنه এর হাদীসে (যখন দেশে জামা'আত ও ইমাম না থাকবে তখন আমার করণীয় কি? তার প্রতি উত্তরে নবী ﷺ বলেছিলেন فاعتزل تلك الفرق كلها তুমি ঐ সবগুলো দলকে ত্যাগ করবে।

জনৈক মাদানী আলিম বলেছেন যে, নবী ﷺ যে ফিরকাগুলো ত্যাগ করতে বলেছেন সেগুলো হল গুমরাহ ফিরকা الفرق الضالة। এই আলিমদের বক্তব্য সঠিক না বেঠিক?

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত মাদানী আলিমের বক্তব্য সম্পূর্ণ বেঠিক। উনি আনুমানিক ঢিল ছুঁড়ার মত কথা বলেছেন। অথবা হুযাইফা رضي الله عنه এর হাদীস পড়ে থাকলেও সঠিকভাবে তার অর্থ ও মর্ম বুঝে কুলাতে পারেননি। এটাকে দলীলের গোঁজামিল বলা হয়। মন্তব্যটি করার পূর্বে এ হাদীসের অন্য হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা তালাশ করা ছাড়া এবং আহলে ইলমগণ কি অর্থ করেছেন সেটা না জেনে বক্তব্য দেয়াতে তার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। কোন ভুল/বিদআতকে সাপোর্ট করতে যেয়ে একজন আলিমও জাহিলের কাতারে শামিল হয়ে যায়। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, অন্য ক্ষেত্রেও যেমন ছালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাত এর পক্ষে আলিম বলে পরিচিত ও জাহিল সবাই দলিল ও যুক্তি দিয়ে সেটা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। হুযাইফা رضي الله عنه এর হাদীসের উক্ত অংশ সহ পুরো হাদীসের অর্থ আমি অত্র গ্রন্থে সুন্দরভাবে পূর্বাপর অংশগুলোর সমন্বয়সহ আহলে ইলমগণের কথা উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিয়েছি। দেখুন ৫৯-৬২ পৃষ্ঠা। এ ছাড়াও আল্লামাহ আলবানী (রহি.) হুযাইফার হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা, ২৩৩।

মোট কথা এই হাদীসে "ফিরকায়ে দ্বাল্লা" (فرق ضالة) এর আলোচনাই আসেনাই এবং হাদীসের ভাষা থেকে বুঝা যায় তখনো "ফিরকায়ে দ্বাল্লা" এর আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছেন। শুধু আক্বীদা ও আদর্শের ভিন্নতা কেন্দ্রিক দলাদলির কথাই এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি বরং বহুদল ও নেতার আবির্ভাব ঘটলে কি করণীয় সেই ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর সেটার দুটি অবস্থা। যথা:

(১) প্রশাসনিক বৈধ জামাআত থাকা কালে তাকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জামা'আত গঠন। এটা সাহাবীগণের যুগেই ঘটেছিল। এই ক্ষেত্রে নবী ﷺ হুযাইফার হাদীসে সমাধান

দিয়েছেন। জামা'আতুল মুসলিমীনকে এবং তাদের ইমামকে আকড়িয়ে ধরতে বলেছেন এবং তার নেতৃত্বে ঐসব দলকে দমন ও বিলুপ্তিতে সহযোগিতা করতে বলেছেন। যেমনঃ পরবর্তীতে আলী, মুআবিয়া, খাওয়ারিজ ও শিআ দল তৈরী হয়েছিল। এসময় অনেক সাহাবী "কোন দলে না যাওয়ার নির্দেশ" থেকে আলি ও মুআবিয়ার দলে (যুদ্ধে) যেতেও অস্বীকৃতি ও ইতস্ততবোধ করেছিলেন এবং তাদের সংখ্যায় বেশী ছিল। দেখুন- হিকবাতুন মিনাত্তারীখ, পৃঃ ১৯০।

(২) প্রশাসনিক বৈধ (شرعي) জামাআত না থাকার কারণে অবাধে যে অসংখ্য (আনলিমিটেড) সহীহ ও অসহীহ দল তৈরী হয়। বৃহৎ ঐক্যের পথ খোলা রাখার স্বার্থে এই দল সংগঠনগুলোকে ঢালাওভাবে সবগুলোকে ত্যাগ করতে বলেছেন। কোন দলে না যাওয়া লোকগুলোই হলো অন্য হাদীসের ভাষায় غريب/غرباء ও জামা'আতুল মুসলিমীন, ইবনু মাসউদের ভাষায়, هم أهل الحق ولو كنت وحدك 'আল জামাআত হচ্ছে হক্বপন্থীদের দল, যদিও তুমি সংখ্যায় একাই হও। এই অর্থ বুঝেছেন ইমাম ত্বাবারী ও ইমাম বায়যাভী। দেখুন, লুযূমু জামাআতিল মুসলিমীন। অত্র গ্রন্থ পৃঃ ৬০-৬১

প্রশ্ন-৩ ঃ দেশী ছোট বড় আলিমরা মুসলিম সমাজে একাধিক দল ও সংগঠনের মাধ্যমে বিভক্তির বিদআত না জানাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক মাদানী আলেমরাও কেন এই সংগঠনের সাথে জড়িত, এগুলো বিদআত হিসেবে বুঝতেছেনা বা চিনতেছেনা? এর কারণ কি?

উত্তরঃ (১) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখাকারী আলেমরা যে, সবাই এক রকম মেধা ও জ্ঞানসম্পন্ন হবে এমনটা জরুরি নয়। মদীনায় পড়ুয়া জনৈক ব্যক্তি সন্ত্রাসী দল গঠন করেছিল। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পড়ালেখা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। পড়ালেখার চাইতে অর্থ কামাই এর প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। ৪ বছরের কোর্স ১০ বছরে শেষ করে টেনে-টুনে কোন রকম পাশ করে এসেছিল। আসার পর দেশে জঙ্গি সংগঠনগুলো দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়ে কত বড় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছে তা কারো অজানা নেই। আবার এমনও মাদানী আছে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও দেওবন্দী মতাদর্শের প্রচার-প্রসারে

আত্মনিয়োগ করেছে। এমন মাদানীও আছে দুনিয়াবী স্বার্থে পীরগিরী ও তাবিজ-কবজের ব্যবসাও করছে।

(২) দুনিয়াবী স্বার্থে সংগঠনের গুণগানঃ জনৈক মাদানী আমার আন্ডারে চাকরি করার সময় ঠিকই বুঝতেন ও বলতেন যে, মুসলিম সমাজে একাধিক সংগঠন ঠিক নয়, জনগণকে দিশেহারা বানানো হয় এবং আহলে হাদীসরা দুর্বল ও শক্তিহারা হয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট কারণে ঐ সময় আমার প্রশংসাও করতেন। আর যখনই আমার কাছ থেকে নিজ দোষে (বহিষ্কার ও ইস্তফা ছাড়াই) চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং একটি সংগঠনের আওতায় রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয়েছে এরপর থেকে সেই সংগঠনের গুণগান বর্ণনা শুরু করেছেন। আবার সম্মান-মর্যাদার বিষয়টাও অনেকের নিকট আকর্ষণের কারণ। কেননা প্রতিটি সংগঠনের বলয়ে আটকানো রেডিমেট কিছু লোক রয়েছে যাদের নিকট থেকে বিশেষ সম্মান পাওয়া যায়। সেই রেডিমেট সম্মানের লোভ ও আকর্ষণ ও সংগঠনের বিভিন্ন পদ গ্রহণের কারণ হতে পারে। সংগঠন বিষয়ে অজানা ও অস্পষ্টতা এ ক্ষেত্রে কম দায়ী নয়।

(৩) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে সংগঠন (الجماعة تعدد /تنظيم) বিষয়টি আমার যুগ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শুধু ফিরাক আদ্ইয়ানের (أديان فرق) অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম ও ভ্রান্ত দলসমূহ সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আমার মনে হয় এ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। কারণ ইদানিং যারা ফারেগ হয়ে বেরিয়ে আসছে তারা একাধিক সংগঠন (تعدد الجماعات) সম্পর্কে মদীনায় যাওয়ার আগে যে ধ্যান ধারণা নিয়ে গিয়েছিল ঐ ধ্যান ধারণা নিয়েই ফিরে আসছে। কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। যেইসানকা তেইসান। এমনকি সৌদি আরবের মাটিতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের লেজুড় ধারণ করে প্রবাসী শাখা গঠন করে। কিন্তু যারা সিলেবাসের বাইরে এ সম্পর্কে ঐ দেশের আলেমদের বক্তব্য শুনেছে ও লেখনি পড়েছে তারাই সংগঠন সম্পর্কে জেনেছেন এবং এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছেন, বই-পুস্তক লেখছেন এবং মানুষকে সতর্ক করছেন। মক্কা-মদীনাসহ গোটা সৌদি আরবের আলিমগণ একাধিক দল-সংগঠনের (تنظيم/ تعدد الجماعة) বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন।

তাদের অবস্থান ও বক্তব্যগুলো যখন আমরা বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে প্রচার করতে শুরু করেছি তখন সংগঠনের ধ্বজাধারিরা (মাদানী-অমাদানী) হাস্যকরভাবে দু'ধরনের অবস্থান গ্রহণ করেছে। যথাঃ (ক) সংগঠনগুলোর ধ্বজাধারীরা বলছে যে, তাদের ফাতওয়া ঐসব দেশের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(খ) সংগঠনের মধ্যে যারা একটু পণ্ডিত প্রকৃতির (পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী) তারা আরবের হক্কানী আলেমগণের কথার (বক্তব্যের) আগামাথা কাটছাট করে বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ সংগঠনের সমর্থনে ফিট করার উদ্দেশ্যে বিকৃতি করেছেন। এমনকি তারা কুরআনের আয়াতের ও হাদীসের বিকৃতি করতেও ছাড়ে না। যেমনটি ইতিপূর্বে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃষ্ঠাঃ ১২৫-১৩১

প্রশ্ন- ৪ ঃ আপনারা সহীহ্ আক্বীদাহ ও মানহাজের মুসলিম ভাই এবং আহলে হাদীসদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করতে চান, এটা কি ধরনের ঐক্য?

উত্তরঃ ঐক্য অর্থ ঐক্যবদ্ধ হতে চাই ঐকমত্য করতে চাই না। ফরুঈ ও আমালী কিছু বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠনের আলীম উলামার মাঝে মত পার্থক্য থাকলেও এবং সেই ক্ষেত্রে একে অপরকে দলিল দ্বারা সন্তুষ্ট করে মতভেদ নিরসন বা কমাতে না পারলেও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসহই একে অপরকে মুসলিম ও সহীহ্ আক্বীদাহর ভাই হিসেবে গ্রহণ ও মুহাব্বত করতে হবে। ঐকমত্য হওয়া বিষয়গুলোতে একে অপরের সাথে মিলেমিশে দাওয়াতী কাজ করবে।

প্রশ্ন- ৫ ঃ আহলে হাদীস বা আহলুল হাদীস প্রচলিত কোন দলের নাম নাকি আদর্শের নাম?

উত্তরঃ নাজাতপ্রাপ্ত দলের ১০টি নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে আহলুল হাদীস। নাম ১০টির কম বেশী হলেও সবগুলো শব্দ দ্বারা একটি দলকেই বুঝায়। নবী ﷺ ও সাহাবীদের যুগ থেকে এ দলের দুনিয়াবী ক্ষেত্রে মূল বৈশিষ্ট্য ও আসল পরিচয় হল তারা কিয়ামত কাল পর্যন্ত আক্বীদা মানহাজ, ইবাদত, আখলাক, মুআমালাত (লেন দেন) দেশ ও সমাজ সর্বক্ষেত্রে এক জামা'আতবদ্ধ থাকবে। গোটা দেশ ও

সমাজে এক নেতৃত্বের (আমীরের) অধীনে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। কোন অজুহাতে কোন নামে দেশ ও সমাজে একাধিক নেতৃত্ব ও নেতা/আমীরের অধীনে ৩জনে, ৩শ জনে, ৩ হাজার জনে, ৩ লক্ষ জনে, কোটি জন মিলেও (জামা'আত, দল ও সংগঠন) খোলা বৈধ মনে করেনা। এক নেতৃত্বের অধীনে এক জামা'আতবদ্ধ থাকার সুযোগ না থাকলে মানহাজ ও আক্বীদাহ বা সালফে সালেহীনের পথ পন্থার অনুসারী এক ও একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গগণই হচ্ছে নাজাতপ্রাপ্ত আদর্শিক দল আহলুল হাদীস। কিন্তু যারা রাষ্ট্র ও সামাজিক পর্যায়ে একাধিক নেতৃত্বে ও বিভিন্ন সংগঠন তথা দল উপদলে বিভক্ত তারা সেই আদর্শিক ঐক্যের জামা'আত নয়।

শুধু আহলে হাদীস আদর্শ অবলম্বনকারীরা ও পরিচয় দানকারীরাই আহলে হাদীস। যারা আহলে হাদীস শব্দের আগে পিছে বিভিন্ন শব্দ বসিয়ে একেকজন নেতার অধীনে দল-সংগঠন করে তারা আদর্শিক আহলে হাদীস নয়, তারা দলীয় ও সাংগঠনিক আহলে হাদীস। সুতরাং আহলুল হাদীস দলীয় নাম নয়, আদর্শিক নাম। কিন্তু জমঈয়তে আহলে হাদীস ও আন্দোলন আহলে হাদীস....দলীয় ও সাংগঠনিক নাম।

প্রশ্ন- ৬ ঃ নবী ﷺ মক্কায় ক্ষমতাসীন প্রশাসনিক নেতা ছিলেন না অথচ তিনি দুটি বাই'আত করিয়েছিলেন এর কারণ কি? আপনারা কেন সংগঠনের নেতার ও পীরের বাই'আতকে বিদআত বলেন?

উত্তরঃ দুই শ্রেণীর মুসলিম ব্যক্তির বাই'আত করানোর ব্যাপারে শরঈ অধিকার রয়েছে এবং এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। (১) একজন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বাবস্থায় অবিসংবাদিত নেতা-প্রত্যেক উম্মতের নবী রাসূলগণ। তাদেরকে মান্যকারীদের সংখ্যা ১জন হোক বা একাধিক ও অসংখ্য হোক, সমাজে তাদের আধিপত্য থাকুক আর নাই থাকুক, তার নেতৃত্ব কেউ মানুক আর নাই মানুক। তিনি যে কোন বিষয়ের উপর অনুসারী উম্মত থেকে বাই'আত নিতে বা করাতে পারেন। নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে অবস্থার কোন বাছ-বিচার নেই। কিন্তু নবী রাসূলগণের মৃত্যুর পর বা তাদের অবর্তমানে (২) উম্মতের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন মজলিসে শুরার মাধ্যমে নির্বাচিত গোটা

দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বাই'আত করানোর অধিকার ইসলামে স্বীকৃত ও বিধিসম্মত। উক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তি বাই'আত নিতে পারবে না। সে যত বড় দাঈ, আলিম ও মুফতী-মুহাদ্দিছ বা দল সংগঠনের প্রধান/আমীর হোক না কেন? উক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া যে কোন পদের অধিকারী ব্যক্তির বাই'আত বিদআত ও অনাধিকার চর্চার শামিল এবং হত্যাযোগ্য অপরাধ। কারণ সহীহ্ দলীলের আলোকে এক যুগে বা একটি ভূখণ্ডে বাই'আত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি মাত্র একজনই হয়। যেমনঃ নবী ﷺ জীবিত থাকা কালে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ করেননি। অনুরূপ আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রা.) থেকে ১৯২৪ ইং উসমানী খিলাফত পর্যন্ত একজন ছাড়া দ্বিতীয় কেউই বাই'আত গ্রহণ করেননি। আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়ুন, সাংগঠনিক বাই'আত ও ইসলামী বাই'আতের মধ্যে পার্থক্য, পৃঃ ১৯৭

প্রশ্ন-০৭ ঃ প্রচলিত সংগঠন যদি ইসলাম সমর্থিত না হয়। তাহলে কি নবী মুহাম্মাদ ﷺ হিলফুল ফুযূল নামে সংগঠন তৈরী করে ভুল করেছিলেন?

উত্তরঃ হিলফুল ফুযূল নামে নবী ﷺ একটি সংগঠন করেছিলেন এটা লোকমুখে খুব প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই হিলফুল ফযূল সংগঠনকে কুরআন-সুন্নাহর দলিল তথা ইসলাম ও বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ণ করা হয় না।

মূলতঃ এটি কোন প্রচলিত সংগঠনের মত নয়, বরং সমিতি বা সংস্থার চরিত্রের সাথে মিলে।

১। প্রথমতঃ হিলফুল ফুযুল জাহিলী যুগের অসংখ্য অগণিত অপরাধ, অন্যায়, অপকর্ম, অশ্লীল বেহায়াপনা এবং পাপ-পঙ্কিলতাপূর্ণ সমাজ ও পরিবেশে সুন্দর, সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক উপকারী একটি উদ্যোগ ছিল।

এটি কোন ওয়াহীর জ্ঞান দ্বারা গৃহীত উদ্যোগ ছিল না। খারাপ পরিবেশের কিছু ভালো মানুষের পরিকল্পনার ফসল ছিল। ফযল নামের

কয়েকজন মানুষ একত্রিত হওয়ায় আরবী বহুবচনে ফুযূল (فضول) বলা হয়। তারা হচ্ছে ফযল, ফুযালাহ ও মুফাযালাহ। আর হিলফ (حلف) অর্থ চুক্তি বা অঙ্গিকার। জাহেলী যুগে নবুওতের ২০ বছর পূর্বে হজ্জ মৌসুমে জনৈক বহিরাগত ব্যক্তির প্রতি যুলুমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরাট তোলপাড় হয়। যুলুমকারী ব্যক্তি থেকে মাজলুম ব্যক্তি হক্ব আদায়ের জন্য এবং পরবর্তী আর কখনো মক্কায় যাতে যুলুম সংঘটিত না হয় এই জন্য এই সমিতি গঠন করা হয়েছিল।[১৫৮]

২। নবী মুহাম্মাদ ﷺ এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্যোক্তা কিছুই ছিলেন না। জাহেলী সমাজের কুরাইশ বংশের কয়েকটি উপকবিলার কিছু লোকেরা মিলে এই সমিতি গঠন করেছিলেন। এই সমিতির আহ্বায়ক ও উদ্যোক্তা ছিলেন নবী ﷺ এর আপন চাচা যুবাইর বিন আব্দুল মোত্তালিব। কুরাইশ কবীলার ও মক্কার বেশ কয়েকটি উপকবিলা মিলে আব্দুল্লাহ বিন জাদআন আত্ তায়মীর বাড়ীতে এই সমিতি গঠন করা হয়। উপকবিলাগুলো হচ্ছে বানু হাশিম, বানু মুত্তালিব বিন আব্দে মানাফ, বানূ আসাদ আব্দুল উয্যা, বানূ যাহরাহ বিন কিলাব ও বানূ তাইম..। যেই বাড়ীতে এবং যেই সময়ে এই সমিতি গঠিত হয়েছিল সেই সময় সেই বাড়ীতে মুহাম্মাদ ﷺ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি প্রত্যক্ষ ও সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। নবী ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন:

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولودعي به في الإسلام لأجبت" (ابن هشام ١/ ١١٣، ١٣٥)

আমি আব্দুল্লাহ বিন জাদআনের বাড়ীতে একটি সমিতি গঠিত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমার নিকট এটি লাল উট থেকেও অধিক পছন্দনীয় ছিল। ইসলামের ভিতর এরূপ সমিতি গঠনের ডাক দেয়া হলে আমি অবশ্যই এতে সাড়া দিতাম। (সিরাহ ইবনে হিশাম, ১/১১৩, ১৩৫)।

---

১৫৮. বিদায়াহ নিহায়াহ- ২/৩৫৫।

৩। নামকরণের দিক থেকেও বুঝা যায় হিলফুল ফুযুল এটা প্রচলিত কোন সংগঠনের মত নয়, সংস্থা বা সমিতির মত। কারণ ফুযুল নামের কয়েক জন মিলে মক্কায় যুলুম শোষণ ঠেকানোর ও বন্ধ করার উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন। তারা নিজেরাই অথবা যাদের সহযোগিতায় এ কাজ হবে তাদের সহযোগিতা নিতেন। ঢালাওভাবে সদস্য সংগ্রহ করা ও লোক বাড়ানো হতো না।

৪। সংগঠন- যার দিকে দাওয়াত দেয়া ও গুরুত্ব বুঝানোর সময় জামা'আত বলে দাবী করা হয়। অথচ জামা'আত তো একটিই হয়। নবী ﷺ যে হিলফুল ফুযুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাকে যদি সংগঠন বা জামা'আত বলি তবে দেখা যায় জাহিলী যুগেও তা এই নামে একটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় কোন সমিতি ছিল না। অথচ হিলফুল ফুযুলের দোহায় দিয়ে আজকাল আমরা এই নামে ও অন্য নামে অসংখ্য সংগঠন খুলেছি এবং নতুন নতুন সংগঠন খুলেই চলেছি।

৫। হিলফুল ফুযুল নিছক সেবামূলক একটি সংঘ/সমিতি/সংস্থা/ যা রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় একাধিক হলেও কোন সমস্যা নেই। তাইতো নবী ﷺ উপরোক্ত ভাষায় প্রশংসা করেছেন। অথচ একাধিক জামা'আত গঠনের ক্ষেত্রে সতর্ক ও সাবধান করেছেন এবং যার নেতৃত্বে দ্বিতীয় বা তৃতীয় জামা'আত গঠিত হবে তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

৬। ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহয় যুলুম-নির্যাতন ও বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, এবং ন্যায়-নিষ্ঠতা ও ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব কায়েমের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সাফল্যতা অর্জন করেছে তাই এসব প্রতিষ্ঠার জন্য- হিলফুল ফুযুল সংস্থা/সমিতি খোলা থেকে নিরুৎসাহিত বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উক্ত হিলফের মাধ্যমে যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নবী ﷺ এর হাদীসঃ

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً» رواه البخاري ومسلم.

অর্থঃ জুবাইর বিন মুত্বঈম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেনঃ ইসলামে কোন "হিলফ" চুক্তির বিধান নেই। তবে

জাহেলী যুগে (কল্যাণের জন্য) যে চুক্তি করা হতো তা ইসলাম আরো বেশি পাকাপোক্ত করেছে।[১৫৯]

বিখ্যাত সালাফী আলেম আদনান আরউর এই হাদিসের আলোকে বর্তমান দল সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হারাম ফতোয়া দিয়ে বলেন:

يقول الشيخ عدنان عرعور في كتابه "منهج الاعتدال" (ص 104-105) عقب استشهاده بهذا الحديث على تحريم التحزب:

والحلف: هو تجمع قوم دون قوم على شروط معينة، وغالبها يكون خيراً للمتعاقدين على ذلك الحلف، وقد كان ذلك في الجاهلية، يجتمع بعض القوم دون الآخرين، ويتعاقدون على نصرة المظلوم، وإعانة الكلّ، وما شابه ذلك، كما كان ذلك في حلف الفضول، وحلف المطيبين، ثم حرم ذلك الإسلام

অর্থাৎ, হিলফ হচ্ছে কিছু লোককে বাদ দিয়ে কিছু লোকের নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে কোন চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই চুক্তি দুই পক্ষের জন্যই কল্যাণকর হয়। এটা জাহিলী যুগে ছিল। তারা মাজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য করার লক্ষ্যে এবং অসহায় অপারগদের (দুস্থদের)কে সহযোগিতার জন্য এমনটা করতো। যেমন: হিলফুল ফুযুল ও হিলফুল মুত্বাইবীন। অত:পর ইসলাম তা হারাম করে দিয়েছে। আরউর আরো বলেন: ইসলামে "হিলফ" হারাম হওয়ার ভেদ এই যে, জাহিলী যুগে উপরোক্ত "হিলফ" অনুষ্ঠিত হতো কল্যাণ সাধনের জন্য। আর ইসলাম এসেছে আরো অধিক কল্যাণ সাধনের জন্য। সুতরাং জাহিলী যুগের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্যাণ লাভের উপায়, হিলফের কোন প্রয়োজন নেই।[১৬০]

প্রশ্ন নং- ৮ ঃ সাংগঠনিক দলাদলী ঠিক নয়, বা বিদআত, এটা শুধু আপনিই বলেন, অথচ সংগঠনকারীদের মধ্যে অনেক বড় বড় আলিম আছে, তারা তো এটাকে বৈধ ও উত্তম বলছেন। আমরা কার কথা গ্রহণ করব?

---

১৫৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৩০/২০৬, আবু দাউদ: ২৯২৫।
১৬০. মানহাজুল ই'তিদাল। পৃষ্ঠা: ১০৪-৫।

উত্তর ঃ

(১) সাংগঠনিক দলাদলীকে শুধু আমি একাই নাজায়িয ও বেঠিক বলছি তা নয়, বরং মক্কা-মদীনার সমস্ত আলিম সাংগঠনিক দলাদলীকে নাজায়িয বলেন। আমাদের অত্র গ্রন্থে প্রায় ২২ জন আরব আলিম থেকে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে সাংগঠনিক দলাদলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আঙ্গিকে বক্তব্য ও মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের বক্তব্যগুলো যারাই অনুধাবন করেছে বা করবে তারাই এ সাংগঠনিক বিভক্তিকে নাজায়িয বলবে। বলতে বাধ্য হবে।

আমার পূর্বে এটা অনুধাবন করেছেন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির (রহি.)। তিনি এ বিষয়ে একটি বইও সংকলন করে গেছেন 'জামা'আত ও ঐক্য'। বইখানা কলেবরে ছোট হওয়ায় আমার গ্রন্থের পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত করেছি। পড়ে দেখুন।

এ ছাড়াও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ (পি.এইচ.ডি) ডিগ্রী অর্জনকারী প্রথম সারির স্কলাররা সবাই সাংগঠনিক দলাদলীর বিরুদ্ধে। তারা সবাই গ্রন্থ সংকলন না করলেও তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলে যাচ্ছেন। ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফি.) এর সম্পাদনায় আব্দুল আলীম মাদানী এর সংকলিত "দল, সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের বক্তব্য" শীর্ষক বইখানা বেশ কয়েক বছর আগেই বাজারে ও পাঠক সমাজের হাতে এসেছে।

(২) সংগঠনগুলোর যারা কর্ণধার, জন সাধারণের দৃষ্টিতে বড় বড় আলিম হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তারাই এমন কিছু বিদআতের লালন পালনকারী যে, অল্প শিক্ষিত সাধারণ জনগণ যেই বিদআতগুলো বুঝতে সক্ষম হয়েছে সংগঠনের প্রধান হয়েও তাদের তা বুঝে আসে না। যেমন সাংগঠনিক বায়আত ও ফরয সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত। এদের ব্রেনে এত সহজে সাংগঠনিক দলাদলীর বিদআত বুঝে আসবে এটা কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া ভক্তদের ভক্তি-সম্মান ও দুনিয়াবী অসংখ্য স্বার্থ জড়িত থাকায় সাংগঠনিক বিদআত বুঝতে সুযোগ পাচ্ছেন না, বা বুঝতে চাচ্ছেন না। একটাই উপায় ভক্তরা আগে বুঝলে, সবার পরে হয়ত তারা বুঝবেন। এর আগে নয়। এরূপ অবস্থা হবে বা

হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। হাজারো সহীহ আক্বীদার ও সংগঠনকারী ভাই-বোন সংগঠনের বেড়ি মুক্ত হচ্ছেন।

(৩) আর আমি এ বিষয়ে বাংলাদেশী আলেমদের মধ্যে বেশী গবেষণা, আলোচনা ও পর্যালোচনা করি। কারণ আমি এর অপরিসীম ক্ষতি ও সর্বনাশা পরিণাম ও পরিণতি যেভাবে তিলে তিলে অনুভব করেছি আর কেউ তা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করেছে বলে জানি না। তবে আমি ছাড়াও আরো অনেকেই অনুভব করেছেন ও করছেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এমন অনেকের নাম আমি জানি। তাদের কিচ্ছা-কাহিনী এ গ্রন্থে জমা করলে কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। (১) সংগঠনের কারণেই আমি ক্লাশে ও পুরো মাদরাসায় ফার্স্ট হওয়া সত্ত্বেও সার্টিফিকেট পাইনি। এমনকি আমার ক্লাসের কাউকেও দেয়া হয়নি। (২) আমার প্রতিষ্ঠান (মাদরাসাগুলো) ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। (৩) প্রায় ২০০ এর কাছাকাছি সংগঠনের ক্ষতি উল্লেখ করা হয়েছে অত্র গ্রন্থে। ক্ষতিগুলো শ্রেণী বিভাগ করে সাজানো হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা পড়ে দেখুন এবং বিস্তারিত জানতে চাইলে চতুর্থ অধ্যায় পড়ুনঃ সাংগঠনিক দলাদলীর ক্ষতিসমূহ (পৃষ্ঠাঃ ৬৮-১৫৯)। এমনকি টাকার অংক দ্বারা ক্ষতি নিরূপণ করতে চাইলে শত শত কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কুয়েত ভিত্তিক একটি অতি অর্থ সমৃদ্ধ দাতা সংস্থার একাউন্ট হোল্ডার ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এই ক্ষতির খবর বলতে পারি বা পারলাম। আল্লাহ আমাদেরকে সাংগঠনিক দলাদলীর দৈত্য (ভূত) থেকে রেহাই দান করুন। আমীন।

প্রশ্ন নং- ৯ঃ সংগঠনগুলো কি জামাতবদ্ধ দাওয়াতের একেকটি প্ল্যাটফর্ম নয়? আমরা যতটুকু জানি সংগঠন হচ্ছে জামাতবদ্ধ দাওয়াতের সফল প্লাটফর্ম, আপনি কি এটা মানেন না?

.**উত্তরঃ** সাংগঠনিক দাওয়াত ও জামাতবদ্ধ দাওয়াত কখনোই এক নয়। দুই প্রকার দাওয়াতের অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই সঙ্গত কারণে আমি সাংগঠনিক দাওয়াত সমর্থন করি না। সম্মিলিত বা জামাতবদ্ধ দাওয়াত পছন্দ করি। নিচে উভয় প্রকার দাওয়াতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করুন:

(১) সাংগঠনিক দাওয়াতের মধ্যে সংকীর্ণতা থাকে। শুধু সংগঠনের বলয় ও গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য সংগঠনের বা সংগঠনমুক্ত কোন আলিম ও দাঈকে জড়িত ও সম্পৃক্ত করা হয় না। কিন্তু জামাআতবদ্ধ বা সম্মিলিত দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কোন সংকীর্ণতা না থাকায় সব ঘরানার সহীহ আক্বীদা ও মানহাজের আলিমগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। হক্কানী আলিমগণ সংগঠন ও সাংগঠনিক দাওয়াতের বিপক্ষে বক্তব্য দিলেও সম্মিলিত দাওয়াতের পক্ষে সবাই ইতিবাচক বক্তব্য দেন ও উৎসাহিত করে থাকেন।

(২) সম্মিলিত দাওয়াত পরিচালনা করা হয় দাওয়াহ সেন্টার বা দাওয়াহ ফাউন্ডেশন (সংস্থা) থেকে, যার কোন সাংগঠনিক লেজুড় থাকে না। ফলে সব সংগঠন ও সংগঠনমুক্ত লোক নির্দ্বিধায় আসতে পারে। আর সাংগঠনিক দাওয়াত পরিচালিত হয় যে কোন সংগঠনের কেন্দ্র বা তার বিভিন্ন শাখা থেকে। সাংগঠনিক লেজুড়যুক্ত হওয়ায় অন্য সংগঠন ও সংগঠনমুক্ত লোকেরা নির্দ্বিধায় আসতে পারে না।

(৩) সম্মিলিত দাওয়াতে কমন কয়েকটি উপাদান লাগেঃ (১) যোগ্য দাঈ, (২) মাদউ (শ্রোতা-দর্শক), (৩) আয়োজনকারী বা সমন্বয়কারী (ব্যক্তি বা দাওয়াহ সংস্থা, (৪) অর্থায়নকারী (ব্যক্তি বা দাওয়াহ ফাউন্ডেশন), (৫) অস্থায়ী ও স্থায়ী একজন পরিচালনাকারী। কোন সংগঠন ও আমীরের প্রয়োজন পড়ে না।

(৪) সাংগঠনিক দাওয়াতের প্রথম লক্ষ্য সাংগঠনিক স্বার্থ উদ্ধার ও প্রচার। দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার। এই জন্য যতই যোগ্য বক্তা হোক সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হলে তাকে নেয়া হয় না। অনেক সময় অসচেতনতা বশতঃ নেয়ার পর বাদ দেয়া হয়। দেখুন প্রেক্ষাপট, পৃঃ ২২-৩৮। অনেক সময় শ্রোতা-দর্শকদের চাহিদা, আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে ফিরে সেই সাংগঠনিক বক্তাই আনা হয়। যার জন্য বহু প্রোগ্রামে শ্রোতাদের উপস্থিতি একেবারে কম দেখা যায়।[১৬১]

---

১৬১. সম্মিলিত দাওয়াতের একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত হচ্ছে দুদিন ব্যাপী (২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর-২০২২) উত্তরখানে "ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত **"ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ কনফারেন্স"**। এই কনফারেন্সে ৪/৫টি সংগঠনের বক্তা ও সংগঠনমুক্ত বক্তাদের সম্পৃক্ততায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন নং- ১০ ঃ আপনারা দাবি করেছেন যে, শাইখ বিন বায (রাহিঃ) দাওয়াতের নামে যে কোন প্রকার দলাদলিকে নাযায়েজ বলেছেন। অথচ আমরা বিভিন্ন ইসলামী দল সংগঠনের বিষয়ে তার প্রশংসা ও উৎসাহমূলক বক্তব্য পাচ্ছি। বিভিন্ন সংগঠনের বক্তারা তার এসব বক্তব্য উপস্থাপন করে মানুষদেরকে সংগঠনে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করছে। যেমন তিনি বলেন,

فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات، فإذا وجد جماعة أو مركزًا أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ تبعها ولزمها؛ كأنصار السنة في مصر والسودان ، وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند ، وغيرهم

'যেকোনো যায়গায় সত্যান্বেষী মুসলিমের উপর কর্তব্য হল সে যেন এসমস্ত দলগুলোর খোঁজ করে। অতঃপর সে যদি এমন কোন জামাআত, সেন্টার বা সংস্থা পেয়ে যায় যারা কোরআন-সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দেয় তাহলে সে যেন তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের সাথে চলে। যেমন মিশরে আনসারুস সুন্নাহ ও ভারতবর্ষে জমঈয়তে আহলে হাদীস ইত্যাদি।' ["আল ইসলাহ" ম্যাগাজিনে প্রদত্ত বিন বাযের সাক্ষাৎকার, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ১৮০-১৮১]

তিনি ইসলামী দল সংগঠনগুলোর ব্যাপারে অন্যত্র বলেন,

فالواجب أن تُساعدها على الخير، وأن تُرشدها إلى ما عندها من الباطل، وأن تكون أنت وإخوانك عونًا لها على الخير، وعونًا لها على ترك الباطل، حتى لا تهدموها في حقِّها وباطلها

'তোমার ওপর কর্তব্য হলো, এ দলগুলোকে কল্যাণের উপর সাহায্য করা আর এগুলোর মধ্যে যদি কোন ভ্রান্তি থাকে তাহলে সেটি দেখিয়ে দেওয়া। তুমি এবং তোমার সঙ্গী সাথীরা কল্যাণের কাজে এবং ভ্রান্তি পরিত্যাগের ব্যাপারে এ দলগুলোর সহযোগী হও যাতে করে এই দলগুলো ধ্বংস না হয়ে যায়।'

অত্র গ্রন্থে ইসলামী দল সংগঠন সমূহের ব্যাপারে শায়খ বিন বায এর যে অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে তার সাথে এই বক্তব্য গুলো কি পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়? এ ব্যাপারে প্রকৃত দিক-নির্দেশনা কি হবে?

উত্তরঃ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। কেননা সংগঠনিক দলাদলিতে আক্রান্ত কিছু আলেম এ বক্তব্যগুলোকে ব্যবহার করেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করেন। আসলে শাইখ বিয (রহঃ) এবং সমপর্যয়ের কতিপয় উলামার বক্তব্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, তারা যখন যে দৃষ্টিকোন থেকে বক্তব্য বা ফাতওয়া প্রদান করেন তখন সে পরিস্থিতি বিচার করেই বক্তব্যটি দেন। ফলে পরিস্থিতির আলোকে বর্ণনা ভঙ্গির পরিবর্তন হয়। এমতাবস্থায় তাদের বক্তব্যগুলো আপাতদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হতে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কোরআন সুন্নাহর অনুকুলেই হয়। মুলত তারা দুটি দৃষ্টিকোন থেকে তাদের বক্তব্যগুলো দিয়ে থাকেন। যথাঃ (১) ইসলামে নামে বা দাওয়াতের নামে ভিন্ন ভিন্ন দল প্রতিষ্ঠা করার বিধান কি (২) আমরা চাই বা না চাই, বাস্তবতা এটাই যে আমাদের মাঝে বহু দল হয়ে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে এসব দলের ব্যাপারে একজন স্বাধারণ মুসলিম কি করতে পরে বা কিভাবে এসব দল থেকে উপকার হাসিল করতে পারে।

এখন উপরোল্লিখিত দুটি প্রশ্নের প্রথমটির উত্তর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে শাইখ বিন বায (রাহিঃ) বলছেন, দাওয়াতের নামে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী কাজ। এমনকি দাওয়াতের নামে বহুদল হওয়াকে সমর্থন করায় কুয়েতের জনৈক প্রখ্যাত সালাফী আলেমকে তিনি তাওবা করতে বলেন। অত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা-২৫৫ দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে, তিনি যখন দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণটির আলোকে বক্তব্য দেন তখন সেই বক্তব্যটি মূলত একজন সাধারণ মুসলিমের প্রতি নসিহতমূলক বক্তব্য হয়ে থাকে। এই নসিহতমূলক বক্তব্যগুলো হচ্ছে এমন,

ينبغي للمؤمن أن يسلك المسلك الصالح، ويساعد كل جماعةٍ بما عندها من الحقّ، وينصحها بترك ما عندها من الباطل

"তোমার কর্তব্য হল সালাফে সালেহীনের মানহায অনুসরণ করা এবং সকল ইসলামী দলগুলোকে হকের ভিত্তিতে সহযোগিতা করা। ভুল দেখলে তা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেয়া।"[১৬২] তার এই

১৬২. বিন বাযের ফাতাওয়া আদদুরুস। (অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে)

নসিহতগুলোকে তিনি সালাফী, ইখওয়ানী, তাবলিগীসহ সকল ইসলামী দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

ما دام أنها تدعو إلى الإسلام: كجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة أنصار السنة، والجماعات التبليغية، أو غيرهم .. فالواجب أن تُساعدها على الخير، وأن تُرشدها إلى ما عندها من الباطل

"ইসলামের দিকে দাওয়াত দানকারী যেকোন দল- যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমিনদের জামা'আত, জামা'আতু আনসারুস সুন্নাহ (সালাফী দল), তাবলীগ জামা'আত ইত্যাদি- সকল দলের ব্যাপারে তোমার কর্তব্য হল তাদেরকে কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করবে এবং ভুল কাজকে শুধরে দেয়ার চেষ্টা করবে।"[১৬৩]

তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল সুনির্দিষ্টভাবে কোন একটি দলের গোঁড়ামি করা বা নির্দিষ্ট কোন দলে যোগ দেয়া যাবে না, বরং হকের ভিত্তিতে কল্যাণের কাজে সকল দলের সাথে থাকতে হবে। যেমন তিনি অপর এক বক্তব্যে বলেন,

أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص،

"আর নব উদ্ভাবিত দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ততা ত্যাগ করা ওয়াজিব। সবার কর্তব্য হল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং এ ব্যাপারে সত্যবাদিতা ও এখলাসের সহিত পরস্পরকে সহযোগিতা করা।"[১৬৪] তিনি আরো বলেন,

الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها

"তোমার উচিৎ হল, দলিলের ভিত্তিতে হককে আকড়ে ধরা, সুনির্দিষ্ট কোন দলকে নয়।"[১৬৫]

একই ধারাবাহিকতায় তিনি ইসলামী দলগুলোর প্রতিও নসীহ্তমূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

فالواجب على هذه الجماعات: جماعة التبليغ والجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، الواجب عليهم أن يتعاونوا على البر

---

১৬৩. প্রগুক্ত

১৬৪. মাজমু' ফাতাওয়া বিন বায, (১৮২/৭)

১৬৫. বিন বাযের অধিনে সৌদী স্থায়ী ফাতওয়া কমিটির ফাতওয়া। ফাতওয়া নং-৬২৫০

والتقوى وأن يتناصحوا بالحلم والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف ولا بالشدة ولا بالتهمة

"তাবলীগ জামা'আত, সালাফী জামা'আত, ইখওয়ানুল মুসলিমিনসহ সকল দলের উপর কর্তব্য হল সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগীতা করা, বিচক্ষনতার সহিত উত্তম কথার মাধ্যমে সর্বোত্তম পন্থায় একে অপরকে সদুপদেশ দেয়া। কটু কথা, রূঢ় আচরন কিংবা তহমত দিয়ে নয়।"[১৬৬]

নসীহত দেয়ার পাশাপাশি শাইখ বিন বায (রাহিঃ) একাধিক দল থাকার ভয়বহতা উল্লেখ করেও বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

ولا ريب أن تعدد الجماعات فيه خطر كثير، والواجب عليهم أن يكونوا شيئا واحدا

'কোন সন্দেহ নেই যে, বহুদল হলে তাতে বহুবিধ বিপদ রয়েছে। আর এ দলগুলোর উপর ওয়াজিব হল এক হয়ে যাওয়া।'[১৬৭] তিনি আরো বলেন,

أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها، فإن الضرر بها حينئذ عظيم والعواقب وخيمة .... ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً

'যদি এমন হয় যে একদল অপর দলকে ভ্রান্ত প্রমাণ করছে এবং অপর দলের কাজের সমালোচনা করছে তাহলে এর ক্ষতি ব্যাপক এবং এর পরিণতিও শোচনীয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম সমাজে যে বহু দল ও ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে তাতে প্রথমত শয়তান এবং দ্বিতীয়ত ইসলামের দুশমনদের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে।'[১৬৮]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শাইখ বিন (রহিঃ) উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ইসলামী দলগুলোকে একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ নসীহত দিচ্ছেন, অন্যদিকে একাধিক দল প্রতিষ্ঠা করা বা দলাদলি করা থেকেও সতর্ক করে গেছেন। তার বক্তব্যগুলো প্রমান করে তিনি উম্মাহ্‌র জন্য

---

১৬৬. 'একাধিক ইসলামী দলের বিষয়ে নাসীহত' শীর্ষক অডিও বক্তব্য। বিন বাযের ফাতাওয়া আল জামে' আল কাবীর দ্রষ্টব্য।

১৬৭. প্রগুক্ত।

১৬৮. মাজমু' ফাতাওয়া বিন বায, (১৩৪/৪)

কতটা উদার ছিলেন। কিন্তু যারা তাঁর নসিহতমূলক বক্তব্যগুলো দিয়ে দলাদলিকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে তারা কি প্রকৃতপক্ষে তার নসিহত মেনে চলছে? তারা কি হকের পথে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখেছে? নাকি ঠিক তার উল্টোটা করেছে? তারা যদি তার নসিহত গুলো মেনে চলতো তাহলে তার বক্তব্য থেকে দলের বৈধতা নেয়ার যৌক্তিকতা কিছুটা হলেও থাকতো। কিন্তু বাস্তবতা তো এরূপ নয়।

এছাড়াও শাইখ বিন বায তাঁর বক্তব্যে জামাআত শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি 'মারকায' ও 'জামইয়াহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ সেন্টার বা সংস্থা। অর্থাৎ তার নিকট যেই জামায়াত জামইয়াহ ও মারকায অর্থে (সংস্থা অর্থে) ব্যবহৃত হয় সেই জামাআতের সাথে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে কোন সমস্যা নাই। কিন্তু যে সকল জামাত ও সংগঠন পরস্পর বিরোধী এবং বিভিন্ন আমীর ও দল ও প্রধানের নেতৃত্বে একে অপরকে ডাউন দেওয়ার মন মানসিকতা নিয়ে কাজ করে সেগুলো আপত্তিকর।

তাছাড়া আরবরা ব্যবহারিক দিক থেকে উপস্থিত লোক সমুষ্টিকেও জামাআত বলে থাকে। একসাথে খানা খাওয়া, একসাথে পড়াশুনা করা এবং কোন প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতের স্টাফদেরকেও জামাআহ বলে। যেমন تعالوا يا جماعه، كلوا يا جماعه، ساعدوني يا جماعه

অর্থাৎ আপনারা সবাই আসেন, সবাই খান, আপনারা সবাই আমাকে সহযোগিতা করুন, ইত্যাদি।

যখন কোন দেশ ও সমাজের বাস্তবতা এমন হয় যে সেখানে ইসলামের নামে বহু দল ও সংগঠন আছে তখন প্রায় সবগুলোদলকে তিনি এক পাল্লায় মাপার মত কথা বলেছেন, এমনকি সালাফী দলগুলোকেও, যদিও তাদেরকে হকের অধিক নিকটবর্তী বলেছেন। কিন্তু তিনি এ সকল দলের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেননি বরং তাদের নিকটে যা কিছু হক্ব পাওয়া যাবে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ ও সহযোগিতা করতে বলেছেন এবং যা কিছু ভুল রয়েছে সেগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করতে বলেছেন এবং সেই ভুল ক্রটি থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।

الملحقات

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য

সংকলনঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির (রহিমাহুল্লাহ)

অভিমতঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

যা রয়েছে এই বইয়েঃ

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য.................... পৃঃ ৩০৭

১। জামাআতঃ কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত অন্যতম ইবাদত...... পৃঃ ৩০৭

২। ইফতিরাকঃ কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত অন্যতম ইবাদত......পৃঃ ৩১০

৩। ইখতিলাফ থেকে ইফতিরাক.................................... পৃঃ ৩১৪

৪। ঐক্য ও বিভক্তি মূলতঃ অন্তরের কর্ম বা বিশ্বাসের অংশ.... পৃঃ ৩১৫

৫। সমকালীন ইফতিরাকের বিভিন্ন ধারণা।...................... পৃঃ ৩১৬

৬। শরীয়াহ অনুসারী বনাম শরীয়াহ বিমুখদের বিভক্তির তুলনা...পৃঃ ৩২১

৭। আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বনাম আহলুল বিদআত ওয়াল ইফতিরাক.. পৃঃ ৩২৩

৮। বিভক্তির পরিণতিঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ধারণা......পৃঃ৩২৪

৯। সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয়........................... পৃঃ৩২৭

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, প্রফেসর ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ রচিত, 'কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য' লেখাটি পড়লাম। বাস্তবে উম্মতের ঐক্যের জন্য যে মানুষটি তাঁর সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন, জীবনের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা যার এ কেন্দ্রিক নিবন্ধ থাকতো, ঐক্যের প্রতীক হিসেবে যাকে সকল নিষ্ঠাবান মানুষই স্বীকার করে, তার পক্ষেই এরকম একটি গ্রন্থ লেখা সম্ভব।

তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উম্মতের ঐক্যের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, অনৈক্যের বিধান ও এর বিবিধ অপকারিতা তুলে ধরেছেন। ইখতিলাফ ও ইফতেরাকের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার মাধ্যমে উম্মতের ঐক্যের সূত্র দেখিয়ে দিয়েছেন। তার কথা অনুযায়ীই বলতে হয়, "ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল । আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ এবং ইখলাসের অনুপস্থিতি।" আরও বলেছেন, "ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে কিন্তু এগুলোর সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। এগুলোর অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।"

তার এ কথা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, উম্মতের ইমামগণের মাঝে অনুষ্ঠিত মাসআলা-মাসায়েলজনিত মতভেদের কারণে আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকতে হবে সেটা কখনো ঠিক নয়। সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আমলী মাসআলাগুলোতে প্রচুর মতভেদ ছিল, যারা সালাফে সালেহীনের ফিকহ অধ্যয়ন করবে তাদের কাছে সেটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে ইমামগণের মধ্যে প্রচুর আমলী মাসআলায় মতান্তর ছিল কিন্তু তাদের মনে পরস্পরের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছিল বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তাঁরা ইলমী মতভেদ করেছেন কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই একে অপরকে খারাপ বলেছেন কেউ দেখাতে পারবে না।

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর ছাত্রদের মাঝে এক তৃতীয়াংশের অধিক মাসআলায় মতভেদ হওয়া সত্বেও তাদের কেউ অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার তো দূরের কথা, পরস্পরকে সারা জীবন ভালোবেসেই চলে গেছেন। ইমাম মালেককে তার ছাত্র শাফেঈ সম্মান করতেন, ইমাম শাফেঈকে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল কদর করে কথা বলতেন। কিন্তু তাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ অসংখ্য মাসআলা ছিল। তাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজও আমাদের সমাজে ইলমী মতভেদ থাকার পরেও আমরা মৌলিক আকীদা ও মানহাজের ক্ষেত্রে এক হতে পারি। ইফতিরাক তথা অনৈক্যের কারণগুলো খুজে সেগুলো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারে।

বর্তমান কালে আমাদের ঐক্যের পথপ্রদর্শক আমাদের জন্য এ গ্রন্থটি লিখে যেন আমাদেরকে সে পথেরই দিশা দিলেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি তিনি যেন তাঁর এ আমলকে কবুল করেন এবং তাঁর নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন আর উম্মতে মুসলিমাহ বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষি মুসলিমদের মাঝে সঠিক পথে ঐক্য তৈরী করে দিন আমীন ।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
সহযোগী অধ্যাপক,
আল-ফিকহ্ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্তে। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিজন-অনুসারী ও সহচরগণের জন্য। উম্মাতের ঐক্য ও ঐক্যের আহ্বান বিষয়টি আমরা অনেকেই বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করে থাকি। এ প্রসঙ্গে নিম্নে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. জামাআত কুরআন-সুন্নাহ্ নির্দেশিত অন্যতম ইবাদত

ঐক্য বুঝাতে আরবীতে 'ওয়াহদাহ', ইত্তিহাদ, তাওহীদ ইত্যাদি শব্দ বহুল প্রচলিত। তবে এ অর্থে কুরআন ও হাদীসে 'জামা'আত', জামী' বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । আরবী (جمع) 'জামঅ' শব্দটির অর্থ একত্রিত করা। 'একত্রিত' অর্থেও 'জামাআ', জামীঅ, মাজমু' বা জামাআত শব্দ ব্যবহৃত হয়। (ইবন মানযূর, লিসানুল আরব, জামআ শব্দ)। আভিধানিক ব্যবহারে অল্প বা বেশি যে কোনো সংখ্যক মানুষ বা বস্তুর একত্রিত অবস্থাকে জামাআত বলা যায় । কুরআন ও সুন্নাহর ব্যবহারে মুসলিমগণের একত্রিত বা ঐক্যের অবস্থাকে জামাআত বলা হয়েছে। বর্তমানে 'জামাআত' শব্দটি ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যের অর্থেই বেশি ব্যবহার করা হয়। আমরা দেখি যে, জামাআত শব্দটি বর্তমানে 'দল', গ্রুপ বা ফিরকা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কুরআন কারীমে 'জামঅ' শব্দটিকে ফিরকা, দল বা গ্রুপের বিপরীতে একত্রিত বা ঐক্যবদ্ধতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعمة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

"তোমরা আল্লাহর রুজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর ঐক্যবদ্ধভাবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর: তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা

অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। (আল-ইমরান: ১০৩)।

এ আয়াত থেকে আমরা দেখি যে, 'জামআ' (ঐক্যবদ্ধতা) শব্দকে 'তাফার্রুক' (বিভক্তি বা দলাদলি)-র বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, বিভক্তি মুক্ত ঐক্যের অবস্থাই জামাআত। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, জামাআত বা ঐক্যের অবস্থাই উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব এবং পরস্পর সম্প্রীতির অবস্থা এবং 'পরস্পর শত্রুতা'-র অবস্থাই তাফাররুক বা দলাদলির অবস্থা। আরো জানা যায় যে, শত্রুতা ও দলাদলি জাহান্নামের প্রান্তে নিয়ে যায় এবং ঐক্য, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব তা থেকে রক্ষা করে ।

বিভিন্ন হাদীসে মুসলিম উম্মাহকে জামাআতের মধ্যে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো জামাআত বলতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবদ্ধতা এবং কখনো উম্মাহর সাধারণ ঐক্যবদ্ধতা বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন- রাসূলুল্লাহ বলেছেন-

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ (ليس أحدٌ يُفَارِقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ) إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করল।" (বুখারী ও মুসলিম)।

এ হাদীসে আমরা দেখছি যে, জামাআত'-এর বিপরীতে মুফারাকাত বা বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং জামাআত ও বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি হিসেবে শাসক-প্রশাসককে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মুসলিম সমাজের রাষ্ট্রীয় ঐক্যবদ্ধতা সংরক্ষণের স্বার্থে শাসক-প্রশাসকের অপছন্দনীয় কাজের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করে হলেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ঐক্য বিনষ্ট করে বিচ্ছিন্নতার পথে যাওয়া যাবে না। অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি 'তা'আত' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত, অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ বা বৃহত্তর সমাজ ও জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম)

এ হাদীসেও ঐক্যের জন্য রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে আরফাজা ﵁ বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إنَّه ستكون هنات وهناك فمن أراد أن يُفرِّقَ أمْرَ هذه الأمة وهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ)

"ভবিষ্যতে অনেক বিচ্যুতি-অন্যায় সংঘটিত হবে। যদি এমন ঘটে যে, এ উম্মাতের ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ এসে সে ঐক্য বিনষ্ট করে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় তবে সে যেই হোক না কেন তোমরা তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করবে। অন্য বর্ণনায়: তোমাদের বিষয়টি একব্যক্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে বা 'জামাআত' বিভক্ত করতে চায় তবে তাকে হত্যা করবে ।" (মুসলিম)

নাসায়ীর বর্ণনায়:

فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ الله عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ يَرْكُضُ

"তোমরা যাকে দেখবে যে সে ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা মুহাম্মাদের (উম্মাতকে বিভক্ত করতে চাচ্ছে সে যেই হোক না কেন তাকে হত্যা করবে। কারণ আল্লাহর হাত ঐক্যের উপর। আর যে ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় শয়তান তার সাথে দৌড়ায় " (আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

হারিস আশ'আরী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أنا آمُرُكُمْ بِخَمْس الله أمرني بهنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارقَ الْجَمَاعَة قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلعَ رِبْقَةُ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলির নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন: শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত ও জামা'আত (ঐক্য); কারণ যে ব্যক্তি জামা'আত (ঐক্য) থেকে এক বিঘত সরে গেল সে ইসলামের রজ্জু নিজের গলা থেকে খুলে ফেলল, যদি না ফিরে আসে।" (তিরমিযী। তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

অন্য হাদীসে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين ابعدُ، مَنْ أراد بُحْبُوحة الجنة فليلزم الجماعة

"তোমরা জামাআত (ঐক্য) আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাকবে। কারণ শয়তান একক ব্যক্তির সাথে এবং সে দু'জন থেকে অধিক দূরে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ততা চায় সে জামাআত (ঐক্য) আঁকড়ে ধরুক। (তিরমিযী। তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

অন্য হাদীসে নুমান ইবন বাশীর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (الجماعة رحمة والفرقة عذاب) "ঐক্য রহমত এবং বিভক্তি আযাব।" (মুসনাদ আহমদ, আলবানী সহীহুত তারগীবে হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)

আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن الله لا يجمع أمتي ... على ضلالة ويد الله على مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار

"আল্লাহ আমার উম্মাতকে বিভ্রান্তির উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর আল্লাহর হাত ঐক্যের উপর এবং যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবে।" (তিরমিযী। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, শেষ বাক্যটি বাদে)

২. ইফতিরাক: কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নিষিদ্ধ কর্ম

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে, জামাআত বা ঐক্যের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসে তাফাররুক ও

ইফতিরাককে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বলা হয়েছে ইফতিরাক, তাফাররুক, ফারক ইত্যাদির শব্দের মূল অর্থ পার্থক্য, পৃথক, বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন হওয়া বা করা আমরা আরো দেখেছি যে, তাফাররুক, বিভক্তি বা দলাদলি মূলত পারস্পরিক শত্রুতার একটি অবস্থা। কুরআন ও হাদীসে বারবার বিভক্তি, ফিরকাবাজি বা দলাদলি থেকে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (সূরা আল-ইমরান: ১০৫ আয়াত) অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا بينهم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।" (সূরা রূম: ৩০-৩২ আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত । আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।" (সূরা আন'আম: ১৫৯ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। নূহকে আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে এবং

যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না।" (সূরা শুরা: আয়াত ১৩)

এখানে আমরা দেখছি যে, দ্বীনের মধ্যে তাফাররুক, বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি এমন একটি ভয়ঙ্কর বিষয় যে, সকল নবীকেই এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । এখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিপরীতে বিভক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে দ্বীনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধতার কথাই বলা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব ফিরোআবাদী (৮১৭ হি.) তার সংকলিত "তানবীরুল মিকবাস" নামক তাফসীর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

أمر الله جملة الأنبياء أن أقيموا الدين أن اتفقوا في الدين (وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) لا تختلفوا في الدين

"আল্লাহ সকল নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠা কর: অর্থাৎ দ্বীনের বিষয়ে ঐক্যমত হও এবং তাতে দলাদলি করো না' অর্থাৎ দীনের বিষয়ে মতভেদ করো না ।" (ফিরোযআবাদী, তানবীরুল মিকবাস ২/৪)

ইমাম তাবারী ও অন্যান্য মুফাস্‌সির প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্‌সির কাতাদা ইবনু দিআমাহ (১১৫ হি) থেকেও অনুরূপ তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন (তাবারী, জামিউল বায়ান ২১/৫১৩)। এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনু কাসীর বলেছেন:

أي: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام، بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف

"দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি করো না: অর্থাৎ মহান আল্লাহ সকল নবীকে (আলাইহিমুস সালাম) নির্দেশ দিয়েছেন ভালবাসা ও ঐক্যের এবং নিষেধ করেছেন দলাদলি ও মতভেদ থেকে (তাফসীর ইবন কাসীর ৭/১৯৫)।

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وتفترق أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

"ইহুদীরা ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং খৃস্টানগণও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।" (তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৫ । তিনি বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ)

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, সীমালঙ্ঘন ও বিদ্বেষ বিভক্তির মূল কারণ । পূর্ববর্তী উম্মাতগুলোর মতভেদ ও বিভক্তি প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে বারবারই বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের আগমনের পরেও তারা বাড়াবাড়ি করে বিভক্ত হয়েছে আল্লাহ বলেন:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

"তাদের নিকট ইলম আগমনের পরে পারস্পরিক বাড়াবাড়ি করেই শুধু তারা দলাদলি করেছে ।" (সূরা শূরা ১৪ আয়াত)

যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلام بَيْنَكُمْ

"পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে, সে ব্যাধি হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। বিদ্বেষ মুণ্ডনকারী । আমি বলি না যে, তা মাথার চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীন মুণ্ডন করে। যারা হাতে আমার জীবন তার শপথ! ঈমানদার না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা পরস্পরকে ভাল না বাসলে ঈমানদার হবে না। আমি কি তোমাদেরকে সে বিষয়ের কথা বলব না যা তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা প্রতিষ্ঠিতি করবে। তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।" (তিরমিযী, আস- সুনান ৪/৬৬৪ । আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে আমরা তাফাররুক বা ইফতিরাক, অর্থাৎ বিভক্তি, দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহতা জানতে পারছি। এ ছাড়া আমরা আবারো দেখছি যে, পারস্পরিক বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, একে অপরের উপর জয়ী প্রাধান্য পাওয়ার আকাঙ্খা বা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষই এ বিভক্তির মূল কারণ এবং পারস্পরিক ভালবাসা প্রতিষ্ঠাই তা দূরীকরণের উপায়।

৩. ইখতিলাফ থেকে ইফতিরাক

'ইফতিরাক' শব্দের নিকটবর্তী আরেকটি শব্দ 'ইখতিলাফ'। ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া। আর ইখতিলাফ অর্থ মতভেদ করা। ইখতিলাফ বা মতভেদ ইফতিরাক বা বিভক্তির অন্যতম কারণ, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মতভেদ মানবীয় প্রকৃতি। দুজন মানুষ কখনোই শতভাগ একমত হতে পারেন না। স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্র থেকে শুরু করে পরিবার বা সমাজ সর্বত্রই মতভেদ বিদ্যমান । কিন্তু সকল মতভেদ শত্রুতা, বিদ্বেষ, বিভক্তি বা দলাদলি নয়। মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র 'হক্ক' ও অন্য মতকে বাতিল মনে করেন এবং অন্য মতের অনুসারীদের 'অন্যদল' মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা 'বিচ্ছিন্নতা'-য় পরিণত হয় । 'ইখতিলাফ' ও 'ইফতিরাক'-এর পার্থক্যের মধ্যে রয়েছেঃ

(১) ইফতিরাক বা ফিরকাবাজি ইখতিলাফ বা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায়।

(২) সকল ইফতিরাকই ইখতিলাফ, অর্থাৎ সকল বিভক্তির মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সকল মতভেদই বিভক্তি নয়। ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতিলাফ থাকতে পারে। এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, তবে ইখতিলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না।

(৩) ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মার ইমাম ও আলিমদের মধ্যে মতভেদ' বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না ।

(৪) শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতিলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ নয়, বরং অনেক সময় তা প্রশস্ততা সৃষ্টি করে পক্ষান্তরে ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।[১৬৯]

---

১৬৯. ইখতিলাফও কাম্য নয় কিন্তু অনেক সময় অনিচ্ছায় সৃষ্টি হয়ে যায়। দলীল ভিত্তিক ইখতিলাফ স্বীকৃত দ্বন্দ্ব নিরসনযোগ্য, যেমনঃ বিতরের সালাত, কুরআনের ৭ কিরাত।

(৫) ইখতিলাফকারী আলিম নিন্দিত নন, বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত। মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছালে দুটি পুরস্কার লাভ করেন।

(৬) ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ এবং ইখলাসের অনুপস্থিতি। ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলিমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুদ্ধ বলে মনে করলেও অন্য মতটিকে বিভ্রান্তি ও অন্যমতের আলিমকে 'বিভ্রান্ত' বলে মনে করেন না, বরং তার দলিলকে দুর্বল বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলিম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন ।

(৭) ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে। কিন্তু এগুলোর সাথে 'ইফতিরাক' থাকতে পারে না। কেবলমাত্র এগুলির অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।

৪. ঐক্য ও বিভক্তি মূলত অন্তরের কর্ম বা বিশ্বাসের অংশ

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, জামাআত বা ঐক্য এবং তাফাররুক বা বিভক্তি "কালবী' বা 'ই'তিকাদী' আমল' অর্থাৎ অন্তরের বা বিশ্বাসের কর্ম। দৈহিক ঐক্যবদ্ধতা বা মূলত সকলের এক স্থানে উপস্থিতি জামাআতের একটি প্রকাশ। এ অর্থে সালাতের জামাআতে উপস্থিত হতে হয়। তবে ঐক্যবদ্ধতা অর্থে উপরের আয়াত ও হাদীসগুলোর আলোকে সকল মুসলিম একস্থানে একত্রিত হওয়া, একটি দলে নাম লেখানো বা অনুরূপ কোনো বাহ্যিক কর্মকে জামাআত বলে মনে করা যাচ্ছে না। আমরা দেখলাম যে, পারস্পরিক ভালবাসা, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বই জামাআত এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতাবোধই বিভক্তি। এ থেকে জানা যায় যে, হৃদয়ের মধ্যে সকল মুসলিমের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব অনুভব করা, মতভেদ সত্ত্বেও মুসলিমকে নিজের দ্বীনী ভাই এবং নিজের দলের মনে করা এবং নিজেকে সকলের সাথে

ঐক্যবদ্ধ বলে মনে করাই মূলত জামাআত। এর বিপরীতে অন্য মুসলিমদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ করা, নিজেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে মনে করাই তাফাররুক বা ইফতিরাক।

মু'আবিয়া ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَلا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الكتابين) افترقوا على ال ثنتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

"তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল । আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে এবং একটি দলই জান্নাতে। তারা জামা'আত।"[১৭০] এখানে সুস্পষ্ট যে, জামাআত বলতে নির্ধারিত স্থানে দৈহিকভাবে একত্রিত বা আধুনিক পরিভাষায় কোনো দলের ব্যানারে একত্রিত জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়নি। চেতনায় ও বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ মূলধারার মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৫. সমকালীন ইফতিরাকের বিভিন্ন কারণ

প্রাচীন যুগ থেকেই উম্মাতের মধ্যে বিভক্তি প্রবেশ করেছে। বর্তমানে তা অনেক বেশি প্রকট রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে মূলধারার বা কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়াহ অনুসারী ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি প্রকট হয়েছে। এজন্য আমরা সংক্ষেপে সমকালীন বিভক্তির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি।

ক. আকীদার মতভেদ

উম্মাতের প্রাচীনতম বিভক্তির কারণ ছিল আকীদা বা বিশ্বাসগত মতভেদ। ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে আকীদার ভিত্তিতে শিয়া, খারিজী, মুতাযিলী, জাহমী, কাদারী, জাবারী ইত্যাদি ফিরকার জন্ম হয়েছিল। তাদের বিপরীতে সাহাবীগণের অনুসারী মূল ধারার মুসলিমগণ নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত' অর্থাৎ সুন্নাত

---

১৭০. আবূ দাউদ ৪/১৯৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী, সাহীহাহ ১/৪০৪-৪১৪।

ও ঐক্যের অনুসারী বলে গণ্য করতেন। পরবর্তী যুগে 'আহলুস সুন্নাত'-এর অনুসারীদের মধ্যেও আকীদার ছোট বা বড় বিষয়গুলো নিয়ে বহু প্রকারের অনৈক্য ও বিভক্তির জন্য নিয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ঐক্য ও বিভক্তি মূলতই বিশ্বাস বা মনের কর্ম। এজন্য আকীদার মতভেদ থেকে বিভক্তি ও শত্রুতার জন্ম নেওয়াই স্বাভাবিক।

খ. ফিকহী মতভেদ

আকীদাগত মতভেদ নিয়ে বিভক্তির চেয়েও অনেক বড় ও প্রকট হয়ে পড়েছে বর্তমান যুগে ফিকহী মতভেদ কেন্দ্রিক বিভক্তি। আমরা দেখি যে, ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে আকীদার মতভেদ নিন্দনীয় ও বিভক্তি বলে গণ্য করা হতো, তবে ফিকহী মতভেদ সহনীয় বলে গণ্য ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধোত্তর যুগগুলোতে মাযহাবী মতভেদ এক প্রকারের বিভক্তির রূপ গ্রহণ করে। বর্তমানে মাযহাবের নামে বা হাদীসের নামে ফিকহী মতগুলো পূর্বের যুগের চেয়েও অনেক প্রকটভাবে বিভক্তির অন্যতম কারণ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

গ. আকীদা ও ফিকহী মতভেদে সাহাবীগণের পদ্ধতি পরিত্যাগ

সমকালীন বিভক্তির অন্যতম কারণ, মতভেদের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের কর্মধারা পরিত্যাগ করা। আমরা দেখি যে, সাহাবীগণের যুগ থেকেই উপরের দু'প্রকারের মতভেদ বিদ্যমান ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তারা জামাআত বা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

সাহাবী-তাবিয়ীগণ আকীদা বিষয়ক মতভেদকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ আকীদা অপরিবর্তনীয় ও স্থির। এখানে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের অতিরিক্ত ইজতিহাদ, ভিন্নমত বা নতুন মতের প্রয়োজন বা সুযোগ নেই। এরপরও তারা আকীদা বিষয়ক মতভেদ বা বিভ্রান্তিতে লিপ্তদের প্রতি জামাআত, ভ্রাতৃত্ব বা ঐক্যবোধের চেতনা লালন করতেন। খারিজীগণ সাহাবীগণকে এবং খারিজীদের সাথে শতভাগ একমত নয় এরূপ সকল মুসলিমকে অত্যন্ত খোঁড়া ও ভিত্তিহীন 'দলিল' দিয়ে কাফির বলে গণ্য করেন এবং ঢালাওভাবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও হত্যায় লিপ্ত হন। সাহাবীগণ খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদেরকে কাফির বলা থেকে বিরত থেকেছেন। তাদের ঈমান, আমল ও আবেগের মূল্যায়ন

করেছেন। যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের পিছনে সালাত আদায়সহ তাদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। (ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৬)।

খারিজীগণের বিষয়ে আলী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন: মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্‌র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিকরে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন: এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। (ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস ২ / ১৪৯)।

ফিকহী মতভেদকে সাহাবী-তাবিয়ীগণ নিন্দনীয় বা বর্জনীয় বলে গণ্য করেননি। এ ক্ষেত্রে সাধারণত তারা নিজের মতের পক্ষে দলিল পেশ করতেন, তবে ভিন্নমতকে বাতিল করতেন না। কেউ ভিন্ন মত খণ্ডন করলেও কখনোই তারা ফিকহী ভিন্নমতের কারণে ভিন্নমতাবলম্বীকে অবজ্ঞা করেননি এবং তার থেকে বিমুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার কথা বলেননি। বরং ভিন্নমতসহ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও ঐক্যবোধ লালন করেছেন।

সমকালীন বিভক্তিতে উভয় ক্ষেত্রেই প্রান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। আকীদার ক্ষেত্রে ছোট-বড় সকল বিষয়ে বিভ্রান্ত' মতের নিন্দার পাশাপাশি সে মতের অনুসারীকে বিভিন্ন অজুহাতে কাফির বা ইসলামের শত্রু বলে প্রমাণ এবং তার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রচারের প্রবণতা লক্ষণীয়। এর চেয়েও প্রকট ফিকহী বিষয়ক মতভেদকে নানাবিধ অজুহাতে আকীদার মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং ফিকহী ভিন্নমত খণ্ডনের পাশাপাশি ভিন্ন মতের অনুসারীর প্রতি অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, বিমুক্তি, বিচ্ছিন্নতা বা 'ভিন্নদল' চেতনা লালন ও প্রচার করা।

ঘ. দাওয়াত পদ্ধতির মতভেদ

সমকালীন বিভক্তির অন্যতম একটি কারণ পদ্ধতিগত ভিন্নতা। বিশেষত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সমকালীন মুসলিমগণ রাজনীতি, লেখনি, ময়দানী দাওয়াত, শিক্ষাবিস্তার, বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থার

প্রচলন ইত্যাদি পদ্ধতির অনুসরণ করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পদ্ধতির অনুসারী নিজের পদ্ধতিকেই দ্বীন প্রচার বা প্রতিষ্ঠার একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করছেন এবং অন্যান্য পদ্ধতির অনুসারীদের বিভ্রান্ত বা ভিন্নদল বলে 'বিশ্বাস' করছেন। নিজ পদ্ধতির অনুসারীদের প্রতি 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' অনুভব করছেন এবং অন্যান্য পদ্ধতির অনুসারীদের প্রতি এ ভ্রাতৃত্ব অনুভব করছেন না। উপরন্তু অবজ্ঞা বা বিদ্বেষভাব অনুভব, লালন ও প্রচার করছেন।

ঙ. সমালোচনায় ইসলামী আদব লঙ্ঘন

আমরা দেখেছি যে, মতভেদ থেকে বিভক্তির আগমন ঘটে। আর এক্ষেত্রে ভিন্নমত খণ্ডন বা ভিন্নমতের সমালোচনার অজুহাতে ভিন্ন মতের অনুসারীদের প্রতি ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রমন বা তাদের 'ধার্মিকতা', 'তাকওয়া' বা ইখলাসের প্রতি কটাক্ষ বিভক্তিকে তরান্বিত ও প্রকট করে। আমরা জানি, কুরআন-হাদীসে আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে 'উত্তম' আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুমিনদেরকে পরস্পর কটাক্ষ, উপহাস, টিপ্পনি, খারাপ উপাধি ব্যবহার ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ধারণা বা সন্দেহ নির্ভর সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে মুসলিম আলিম, গবেষক ও প্রচারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নির্দেশগুলো মানছেন না।

সমালোচনার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো বিশ্বাস বা কর্মের বিধান এবং উক্ত বিশ্বাস বা কর্মে লিপ্ত মুমিনের বিধানের মধ্যে পার্থক্য না করা। আমাদের বক্তব্য অনেকটা নিম্নরূপ:

(১) অমুক কর্মটি বিদআত, শিরক, হারাম বা হাদীসের বিপরীত, (২) শিরক, বিদআত, হারাম বা হাদীস অস্বীকারের শাস্তি জাহান্নাম, (৩) অমুক ব্যক্তির মধ্যে উক্ত বিশ্বাস বা কর্ম বিদ্যমান, (৪) কাজেই উক্ত ব্যক্তি তার সকল অনুসারী বা সমমনা ব্যক্তি বিদআতী, মুশরিক বা জাহান্নামী। সুন্নাতে নববী, সুন্নাতে সাহাবা ও সালফে সালিহীনের কর্মপদ্ধতির আলোকে আমরা জানি যে, প্রথম তিনটি বিষয় সঠিক হলেও চতুর্থ বিষয়টি ঢালাওভাবে বলা যায় না। ব্যক্তি মুমিনের ওজর, তাবিল, ব্যাখ্যা, ইজতিহাদ, অন্যান্য কর্ম ইত্যাদির আলোকে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভিন্নমতের সমালোচনায় প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন তাকফীর লক্ষণীয় আকীদা, ফিকহ, ইজতিহাদ পদ্ধতি, দাওয়াহ-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্নমতের মানুষদেরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাফির বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রচ্ছন্ন তাকফীর'-এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের দুশমন, সুন্নাতের দুশমন, ইসলামের দুশমনদের দালাল, কাফিরদের মতই, কাফিরের চেয়েও খারাপ ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা।

চ. ঈমানী ভ্রাতৃত্বের অবমূল্যায়ন

কুরআন ও হাদীসে মুমিনদেরকে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে মহান আল্লাহ বলেন: (إنما المؤمنون إخوة) "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভিন্ন কিছুই নয়।" (সূরা হুজুরাত, ১০ আয়াত)। আল্লাহ আরো বলেন- (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) "এবং মুমিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীগণ পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক বা বন্ধু।" (সূরা তাওবা: ৭১ আয়াত)।

এখানে মহান আল্লাহ 'মুসলিম' না বলে 'মুমিন' বলেছেন। উভয় শব্দ সমার্থক হলেও ঈমানের মধ্যে বিশ্বাসের দিকটি এবং ইসলামের মধ্যে কর্ম ও দ্বীন পালনের দিকটি অধিক জোরদার। এ থেকে জানা যায় যে, যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং সন্দেহাতীত কুফর-শিরকে লিপ্ত হচ্ছেন না ততক্ষণ তিনি অন্য মুমিনের "দীনী ভাই" বলে গণ্য। কুরআনে রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে "ঈমানী ভ্রাতৃত্ব"-কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে "ভাই" শব্দটির ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। হত্যাকারীকে নিহতের পরিজনের "ভাই" বলা হয়েছে। (সূরা বাকারা: ১৭৮ আয়াত) দুটি মুমিন গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ চলা অবস্থাতেও তাদেরকে "ভাই" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(সূরা হুজুরাত: ৯-১০ আয়াত) অর্থাৎ মানবীয় দুর্বলতার শিকার হয়ে একজন মুমিন অন্য মুমিনকে খুন করে ফেলার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। দুজন মুমিনের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ কারণে তাদের কেউ কাফির হন না বা চিরশত্রুতে পরিণত হন না । ঈমান ও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বহাল থাকে ।

উম্মাতের বিভক্তির অন্যতম কারণ বিভিন্ন অজুহাতে ঈমানের গুরুত্ব অবমূল্যায়ন করা। মুমিনের ঈমানকে স্বীকার করার পাশাপাশি তার বড়

বা ছোট পাপ ও বিভ্রান্তির কারণে তার প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করা বা তার থেকে নিজেকে বিমুক্ত, বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন দলের বলে মনে করা ঈমানের অবমূল্যায়ন ছাড়া কিছুই নয়। আর ভিন্ন মতের কারণে মুমিনের ঈমান, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য সকল ইবাদতকে অবমূল্যায়ন করে তার বিরুদ্ধে অবজ্ঞা, বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ বা প্রচার করা আরো অধিক অন্যায়।

ছ. ভিন্নমতের প্রান্তিকদের অজুহাতে নিজের প্রান্তিকতার বৈধতার দাবি

বহুধা বিভক্ত উম্মাতের প্রত্যেক ধারার মধ্যেই প্রান্তিকতা বিদ্যমান। যখনই কোনো ধারার অনুসারীদের অন্য ধারার অনুসারীদের প্রতি প্রশস্ত ও সহনশীল হওয়ার জন্য কুরআন, সুন্নাহ বা সালফে সালিহীনের কর্মধারার উল্লেখ করা হয়। তখনই তারা ভিন্ন ধারার প্রান্তিক কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে তাদের নিজেদের প্রান্তিকতার বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করেন, যদিও সাধারণভাবে আমরা জানি যে, কোনো একটি অন্যায়ের অজুহাতে আরেকটি অন্যায়ের বৈধতা দাবি করা যায় না।

জ. সবাইকে একমতে আনার চেষ্টা

বিভক্তির একটি কারণ ঐক্যের নামে মতভেদ দূর করার চেষ্টা। এতে একটি অসম্ভব কর্মে লিপ্ত হয়ে আমরা একটি সম্ভব কর্মকে অসম্ভব করে তুলি। মতভেদ বা মতের ভিন্নতা দূর করা একটি অসম্ভব বিষয়। এটি ইসলামের নির্দেশও নয়। আমরা দেখেছি যে, ঐক্যের অর্থ একমত হওয়া নয়। ঐক্য অর্থ হৃদয়ের প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ। আর বিভক্তি অর্থ মতের ভিন্নতা নয়; হৃদয়ের শত্রুতা, দূরত্ব বা হিংসা-বিদ্বেষ। প্রথমটি দূর করা সম্ভব নয় এবং কাম্যও নয়। দ্বিতীয়টি দূর করা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঐক্যের নামে সবাইকে একমতে বা 'এক দলে' আনার চেষ্টার মাধ্যমে নতুন একটি মত বা দলের উদ্ভব ছাড়া বিশেষ কোনো লাভ হয় না।

৬. শরীয়াহ্ অনুসারী বনাম শরীয়াহ্ বিমুখদের বিভক্তির তুলনা

ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে বিদআতে লিপ্ত, বিশেষত আকীদাগত বিদআতে লিপ্ত মানুষেরা সবচেয়ে বেশি বিভক্তিতে লিপ্ত ছিলেন। এ জন্য

আলিমগণ তাদেরকে আহলুল বিদআত ওয়াল ইফতিরাক' অর্থাৎ বিদআত ও বিভক্তির অনুসারী বলে আখ্যায়িত করতেন। এরা 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-কে তো কাফির বা বিভ্রান্ত বলতেনই, উপরন্তু নিজ নিজ দলের ভিন্ন মতের মানুষদেরও কাফির বা বিভ্রান্ত বলে বিশ্বাস ও প্রচার করতেন। বর্তমান সময়ে আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। সুস্পষ্ট বিদআত ও শিরকে লিপ্ত মানুষেরা একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার, মন্দকথন বা ফাতওয়াবাজি করছেন না। প্রত্যেকেই দাবি করছেন যে, বিশ্বে একজনই গাওসে আযম, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবে যামান, বা ইমামে যামান আছেন এবং তাদের গুরুই সেই ব্যক্তি। কিন্তু সমাজে বিদ্যমান অন্যান্য শতশত গাওসে আযম, মুজাদ্দিদ, কুতুব, ইমাম ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে কিছুই বলছেন না। প্রত্যেক দলই দাবি করছেন যে, তাদের জীবিত বা কবরস্থ গুরুর হাতেই আল্লাহর সকল ভাণ্ডার রয়েছে, তবে কেউ অন্যের বিরুদ্ধে বলছেন না। এদের অনেকেই সুস্পষ্টভাবে সকল ধর্মের অনুসারীদের মুক্তির দাবি করছেন এবং ইসলামী শরীয়াহ পালনকে অপ্রয়োজনীয় বলছেন। অন্য অনেকে ইসলামী শরীয়াহ পালনের গুরত্বের কথা মুখে বললেও কার্যত একে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। প্রকাশ্য কুফর, শিরক, অশ্লীলতা, অনাচার, পাপাচার, শরীয়াহ-লঙ্ঘন ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছুই বলেন না। তারা সকলেই একযোগে তাওহীদ, সুন্নাহ ও শরীয়াত অনুসারীদের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

বিপরীতে আমরা দেখছি যে, তাওহীদ, সুন্নাত ও শরীয়াতে ইসলামীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের আবশ্যকতায় বিশ্বাসী মানুষেরা উৎকটভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা, বিদ্বেষ বা শত্রুতা প্রকাশ ও প্রচার করছেন। কিছু দিন আগেও তাওহীদ ও সুন্নাতের গুরুত্বে বিশ্বাসীগণ বিদআত ও শিরকের প্রচারকদের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। এখন সুস্পষ্ট শিরক, বিদআত ও কুফরের বিরুদ্ধে কথা অনেক কমে গিয়েছে। তবে অস্পষ্ট বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ শিরক, কুফর ও বিদআতের বিরুদ্ধে কথাবার্তা অনেক বেড়েছে।

৭. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বনাম আহলুল বিদআত ওয়াল ইফতিরাক

সমকালীন বিভক্তির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, এ বিভক্তি 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত' অনুসরণের দাবিদারদের মধ্যে। এক্ষেত্রে সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণের সাথে সমকালীন 'আহলুস সুন্নাত ওয়ার জামাআতের অনুসারীদের পার্থক্য খুবই লক্ষণীয়। সাহাবী-তাবিয়ী বা সালাফে সালিহীন বিভ্রান্তদের শিরক, কুফর বা বিভ্রান্তি প্রকাশ করতেন। তবে ঈমানের দাবিদারের এ সকল কর্মের কারণে তার থেকে বিচ্ছিন্নতা, তার প্রতি শত্রুতা বা তাকে কাফির বলার প্রবণতা পরিহার করতেন। ঈমানের দাবিদারের প্রায় সুস্পষ্ট কুফরী কথার একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তারা ওজর খুঁজতেন। অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ইজতিহাদ ইত্যাদি ওজর থাকার সম্ভাবনা মেনে নিয়ে কুফরী মত বা বক্তব্যের প্রবক্তাকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকতেন। এটিই মূলত 'জামাআত' বা ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি। জামাআত বা ঐক্যবদ্ধতার অর্থ মুসলিমের অন্যায়কে ন্যায় বলা, অন্যায়কে মেনে নেয়া বা প্রশ্রয় দেয়া নয়। আমাদের ধারণায় জামাআত, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বিষয়ে সালাফে সালিহীনের পদ্ধতি হলো, প্রত্যেকেই নিজ ইজতিহাদ অনুসারে অন্যায়কে অন্যায় বলবেন, তবে সে অন্যায়ে লিপ্ত মুমিনের ঈমানের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে তার প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির অনুভূতি বহাল রাখবেন এবং তার ওজর খুঁজবেন। আলোচনা, সমালোচনা, প্রতিবাদ বা খণ্ডন সকল ক্ষেত্রে এ ভ্রাতৃত্ববোধ, শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতিকে কার্যকর রাখবেন এবং ঈমানী আদব বজায় রাখবেন।

তাদের বিপরীতে পূর্ববর্তী 'আহলুল বিদআত ওয়াল ইফতিরাক' বা বিদআত ও বিচ্ছিন্নতার অনুসারীগণ ঈমানের দাবিদারের মতভেদীয় বক্তব্যকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুফরী বলে প্রমাণ করে তার থেকে বিমুক্তি, বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ ও প্রচার করতেন। ব্যক্তির কারণে তার সাথে সম্পৃক্ত সকলকেই তারা এভাবে কাফির, শত্রু বা 'ভিন্নদল' বলে গণ্য করতেন। বর্তমানে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত

অনুসরণের দাবিদারগণ অন্তত এ বিষয়ে আহলুল বিদআত ওয়াল ইফতিরাকের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য করছেন। তারা সকলেই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হওয়ার দাবি করছেন এবং প্রায় সকলেই অন্য সকল দল বা মতের অনুসারীদের থেকে বিমুক্তির বা বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিচ্ছেন। প্রত্যেকেই অন্য সকলকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বহির্ভূত, বিভ্রান্ত, কাফির বা কাফির পর্যায়ের বলে প্রমাণে সচেষ্ট। নফলকে ফরজের গুরুত্ব দিচ্ছেন, ফিকহকে আকীদায় নিয়ে যাচ্ছেন, আকীদার সাধারণ বিষয়কে ঈমান-কুফরের মানদণ্ড বানাচ্ছেন, একজনের একটি ভুল, অন্যায় বা প্রান্তিক কথাকে দলিল করে সকলকেই ঢালাওভাবে কাফির, কাফির-সমতুল্য বা বিভ্রান্ত বলে গণ্য করছেন।

আমাদের কাছে মনে হয়, সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও প্রাচীন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'জামাআত' হলো 'জামি' অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক বা 'ইনক্লুসিভ', অর্থাৎ সবাইকে অন্তর্ভুক্ত বা জমা করার প্রচেষ্টা। তাদের দৃষ্টিতে সকল মুসলমানই আল্লাহর দল ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত, শুধু যারা সুস্পষ্টভাবে সুন্নাত বা জামাআতকে অস্বীকার করেছেন তাদের কথা ভিন্ন। এর বিপরীতে সমকালীন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেতনাটি বহিষ্কারমূলক বা 'এক্সক্লুসিভ', অর্থাৎ সবাইকে বের করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। প্রত্যেকেরই দাবি, সকলেই বিভ্রান্ত, শুধু যারা আমাদের সকল মত, ইজতিহাদ, ব্যাখ্যা ও দাবি নির্বিচারের পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়েছেন তারাই 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত'।

৮. বিভক্তির পরিণতি: বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ধারণা

বাংলাদেশে মুসলিমগণের বিভক্তির অবস্থা পর্যালোচনা করলে নিম্নের বিষয়গুলো দেখা যায়:

(ক) শিরক-কুফর ও খৃস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ, সুন্নাহ ও শরীয়াহ পালনের গুরুত্বে বিশ্বাসীগণের মধ্যে বিভক্তি প্রকটতর। এতে একদিকে শিরক, কুফর ও

বিদআতের প্রচারকদের জন্য ময়দান খুবই নিরাপদ হয়েছে। শিয়া, কাদিয়ানী, বাহাঈ ইত্যাদি ধর্মের বা মতের অনুসারীরা তাদের দাওয়াতী কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে এবং অনেকটা নির্বিবাদেই চালাতে পারছেন। সর্বোপরি খৃস্টান মিশনারিগণ হাজার হাজার মুসলিমকে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করছেন। দীন প্রেমিক মুসলিমগণ পরস্পরের মত খণ্ডন, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকার কারণে এ সকল বিষয় তাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় নজরে আসলেও গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এমনকি অনেক সময় তারা এ সকল বিষয়ে গুরুত্ব আরোপের বিরোধিতা করছেন। কেউ বলছেন, অমুক মতের অনুসারী মূলতই কাফির, কাজেই তারা কাদিয়ানী, বাহাঈ, শিয়া বা খৃস্টান হলেই কি আর না হলেই কি! কেউ বলছেন: অমুক মতের অনুসারীরা তো মুসলিম নামের কলঙ্ক, তাদের কাদিয়ানী বা খৃস্টান হয়ে যাওয়াই ভাল। হয় আমাদের মতে এসে সঠিক ইসলাম অনুসরণ করুক অথবা খৃস্টান হয়ে ইসলামের কলঙ্ক দূর করুক!

কেউ বলেন, খৃস্টান হচ্ছে হোক, পরে ওদেরকে সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা যাবে, এখন অমুক মত বা দল ঠেকাও!! যারা খৃস্টান হচ্ছে তারা আবার পরে আমাদের আখলাক দেখে মুসলিম হয়ে যাবে, যেভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে কাফিররা সাহাবীগণের আখলাক দেখে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন! কাজেই কাদিয়ানী, বাহাঈ বা খৃস্টান ধর্মান্তর নিয়ে এখন চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, বাতিলদেরকে ঠেকাও!! কেউ বলছেন, এগুলো নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই, অমুক বা তমুক পদ্ধতিতে দীনের প্রচার বা প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যান, এক সময় সব ঠিক হয়ে যাবে!!!

(খ) আলিমগণ সম্পর্কে ব্যাপক কুৎসাচার

সমকালীন বিভক্তির অন্যতম দিক আলিম ও দাঈগণের বিষয়ে ব্যাপক কুৎসাচার। বিশেষত প্রযুক্তির কারণে সকলের কথা একই স্থানে ইন্টারনেটে বা টিভির পর্দায় পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের সমাজের কমবেশি ১৫-২০% মানুষ দীন পালন করেন এবং কোনো না কোনো ইসলামী ধারার' অনুসরণ করেন। বাকি প্রায় ৮০-৮৫% মুসলিম দীন পালনে

অবহেলা করেন এবং কোনো ধারারই অনুসরণ করেন না। এদের অধিকাংশই দীন ও আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় আলিমদের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করেন। বর্তমানে এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি ঈমানী, আমলী বা দ্বীনী কোনো সমস্যায় সমাধানের জন্য গ্রহণযোগ্য আলিম অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারনেটে প্রবেশ করেন তবে তিনি দেখবেন যে, প্রসিদ্ধ প্রত্যেক আলিম ও দাঈর বিষয়েই ব্যাপক কুৎসা বা নিন্দাচার বিদ্যমান এবং প্রত্যেককেই ভিন্নমতের আলিম বা দাঈদেরকে ইসলামের দুশমন বা ইহুদী-নাসারাদের দালাল বলে চিত্রিত করেছেন। এতে প্রত্যেক দলের অনুসারী পরিতৃপ্ত বা আনন্দিত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলিমগণ এবং বিশেষত তরুণগণ খুবই সমস্যায় পড়ছেন। সমাজের আলিমগণ সকলেই খারাপ, কিছু বুঝেন না ইত্যাদি চিন্তা তরুণদেরকে সমাজবিচ্ছিন্ন ও আলিমগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। এছাড়া শিয়া, বাহাঈ, কাদিয়ানী, খৃস্টান, আহলে-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মের বা মতের প্রচারকগণ কুরআন-হাদীসের নামে এদেরকে সহজেই গ্রাস করতে পারছেন। তারা কুরআনের কিছু আয়াত অথবা বুখারী, মুসলিম বা অন্য কোনো সহীহ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কয়েকটি হাদীস নিয়ে এসে বলছেন: (১) কুরআন-হাদীস মানতে হবে, (২) সমাজের আলিম ও ইমামগণ অযোগ্য, অসৎ ও অজ্ঞ, কাজেই আমাদের এ মতের বিষয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন করে বা সমাধান চেয়ে লাভ নেই, (৩) আমরা কুরআন-হাদীস দেখাচ্ছি, কাজেই আমাদের মতে চলে এসো... ।

(গ) হানাহানি ও রক্তারক্তি

ভিন্নমত খণ্ডনের নামে ভিন্নমত অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ বা বিচ্ছিন্নতা পোষণ ও প্রচারের কারণে প্রত্যেক মতের অনুসারীদের মধ্যেও উত্তেজনা বাড়ছে। কোনো কোনো এলাকায় ইতোমধ্যেই মুসল্লীদের মারামারির সংবাদ আমরা জেনেছি। কোথাও কোথাও সালাত পদ্ধতির মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে নামাযী মুসলিমগণ মারামারি করে কেউ কেউ 'শহীদ' (!!!) হয়েছেন বলেও আমরা জেনেছি। রাশ না টানলে কয়েক বছরের মধ্যে পুলিশ প্রহরা ছাড়া এদেশের মসজিদের সালাত আদায় অসম্ভব হয়ে যাবে বলেই মনে হয়।

৯. সমস্যার সমাধানে আমাদের করণীয়

উপরে আলোচিত বিভক্তি সমস্যা কি না সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। অনেকেই এগুলোকে সমস্যা মনে করছেন না। তারা দাবি করছেন যে, তাদের নিজের পদ্ধতিতে কর্ম অব্যাহত রাখলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অথবা সহীহ এবং হক কথা বলায় যদি বিভক্তি বা হানাহানি হয় তবে কিছু করার নেই। কারো অন্যায় প্রতিক্রিয়ার কারণে হত কথা বলা বা হক্ক কাজ করা বন্ধ করা সম্ভব নয়। অনেকেই ভিন্ন মতের প্রান্তিকতাকেই দায়ী করছেন এবং নিজেদের প্রান্তিকতাকে এ অজুহাতে সঠিক বা প্রয়োজনীয় বলে দাবী করছেন। অনেকেই ভাবছেন, আমরা তো ঐক্যই চাই, আর তা হতে হবে 'হক্ক'-এর ভিত্তিতে। আমরা যা বলছি, তাই একমাত্র হক্ক সকলেই যখন এ 'একমাত্র' হক্ক মেনে নিবেন তখন তো ঐক্য হয়ে যাবেই।

বিপরীতে অনেকেই বিভক্তির এ অবস্থাকে সমস্যা বলে মনে করছেন এবং এ অবস্থা দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। আমরা বলেছি যে, এ সমস্যা বিষয়ে সচেতন অনেকে বিভক্তি দূর করার লক্ষ্যে মতভেদ দূর করার বা সকলকে এক দলে বা এক মঞ্চে একত্রিত করার চেষ্টা করছেন। উপরে বিভক্তির কারণ পর্যালোচনায় আমরা বিভক্তি দূরীকরণের উপায় সম্পর্কেও ধারণা প্রদানের চেষ্টা করেছি। মূলত বিভক্তির কারণগুলো দূর করলে বা কমিয়ে ফেললে বিভক্তিও কমবে বলে আমরা ধারণা করতে পারি। এ সকল কারণ দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলিম ও দাঈগণের পারস্পারিক সাক্ষাত ও সালাম বিনিময় এবং সম্ভব হলে মত বিনিময়।

আমরা দেখেছি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পারস্পরিক সালাম প্রসার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য আলিমগণের পারস্পরিক সাক্ষাত ও সালাম বিনিময় উম্মাতের জন্য একটি বড় উপকারী বিষয়। আমরা জানি, সকল মতের অনুসারীদের মধ্যেই কিছু মানুষ প্রান্তিকতাকেই ভালবাসেন। কেউ তার সাথে শতভাগ একমত বা তার

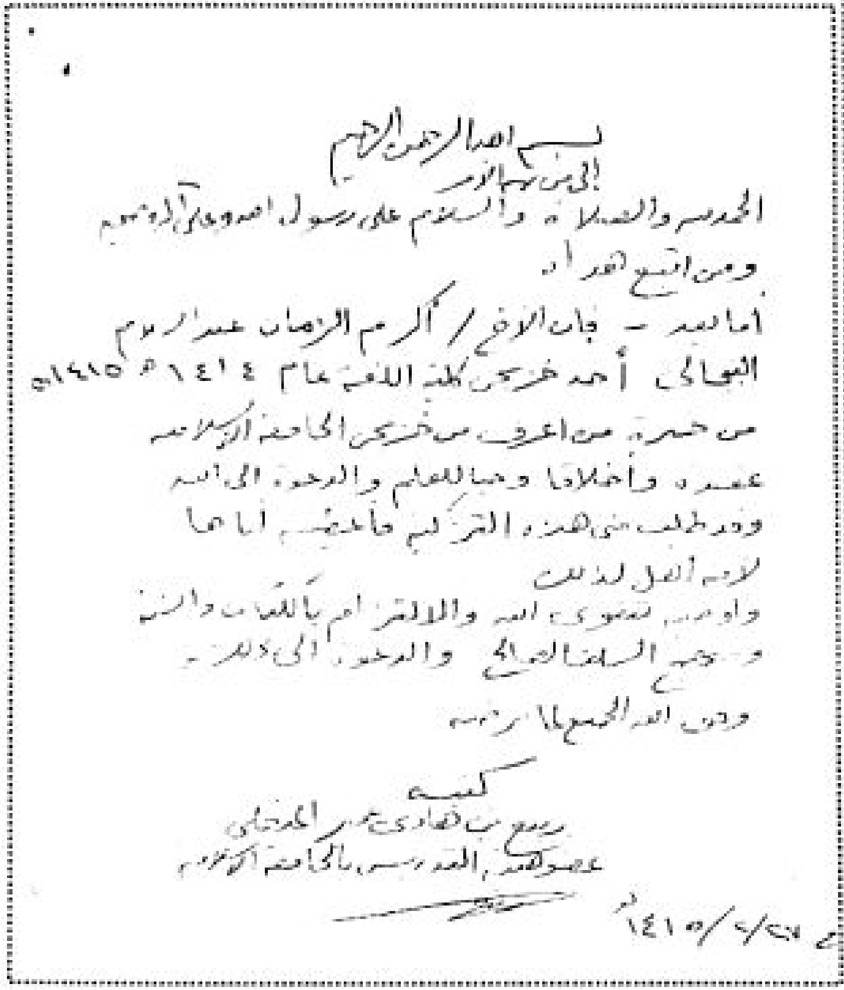
মতের শতভাগ অনুসারী না হলেই তাকে অপছন্দ করেন। এর পাশাপাশি সকল মতের অনুসারীদের মধ্যেই উদার ও সহনশীল আলিম ও দাঈ বিদ্যমান। তারা কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত জামাআত অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধতা, সম্প্রীতি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। তারা তাফার্‌রুক অর্থাৎ বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুভাবাপন্নতা দূর করতে চান। তাদের সকলেরই দায়িত্ব এরূপ মাজলিস বা সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা করা। শুধু সাক্ষাত ও সালাম বিনিময়ের কল্যাণ অনেক। পাশাপাশি যদি নিয়মিত বা অনিয়মিত এরূপ সাক্ষাতে কিছু মত বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকে তবে তা থেকে আরো অনেক কল্যাণ বেরিয়ে আসবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মহান আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা আমাদের ভুলভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন-অনুসারী ও সহচরদের জন্য। প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত।

পরিশিষ্ট-০২

تزكيات العلماء لمؤلف الرسالة (مدحهم وثناؤهم)

দেশ-বিদেশের নির্ভরযোগ্য আলেমগণের দৃষ্টিতে লেখক



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

أما بعد - فإن الأخ / أكرم الزمان عبد السلام البنغالي أحد خريجي كلية ... عام ١٤١٤ هـ ١٤١٥ هـ

من خيرة من أعرف من خريجي الجامعة الإسلامية عقيدة وأخلاقا وحبا للعلم والدعوة إلى الله

وقد طلب مني هذه التزكية فأجبته إليها لأنه أهل لذلك

وأوصيه بتقوى الله والالتزام بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والدعوة إلى ذلك

وفق الله الجميع لما يرضيه

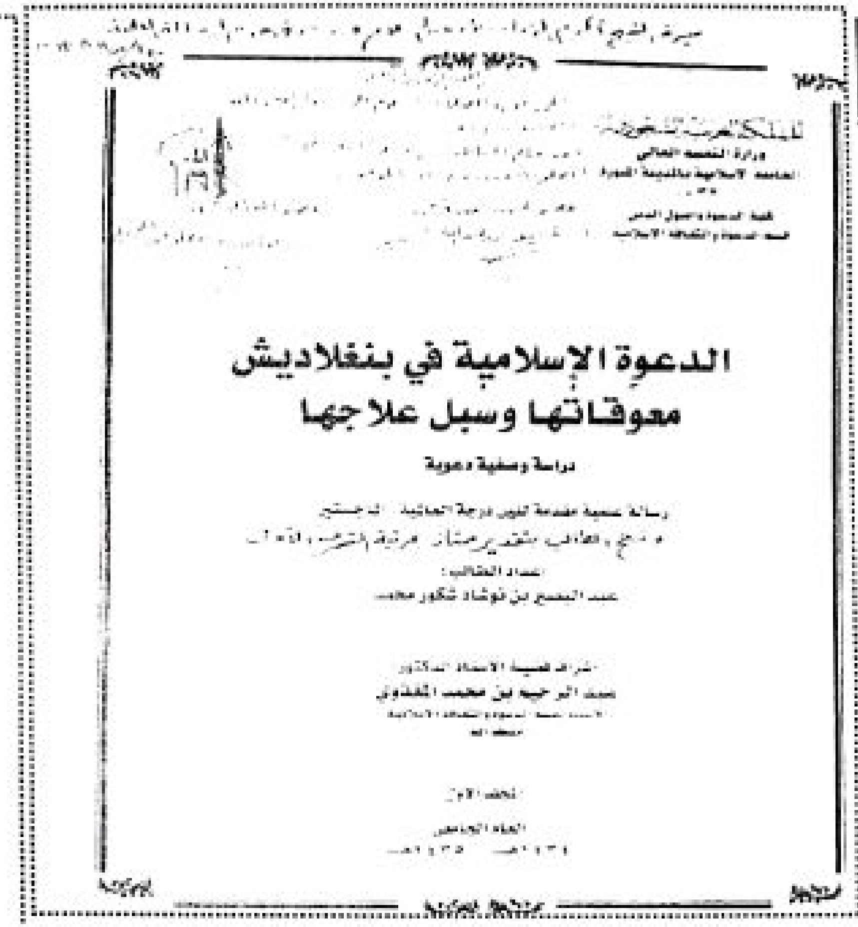
كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

١٤١٥/٦/٢٠

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর ও বিশ্ব বরেণ্য আলিম শাইখ রাবী' বিন হাদী আল মাদখালী



الدعوة الإسلامية في بنغلاديش

معوقاتها وسبل علاجها

دراسة وصفية دعوية

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা থিসিসে তার জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেখুন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. আব্দুল বাসীর মাদানী কৃত থিসিস, শিরনাম: الدعوة الإسلامية في بنغلاديش معوقاتها وسبل علاجها- "বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ্, প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়", ১ম খন্ড, ৫৬১-৫৬৭ পৃষ্ঠা। pdf সূত্রঃ shorturl.at/egpT8

بسم الله الرحمن الرحيم

لمن يهمه الأمر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن الأخ الشيخ/ أكرم الزمان بن عبد السلام - بنغلاديشي الجنسية - من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وهو معروف عندي لعقيدته ودينه وله تجربة في مجال الدعوة، وجهد خاص في الدعوة في الجالية البنغالية. هذا ما عرفته ولا أزكي على الله أحدا.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الكاتب

١٤٢٢/١٢/١٩

صلاح الدين مقبول أحمد

কুয়েতে কর্মরত ভারতীয় আলেম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা
শাইখ সালাহুদ্দিন মকবুল আহমেদ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فإن الأخ أكرم الزمان بن عبد السلام من بنغلاديش أحد الدعاة في بنغلاديش

وله نشاط في الدعوة إلى الله [illegible] تخرج في الجامعة الإسلامية [illegible]

[illegible] بنغلاديش

[illegible]

[illegible]

كتبها وأملاها

د. عبد الرحمن بن [illegible]

المدينة النبوية

١٤٣٥/١٠/١٩

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসর
ড. আব্দুর রহমান বিন সালেম

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن الطالب / أكرم الزمان عبد السلام / [illegible]
كلية اللغة العربية لسنة العام ١٤١٤هـ - ١٤١٥هـ وقد
عرفت هذا الطالب / بحسن خلقه وبعقيدته
السليمة وحبه لطلب العلم أحسبه كذلك والله ولا أزكي
على الله أحدا أرجو من الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

د/ سعيد بن علي أبو مدرة

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ সাবজেক্টের প্রফেসর
ড. সাঈদ বিন আলী আবু মাদরাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم

لمن يهمه الأمر

التاريخ : 1427/05/05
الموافق : 2006/06/01

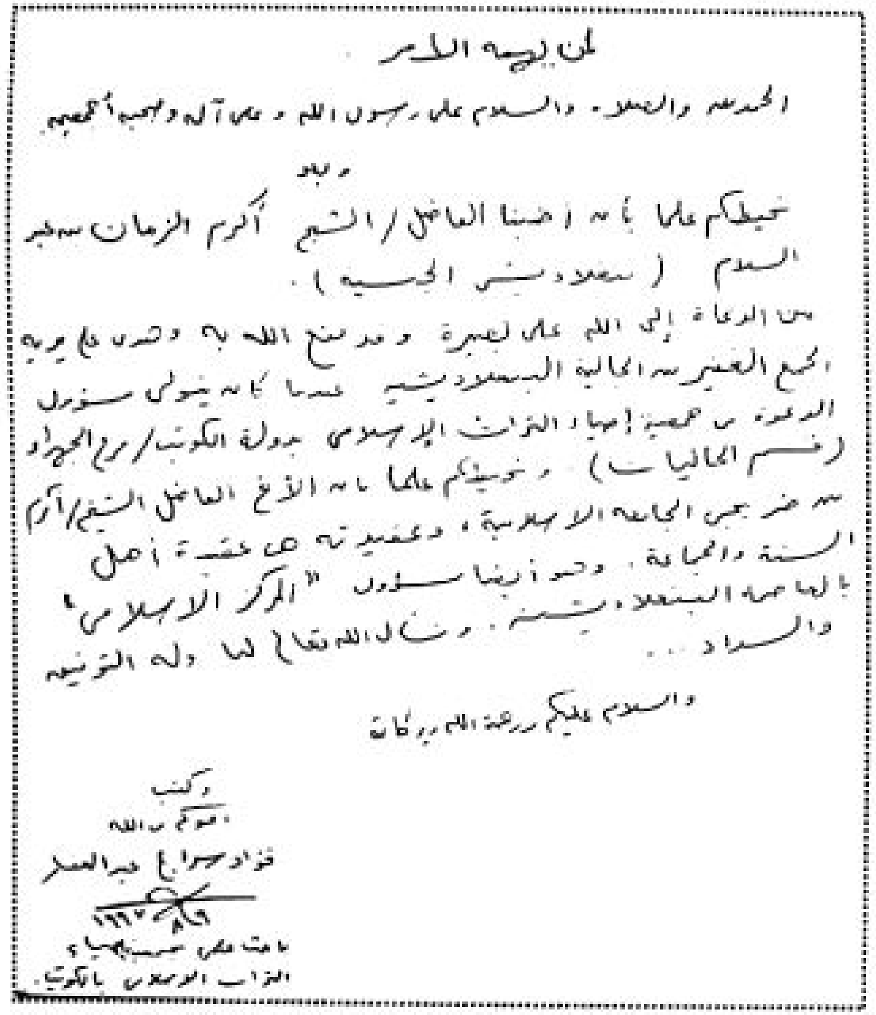
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
فإن الأخ / اكرم الزمان بن عبد السلام – بنغلاديشي الجنسية ممن زكي لدينا بحسن السيرة والسلوك والحرص على طلب العلم والدعوة إلى الله

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

أحمد طاهر

مدير المنتدى الإسلامي – مكتب بنغلاديش

বিখ্যাত দাওয়াহ্ সংস্থা মুনতাদা ইসলামীর
প্রধান আহমাদ তাহের


لمن يهمه الأمر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد

نحيطكم علما بأن أخينا الفاضل / الشيخ أكرم الزمان عبد السلام (بنغلاديشي الجنسية).

من الدعاة إلى الله على بصيرة وقد نفع الله به [illegible] الجمع الغفير من الجالية البنغلاديشية عندما كان يتولى مسؤول الدعوة في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت / برج الجوهرة (قسم الجاليات) ونحيطكم علما بأن الأخ الفاضل الشيخ أكرم من خريجي الجامعة الإسلامية، وعقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أيضا مسؤول "المركز الإسلامي" بالجامعة البنغلاديشية [illegible] نسأل الله تعالى له التوفيق والسداد...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكتبه

المحتاج إلى عفو الله

فؤاد سراج عبد الغفار

[illegible]

باحث علمي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت

মিছরের প্রখ্যাত আলেম ফুওয়াদ সিরাজ আব্দুল গাফফার,
বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও ছহীহ ফিক্বহুসসুন্নার লেখকের ওস্তাদ।


شهادة التزكية

عملت مع الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام منذ عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠٠٦م وكان يتولى منصب مدير قسم التعليم والدعوة ثم مدير قسم الدعوة طول هذه الفترة.

أشهد له بالأمانة المالية في الأمور المالية التي كان يقوم بها فقد رعاها حق رعايتها. نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. اسأل الله له التوفيق والسداد.

محمد بن [illegible] محمد سوداني

مدير قسم الحسابات

جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت

مكتب بنغلاديش

مصادق على صحة توقيع الأستاذ / [illegible]

কুয়েতি সংস্থা "জাম্ইয়াতু ইহ্ইয়াউত্ তুরাছ, বাংলাদেশ অফিসে'
আমানতদারিতা ও দক্ষতার সাথে দাওয়াত ও তালীম বিভাগের
দায়িত্ব পালনের জন্য একাউন্ট বিভাগের প্রধান
মুহাম্মাদ বিন আহমাদ সুদানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা ও স্বীকৃতিপত্র



رابطة خريجي الجامعات السعودية في بنغلاديش

Saudi Universities Alumni Association, Bangladesh

[مؤسسة دعوية اجتماعية خيرية تعمل لنشر العقيدة الصحيحة]

23.09.2014

لمن يهمه الأمر

Dr Mohammad Saifullah
Chairman
Saudi Universities Alumni Association
Bangladesh

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক
ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ্ মাদানী



Dr Mohammad Monzur-E-Elahi
Associate Professor
Dept. of Islamic Studies
National University, Gazipur,
Bangladesh.
Phone : +88-01813055384
Email : dmunzurelahi@gmail.com

لمن يهمه الأمر

الدكتور محمد منظور إلهي
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية
الجامعة الوطنية، بنغلاديش

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক
ড. মুহাম্মাদ মানযুরে ইলাহী মাদানী

إلى من يهمه الأمر

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فيشهد بأن معهد التربية والثقافة الإسلامية بـ حاجي باري، دخين خان، دكا، من المعاهد الإسلامية السلفية الصحيحة في بنغلادش، وقد قام الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام المدني بتأسيسه على عقيدة السلف الصالح، وعلى منهج أهل السنة والجماعة، والمعهد يقوم ببث روح الوسطية وبعث الشعور الأخوة والوحدة الإسلامية، ونبذ التحزب والحزبية، كما أن لأساتذة المعهد وطلابه اهتمام بالغ في الدعوة إلى الله، ويدرس فيه اللغة العربية بعناية فائقة.

أرجو أن يكون لهذا المعهد مستقبلاً زاهراً، ولطلاب هذا المعهد قبولاً واسعاً في المعاهد الإسلامية العالمية وعلى الخصوص في جامعات المملكة العربية السعودية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أخوكم في الله

٢٠/٠١/٢٠١٠م

د. أبو بكر محمد زكريا
(دكتوراة في العقيدة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)
الأستاذ المشارك بقسم الفقه
الجامعة الإسلامية (الحكومية)
كوشتيا، بنغلادش

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

لمن يهمه الأمر

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين — وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

يشهد بأن الأخ الفاضل الداعية أكرم الزمان بن عبد السلام، بنغلاديشي الجنسية، ومدير قسم الدعوة بجمعية إحياء التراث الإسلامي -مكتب بنغلاديش معروف لدي من خلال ارتباطات العمل المكتبي بالجمعية، بحيث كان هناك الترابط العملي بين قسمه-قسم الدعوة- وقسم المشاريع، لأنه كان المسؤول الأمين عن اختيار أماكن تنفيذ المشاريع-خاصة المساجد.

وهو من أفضل الدعاة المشهورين والموثوق بهم في الدعوة الإسلامية على مستوى بنغلاديش . له نشاط متميز في مجال الدعوة والتوجيه وجهود مشكورة من خلال الترجمة والتأليف وإعداد البحوث والمقالات الاسلامية وتدريب الأئمة والدعاة الذين كان يشرف عليهم وغيرهم والمناظرات العلمية مع أهل البدع والانحراف في المسائل الإعتقادية والفقهية-تقبلها الله منه- وجعلها في ميزان حسناته- ولا أزكي على الله أحدا.

هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقه للمزيد من الجهود المشكورة في الدعوة ويبارك له فيها وينفع بها نفسه وإخوانه المسلمين، كما أرجو من الجهات المعنية التعاون معه والاستفادة منه وتسهيل مهمته من غير تردد .

والله الموفق للجميع.

كتبه/

١٩٩٨/...

عبد الرحمن علي محمد الشميري
مدير قسم المشاريع
بجمعية إحياء التراث الإسلامي-الكويت-مكتب بنغلاديش

كويتি সংস্থা "জাম্‌ইয়াতু ইহ্‌ইয়াউত্ তুরাছ, বাংলাদেশ অফিসে' আমানতদারিতা ও দক্ষতার সাথে দাওয়াত ও তালীম বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী প্রকল্প বিভাগের প্রধান আব্দুর রহমান আশ শামিরী কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা ও স্বীকৃতিপত্র



لمن يهمه الامر

فإن الأخ الكريم أكرم الزمان بن عبد السلام من الأخوة الذين عاشرناهم عن قرب وقد لمسنا إهتماماً منه وحباً لدعوة السلف الصالح ورأينا له صولات وجولات في سبيل تبليغ دعوة الحق في المحاضرات العامة والمنتديات، كما أنه كان مديراً لقسم الدعوة بجمعية إحياء التراث مكتب بنغلاديش لمدة طويلة.

فنسأل الله جلت قدرته أن يوفقه لكل خير في مستقبل حياته.

اللهم آمين

و كتبه

في يوم الأحد ٢٣ربيع أول ١٤٢٧هـ

الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٦م

أبوعبادة عباس بن باغو بن إبراهيم

مدير قسم الأيتام بجمعية إحياء التراث الإسلامي

কুয়েতি সংস্থা "জাম্‌ইয়াতু ইহ্‌ ইয়াউত্‌ তুরাছ, বাংলাদেশ অফিসে আমানতদারিতা ও দক্ষতার সাথে দাওয়াত ও তালীম বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য এতিম বিভাগের প্রধান আব্বাস বা'উ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা ও স্বীকৃতিপত্র



شهادة تزكية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

أما بعد ؛ ؛ ؛

فإن الأخ الداعية الفاضل : أكرم الزمان بن عبد السلام بنغلاديشي الجنسية من الأخوة الذين عرفتهم من خلال احتكاكي معه في العمل الدعوي بمكتب جمعية إحياء التراث الإسلامي وقد عمل بقسم الجاليات فرع الجهراء بالكويت ، ثم أرسل للعمل ببنغلاديش ، عمل مدرسا بالمعهد العالي التابع للجمعية ثم داعية ومترجم بالمكتب ثم عمل مديرا لقسم الدعوة.

والأخ له نشاط متميز وجهود مشكورة وقد إستفاد منه الكثير من خلال مؤلفاته المترجمة ومحاضراته في المحافل الدعوية التي تقام على صعيد البلاد ،كما قام بمناظرات عدة في مسائل عقدية وفقهية بسببها اهتدى الكثير وقد ذاع صيته وصار يرجع إليه الكثير من أهل البلد يستفتونه في كثير من المسائل لما تميز به من منهج معتدل قائم على الدليل .

هذا وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهوده وأن ينفع به إخوانه المسلمين ، وأرجو من الجهات المسئولة عدم التردد في التعاون معه.

وبالله التوفيق.

كتبه : كمال حسن يونس

مدير قسم التعليم بمكتب جمعية إحياء التراث الإسلامي — داكا

حرر في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٦ م

কুয়েতি সংস্থা "জাম্‌ইয়াতু ইহ্‌ ইয়াউত্‌ তুরাছ, বাংলাদেশ অফিসে' আমানতদারিতা ও দক্ষতার সাথে দাওয়াত ও তালীম বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য তালীম বিভাগের প্রধান কামাল হাসান ইউনুস কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা ও স্বীকৃতিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

لمن يهمه الأمر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

نحن مجموعة من الدعاة المفرغين من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية للأعمال الدعوية في مختلف أنحاء دولة بنغلاديش/ نشهد بأن الأخ أكرم الزمان بن عبد السلام بنغلاديشي الجنسية حامل شهادة الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وشهادة ماجستير من جامعة دار الإحسان دكا بنغلاديش من قسم الدعوة والدراسات الإسلامية. معروف لدينا بحسن خلقه وسلوكه وصحة عقيدته ومنهجه، يرفض التعصب والإرهاب والتطرف. له دور فعال وجهود جبارة في ميدان الدعوة إلى الله بالعلم والحكمة والبصيرة على مستوى بنغلاديش. حيث أثار دعوته ملموسة ومعروفة لدى العامة والخاصة. وله مؤلفات ومترجمات وتحقيقات وتعليقات على بعض الكتب في الموضوعات الإسلامية المختلفة لهم المسلمين. وقد تولى مسئولية إدارة قسم الدعوة والتعليم وتدريب الدعاة والأئمة تحت إشراف جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت بدكا. وقام بتأسيس أكثر من واحد من المؤسسات التعليمية كمعهد التربية بدكا ومركز الفرقان بالمنطقة الشمالية لبنغلاديش بتعاون بعض المحسنين. يعرفه أكثر أنصار وأعداء الدعوة السلفية. وهو الآن يقوم بالأنشطة الدعوية المختلفة بدوره الخاص.

كتبه الدعاة المذكور أسماءهم فيما يلي :

١ــ عبد الصمد السلفي بن سعيد ملا. ٥/٢/١٤٢٧هـ

٢ــ محمد أمان الله خان عبد المحي الدين خان. ١٦/٢/١٤٢٨هـ

٣ــ محمد شهيد الله خان. ٤/٤/٢٠٠٧م

সৌদী ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত ৩ জন দাঈ ও দেশ বরেণ্য আলেম (শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী, শাইখ আমানুল্লাহ্ খান মাদানী, শাইখ শহীদুল্লাহ্ খান মাদানী) কর্তক প্রদত্ত যৌথ তাযকিয়াহ্ (প্রসংশাপত্র)।

لمن يهمه الأمر/شفاعة حسنة

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

نحن بعض الدعاة العاملين في مختلف مكاتب دعوة الجاليات تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية/ نشهد بأن الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام من أشهر الدعاة الموثوق بهم في الدعوة إلى الله بساحة بنغلاديش، له دور هام في مجال الدعوة وتنشيط الدعاة والمدعوين بتنظيم الدورات التدريبية للأئمة والدعاة والمدرسين وتزويدهم بالعلوم والمعارف الإسلامية المختلفة في هذا المجال بترجمة الكتب والرسائل الإسلامية والتأليف والمراجعة والتحقيق وإلقاء المحاضرات والدروس والخطب في القاعات والمساجد والمدارس والتجمعات والمحافل الدينية والمناظرات، فهو من الخبراء الماهرين في مجال الدعوة. ولذلك حصلت له الفرصة لإدارة قسم الدعوة والتعليم والإشراف على الأئمة والدعاة في إحدى المؤسسات الإسلامية الكويتية العالمية فرع بنغلاديش.

يكفي نزيد المعرفة عن شخصيته سيرته الذاتية والتزكيات والمؤهلات والأوراق المرفقة.

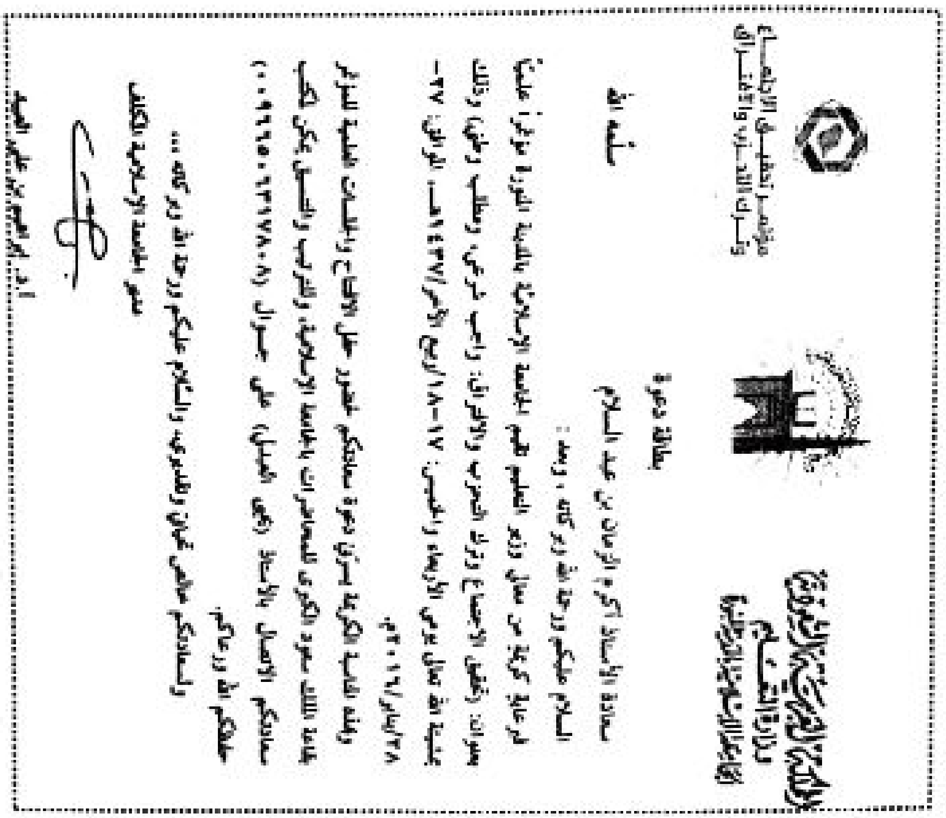
وعلى هذا نرجو من الجهة المعنية بوزارة الشؤون الإسلامية العناية الخاصة به وتقريبه كداعية من قبل الوزارة، فإنه أحرى بذلك فيما نحسبه....- ولا نزكي على الله أحداً-

كتب اخوانكم الدعاة التالي أسماءهم:

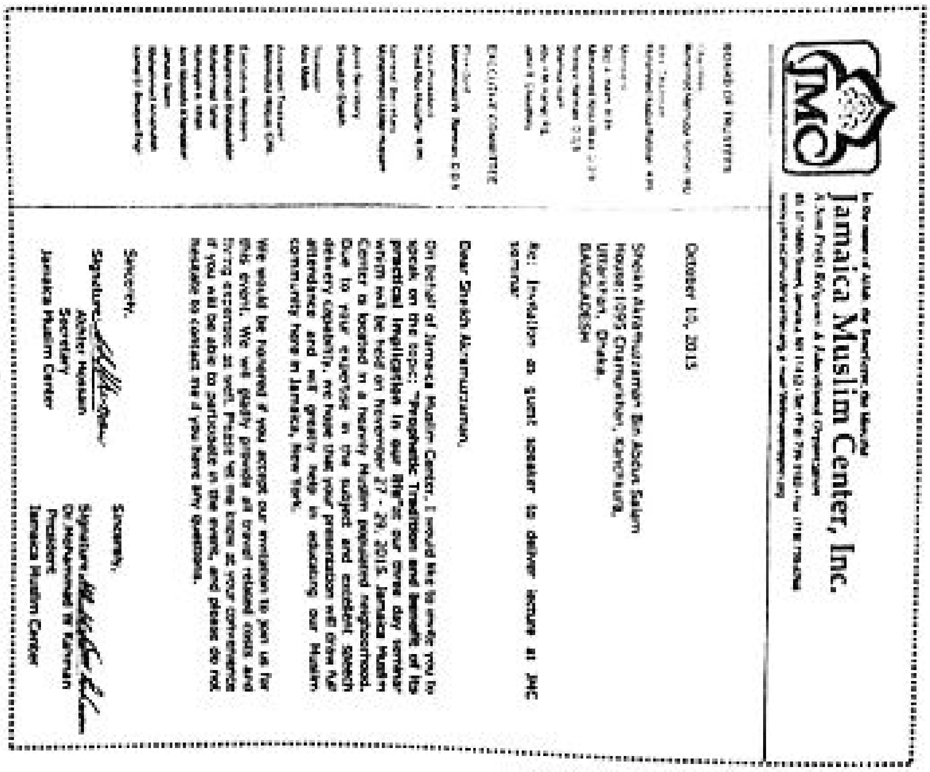
م	اسم الداعية وتوقيعه	مكان العمل	م	اسم الداعية	مكان العمل
١	أجمل حسين بن عبد النور	صناعية جديدة		ظهير الإسلام	الجبيل
٢	مشفق الرحمن	بديعة		أبو القاسم بن عباس	الجبيل
٣	عبد الحي		١١	مطيع الرحمن السلفي هندي	الدمام
٤	أبو الكلام آزاد	سلي	١٢	عبد الحكيم	الدمام
٥	عبد النور عبد الجبار	ربوة	١٣	سيف الدين بن بلال	
٦	عبد الرب بن عرفان		١٤	عرفان علي	
٧	عبد الخبير		١٥	عبد السلام	
٨	عبد الله الكافي	الجبيل	١٦		
٩	عبد الله شاهد	الجبيل	١٧		
١٠	عبد الله الهادي	الجبيل	١٨		

সৌদি আরবের বিভিন্ন দাওয়াহ সেন্টারে কর্মরত দাঈদের যৌথ তাযকিয়া (প্রশংসাপত্র)। তাদের মধ্যে হলেন, প্রখ্যাত আলিম শাইখ মতিউর রহমান মাদানী, শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী, শাইখ আজমাল বিন আব্দুন নুর, শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী, শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী, শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ প্রমুখ

বিভিন্ন ইলমী প্রতিষ্ঠান ও দাওয়াহ সংস্থার পক্ষ থেকে দাওয়াতী কাজের জন্য প্রদত্ত সম্মাননা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও আমন্ত্রণ পত্র



সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'দলাদলি ও বিভক্তি নিরসন' বিষয়ক সেমিনারে যোগদানের আমন্ত্রণ পত্র



আমেরিকার জামাইকা মুসলিম সেন্টার এর পক্ষ থেকে দাওয়াতি কাজের উদ্দেশ্যে সফর ও নিমন্ত্রণপত্র।

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Islamic Affairs
Eastern Province Branch
Al-Jubail Da'wah & Guidance Center

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية
مركز دعوة الجاليات بالجبيل

Encl: المرفقات | Date ١٤٢٢/٤/٢٧ التاريخ | No: ٢٢٠ الرقم

شكر وتقدير

فضيلة الشيخ/ أكرم الزمان عبدالسلام سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فإن المركز يقدم لكم الشكر الجزيل على مشاركتكم الفعالة في انجاح اليوم المفتوح للجالية البنغالية. بتاريخ ١٤٢٢/٢/٢٤هـ، وذلك بإلقائكم محاضرة ضمن البرنامج المعد .

نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم أحسن القبول وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .

والله يحفظكم ويرعاكم ...

مدير المركز
يحيى بن ظافر الغامدي

জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত দাওয়াতি প্রোগ্রামের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও বক্তব্য দেয়ায় সম্মাননা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারপত্র।

مندوبية دعوة الجاليات بحي الجامعة
THE ISLAMIC CENTER OF AL-JAM'AH DIST.
تصريح رقم (٢٠/٩/٨٦ و س)

الرقم ٢٥/١٤٠٢
التاريخ ٢ /٤/١٤٢٥هـ

شكر وتقدير

يسر مندوبية دعوة الجاليات بحي الجامعة بأن تتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفضيلة الداعية أكرم الزمان بن عبدالسلام ، على جهوده المباركة في إقامة محاضرات للجالية البنغالية في مدينة جدة ، لما كان لها الأثر الكبير في إنجاح البرامج الدعوية .

سائلين المولى جل وعلا أن يوفقكم لكل خير

إبراهيم بن سالم الهويريني
مدير المندوبية

জেদ্দা দাওয়াহ সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত দাওয়াতি প্রোগ্রামে বক্তব্য দেয়ায় সেন্টারের পক্ষ থেকে সম্মাননা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার পত্র।

Global Broadcasting Corporation

সম্মানিত শেখ আকরুযযামান,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন দুবাইয়ে আপনার সফলতম আগমন আর আমন্ত্রণগ্রহণের ১০ এপ্রিল থেকে ১৭ই মে পর্যন্ত এতো ধৈর্য সহকারে পীস টি.ভি বাংলার জন্য টি.ভি টক/সম্মিলিত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য।

সত্য ইসলাম প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। আপনার এই অংশগ্রহণ ইনশাআল্লাহ পীস টি.ভি বাংলা ও বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা পৃথিবীর বহু জায়গায় বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

বিশ্বের সমস্ত মুসলিম ও অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচারে আপনার সুশৃঙ্খল পারস্পরিক সহযোগিতা আর প্রচেষ্টা অতি প্রশংসনীয়।

দয়া করে ক্ষমা করবেন যদি আমাদের বা ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন বা পীস টি.ভি বাংলার জন্য আপনার কাছ থেকে একই রকম সহযোগিতা পাওয়া।

আমি যদি আমার সাধ্যমতো আপনার কোন কাজে আসতে পারি তাহলে জানাবেন।

আপনার মত একজন দাঈর সহযোগী হতে আমি ইনশাআল্লাহ আনন্দিত।

আপনার আমাদের সাথে জড়িত এই স্মৃতিগুলো আমি মনে রাখব।

ইসলামের কাজে আপনার ভাই আর ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে,

Zaki

ডাঃ জাকির আব্দুল করিম নায়েক

ইসলামের সেবক

পিস টিভিতে আলোচক হিসেবে যোগদানের জন্য বিশ্ব বরেণ্য দাঈ ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার পত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

Revival of Islamic Heritage Society-Kuwait
Bangladesh Office

جمعية إحياء التراث الإسلامي -الكويت
مكتب بنغلاديش

No: الرقم : خ ٦٩٣ / ٢٠٠٦

Date: التاريخ : ١٥/ ٥ / ٢٠٠٦م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين

شهادة

نشهد ان الاخ اكرم الزمان بن عبد السلام بن بار محمد بنغلاديشي الجنسية قد عمل في مكتب بنغلاديش في الفترة من ١٩٩٧/٩/٣ الى ٢٠٠٦/٥/٥م في وظائف تتعلق بتدريس العلوم الشرعية وترجمة الكتب والرسائل و المطويات الدعوية ثم في ادارة شئون الدعاة والمدرسين والائمة التابعين للمكتب وكان عضوا في مجلس ادارة المكتب .

خلال هذه الفترة لمست في المذكور الاعتدال في المنهج واتباع فتاوى ائمة وعلماء الامة والبعد عن التطرف والارهاب وقد صنف في نصيحة أهل الغلو من الدعاة وغيرهم من المتحمسين كما لمست في الاخ الاهتمام بالدعوة الى الله تعالى هذا ما بدا لنا والله يتولى السرائر .

والله الموفق

কুয়েতি সংস্থা "জাম্‌ইয়াতু ইহ্ ইয়াউত্ তুরাছ, বাংলাদেশ অফিসে দাওয়াত ও তালীম বিভাগ আমানতদারিতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের প্রশংসা ও স্বীকৃতি পত্র।(অফিসিয়াল ভাবে)

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that, Mr. Akramuzzaman, son of Abdus Salam Dayee and Islamic Research officer, holding Bangladesh passport no. P07666699 dated October 11, 2000 joined the Revival of Islamic Heritage Society Bangladesh office on September 30, 1997. He has graduated from Madina Islamic University in 1994 with a four-year bachelors in Islamic studies. Since then, he has been purely dedicated to Islamic preaching in Bangladesh and abroad.

Mr. Akramuzzamans duties at the Revival of Islamic Heritage Society include Islamic teaching, training of Imams (Islamic teachers), translating and editing religious books and pamphlets, writing material concerning Islam, furthering awareness of Islam in the respective community, and participating in various religious conferences in Bangladesh and abroad.

Overall, Mr. Akramuzzaman has been an extremely productive member at the Revival of Islamic Heritage Society and is a dedicated worker for Islam in general. We are very pleased with his presence in our organization. We wish him best in anything he wishes to undertake.

Sincerely,

(Ahmad Abdel Latif Ahmad Naseer)
Director General
Revival of Islamic Heritage Society-Kuwait
Bangladesh office
House #21, Road # 29
Sector #7, Uttara, Dhaka-1230

কুয়েতি সংস্থা "জাম্‌ইয়াতু ইহ্‌ ইয়াউত্‌ তুরাছ, বাংলাদেশ অফিসে আমানতদারিতা ও দক্ষতার সাথে দাওয়াত ও তালীম বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশংসা ও স্বীকৃতি পত্র।

Institute for Community Development
Reg. No.S - 6813 (01)/07
Registered Address:Apt#E-6, Nagar Ashiyana, Isha Khan Avenue, Sector#6, Uttara, Dhaka 1230.

Date:07.03.2009

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that, Junab Akramuzzaman Bin Abdussalaam has been teaching Arabic Language at the Institute for Community Development since 6th of May, 2008, following the Arabic Language books, written and devised by Dr. V. Abdur Rahim, which are taught at the Islamic University, Madeenah. In the period mentioned above, we observed him to be very confident and proficient in Arabic Language.

Md. Enamul Haque
Chairman,
Institute for Community Development,
14/8 Iqbal Road, Mohammadpur,
Dhaka.

ঢাকার অন্যতম দাওয়াহ্‌ ও দাতব্য সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম এর জীবনী*

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম ১৯৬৮ সালে বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত হরিপুর থানাধীন খামার গ্রামে একটি আলিম দ্বীনদার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াতিম ও চরম অসহায় অবস্থায় তার শৈশব কাল কাটে। তার শৈশব কাল, শিক্ষা ও কর্মজীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বর্বর বাহিনী তাদের বাড়িসহ গোটা গ্রাম ও এলাকা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এমনকি স্বপরিবারে হত্যার জন্য গুলি করার উদ্দেশ্যে লাইনে দাঁড় করিয়েও আল্লাহর ফায়সালা না থাকায় বর্বর বাহিনী তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনার পর তার পিতা মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেব স্বপরিবারে তাঁর পূর্বের মাতৃভূমি ইন্ডিয়ায় চলে যান। ১৯৭৫ সালে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ১৯৭৭-৭৮ সালে অন্যান্য ভাই ও মায়ের সাথে ইন্ডিয়া থেকে ঠাকুরগাঁয়ের জন্মস্থান গ্রামে ফিরে আসেন। তার মা-ও একজন অত্যন্ত মহিয়সী দ্বীনদার, পরহেযগার, ইল্মপিপাসু নারী ছিলেন। তিনি বিয়ের পর অনাগত সন্তানদেরকে আলেম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে তার পিতা মুফতি আব্দুর রহমানের নিকট থেকে সম্পত্তির ভাগ না নিয়ে কিতাব নিয়েছিলেন। তার এই স্বদিচ্ছা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গৃহিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার ৬ জন ছেলেকে আলিম হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এদের মধ্যে ৩ জন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারিগ মাদানী আলিম। এমনকি নাতিদেরকেও মাদানী/আলিম হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার!

বাংলাদেশে ফিরে আসার পর চরম অভাব-অনটন জর্জরিত সংসারে গ্রাম্য শিশুশ্রমিক অবস্থায় অযত্নে দুঃখ-বেদনার বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে তার জীবন চলতে থাকে। একপর্যায়ে ১৩/14 বছর বয়সে তার সহোদর ভাই মুদ্দাসসির আল ফুরকান (ইলিয়াস) এর হাত ধরে শিক্ষার আলো দেখতে পান। তার শিক্ষাজীবনটাও ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর

* মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা থিসিসে তার জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেখুন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. আব্দুল বাসীর মাদানী কৃত থিসিস, শিরনামঃ الدعوة الإسلامية في بنغلاديش معوقاتها وسبل علاجها - "বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ, প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং উত্তরণের উপায়", ১ম খন্ড, ৫৬১-৫৬৭ পৃষ্ঠা। অনলাইন লিঙ্কঃ shorturl.at/wAKVZ. বাংলাদেশে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র শাইখের জীবনীর উপর পিএইচডি করার ইচ্ছা পোষণ করেছে এবং সেই লক্ষে এখন থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা শুরু করেছে।

জ্ঞান লাভ করে মোটামোটি রিডিং পড়তে শিখেই (শিশুশিক্ষা পড়ে) পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যান। কঠোর পরিশ্রম করে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং পাস করেন। এরূপ অস্বাভাবিকভাবে ক্লাস ডিঙ্গিয়ে ও প্রমোশন নিয়ে বহু বছরের লকসান পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৮৩ সনে সেই সহোদর ভাইয়ের শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়ার সুবাদে তার সাথে ঢাকায় এসে একটি প্রসিদ্ধ কওমি মাদ্রাসা "মাদ্রাসা মহাম্মদীয়া আরাবীয়াহ, উত্তর যাত্রাবাড়ী"-তে ভর্তি হন। উক্ত মাদ্রাসায় ধারাবাহিকভাবে অধ্যায়ন চালিয়ে ১৯৯০ সনে দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। ক্লাসে প্রথমস্থান অর্জন করে ও সারা মাদ্রাসায় প্রথম হয়ে কৃতিত্বের সাথেই পাস করেন। এরমধ্যেই আলিয়া থেকে ১৯৮৬ সালে দাখিল এবং ১৯৮৮ সালে আলিম এবং ১৯৯০ সালে ফাজিল পাস করেন। আলিম প্রথম বিভাগে পাশ করেই ১৯৮৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনার্সে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে যাওয়ায় তিনি মদীনায় চলে যান। অধ্যায়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলের নিকট মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করায় তার সুপারিশে বহু বাংলাদেশী ছাত্র স্কলারশিপের সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিল। ১৯৯৪ সনে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে লিসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে পাস করার সাথে সাথে চাকরির জন্য চার-পাঁচটি অফার পেয়েছিলেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর সিনিয়র প্রফেসর ডঃ রাবি বিন হাদী উমায়ের আল-মাদখালী (হাফি:) এর পরামর্শ ও জোর সুপারিশের কারণে কুয়েতের আন্তর্জাতিক দাওয়াহ্ ও সেবা সংস্থা RIHS-এ ইসলামিক রিসার্চ অফিসার এবং দাঈ হিসেবে যোগদান করেন। শাইখ তার জীবনে যেখানেই চাকুরী করেছেন কোথাও আবেদন করে চাকুরী নেননি। বরং চাকুরীদাতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরী গ্রহণ করছেন এবং আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ততদিন চাকুরী করেছেন।

কুয়েত একটি ছোট্ট দেশ হওয়ায় দাওয়াত ও তা'লীম এর মাধ্যমে দু'বছরে গোটা দেশজুড়ে তার দাওয়াতের বিরাট একটা পরিব্যপ্তি ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ৭০০০ সেনাবাহিনীর ভেতরেও উল্লেখযোগ্যভাবে তার দাওয়াতের একটা প্রভাব পড়েছিল, যার প্রমান- সংস্থার বিশাল হল রুমে আয়োজিত তার বিদায় অনুষ্ঠানে সাধারণ চাকরিজীবীদের পাশাপাশি ২২টি রিজার্ভ বাসে করে সেনা সদস্যরাও উপস্থিত

হয়েছিলেন। এমনকি তাদের সেনাপ্রধানও প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন এবং তার বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বক্তব্য দিয়েছিলেন উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক শাইখ তারেক সামী' আল্-ঈসা।

কুয়েতের কর্মজীবনেও দাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, বিধায় সংস্থাটির বাংলাদেশে শাখা খোলার পর তাকে ট্রানস্ফার করা হয় ঢাকাস্থ অফিসে। এখানেও ইসলামিক রিসার্চ অফিসার, উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, দাওয়াহ্ ও তালীম বিভাগের প্রধান হিসেবে ২২ জন মাদানী আলেমসহ প্রায় তিনশত ইমাম-খতীব, দা'ঈ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত সংস্থার মাধ্যমে শত শত (সহস্রাধিক) মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, অজুখানা, হসপিটাল-ক্লিনিক, গভীর ও অগভীর হাজার হাজার নলকূপ নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করেন। বিভিন্ন ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও শিখ) থেকে বহু বিধর্মী তার হাতে ইসলাম গ্রহন করেন। এ ছাড়াও অসংখ্য শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত, দুর্নীতিকারী, বেনামাজি, সুদখোর, ঘুষখোর, বেপর্দা মহিলা, বিভিন্ন তরিকা-ইজম ও দল সংগঠন এবং ধর্ম ও জিহাদের নামে সন্ত্রাসকারী অসংখ্য মানুষ তার হাতে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। তার দাওয়াতে তাওহীদ, সুন্নাহ ও সহীহ্ আকিদা ও আমলের উপর শির্ক বিদআতমুক্ত অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, এলাকা-অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মসজিদে শত শত খুতবাহ্, দারস্, হালাকা, মাহফিল ও ইসলামিক সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন। এমনকি সৌদী আরব, দুবাই, অ্যামেরিকা, লন্ডন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত ও নেপাল থেকে ইসলামী লেকচার দেয়ার জন্য একাধিকবার দাওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন ও অনেকগুলোতে গিয়েছেন। সৌদি আরবের মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, রিয়াদ, দাম্মাম, জুবাইল ইত্যাদি দাওয়াহ্ সেন্টারে প্রধান আলোচক হিসেবে দাওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং লেকচার দিয়েছেন। আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যাধীন অস্টেন ও হিউস্টনের বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াহর জন্য সেখানকার "তালীমুল ইসলাম সোসাইটি" এবং নিউ ইয়র্কের "জামায়িকা মুসলিম সেন্টার" কর্তৃক একাধিকবার দাওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। মসজিদুল হারামে বাংলাভাষীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক এবং মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (রহ:) এর দাওয়াহ্ সেন্টারে শিক্ষক হিসেবে

যোগদানের অফার ও ভিসা পেয়েছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণে যাননি। মসজিদে নববীতে সৌদি আরবের "সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ" সংস্থার অধীনে রাওযা শরীফ ও রাসূল ﷺ এর কবর মোবারকের খাদেম (স্বেচ্ছাসেবী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সনে শাইখ বিন বাযের নেতৃত্বে সৌদি ধর্ম মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত হজ্জ পর্যবেক্ষক ও সচেতনতা সৃষ্টিকারী (তাওই'য়াহ্-توعية) টীমে সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞ আলেম তার দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার দাওয়াতী ও কর্মজীবন অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনা বহুল এবং সফলতাগাঁথা বেশ চমৎকার ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী বিজড়িত যা শুনবার মত।

শাইখের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী ছাড়াও রয়েছেন-

১। শাইখ বিন বায (রহ:), সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি, সৌদী আরব।

২। শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালিহ্ আল-উসাইমীন (রহ:), বিশ্ব বরেণ্য আলিম, সৌদী আরব।

৩। ড. রাবী' বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালী, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনিয়র (বিভাগীয় প্রধান) মুহাদ্দিস ও বিশ্ব বরেণ্য আলেম।

৪। শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, মদীনার মুহাদ্দিস নামে খ্যাত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর ও মসজিদে নববীর শিক্ষক।

৫। আবু বকর জাবের আল জাযায়িরী, মসজিদে নববীর শিক্ষক।

৬। ড. সালিহ্ আস্ সুহাইমী, সিনিয়র প্রফেসর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। ড. উমার ফালাতাহ্, হাদীসের শিক্ষক, মসজিদে নববী, রওজা শরীফ।

৮। কুয়েতে অবস্থানকালে আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানীর বিশিষ্ট শিষ্য ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল্লাহ্ আদাম এর সহচর্যে থেকে শাইখের সাথে ইলমী যোগাযোগের সুযোগ লাভে ধন্য হন।

শাইখের স্বনামধন্য দেশীয় শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১। শায়খ রমযান আলী (রহ:), সাবেক প্রিন্সিপাল, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী ও আরামনগর কামিল মাদ্রাসা জামালপুর।

২। শায়খ আহমাদুল্লাহ রহমানি (রহ:), সাবেক মুহাদ্দিস, জামে'আ সালাফিয়া বেনারাস ও সাবেক প্রিন্সিপাল, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী।

২। শায়খ আহমাদুল্লাহ রহমানি নাসিরাবাদী (ময়মনসিংহ), সাবেক মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী।

৩। আব্দুল খালেক রহমানি (রাজশাহী), রাহীকুল মাখতুম (তাওহীদ প্রকাশনী) এর অনুবাদক।

৪। শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী মাদানী (রাজশাহী)

৫। শাইখ মদাস্সির আল ফুরকান বিন আব্দুস সালাম (ইলিয়াস) (ঠাকুরগাঁও), সিনিয়র শিক্ষক, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী। সহোদর ভাই ও অভিভাবক।

৬। শায়খ আব্দুল গাফফার সামসি (ঠাকুরগাঁ)

৭। বেলাল হোসেন রহমানি মাদানী (রাজশাহী)

৮। শায়খ বদরুদ্দোজা মাদানী (রাজশাহী)

৯। শায়খ আব্দুর রহমান কারামি মাদানী (রাজশাহী)

১০। শায়খ নাজমে আলম হিন্দুস্তানি

শাইখের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১। ড. আব্দুল বাছির বিন নওশাদ মাদানী (নওগা)

২। ড. আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান (গাইবান্ধা)

৩। ড. মুজাফ্ফার বিন মুহসিন (বিশেষ ছাত্র)

৪। মুরাদ বিন আমজাদ হাদাহুল্লাহ্ (কোর্স ছাত্র)

৫। মাওলানা আব্দুল মান্নান বিন আযীমুদ্দীন (বক্তা, সাতক্ষিরা)

৬। আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল কাদের (নওগা)

৭। শাইখ আব্দুর রায্যাক মাদানী (টাঙ্গাইল)

৮। মুরাদুজ্জামান বিন আব্দুল্লাহ্ মল্লিক (পাবনা)

৯। ইসমাইল হুসাইন লাহোরী, টাঙ্গাইল (কোর্স ছাত্র)

১০। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ (কোর্স ছাত্র), প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়া সালাফিয়াহ্

১১। আব্দুল্লাহ্ আল বাকী বিন আব্দুল জালীল, সিনিয়র দাঈ, জেদ্দ দাওয়াহ্ সেন্টার, সৌদী আরব।

১২। ইসমাইল বিন আবু বকর, প্রিন্সিপাল, মা'হাদুত তারবীয়াহ্ ওয়াছ ছাকাফাহ্ আল ইসলামীয়াহ্, দক্ষিনখান।

১৩। জাহিদুল ইসলাম বিন মনযুরুল আলম, প্রিন্সিপাল, মা'হাদুত তারবীয়াহ্ ওয়াছ ছাকাফাহ্ আল ইসলামীয়াহ্, উত্তরখান।

১৪। মোশাররফ বিন বাহারুদ্দীন, দাঈ, আল কাছীম, সৌদী আরব।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম অনুবাদ সম্পাদনাসহ তাওহীদ-আক্বীদাহ্, ছলাত, ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, পর্দাপুশিদা, বিভক্তিরোধ ও ঐক্যের রুপরেখা, গান বাজনা, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি বিষয়ে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ সংকলন, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। বক্ষমান বইটি তারই অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থ। বিশেষভাবে ঐক্যের ইল্ম, পদ্ধতি ও রুপরেখা এবং যুগান্তকারী ফরমুলা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশ বিদেশসহ বিশ্বব্যাপী বাংলাভাষীদের মাঝে তার খ্যাতি অতি শীর্ষে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন নামে বিভক্তি ও অনৈক্য দূর করে একতাবদ্ধ হওয়ার দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য সৌদি আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

এছাড়া মিডিয়ার মাধ্যমেও তার দাওয়াতী কার্যক্রম সর্বজন বিদিত। পিস টিভি বাংলা, এনটিভি, বাংলাভিশনে বিভিন্ন সময় ইসলামী আলোচনা করেছেন ও করে থাকেন। এছাড়াও টেলিকনফারেন্স, ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়াটস্যাপ, ম্যাসেঞ্জারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দাওয়াতী কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। বর্তমানে তিনি সরাসরি ৫টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করে থাকেন। (১-২) ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট উত্তরখান ও দক্ষিনখান-ঢাকা। (৩) মাদ্রাসাতুল ফুরকান আল ইসলামিয়াহ্, ঠাকুরগাঁও। (৪) ইউটিউব ভিত্তিক অনলাইন দাওয়াহ্ মিডিয়া- IIEC CHANNEL (৫) প্রকাশনা ও প্রচার সংস্থা "ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ্ ফাউন্ডেশন"। এছাড়াও আরো বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চারজন পুত্র সন্তান ও দু'জন কন্যা সন্তানের জনক। আল্লাহ্ তার এই বর্ণাঢ্য জীবনকে সমৃদ্ধ ও বরকতময় করুন এবং তার নিজের জন্য ও সবার জন্য কল্যানময় করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট-৩

ما نشر في التواصل الإجتماعي عن أهمية الإتحاد وخطورة التحزب والإفتراق

ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং অনৈক্য ও সাংগঠনিক দলাদলির অশুভ পরিণাম ও ক্ষতির চিত্র তুলে ধরতে সামাজিক মাধ্যমে আমার লিখিত ও প্রচারিত তথ্যাদি

Akramuzzaman Bin Abdus Salam, ৪ জুলাই, ২০২০

বাংলাদেশের আহলে হাদীসরা যদি সুন্দর সুন্দর কিছু শব্দের পিছে না ছুটতো যেমন জময়ীত, তাহরীক (আন্দোলন), জামায়াতে আহলে হাদীস... ইত্যাদি (এর চেয়েও অনেক সুন্দর সুন্দর শব্দ আমার নিকট জমা আছে) তাহলে বাংলাদেশের আহলে হাদীসরা দলে দলে বিভক্ত হওয়ার সুযোগই পেতো না। বাংলাদেশের আহলে হাদীসরা যদি সবাই আহলে হাদীস শব্দ ও আদর্শের উপরে ঐক্য বদ্ধ থাকতে পারতো তাহলে তারাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হতে পারত। এমতাবস্থায় তারা চাইলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও হয়ত খুব সহজে নিতে পারত।তিন কোটি লোক আর কাদের সাথে রয়েছে, কোন দলে রয়েছে?। কিন্তু আমরা শব্দ চয়ন দল-সংগঠন তৈরি ও সংগঠনের ফজিলত ও উপকারিতা বলে শেষ করতে পারিনা। ১৩৫০ বছর পর্যন্ত শব্দচয়নের প্রতিযোগিতা না থাকায় আহলে হাদীসরা ঐক্যবদ্ধ ছিল। শব্দের ভিত্তিতে সাংগঠনিক দলাদলি না থাকায় তাদের মিষ্টি খাওয়ারও সুযোগ ছিল না। যেমনটি বর্তমান যুগে এক সংগঠন আরেক সংগঠনের বিপদ হলে অথবা নেতাকর্মীদের বিপদ হলে মিষ্টি বিলানো ও খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী সংগঠন নাজায়েয ও বিদআত বলেছেন উনি কি সৌদি আরবের নাগরিক? কুয়েতের সালাফীরা তারাও কি সৌদি আরবের নাগরিক তারা তথাকথিত আমাদের দেশে সাংগঠনিক দলাদলি অবৈধ মনে করে কোন সংগঠন খোলা থেকে মুক্ত রয়েছে

কেন? ।যার ফলে সেদেশের সালাফীরা ঐক্যবদ্ধ,যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আজ বাংলাদেশর আহলে হাদীসদেরকে বাংলাদেশের সমস্ত বেদাতি দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে ভ্রান্ত,জঙ্গি, সন্ত্রাসী ট্যাগ লাগিয়ে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পায়তারা চালাচ্ছে অথচ সহি আকিদা, নাজাত প্রাপ্ত দলের দাবিদার হয়ে আহলে হাদিস সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত সম্মেলন, অনুষ্ঠান প্রতিবাদ অনুষ্ঠান করার মন-মানসিকতাটাও জাগ্রত হয় নাই ।আমি একক উদ্যোগে সংগঠনগুলোকে নিয়ে এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে যেয়ে সংগঠন গুলোর সংকীর্ণতার যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া থেকে কোন রকম বেঁচে এসেছি। এমনকি কিছুটা সন্দেহরও শিকার হয়েছি। এ বিষয়ে একটি জুমার খুতবায় আলোচনাও রয়েছে যা ইউটিউবে পাওয়া যায়।

Akramuzzaman Bin Abdus Salam, 6 জুলাই, 2020

বিদ'আতের এপিঠ ওপিঠ সবই গুমরাহি (সংগঠন করা কি বিদআত,না বিদআত নয়?)

ব্রেলভীদের তথাকথিত জনৈক দাদা হুজুর বলেছেন, আমরা আরবের ইসলাম মানি না, আমরা কুরআন হাদীস মানি। এমনকি দেওবন্দীরাও এরূপ কথা বলে থাকেন।

উদ্দেশ্য মক্কা-মদিনার তাওহীদ-সুন্নাহ ভিত্তিক শিরক-বিদআত মুক্ত ইসলাম পালনের নিয়ম নীতি গ্রহণ না করে ভারতী রীতিতে শিরক ও বিদআত মিশ্রিত এবং কোরআন ও হাদিসের খেয়াল খুশি মোতাবেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লব্ধ ইসলাম পালন করা।

অথচ এই ভারতবর্ষের হিংসুক বিদআতি মুসলিমরা এটা মোটেও উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় যে, মক্কা-মদিনা বাসীদেরকে আল্লাহ কোরআন হাদিস ছাড়াও যে আরেকটি নেয়ামত দান করেছেন যা ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর অন্য কোন এলাকাবাসী এই নেয়ামত প্রাপ্ত হয় নাই, হতেও পারে না। আর তা হচ্ছে সরাসরি নবী (সা:) এর কাছ থেকে কোরআন ও হাদিসে বিদ্যমান যাবতীয় ইসলামী আক্বীদাহ এবাদত ও আখলাকের বাস্তব অনুশীলন ও বাস্তবায়নের শিক্ষাদিক্ষা যা ওই দেশে বসবাসকারীরা ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জুটেনি এবং জোটার কোথাও না। আর এই বাস্তব

অনুশীলন ও বাস্তবায়নের ধারক বাহক হল বংশপরম্পরায় এই মক্কা-মদীনার অধিবাসীরা। যার ফলে কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান যাবতীয় ইসলামী আকীদা আমলের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন এক দেখা যায়, ফলে ওই দেশের মুসলমানগণ আজও এক ও অভিন্ন। কোন মাযহাব, তরিকা, দরবার, পীর মুরিদী ও সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক দলাদলি নেই। এসব থেকে ঐ দেশ সম্পূর্ণ পবিত্র।

ঐদেশের দুই হারাম মসজিদের ২০ রাকাত তারাবি আমাদের দেশের সাথে কমন পড়াই কি খুশি লাগে !!

আর অন্য সব বিষয়ে মক্কা-মদিনা মানিনা, কোরআন হাদিস মানি!! সুবিধাবাদী জিন্দাবাদ!

অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উপরোক্ত দেওবন্দি ও বেরেলবীরা তাদের অসংখ্য শিরক-বিদআত এবং ধর্মীয় কুসংস্কার, কোরআন-হাদিসের রকমারি অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি এবং বহুবিধ দলাদলি ও বিভক্তি ধরে রাখার জন্য এবং সেগুলোকে ইচ্ছামত বৈধতা দেয়ার জন্য মক্কা-মদিনার ইসলাম এবং সেই দেশের আলেম-ওলামাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা দিয়ে থাকে। আর এটা করার তাদের দরকারও আছে।

কিন্তু তথাকথিত হকের দাবিদার, আহলে হাদিস পরিচয়দানকারী হয়েও যদি ওই বেদআতিদের মত কয়েকটি মাত্র বিদআত (সম্মিলিত মোনাজাত সাংগঠনিক দলাদলি ও সাংগঠনিক বায়'আত... ইত্যাদি) রক্ষার উদ্দেশ্যে বলি মক্কা-মদিনা আমাদের দলিল নয়, মক্কা-মদিনার আলেমরা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বোঝেনা।

তারা কি উক্ত বিষয়গুলো মক্কা মদিনা বা সৌদি আরবে আছে তাই বেদ'আত বলে নাকি? নাকি আমাদের মত বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে উক্ত বিদআত গুলো চর্চা করা হয় সেসব দেশের প্রেক্ষাপটের জন্য তারা উক্ত কার্যকলাপকে বিদআত বলেছেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে আমার লিখিত "সাংগঠনিক দলাদলি ও ঐক্যের' সূত্রাবলী" গ্রন্থের ভিতরে যা অপ্রকাশিত, মুদ্রণ অপেক্ষয় রয়েছে (২৫০-৩০০ পৃষ্ঠার বই)। সংক্ষিপ্ত রূপে

"ছিরাতে মুস্তাকিম এর ইসলাম বনাম ফেরকাবন্দী" পর্ব-৫ এ প্রকাশিত হয়েছে, দেখুন পৃষ্ঠা (৬৩-৮০)। শিরোনামঃ "শার'ঈ দৃষ্টিতে সাংগঠনিক বিভক্তি"। সংগ্রহ করুন: ০১৯১৫৪৩০৪৯৮

অনেক সৌদি বা মক্কা মদিনার আলেম যারা এদেশে আসেন তাদের অনেকের কাছে এদের সাংগঠনিক বেদাতের রূপ প্রকাশিত হয়না, যেমন ভাবে কুয়েতের উপরোল্লিখিত আলেমের নিকট প্রকাশিত হয়েছে।

তার কারণ এটা হতে পারে যে উনার মত একই আলেম বহুবার এবং একাধিক সংগঠনের একাধিক সাংগঠনিক সভা-সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাননি এবং তার মত করে পর্যবেক্ষণ করেননি।

তাছাড়া সংগঠনগুলোর আরবি নামের শুরুতে জমিয়ত (جمعية) লেখা থাকে যার অর্থ সংস্থা যার মাধ্যমে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আর তা একাধিক কেন শতশত হতে পারে। আরব দেশে অনেক সুপারমার্কেটকেও জাম'ইয়াহ বলা হয়, দাওয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থাকেও (جمعية) জম'ইয়ত বলা হয় যেমন

جمعية إحياء التراث الإسلامي ও جمعية البر

সংগঠনগুলোর আরবি নামের শুরুতে হিযব حزب লেখা থাকে না,বাংলায় ঠিকই সংগঠন বলাহয় যার আরবি حزب/تنظيم যার অর্থ লোকসমাগম ঘটানো লোকবল একত্র করা। তাই তারা এগুলোকে সংগঠন না মনে করে সংস্থা মনে করায় তাদের নিকটে এদের বেদাতের রূপটি অনেক সময় প্রকাশিত হয়না।

সাংগঠনিক বিভক্তি দূরীভূত হয়ে ঐক্যের সোনালী সম্ভাবনা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিশেষ করে আহলে হাদিস সমাজের দ্বারপ্রান্তে (কারণ সমূহঃ)

১/সাংগঠনিক দলাদলি ও বিভক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ দাওয়াত/প্রচার দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

২/দেশের সর্বোচ্চ ও শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামাগণ এখন সাংগঠনিক দলাদলি ও বিভক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও স্বার্থহীন ভাবে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন।যেমনঃ

(১) ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া

(২) ডঃ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

(৩) ডক্টর মোহাম্মদ মনজুরে এলাহী

(৪) ডঃ মুহাম্মদ ইমাম হোসেন

(৫) ডক্টর আবু তাহের

(৬) শাইখ আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম আল-মাদানী

(৭) শাইখ মোজাম্মেল হক বিন আব্দুস সালাম আল মাদানী

(৮) শাইখ হাবিবুর রহমান আল-মাদানী

(৯) শাইখ জাকারিয়া বিন ইন্তাজ আলী আল-মাদানী

(৯) শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ

(১০) শাইখ ডঃ মুজাফফর বিন মুহসিন

(১১) শাইখ মোকাররম বিন মুহসিন আল মাদানী

(১২) শায়খ আব্দুল আলীম বিন কাউসার আল মাদানী

(১৩) শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক আল মাদানী

(১৪) শাইখ কাজী ইউসুফ জাহান

(১৫) শাইখ মোয়াজ্জেম হোসেন সাইফি

(১৬) ডক্টর ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাসির

(....) আরো অনেক অনেক ওলামায়ে কেরাম ও দা'ঈ ইলাল্লাহগণ।

**সংগঠনকে বেদাত ও বিভক্তির হাতিয়ার জানার পর যে সমস্ত আলেম সংগঠন ত্যাগ করেছেন তাদের অন্যতম কয়েকজনের নাম তালিকা দেওয়া হলঃ

১. ড. আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া।

২. ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

৩. ড. মোহাম্মদ মনজুর এলাহী।

বিঃদ্রঃ এই ৩ জন বিদ্বান মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার ফলে মাযহাবী ও সাংগঠনিক উভয় সংকীর্ণতা থেকে বের হতে সক্ষম হয়েছেন। الحمدلله।

৪. ডক্টর মোহাম্মদ ইমাম হোসেন। কোরআন সুন্নাহর স্বচ্ছ জ্ঞান গবেষণার ফলে মাযহাবী ও সাংগঠনিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

৫. আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ। আহল হাদিস আন্দোলন সংগঠন থেকে বের হয়ে এসেছেন।

৬. ড. মোঃ মুজাফফর বিন মুহসিন।...ঐ

৭-১৬. উপরোক্ত সিরিয়ালের নামধারী সকলের অবস্থা একি বলা যায়।

***উপরোক্ত আলেম-ওলামা ও দাঈ-বক্তা গণের মাঠে ময়দানে সভা-সেমিনার ও মাহফিল এবং জুমার খুতবার আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাই ও বোন সাংগঠনিক সংকীর্ণতা এবং মাযহাবী গোঁড়ামী, পীর ও তরীকা, মাজার ও কবর পূজার বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ করে সালাফে সালেহীনের আকিদা এবং মানহাজ অবলম্বনে ইসলাম পালন করার পাশাপাশি সহীহ আকিদা আমল কারী সকল মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের ডোরে শৃঙ্খলিত হয়ে একটি দেহে পরিণত হওয়ার শিক্ষায় আলোকিত হতে পেরেছে। এমনকি তারা সহিহ আকিদা পোষণকারী ভুল বুঝের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক দলাদলিতে আবদ্ধ সকলকে সমানভাবে ভালোবেসে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ

***সাংগঠনিক বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে আরব-আজমের হক্কানী বড় বড় আলেমদের ফতোয়া,গবেষণা ও সিদ্ধান্ত জানতে হলে যে সমস্ত পরিভাষাاصطلاحات এর আওতায় তালাশ করতে হবে তা হল,

١-حكم تعددالجماعات الإسلاميةفي المجتمع الإسلامي

٢-حكم تعدد الأحزاب/التنظيمات الإسلامية...

بعض المراجع:١-حكم الانتماءإلى الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية.بكرأبوزيد

٢-مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة

٣-مجموع فتاوى ابن باز

٤-فتاوى ابن عثيمين

٥-فتاوى للشيخ الألباني رحمهم الله

٦-البدعة ضوابطها وأثرها السيئ في الأمة، بقلم الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي

Akramuzzaman Bin Abdus Salam, 8 জুলাই, 2020 ·

ঐক্যবদ্ধ থাকার ও ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের প্রথম সবক ও কিছু বিশ্লেষণঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভ্রান্ত ও ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য যে দুটি মূল উপায় রেখে গেছেন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতুর রাসুল সেই দুটিকে সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী আঁকড়ে ধরতে হবে। এই দুটিকে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যে সমস্ত আলেম-ওলামা দাওয়াতি ময়দানে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে তাদের ইলম ও দাওয়াতি খেদমত অনুসারে ভালবাসতে হবে সমান ভাবে, কোন নির্দিষ্ট সংগঠনের বিচারে নয়। আর তাদের থেকে বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় দাওয়াতি খেদমত আদায় করতে হবে। উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দাওয়াতের আওতায় যত মুমিন-মুসলমান নর-নারী আছে তাদের সকলকে সমানভাবে ভালবাসতে হবে এবং দ্বীনি ভাই বোন হিসেবে গ্রহণ ও মর্যাদা দিতে হবে। উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দীন ও দাওয়াত এবং তার লালন পালন কারীদেরকে সমানভাবে ভালবাসার পাশাপাশি যারা তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা করবে তাদের সাথে বৈরিতা পোষণ করতে হবে এবং তাদেরকে দমন করার চেষ্টা করতে হবে । আর তা করতে হবে ব্যাপক ও সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট সংগঠনের বিচারে নয়।

আর উক্ত স্বার্থে গ্রামে গ্রামে,থানায় থানায়, জেলায় জেলায়, স্থানীয় ভাবে বা এলাকা ভিত্তিক দাওয়াহ (সংগঠন নয়) সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এ ধরনের কাজ সৌদি আরবে সরকারি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ছত্রছায়ায় করা হয় এবং কুয়েতে জনগণ নিজ উদ্যোগে করে থাকেন। দুই

ধরনের কর্মের ফলাফল একই। সকল সহি আকিদার মুসলিম ভাই-বোনেরা ঐক্যবদ্ধ আছেন। কোন সাংগঠনিক দলাদলির লেশঘেশ পর্যন্ত ওই দেশে দেখা যাবে না। কোন সহি আকিদার আলিম ও সাধারণ মুসলিম ব্যক্তি মহব্বত ছাড়া শত্রুতা ও বৈরিতার শিকার হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশি বিভিন্ন লেজুড়ভিত্তিক সংগঠনের লোকেরা ঐদেশেও বেশ কিছু বিভক্তি, বৈরিতা ও দলাদলির বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে।

এমনকি বিভিন্ন দাওয়াহ সেন্টারে দাওয়াতি কাজের জন্য যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকে নিরপেক্ষ সহি ইসলামী দাওয়াত না দিয়ে সাংগঠনিক দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যার ফলে প্রবাসী মুসলিম ভাইদের এমন কি সহি আকিদার ভাইদের ভিতরেও দ্বন্দ্ব-কলহ বিরাজমান দেখা যায়। আল্লাহ এদেরকে সঠিক ইলম দান করে পুরোপুরি আমানতদারীতার সাথে সঠিকভাবে ও নিরপেক্ষভাবে দাওয়াতি সেবা করার তৌফিক দান করুন।

আমার জানামতে দাম্মাম দাওয়া সেন্টারে মুহতরাম মতিউর রহমান মাদানী এবং জেদ্দার দু-একটি দাওয়াহ সেন্টারের দাঈসহ দু চারজন ছাড়া সমস্ত দা'ঈরাই উক্ত ব্যধিতে আক্রান্ত। আল্লাহ তাদেরকে এই সংকীর্ণতার রোগ থেকে মুক্তিদান করুন। আমীন। الله المستعان

Akramuzzaman Bin Abdus Salam, 12 জুলাই, 2020 ·

সংগঠনগুলোর অন্তর্দন্দ মিটাতে ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে আমার/আমাদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং ফলাফল(৭টি-পদক্ষেপ)

****

আল্লাহর দেয়া তৌফীক অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনকে কোটি কোটি টাকার (কুয়েতি সংস্থার মাধ্যমে ইসলামী প্রকল্প দেয়ার মাধ্যমে) উপকার করা সত্বেও এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বহুবিধ ক্ষতির (এমনকি হত্যার হুমকির) সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ ও জাতীয়

স্বার্থে সংগঠনগুলোকে সংস্কার, কল্যাণ ও ঐক্যমুখী করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এর কিছু ডকুমেন্ট আছে আর কিছু নেই।

(১) আমার কুয়েতি সংস্থা RIHS এর মাধ্যমে প্রথমে আহলে হাদিস সংগঠনগুলোর সর্বোচ্চ নেতাদেরকে নিয়ে একাধিকবার সংস্থার অফিসে বৈঠক করে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে সকল চেষ্টা ভেস্তে যায়। অতঃপর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

(২) আহলে হাদিসদের সমস্ত সংগঠনকে সমানভাবে সুষম বন্টনের মাধ্যমে ইসলামী প্রকল্প দান করা এবং এর সুবাদে সমস্ত সংগঠনের নেত্রীস্থানীয়দেরকে সংস্থার অফিসে একত্রিত করা এবং দেখা সাক্ষাৎ ও কথা- বার্তা বলার সুযোগ করে দেওয়া।

এটা ছিল সংস্থার পক্ষ থেকে সংগঠনের লোকদের অজান্তেই তাদেরকে দেখা সাক্ষাৎ ও সালাম কালাম এর সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে একত্রিত করা এবং মিল-মহব্বত সৃষ্টি করার কৌশল।

এটা ছিল অনেকটা শিশু ছাত্রদরকে অংক শেখার অনীহার জায়গায় স্পৃহা সৃষ্টি করার জন্য জনৈক চালাক মাস্টারের আম গণনা করতে দেয়ার কৌশলের মত-যা হয়তো সংগঠনগুলো আজও টের পেয়েছে কিনা?। এটা ছিল একদিকে শিশুসুলভতা অন্যদিকে বিরাট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা।

(৩) সংস্থার খরচে বিভিন্ন সাংগঠনিক এলাকায় ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ও আলেমদেরকে অতিথি, প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসেবে দাওয়াত করে একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে একটি মাহফিলে বিশেষ একটি সংগঠনের তথাকথিত জনৈক নেতা (সেক্রেটারি অতঃপর সভাপতি) বলেই ফেলেছিলেন এটা কি হচ্ছে? কি শুরু করেছো? আমরা অমুক সংগঠনের নেতার সাথে এই মাহফিলে একত্র হতে যাবো না। মধ্যস্থতাকারীকে উপরোক্ত অজুহাত দেখিয়ে এবং আমাকে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে প্লেনের

টিকেট দেয়া সত্ত্বেও উনি আসেননি। এখানে একটি হাস্যকর এবং অপমানজনক ঘটনা ঘটেছিল যা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো মনে করলাম। তবে আলেম বক্তারা এসেছিলেন। (প্রমাণস্বরূপ ছবি দেখুন)

এই জাতীয় একটি মাহফিল করার জন্য কামাল উদ্দিন জাফরি সাহেবকেও একটি বাজেট দিয়েছিলাম যে বাজেটে তিনি ভোলার বোরহানউদ্দিনে একটি মাহফিল আয়োজন করেছিলেন যার প্রধান অতিথি আমি ছিলাম। আর বক্তা ছিলেন কাজী ইব্রাহীম ও জাফরি সাহেব নিজেই এবং স্থানীয় অন্যান্য আলেমগণ।

এই মাহফিলটি বাস্তবায়নের পর পীর পূজারী ও মাযহাবী গোঁড়ামীকারীরা জাফরী সাহেবের বিরুদ্ধে ভোলায় অনেক মিটিং মিছিল করেছিল এবং তাকে ভোলায় অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল: জাফরি সাহেব নিজে লা-মাজহাবী হয়েগেছেন এবং আমাদেরকে লা-মাযহাবী করার জন্য লা-মাজহাবী বক্তা এনেছেন।

মুহতারাম ডঃ মনজুরে এলাহি ভাইকেও কিছু কিছু প্রোগ্রামে সম্পৃক্ত করেছিলাম।

এভাবে ৫ জেলায় ৫টি মাহফিল আয়োজন করার পর সংগঠন পূজারীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও বিরোধিতার মুখে প্রকল্পটি আর বেশি দিন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। (মাহফিলের কিছু ছবি)

لا حول ولاقوة الا بالله

(৪) বিভিন্ন আহলে হাদিস সংগঠন থেকে আলেম-ওলামা

নির্বাচন করে তাদেরকে দা'ঈ, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও খতীব এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

প্রায় ৩০০ জন এরূপ আলেম-ওলামা নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন ছিল। এদের মধ্যে প্রায় ২৫ জন মাদানী আলেম ছিলেন এবং বড় বড় বক্তা ছিলেন। (ছবিতে নমুনা দেখুন)

তারা প্রতি মাসের শেষে এসে সংস্থার হলরুমে একত্রিত হয়ে কথাবার্তা ও মতবিনিময় করার সুযোগ পেতেন এবং দিনের মধ্যাহ্নে রিপোর্ট পেশ করে বেতন নিয়ে যার যার কর্মস্থলে ফিরে যেতেন।

প্রত্যেক বছর বিদেশি এবং দেশী বড় বড় আলেম ও মাদানী আলেমদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। আমি নিজেও প্রশিক্ষন দিতাম। আমাদের ছত্র ছায়ায় অনেকেই সাংগঠনিক সংকীর্ণতা মুক্ত এবং ঐক্যের মনমাসিকতায় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন।

সংগঠনগুলোর মধ্যে সেবা ও প্রকল্প বন্টন করার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চেষ্টা করতাম। অনেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতো। অনেকেই এ বলে অপবাদ দিত যে আকরামুজ্জামান অমুক সংগঠনের সদস্য হওয়ায় তারা বেশি সুবিধা পাচ্ছে আমরা কম পাচ্ছি। অনেকেই নিজের সংগঠনের লোক ভেবে আমাকে পরিচয় দিত, আমি অমুক জেলা সভাপতি, আমি অমুক জেলা সেক্রেটারি, অমুক শাখার দায়িত্বশীল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার যতটুকু মনে পড়ে এজন্য আমি কারো সাথেই অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিনি, শুধু বিরক্ত হয়ে একজনকেই বলেছিলাম দয়া করে আপনার সাংগঠনিক পরিচয়টা জুতার বাক্সের ওখানেই যেভাবে জুতা খুলে রেখে আসেন ওই ভাবে রেখে আসবেন। আমিতো ১৯৯০ সনে সাংগঠনিক ময়লা থেকে পবিত্র হয়ে ঐক্যের মালা পরে আছি।

সাংগঠনিকভাবে আমার কাছ থেকে সুবিধা অর্জনের জন্য কেউ কেউ দামি উপঢৌকনের লোভ লালসা আবার কেউ তো জীবননাশের হুমকিও দিয়েছিল।

একদিন হঠাৎ ডিজি সাহেব (যিনি নিজেও একজন হক্কানী আরবীভাষী বড় আলিম ছিলেন) আমাকে তার চেম্বারে ডেকে পাঠালেন এবং আরবি ভাষায় বললেনঃ

يا أكرم الزمان أنت تعرف أن الجمعية اختارت مجتمع أهل الحديث كمجال العمل لها فلماذا تأتي الشكاوى ضدك من أحزابهم المختلفة؟فقلت إنني وجهت جميع منسوبي الجمعية من الأئمة والدعاة ان يدعوا الناس إلى العقيدة الصحيحةو منهج السلف مترفعين عن ضيق الحزبية وأنا أيضا اتبع نفس الطريقة في مجال الدعوة. هذا الذي جعلهم

يشتكون ضدي. فقال لي بكل تشجيع: "سر على هذا النهج فإنك على الحق(مدير جمعية إحياء التراث الإسلامي- مكتب بنغلاديش ومدير معهد إدارة المساجد/سابقا)

"তুমি জানো না আহলে হাদীস সমাজটাকে আমরা সংস্থার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি? তাহলে তাদের বিভিন্ন সংগঠন থেকে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে কেন?" আমি বললাম, আমাদের অধীনস্থ সমস্ত আলিম-ওলামা ও দা'ঈদেরকে সাংগঠনিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দল নিরপেক্ষতার সাথে সালাফি-সালিহীনের আক্বীদাহ ও মানহাজ অবলম্বনে দাওয়াত দিতে বলেছি এবং আমি নিজেও এভাবেই মাঠে ময়দানে দাওয়াত দিচ্ছি। এ কথা শুনে তিনি (সংগঠনগুলোর বাস্তবতা যেহেতু আগে থেকেই জানতেন) বললেনঃ

"এই পথ ও পন্থা অবলম্বনে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাও, তুমিই হকের উপরে আছো"।

অন্য আরেক দিন ডিজি সাহেব বাংলাদেশে দাওয়াতের অবস্থা নিয়ে আলাপচারিতার সময় বলেছিলেনঃ

حتى أهل الحديث في بنغلاديش ليس منهجهم سليما،عندهم حزبية شديدة متخالفون فيما بينهم ومتناحرون. ولو وجدنا قوما أحسن منهم حالة لتعاملنا معهم،ولكن لايوجد لأن ماسواهم أسوأ حالا منهم إما الديوبنديون وإما البريليون وكلهم مبتلون بالتعصب المذهبي فلا خير فيهم "

অর্থাৎ, বাংলাদেশের আহলে হাদীসদের মানহাজ পথ-পন্থা নিষ্কৃত নয়, তারা সাংগঠনিক গোঁড়ামির রোগে আক্রান্ত পরস্পর বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন। এরূপ সমস্যা মুক্ত কোন মুসলিম সমাজ যদি এদেশে থাকতো তবে আমরা তাদের সাথে কাজ করতাম। কিন্তু তা তো নাই। অন্যরা মাযহাবী গোঁড়ামীতে আক্রান্ত তার পর হয় দেওবান্দী, না হয় ব্রেলভী, তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই"।

নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ আমাকে অনেক সম্মান দান করেছেন। যা বলে শেষ করার মত নয়। আলহামদুলিল্লাহ।

বিঃদ্রঃ আমি ছিলাম সংস্থার গভর্নিং বডির সদস্য, বিভাগীয় প্রধান এবং যৌথ ও এককভাবে সংস্থার অ্যাকাউন্ট হোল্ডার।

#বিদায়ের প্রাক্কালেঃ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ডিজি কুয়েত থেকে এসে দুটি কথা বলার জন্য আমাকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসলেন এবং প্রথম কথা বললেনঃ আকরামুজ্জামান! বাংলাদেশে অনেক ইসলামী প্রকল্প করলাম প্রায় এক হাজারের উপরে মসজিদ বানালাম, অনেক এতিমখানা, মাদ্রাসা, ক্লিনিক ও হসপিটাল তৈরি করলাম আর তো এই দেশে থাকার প্রয়োজন নেই অনেক হয়েছে, অনেক করেছি।

**আমি বললাম, আহলে হাদীস আন্দোলনকে যে পরিমাণ প্রকল্প দিয়েছেন সেই পরিমাণ জমি'য়তকে দিয়ে তার পরে যাবেন।(এ কথার সাক্ষী এক মাত্র আল্লাহ)

অতঃপর তিনি কষ্টের কথাগুলো বললেন - যা আমিও আগে থেকেই জানতাম।

"স্বার্থান্বেষী কিছু ঘরের শত্রুরাই শত্রুতা করে আমাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী সহায়তা দানকারী বলে অপবাদ দিচ্ছে। আর অন্যরা (বাইরের শত্রুরা) তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। জঙ্গী সন্ত্রাসী কিভাবে? কারণ এরা আহলে হাদীস সংগঠনগুলোকে সেবা ও প্রকল্প দান করছে, অথচ তারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী। কিন্তু তারা একটিবার সংস্থার পক্ষে ও নিজেদের পক্ষে প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের অংশ হিসেবেও একটিবারও বলল না যে সংস্থা আমাদেরকে সাহায্য করেছে তো কি হয়েছে? আমরা কি সন্ত্রাসী নাকি যে আমাদেরকে প্রকল্প দেয়ায় সংস্থা জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী হয়ে গেল?।

দ্বিতীয় কথা বললেনঃ তুমি আজকালের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাও। তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে, অচিরেই তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। তোমার ব্যাপারে কুয়েতে গ্রেফতারি পরোয়ানা পাঠানো হয়েছে। আর আমি তোমার ফাইল নিয়ে যাচ্ছি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ভিসা বের করে পাঠিয়ে দিলে কুয়েতে চলে আসবে।

একথা শুনে আমি একটুও বিচলিত হইনি এবং পালানোর চিন্তাও করিনি, এমনকি কুয়েত যাওয়ারও না। কারণ আমি বুঝেছিলাম এটা হয়রানি ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করা হয়েছে। বাস্তবে কিছু হবে না।

(৫) সহীহ আকীদার মুসলিমদের ও আহলে হাদীসদেরকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ'আতীরা বরাবরই জংগী ও সন্ত্রাসী অপবাদ দিয়ে আসছে। সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক ছলাতের বিভিন্ন বিষয়কেও সন্ত্রাসী হওয়ার আলামত হিসেবে প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না। যেমন ইমামের পিছনে মুসুল্লিদের সূরা ফাতিহা পাঠ, চার স্থানে হাত উত্তোলন, জোরে আমীন বলা, বুকের উপর হাত বাঁধা, পায়ের সাথে পা মিলানো, সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাত না করা, মীলাদ-কিয়াম না করা.... ইত্যাদি। আল্লাহ সম্পর্কে এ আকীদা পোষণ করা যে, তিনি আরশের উপরে এবং তিনি নিরাকার নন বরং দীদারযোজ্ঞ আকারবিশিষ্ট।

মাঝেমধ্যে এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের অপবাদমূলক কথা প্রচার করে পরিবেশ উত্তপ্ত ও দুষিত করে ফেলা হয়। এ সব অপবাদ মূলক প্রচারনার বিরুদ্ধে যুগান্তকারী কোনো পদক্ষেপ কোন মহল থেকে না নেয়ায় অনেক সহীহ আকীদার ভাই হতাশ হয়ে পড়েন।

অবশেষে এক কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই আমাকে একাধিকবার ফোন করে বললেন এই প্রচারনার বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের সকল সংগঠন এবং সহীহ আকীদার অন্যান্য মুসলিম ভাই দেরকে নিয়ে পল্টন ময়দানে বিশাল মহা সম্মেলন ও শোডাউন করেন যত টাকা লাগবে আমি ব্যবস্থা করব।

এই ব্যাপারে প্রথম আহলে হাদীসদের বড় সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা বললো আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে মানববন্ধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর ভাবটা এমন দেখানো হলো যেন আমি বিপদে পড়ে তাদের কাছে আশ্রয় খুঁজছি।

অন্য সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করলাম তারাও বললেন আমরা জংগিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী একটি সেমিনার করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছি। আলোচনার জন্য দাওয়াত কবুল করেন। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ভিডিও দেখুন:https://youtu.be/ZhsK3WdKT4M

(৬) আহলে হাদীসের সমস্ত সংগঠনের আলিমদের নিয়ে জাতীয় ওলামা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়েছি। ভিডিওটি দেখুনঃ https://youtu.be/A5NgnAxoVR0

(৭) আমার জানামতে বাংলাদেশে ঐক্যের ক্ষেত্রে সার্বজনীন কোনো চেষ্টা, বক্তব্য বিবৃতি, বই-পুস্তক লেখা হয় নাই বললেই চলে, যা হয়েছে ও হচ্ছে তা সাংগঠনিকভাবে। যেমন আমাদের সংগঠন আগে হয়েছে, আপনাদের সংগঠন পরে হয়েছে অতএব আমাদের সাথে সবাই সংযুক্ত হয়ে যান, তাহলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব। আবার কেউ এরূপ বলছে আপনারা আগে জন্ম নিলে কি হবে আমরা তো মাঠে ময়দানে বেশি একটিভ, আমাদের সংগঠনের নেতা বেশি যোগ্য বেশি অভিজ্ঞ, আমাদের কর্মতৎপরতা বেশি অতএব আমাদের সাথে আপনারা মিলে যান তবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব। আবার কেউ বলে আমাদের সংগঠনের কর্মীবাহিনী বেশি আমাদের সংগঠন বড়, অতএব আমাদের সাথে মিলে যান তবেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব। এইভাবে দেখা যাচ্ছে বিচার মানি তালগাছ আমার, এই জাতীয় চেষ্টা, একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও ব্যর্থ এবং ঐক্য নিয়ে খেল-তামাশা করার নামান্তর। সত্যিকার অর্থে এক জামাতবদ্ধ হতে চাইলে ঐক্যের ফর্মুলা অনুসরণ করতে হবে।

আমি ইসলামের মাধ্যমে এবং আহল হাদীস শব্দ ও আদর্শের মাধ্যমে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় এ ব্যাপারে ফর্মুলা ভিত্তিক সমাধান বিভিন্ন সভা-সেমিনার, জুমার খুতবা ও মাহফিলে দিয়ে আসছি। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে অসংখ্য ভিডিও ও ভিডিও ক্লিপ ইউটিউব ও ফেসবুকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে।

১৯৯৭ সন থেকে এই ব্যাপারে আমার গবেষণা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমি ঐক্য ও বিভক্তি বুঝার ক্ষেত্রে আরব অনারব(সৌদি, কুয়েত, সুদান, লিবিয়া, ইয়েমেন, মিশর ও ইন্ডিয়ার) আলেমদের থেকে সার্টিফাই পেয়েছি। যার জন্য আমাকে আন্তর্জাতিক মানের

একটি কুয়েতি সংস্থার বাংলাদেশ অফিসে প্রথমে ইসলামিক রিসার্চ অফিসার অতঃপর দাওয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে, এবং প্রায় ৩০০ আলেমের দিকনির্দেশনা দানকারী ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্বভার দিয়েছিল।الحمدلله।

বহু গ্রন্থ সংকলন, অনুবাদ ও সম্পাদনার পাশাপাশি ঐক্য ও বিভক্তির রূপরেখা এর উপরেও গ্রন্থ লিখেছি। আর আমার এই প্রচেষ্টা ও সেবার মাধ্যমে ঐক্যের স্বার্থে সংগঠন বিলুপ্তি সহ লক্ষ লক্ষ মুসলমান আলেম ও শিক্ষিত সমাজ বিভিন্ন সংগঠন থেকে বের হয়ে ঐক্যের প্লাটফর্মে জমায়েত হয়েছে এবং হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ও শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ আমার ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে সরব রয়েছেন যাদের কিছু নাম তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছি। (ভিডিও) এ বিষয়ে আমার দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে, একটি সংক্ষিপ্ত ও অপরটি বিস্তারিত:

(১) "শার'ঈ দৃষ্টিতে সাংগঠনিক বিভক্তি"। সংক্ষিপ্ত রূপে "ছিরাতে মুস্তাকিম এর ইসলাম বনাম ফেরকাবন্দী" পর্ব-৫ এ প্রকাশিত হয়েছে, দেখুন পৃষ্ঠা (৬৩-৮০) । সংগ্রহ করুন: ০১৯১৫৪৩০৪৯৮

(২) "সাংগঠনিক দলাদলি ও ঐক্যের সূত্রাবলী"। এই গ্রন্থে সংগঠনের উপকার ও ক্ষতির তুলনামূলক একটি আলোচনা স্থান পেয়েছে। আমার গভীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে সংগঠনের ভিতর ১০% উপকারিতা রয়েছে এবং ৯০% ক্ষতি ও অপকারিতা রয়েছে। আর যে ১০% উপকারিতা রয়েছে তা-ও সংগঠনের গণ্ডিভুক্ত এবং কর্মী ও সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খুব জোর ১/২% অন্য সংগঠন ও সংগঠন বহির্ভূতদের ভাগ্যে জোটে যেমন বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে রিলিফ বিতরণ...।

সংগঠনের ক্ষতির ক্ষেত্রসমূহঃ (সংক্ষিপ্তভাবে, বিস্তারিত জানার জন্য মূল গ্রন্থ পড়তে হবে) যা এখনো অপ্রকাশিত এবং প্রকাশ অপেক্ষায় রয়েছে।

Akramuzzaman Bin Abdus Salam, 19 জুলাই, 2020 ·

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দুটি অব্যর্থ পদ্ধতি
একটি নিয়েছে সৌদি
অপরটি নিয়েছে কুয়েতের যারা সালাফী।
আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছেটা কি?
****

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে দুইভাবে ঐক্য বদ্ধ হওয়ার নিয়ম পাওয়া যায়।একটি হল নেতার অধীনে, যদি একজন হয়, যেমন সৌদি আরবে। আরেকটা হল নেতা নয়, নীতির অধীনে। অর্থাৎ বহু নেতা ও দল সংগঠন(থাকা অবস্থায় ও সব) বাদ দিয়ে শুধু কুরআন-সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারের কাজের মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে সমাজে শুধু দুই শ্রেণীর মুসলিম থাকবে, দাঈ ও মাদ'ঊ। অর্থাৎ কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে দাওয়াত দানকারী এবং শ্রবণ ও আমলকারী। এই অবস্থায় কে কার অধীনে এবং কে কার নেতা বলেন তো?।

এই নিয়মে কুয়েতের সমস্ত সহীহ আকিদার ভাইয়েরা ঐক্য বদ্ধ অথচ কোন নেতা/আমীর/সভাপতি নেই কোন সংগঠন নেই। বহু দাওয়া সেন্টার ও সংস্থা রয়েছে। পালাক্রমে সমস্ত দা'ঈ আলেমগণ বাই রোটেশন প্রত্যেকেই প্রত্যেক সংস্থার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করেন। সেখানে কেউ কারো পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছুই নেই। আর পক্ষ-বিপক্ষ হওয়ার কোন সুযোগও নেই। সে দেশের সকল আলেম ও জনসাধারণ একজন আরেকজনের বন্ধু ও ভাই ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ। শুধু সংস্থাগুলোতে বেতনভুক্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা দাওয়ার কার্যক্রমগুলো সাজিয়ে ও গুছিয়ে থাকেন। তারা এইভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকায় সেদেশের সেক্যুলার/হাঁফসেকুলার সরকারও তাদেরকে সমীহ করে চলে। এই অবস্থা আমি সেই দেশে স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দুই বছর একটি দা'ওয়া সংস্থায় ইসলামিক রিসার্চ অফিসার পদে চাকরিরত অবস্থায়।

অথচ বাংলাদেশের সহী আকীদার ভাইয়েরা সাংগঠনিক দলাদলি ও বিভক্তির কারণে আলেম-ওলামা ও জনসাধারণ পক্ষ-বিপক্ষ হয়ে এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি এবং হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিনিময় করতে ব্যস্ত। আল্লাহ আমাদেরকে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি বোঝার এবং কুয়েতি সালাফী ভাইদের বাস্তব অবস্থা থেকে শিক্ষা নেয়ার তৌফীক দান করুন। আমীন।

এইজন্য বাংলাদেশের সালাফীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার সর্বশেষ একটি পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলাম যা পরিকল্পনাধীন ছিল।

কিন্তু আফসোস যে, এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের পূর্বেই কুয়েতি সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে!(পরিকল্পনাটি এরূপ ছিল):

বাংলাদেশের সালাফী ভাইদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদেরকে কুয়েতের মাটিতে ঐক্যের উপরে একটি কর্মশালার আয়োজন করে তাতে উপস্থিত করা এবং ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলেও সাংগঠনিক বিভক্তিতে না জড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু উপরোক্ত কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফলে যা ঘটার তা ঘটেই চলেছে। والله المستعان

Akramuzzaman Bin Abdus Salam, 21 জুলাই, 2020 ·

বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্বেও সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে যা দিয়েছি তার তুলনায় কতটুকু পেয়েছি তার হিসাব মিলানোর দায়িত্ব নিরপেক্ষ সহীহ আকিদার ভাইদের প্রতি।

****

প্রেক্ষাপটঃঐক্যের বিষয়ে আমার লেখাগুলো পড়ে অনেকে কমেন্টে লিখেছেন আমি নাকি সংগঠন থেকে অনেক উপকার পেয়েছি এবং সংগঠনের মাধ্যমে আমার মান মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে আর আজকে আমি সংগঠনের বিরুদ্ধে কথা বলি, এই সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগের খন্ডনের জন্য আজকের এই লেখনি।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে যে মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া সমাপ্ত করেছিলাম এবং সাংগঠনিক সংকীর্ণতার বলি হয়ে আমি সহ ১৩ জনের মধ্যে ১২ জনকে সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সংগঠনের পাল্লায় এই ক্ষতির ওজন কত? এই ক্ষতি নিরূপণ করার মত আদৌ কি কোন পাল্লা আছে তাদের কাছে?। ১০/১২টি বছর বেসরকারি একটি মাদ্রাসায়(সময় ব্যয় করে) লেখাপড়া করে তাদের প্রাপ্তি ও বঞ্চনার নিরপেক্ষ তুলনা কে করবে? নিরপেক্ষ মানদন্ড যাদের কাছে রয়েছে তাদের প্রতি তুলনা ও ওজনের বিষয়টা ছেড়ে দিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ এই মাযলূমিয়াতের (অত্যাচারিত হওয়ার) শান্তিময় বিনিময় এই দুনিয়াতেও পেয়েছি এবং আখেরাতেও আশা করি পাব, ইন-শাআল্লাহ।

আমার শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ওই মাদ্রাসারটি থেকে কখনো এত সংখ্যায় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পাইনাই যত সংখ্যায় আমার ক্লাস থেকে পেয়েছিল। অতীতের রেকর্ডে সর্বোচ্চ ৪জন এই সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু আমার ক্লাস থেকে সুযোগ পেয়েছিল ৫ জন। অবশ্য একসাথে নয়,পর্যায়ক্রমে তিন বছরে। আলহামদুলিল্লাহ। এটাই হলো আল্লাহর তাকদীর।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি যা মনে করি তা হচ্ছে এই যে, যার যতটুকু অবদান রয়েছে তার ততটুকু অবদান স্বীকার করা এবং সাধ্যানুযায়ী তার শুকরিয়া আদায় করাই হলো ইনসাফ। এতদিন পড়ানো এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা এটাতো অবশ্যই বিরাট অবদান যার শুকরিয়া করা উচিত। কিন্তু সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র দেয় নাই তার জন্য তো শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারী হতে পারেনা।

উক্ত অবদানের শুকরিয়া স্বরূপ মাদ্রাসাটির আমি ৩ ভাবে উপকার করেছি, এমন উপকার যা সাধারণ কারো পক্ষে করা সহজসাধ্য

নয়। এই ব্যাপারে আল্লাহই বড় সাক্ষী, তবে মানুষের মধ্যেও ২/৪ জন রয়েছে।

(১) মাদ্রাসা উপকার সাধনঃ

(ক) সুনাম সুখ্যাতি তুলে ধরার মাধ্যমেঃ যখনি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি বাংলাদেশে কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন তখন ঐ মাদ্রাসার নাম বলি। কেউ যখন সন্তান পড়ানোর জন্য ভালো মাদ্রাসার নাম জানতে চায় তখনও ঐ মাদ্রাসার নাম বলি। এমনকি অনেকে অনেক সময় ভর্তির জন্য মাদ্রাসায় ছাত্র নিয়ে এসে আমাকে ফোন দেয়,ছাত্র নিয়েতো মাদ্রাসায় এসেছি আপনি কোথায়? তখন বলি আমি তো ঐ মাদ্রাসায় থাকিনা আমি এক সময় ঐ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি,এর পর যে শিক্ষকের নম্বর থাকে তার নম্বর দিয়ে দেই। (খ) মদীনা ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন সময়ে ইউনিভার্সিটির বিশেষ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা থাকার কারণে সেই মাদ্রাসার সুনাম-সুখ্যাতি তুলে ধরার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

(গ) মদিনা ইউনিভার্সিটিতে কোন ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে আমার সুপারিশ ছিল অব্যর্থ।

আর আমার এই অবস্থান তৈরি হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে যেয়ে বাংলাদেশেই। ইউনিভার্সিটির সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার আমার প্রতি ছুঁড়ে দেয়া একটি চ্যালেন্জিং টেষ্টে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে তার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে।

সেই সময় ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত জুনিয়ার ছাত্ররা ছিল তারা অনেকেই আমার এই অবস্থান লক্ষ করেছিলেন এমনকি অনেক সিনিয়ার ভাইয়েরাও।

আমার এই অবস্থানের কারণে উক্ত মাদ্রাসার যে সমস্ত ছাত্র এবং যত পরিমাণ ছাত্র গ্রহণ করতে বলতাম সবাইকে গ্রহণ করা হতো। ভর্তির সুযোগ প্রাপ্ত অনেকেই তা টের পাই নাই।

তৃতীয় বর্ষে থাকাকালীন সময়ে আমার সুপারিশে ছোট ভাই আখতারুল আমানের ক্লাসের সমস্ত ছাত্র গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আর ছোট ভাইকে সুপারিশের মাধ্যমে পাশ করার এক বছর আগেই নিয়ে গেছিলাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে ওই বছরই আমার বিরুদ্ধে ওই মাদ্রাসাটিতে কে বা কারা গুজব ছড়িয়ে ছিল যে আমি নাকি মাদ্রাসাটির মুয়াদালা (চুক্তি) কাটার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। নাউজুবিল্লাহ।

এইজন্য অনেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল এবং আমার ব্যাপারে শত্রুতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমিত হয়েছিল। এমনকি সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা পর্যন্ত এই গুজবে সংক্রমিত হয়েছিলেন। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন। আমিন।

এমনকি জনৈক ছাত্রকে উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেয়ার পরও (আমার অজানা যেকোনো কারণে) সংগঠনের ঊর্ধ্বতন এক ব্যক্তি এবং মাদ্রাসার প্রধানের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাকে ভর্তি না নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল তাই তাকে ভর্তি নেয়া হয়নি। বেচারা ওই ছাত্র পর পর ৩/৪ বছর কাগজ পাঠিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।অতঃপর জুনিয়র এক ভাই ওই ছাত্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আপনি কাগজ পত্র আকরামুজ্জামান ভাইয়ের কাছে পাঠান, হয়তো উনি সুপারিশ করলে আপনি গৃহীত হয়েযেতে পারেন। এরপর সেই ছাত্রটি আমার নিকট কাগজ পত্র পাঠায়, এগুলো নিয়ে আমি সেই কর্মকর্তার কাছে সুপারিশ করলে বলেছিলেন, আমাদের অফিসে এই ছাত্র একজন অভিযুক্ত ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে একে নেয়া যাবেনা। অতঃপর আমার পীড়াপীড়িতে শর্তসাপেক্ষে তাকে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শর্তটি ছিল যদি কোন অপ্রীতিকর কিছু ঘটায় তাহলে এর দায়ভার তোমাকে নিতে হবে এই বলে তার ফাইলে আমার সিগনেচার নিয়ে রাখলেন এবং তাকে ওই বছরই গ্রহণ করে নিলেন। জানিনা সেই ছাত্রটি এই অবদান স্বীকার

করবে কিনা, তার কারণ তাকে কঠিন সংগঠন পূজারী পেয়েছিলাম। সাংগঠনিক কারণেই ওই ছাত্রটি মদীনা ইউনিভার্সিটির ওই সম্মানিত প্রফেসার/কর্মকর্তার সাথে আমার সামনে তার বাসভবনে চরম বেয়াদবী করেছিল।

উনি বাঙালি স্বভাব চরিত্রের হলে অবশ্যই তাকে বহিষ্কার করতেন এবং আমাকেও বহিষ্কার করতেন।এটা তার হক ছিল, কিন্তু তিনি হাস্যমুখে সবুর করেছিলেন।

শুধু আরবি ভাষায় এতোটুকু বলেছিলেনঃ اخرجوامن بيتي غيرمطرودين "তোমরা আমার বাসা থেকে বেরিয়ে যাও তবে বহিষ্কার করে দিচ্ছি না"।

সেদিনও উনার কাছে আমার আর এক ধাপ সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ সাংগঠনিক গন্ডগোল মিটাতে যেয়ে আমি যে সমাধান ভার্সিটিতে দিয়েছিলাম সেই সমাধান উনিও দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাকে এর জন্য ক্ষমা করে জান্নাত নসীব করুন। আমিন

তাছাড়া দেশে থাকতেও আমাদের কয়েক ভাইকে সে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহ তাকে মাফ করুন।

কিন্তু সেই জুনিয়ার ভাই যিনি তার জন্য সুপারিশ করতে বলেছিলেন তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

অনুরূপ ভাবে আরেকজন ছাত্র যাকে ঐ মাদ্রাসাটির পক্ষ থেকে না নেয়ার ব্যাপারে উক্ত প্রফেসর/কর্মকর্তা কে সুপারিশ করায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটা জানতে পারার পর আমি তার কাছে জোরালো সুপারিশ করাতে সেই ছাত্রটিকেও গ্রহণ করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ সেই ছাত্রটি কৃতিত্বের সাথে পাস করার পর সৌদি আরবে একজন সফল দা,ঈ হিসেবে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। وفقه الله ووفقني الله

আমার সুপারিশে শুধু ছাত্র ভর্তিই করা হতো তা নয়, বরং জনৈক ছাত্র অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার পাশাপাশি অহংকারের সাথে সহি আকিদা ছাত্র ভাইদের সামনে বিদআতের মহড়া প্রদর্শন

করত। তার ব্যাপারে আমি অভিযোগ করে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিতে বলায় এবং তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

(ঙ) উক্ত মু'আদালা মাদ্রাসাটি থেকে বেশি বেশি ছাত্র নেয়ার সুপারিশের পাশাপাশি আরো বেশি পরিমাণ সহি আকিদার মাদ্রাসা মু'আদালা করার জন্য সুপারিশ করতে থাকতাম। আর বিভিন্ন যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে বেদাতি কোন মাদ্রাসা মু'আদালা না করার জন্য বরাবর উনাকে সতর্ক ও সাবধান করতাম।

উক্ত মাদ্রাসার পরে আহলে হাদীসদের আরো বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা মু'আদালা হওয়ার পিছনে আমার বারবার সুপারিশ করতে থাকার প্রভাবের বিষয়টি অমূলক বলার কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, যে কোন সহীহ আকীদার প্রতিষ্ঠান মু'আদালার জন্য দরখাস্ত করা হলেই সহজে গৃহীত হয়ে যাবে।

যখন আমি চতুর্থ বছরে ছিলাম হঠাৎ একদিন উক্ত কর্মকর্তা আমাকে বললেন চট্টগ্রাম থেকে একটি মাদ্রাসা মু'আদালার জন্য খুব মজবুত কাগজপত্রসহ দরখাস্ত এসেছে তুমি কি এই মাদ্রাসাটি চেনো। আমি বললাম এটিতো সহীহ আকীদার কোন মাদ্রাসা নয় বরং বেদাতীদের মাদ্রাসা। তিনি বললেন কাগজপত্র দেখে তো মনে হচ্ছে সহীহ আকীদার মাদ্রাসা। আমি বললাম সরেজমিনে তদন্ত করলে বুঝতে পারবেন। তবে আপনারা নিজেরা গেলে হয়তো বুঝতে পারবেন না। আমি আপনাদের সাথে একজন বিচক্ষণ সহী আকীদার ছেলে দিব, তাকে সাথে নিয়ে যাবেন তবে তাদের মূল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। তিনি বললেন তবে দাও কাকে দিচ্ছো।আমি বললাম বাংলাদেশে এখন সাইফুদ্দীন বেলাল আছে সে যেখানেই থাক তাকে ডেকে এনে সাথে নিয়ে যাবেন। তিনি বাংলাদেশে আসার পর আমার কথা মত সাইফুদ্দীন বেলালকে খোঁজ করে ডেকে নিয়ে ওই মাদ্রাসা পরিদর্শনের জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু সহীহ আকীদার নিখুঁত ও সূক্ষ্ম নাটকের ভাঁওতাবাজিতে তিনি

المبحث السابع: أضرار التحزب والحزبية في مختلف مجالات الحياة الإنسانية (الفرد والمجتمع والدين والتعليم وأمور داخلية ودولية)

خاتمة الفصل الرابع: بعض فوائد التحزب المزعومة

- الفصل الخامس: أحاديث الجماعة والإمارة والبيعة ومفهومها الصحيح والخاطئ

المبحث الأول: أحاديث الجماعة والإمارة والبيعة

المبحث الثاني : مفهوم الإمارة والجماعة والبيعة وأنواعها

- الفصل السادس: نقض الشبهات حول الأحزاب والجماعات والمؤسسة والجمعيات

المبحث الأول: الفرق بين المؤسسات الخيرية والجماعات الحزبية

المبحث الثاني: الفرق بين الجمعيات الخيرية والجماعات الحزبية

المبحث الثالث: الفرق بين الجماعة الشرعية والجماعات الحزبية

المبحث الرابع: الفرق بين أهل الحديث السلفى وأهل الحديث الحزبي

المبحث الخامس: الفرق بين البيعة الإسلامية والبيعة الحزبية

المبحث السادس: الفرق بين الدعوة تحت اللائحة الحزبية وبين الخالصة عنها

المبحث السابع: الفرق بين الدعوة الحزبية والدعوة الجماعية

- الفصل السابع: أقوال العلماء الثقات في مفهوم الجماعة والحزب ونقض الشبهات حولها

المبحث الأول: خطأ وبطلان الإستدلال بأحاديث التأمير في السفر على جواز التأمير على الأحزاب في الحضر

المبحث الثاني: بطلان الإستدلال بأحاديث التزام الجماعة على التحزب والحزبية

المبحث الثالث: الدعوة الجماعية تكون عن طريق التحزب إلى الأحزاب أو بالجمعية

المبحث الرابع: أقوال وضوابط العلماء الكبار في جواز إقامة الجمعيات والموسسات الدعوية والخيرية

المبحث الخامس: أقوال العلماء الثقات في اقامة الجماعات والأحزاب

- الفصل الثامن: أصول توحيد الأمة والنجاة من عذاب الفرقة

- الفصل التاسع: نطاقات لتوحيد الناس والمسلمين بالأخص

ও সাইফুদ্দীন বেলাল হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং মু'আদালাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যদি কারো ইচ্ছা হয় তাহলে সাইফুদ্দীন বেলাল এর কাছে আসল ঘটনা শুনতে পারেন।

আমি যখন উত্তরখানে প্রতিষ্ঠান খুললাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র আমার এক আত্মীয় উনাকে জানিয়ে ছিলেন যে আপনার শিষ্য শাইখ আকরামুজ্জামান নীজেই একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটা শোনার সাথে সাথে তিনি নিজে থেকেই তাকে বলেছিলেন তাকে বল, তাড়াতাড়ি আমার কাছে তার মাদ্রাসার জন্য মু'আদালার দরখাস্ত পাঠিয়ে দিতে। উনার এ কথাটা আমার সেই আত্মীয় ফোনের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছিল। এর কয়েক বছর পর আমি বাংলাদেশ থেকে প্রথম যখন হজ্জে গেলাম এবং হজ্জ শেষ করে মদিনা যিয়ারতে গেলাম তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। কুশল বিনিময় ও দাওয়াত খাওয়ানোর পর তিনি আমাকে বলেছিলেন আকরামুজ্জামান আগামীকাল সকালে তুমি আমার সাথে ইউনিভার্সিটির অফিসে চলো তোমার মাদ্রাসার মু'আদালা করে দেব। আমি বললাম ওস্তাদ আমারতো কাল বাদ পরশু বাংলাদেশ যাওয়ার ফ্লাইট। তাছাড়া আমার প্রতিষ্ঠান এখনো মুতাওয়াসসিতা লেবেলেও পৌঁছায়নি।

আফসোসের বিষয় যে! যখন আমার মাদ্রাসা মুতাওয়াসসিতাহ ও সানাবিয়া পার হয়ে কুল্লিয়া লেভেলের পৌঁছে গেছে তখন উনি অবসর প্রাপ্ত হয়ে গেছেন। তারপরও সাধ্যমত মু'আদালা করে দেওয়ার জন্য চেষ্টায় আছেন, যদিও ইতিমধ্যে মু'আদালার ক্ষেত্রে নিয়মাবলীতে অনেক জটিলতা আনা হয়েছে।

এবার নিরপেক্ষ পাঠক বুঝলেন তো সহী আকীদার প্রতিষ্ঠানগুলো মদিনা ইউনিভার্সিটি সাথে মু'আদালা করানোর ব্যাপারে আমার তৎপরতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টা।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে, আমার বিরুদ্ধে পোষণ কৃত ওই পূর্বের গুজবের রেস আজও কাটেনি। সেই গুজবের ভিত্তিতে আমাকে শত্রু ভাবাটা অনেকটা সৎ আমলের মতোই মনে করে থাকে বিশেষ একটি সংগঠন। পদানুক্রমে এই শত্রুতার জের চলমান। এর স্বপক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ঘটনার সিরিজ বিদ্যমান।

এই সংগঠনের সবচেয়ে সম্মানিত, শ্রদ্ধাভাজন ও উচ্চপদস্থ নেতা বেঁচে থাকার সময় সংগঠনের এক জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে বলেছিলাম ভাই আমাকে একটু নেতাজির কাছে যাওয়ার সুযোগ করে দিবেন, যে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির গোলকধাঁধার মধ্যে রয়েছেন সেগুলোর নিরসন করার জন্য?। উনি আমার এ কথা শুনে কোন সাড়াই দেননি। বরং এরপর থেকে লক্ষ করি তিনি নিজেই আমার প্রতি শত্রুতা ও বৈরিতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ মাফ করুন।

أتواصوا به بل هم قوم مخطئون؟

(২) উক্ত মাদ্রাসার ছাত্র ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনর কর্মীদের উপকার সাধনঃ

(ক) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সার্টিফায়ের বিশেষ মূল্যায়ণ থাকায় উক্ত মাদ্রাসা সহ আরো অন্যান্য সংগঠনভুক্ত মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য তাযকিয়া সার্টিফাই পত্র দিয়ে থাকি। এই ক্ষেত্রে কোন সংকীর্নতা অনুভব ও প্রদর্শন করিনা।

(খ) উক্ত মাদ্রাসা সহ যেকোনো সংগঠনভুক্ত মাদ্রাসা থেকে পাশ কারি ছাত্রদেরকে কুয়েতি সংস্থা থাকাকালে এবং বর্তমানে আমার তিনটি মাদ্রাসাসহ যে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সাংগঠনিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও বাচ-বিচার করি না। বরং যোগ্যতার বলে নির্বাচন ও গ্রহণ করে থাকি।

অথচ একবার উক্ত মাদ্রাসায় প্রিন্সিপাল নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নিয়ে ফার্স্ট হওয়া সত্ত্বেও আমার জনৈক ছাত্র/আত্মীয়কে আমার সাথে সংশ্লিষ্টতার অপরাধে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

(৩) উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকদের উপকার সাধনঃ

(ক)আমার সুপারিশে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হওয়া এবং পাস করে আসা অনেকেই উক্ত মাদ্রাসায় সেবা দান করেছেন ও করছেন।

(খ) একবার উক্ত মাদ্রাসার ৬/৭ জন শিক্ষককে কুয়েত থেকে ভাতা দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা আকরামুজ্জামান এর কাছ থেকে প্রত্যেকে একটি করে তাযকিয়া নিয়ে সেই তাজকিয়া সহ কাগজের ফাইল জমা দিবেন। এরপর তারা আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি সাথে সাথেই তাদেরকে তাজকিয়া দেয়ার জন্য আশ্বাস দিয়েছিলাম। তারা বলেছিলেন আমাদের নাম গুলো একজন ছাত্রের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব তার হাতে তাযকিয়া গুলো লিখে পাঠিয়ে দিবেন। আমি তাতেও সাথে সাথে রাজি হয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ যাত্রা বাড়ির আশপাশে কোথাও আমার একটি প্রোগ্রাম সেট হয়ে যাওয়ার কারণে আমি বললাম কোন ছাত্র পাঠাতে হবে না আমি নিজেই মাদ্রাসায় গিয়ে লিখে দিয়ে আসব। এরপর রহস্যজনক কারণে আর তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে নাই। والله أعلم

বইয়ের নাম		পৃষ্ঠা	মূল্য
১	কালিমার মর্মকথা- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	৪৩২	৩৪০/-
২	নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি অনুবাদ ও সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, আবূ রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর	২৫৬	২০০/-
৩	সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান মূল : শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন ৮ অনুবাদ : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	৪৮	৫০/-
৪	শবে-বরাত সমাধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	৪৮	৪০/-
৫	বিশুদ্ধ সিয়াম নির্দেশিকা ও আনুষাঙ্গিক তথ্যাবলী সংকলনে : যাকারিয়া বিন ইন্তায আলী মাদানী সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	২২৪	১৯০/-
৬	ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	২২৪	২৫০/-
৭	বিভক্তির আবর্তে মুসলিম জাতি : সাম্প্রতিক কালে সাংগঠনিক বিভক্তি সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	২২৪	২০০/-
৮	ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল- সংকলনে : শাইখ আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	২২৪	১৮০/-
৯	সহীহ হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও যিয়ারাহ্ নির্দেশিকা সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম	১৭০	১৭০/-
১০	প্রিয় নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনি এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও আলে বায়ত সম্পর্কে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্-বিশ্বাস- সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম	১১২	১২০/-

ইহ্ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

০১	সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত (মুনাজাত সমাধান) সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০২	"আল্লাহ কোথায়?" এর জবাবে ইমাম আবূ হানিফা ৮ সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০৩	আল্লাহ ও রাসূল ﷺ : ইসলামী আক্বীদাহ'র দু'টি রুকন সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০৪	পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০৫	পীর-দরবেশের ওয়াযিফা বনাম নাবী ﷺ-এর ওয়াযিফা সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০৬	ফজরের দুই আযান ও তাসবীহ সমাধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০৭	"ইসরা ও মিরাজ" মুসলিম জাতির উন্নতির সোপান সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০৮	শারী'আতের মানদণ্ডে মীলাদ মাহফিল- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
০৯	বিদ'আতের ভয়াবহতা- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১০	রমাযানের ফাযায়িল ও মাসায়িল- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১১	ঝাড়ফুঁক ও তাবীয-কবযের বিধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১২	বান্দার সাথে আল্লাহর থাকার ব্যাখ্যা- মূল : বিন বায, অনুঃ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৩	যাকাত বিষয়ে দু'টি পুস্তিকা- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৪	উসিলার মর্ম ও বিধান- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৫	সালাতের গুরুত্ব- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৫	সুদ ও নিষিদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৬	পর্দা আত্মমর্যাদাবোধের প্রতীক- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৭	দু'আ এর শিষ্টাচার ও কবূলের শর্তসমূহ- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৮	মুসলিম বোনের সাথে কিছু সংলাপ- সংকলনে : শাইখ আকরামুজ্জামান

১৯	সূফীবাদ বা পীর-মুরিদীতন্ত্র- সংকলনে : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২০	বিরুদ্ধাচরণ দমন কল্পে অমুসলিমের সাহায্য নেয়ার বিধান মূল : ড. রাবী' বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালী (হাফি:), অনুবাদ : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২১	মুসলিম ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাস- মূল : শায়খ জামিল যাইনু, অনুঃআকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২২	ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- মূল : শায়খ সালিহ আল উসাইমীন (রহ.), সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৩	তাবলীগ জামাআত ও দেওবন্দীগণ- মূল : সাজিদ আব্দুল কাইয়্যুম, সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
২৪	হাদীছ ও ইলমে হাদীছ সংক্রান্ত : কতিপয় যরূরী মাসায়েল সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
২৫	শরী'আতের দৃষ্টিতে যেনা-ব্যভিচার ও অপবাদ প্রভৃতির শাস্তির বিধান সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
২৬	কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ ভিত্তিক জুমুআহ্ ও ঈদের নির্বাচিত খুত্বাহ্ সমূহ সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
২৭	ছহীহ আল আদাবুল মুফরাদ- মূলঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী, অনুবাদঃ আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
২৮	যঈফ ও জাল হাদীছ ভিত্তিক আক্বায়িদ ও মাসায়িল (শিরক ও বিদ'আতের অপারেশন) সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
২৯	আক্বীদাহ্গত কিছু ভুল-ভ্রান্তি বিষয়ে সতর্কীকরণ, সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩০	أساليب وطرق أهل الباطل في نشر الكفر والشرك والبدع والخرافات (عرض ونقد) সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩১	الغلوّ في النبي صلى الله عليه وسلم أسباب–مظاهر–نتائج–سبل الوقاية منه সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩২	محبة الرسول ﷺ بين الحقيقة والادعاء والغلوّ والجفاء সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
৩৩	أهمية الاتباع وخطر التقليد والابتداع সংকলনে- আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম

পরিবেশক

দারুল কারার পাবলিকেশন্স

মাদ্‌রাসা মার্কেট (২য় তলা) ৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড,

বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৭৫১১১১৭০, ০১৭২০৯৫৩৫৫৪২

কাশফুল প্রকাশনী

মাদ্‌রাসা মার্কেট (২য় তলা) ৩৪, বাংলা বাজার, ঢাকা
মোবা: ০১৭৩১০১০৭৪০, ০১৯১৮৮০০৮৪৯

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রানীবাজার মাদ্‌রাসা মার্কেট (উত্তর গলি), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৭০৮৫২৪৫২৫, ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
উত্তরখান ও দক্ষিণখান শাখা, উত্তরা- ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১৭১০৯৬০৫, ০১৭০৭২১০৩০৯

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল;
মাদ্‌রাসা মার্কেট (নীচ তলা); ৩৪, বাংলা বাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

উসওয়াহ পাবলিকেশন্স
৩৬, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল- ঢাকা
ফোন : ০২-৯৫১৩২৬৪, মোবাইল : ০১৭৭৭৪৪৫৫৫৫

আল ফুরকান পয়েন্ট
বাইতুল মা'মুর চাঁদ জামে মসজিদ, আদাবর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২২২১৬৩৬৪

আহলুস সুন্নাহ বুক শপ
কোনাবাড়ী, গাজীপুর। মোবাইল : ০১৭১৭৪৫০৯১৯

তাওহীদ লাইব্রেরী- চৌরাস্তা গাজীপুর
মোবাইল : ০১৯১৩০৭০৩৮৪

আল ফুরকান বুক হাউস- সাভার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬২৮৮৩৩২৮৩

আব্দুস সালাম- সাভার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৮৯৫৬২৯

জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা
টোকনগর, কাপাসিয়া। মোবা: ০১৯৭১০৮৮৩৩৫

আব্দুল মালেক
রাজবাড়ী। মোবাইল : ০১৭০৩১১১৯৭৭

আল ইখলাস স্টোর
বিশ্বরোড মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭৮৭০৯০৭৪৭

ইসলামী লাইব্রেরী
বনপাড়া, নাটোর। মোবাইল : ০১৭১৫৯৭৫২৪৬

দারুস সুন্নাহ বুক শপ-রংপুর
মোবাইল : ০১৭৪০৪৯০১৯৯

আল মিরআতুল মাকতাবাহ-দিনাজপুর
মোবাইল : ০১৭৮০৬২১৭৮২

চাঁদপুর ইসলামী পাঠাগার এন্ড লাইব্রেরী
মোবাইল : ০১৬৮৪৭০৮৩৯৫

مقدمة المؤلف

الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، وأنزل بذلك كتابه المبين، وأمر باتباعه،ونهى عن اتباع المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاه والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والمؤلف به بين قلوب المؤمنين والمؤاخي بين الأنصار والمهاجرين، وقضى على أسباب الفرقة والاختلاف والعداوة والشحناء وحقد الحاقدين، وجمعهم على قلب رجل واحد فجعلهم كإخوان متحابين. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد:

فإن الرسالة المعنون ب"الحزبية تفرقة للأمة في ثوب جديد وأهم أصول توحيد المسلمين" ألفتهالتخليص الأمة الإسلامية -الشعب البنغالي- من مخلب الحزبية المسموم وضررها المكنون وما أكثربذلك المخدوعون!

إن المعتقدات الفاسدة والأفكار السيئة تفرق أهل الباطل والأهواء ، والحزبية تفرق أهل الباطل ومن يزعم أهل الحق على السواء. تفرقة أهل الباطل والفرق الضالة معلوم لدى أكثر أهل السنة والجماعة، وأماتفرقة أهل الحزبية فلا يعرفها إلا الخاصة من الناس رغم ابتلاء الجميع وتضررهم بها.

إن الحزبية أحدث عامل من عوامل تفريق الأمة وتمزيقها في هذا العصر. فإنها تفرق وتشتت أهل مذهب واحد، ومعتقد واحد، واتجاه واحد، إلى أحزاب متخالفة ومتناحرة. ينقسمون تحت رئاسات وأمراء ويسمون بأسماء جميلة وألقاب براقة ولماعة، قد يسمي بعضهم حزبهم جماعة المسلمين، وإخوان المسلمين، وجماعة إسلامية، جماعة أهل الحديث، وجمعية أهل الحديث، وجمعية تحريك أهل الحديث، - إذا كانت الجمعية بمعنى الجماعة كمايقصدون- وحزب الله، ولكل منها أمير ورئيس خاص، ومميزات يتميز بها عن غيرهم من الناس، ويعمدون ألا يتفق اسم حزب مع حزب آخر،إنها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وكلمات الحق أريد بها الباطل، إنها كلمات تفرق بين

أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتجعل علاقة إخوان متحابين - أعداء متحاربين. يعرض هذا عن هذا لا يجالس ولا يؤاكل ولا يشارب. فانقلبت عليهم الأية- أية آل عمران- ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ رقم:١٠٣ (كنتم إخوانا فأصبحتم بحزبيتكم أعداء فيما بينكم)

إن الحزبية داء عضال ومرض معدي شديد من شخص إلى شخص مثل الطاعون والكلب المتجاري في أبدان الإنسان.حتى لا يوجد في شبه القارة الهندية من نجا منها -إلا من رحمه الله- وقليل ما هم.

حتى لم ينجو منها من يتسمون أنفسهم بأهل الحديث. هم ينقسمون إلى أحزاب كجمعية أهل الحديث، وجمعية تحريك أهل الحديث،وجماعة أهل الحديث، وأهل الحديث جماعة. وجمعية شبان أهل الحديث، وجمعية شباب أهل الحديث، وغرباء أهل الحديث، يقصدون بالكلمة الأولى " جمعية" في الأسماء المذكورة جماعة لأنهم يترجمون كلمة " جمعية" بمعنى الجماعة أو الحزب او التنظيم، وعندما يذكرون فضل الحزب عندالدعوة إليه يستدلون بالأحاديث الواردة في فضل الجماعة وأهمية لزومها، وخطورة ترك الجماعة وحكم تاركها.

وعمل جميع الأحزاب جمع الناس وتكثير عددهم، وعدد مساجدهم، ومدارسهم ودعوتهم للانضمام إلى حزبهم. قد يؤدي ذلك إلى الاحتلال على مساجد الأحزاب الأخرى ومدارسها ومناطقتها.

ويثبتون أفضلية الحزب بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى، ويخترعون وجوه الترجيح الكثيرة على الأحزاب الأخرى. ويؤدي ذلك إلى انتهاك أعراض أناس الأحزاب الأخرى رؤساء ومرؤوسين، ويمارس في ساحتها الغيبة والنميمة والاستهزاء والاستخفاف بشأن الآخرين وإظهار المعايب والسب والشتم و تضييع الحقوق وتولية الأصاغر وتقليد الزعماء الجهال إلى آخر....

ألفت هذا الكتاب لإصلاح قومي من أهل الحديث خاصة وأحزاب المقلدين عامة،مستدلا بالأدلة من الكتاب والسنة مع تفسيرها ومدلولها الصحيح والنقول المكثفة لكلام أهل العلم، -أكثر من عشرين عالما- من غير قطع وتشويه وتغيير،كما يفعله الحزبيون.

إليكم ملخص ما ورد في الرسالة:

- **مقدمة الطبعة الثانية:** ذكرت فيها أن علاقة هذه الأحزاب أقرب إلى أحزاب الديمقراطية العلمانية-من حيث التعددية- وأبعد من الجماعة- جماعة المسلمين- لأن الأحزاب تتعد والجماعة لا تتعدد.

وركزت البحث في رسالتي على أحزاب أهل الحديث خاصة وأحزاب غيرهم تبعا لأنهم موضع اهتمامي، ولأنني منهم وهم مني. وفي يوم من الأيام كنت في ضيق الحزبية الممقوتة، فتذوقت مرارتها وتحملت خسارتها، فخلص الله منها- الحمد لله الذي نجاني منها-

وشرحت قول الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله:" أصبح سعي كثير من الناس-اليوم- للجماعة و لزومها السبب الرئيسي في مفارقتهم للجماعة والمروق منها إلى الوقوع في الفرقة والمشاقة" المرادالشرعي للجماعة-ص٩ ماأجمع الكلام وأروعه مع اختصاره!

التحزب والحزبية يتسببان لأضرار وخسائر هائلة جدا - بلغت إلى قرابة 200 خسارة- للأفراد والمجتمع وقد يتعلق بعضها بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاقيات، و قد ينعكس بعضها على الحزبيين أنفسهم، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وكأنه ينطبق عليهم قول الإمام الطحاوي رحمه الله في المقلدين: "لا يقلد إلا عصبي أو غبي" فيقال قياسا على كلامه: "لا يتحزب إلا عصبي أو غبي".

قال أحد رؤساء أحزاب أهل الحديث ويدعي أنه أمير الجماعة ويعترف به من ينتمي إلى حزبه: أنه لا يسمح له بدخول كثير من مساجد أهل الحديث- بدكا، وهو يقصد مساجد جمعية أهل الحديث. اسمعوا إن شئتم كلامه*

* رابط: https://youtu.be/PZYIuCSv2Bo

•مقدمة الطبعة الأولى: ذكرت فيها أن هذه الرسالة أول ما ألف باللغة البنغالية في هذا الباب مطابقا وموافقا لما يجري في ساحتهم من التحزب والحزبية وعلاجا للمبتلين بها. وبالمقابل يوجد في الدول العربية وخصوصا في بلاد مكة والمدينة السعودية مؤلفات خاصة ومواضيع ومقالات ضمن المؤلفات الشيء الكثير منها، ككتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية- للشيخ بكر ابو زيد، وفتاوى الشيخ ابن باز، ومحمد بن صالح العثيمين، ومحمد ناصر الدين الالباني، وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، في فتاواه والسياسة الشرعية رحمهم الله جميعا، إضافة إلى تواجد عدد هائل من العلماء الربانيين الذين هم مرجع المسلمين السليم. كما ذكرت فيها سلبيات هذه الأحزاب وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمع وميادين التعليم و الدعوة

•التمهيد : ذكرت فيه أحوال وبيئة سيئة بسبب انتشار التحزب والحزبية

•جو تأليف الرسالة وأسبابه القاهرة

•الفصل الأول: التفرد والتفرق إلى الأحزاب والجماعات من عادات العصر الجاهلي

•الفصل الثاني: حكم لزوم الجماعة وأهميته وفضله وفوائده

•الفصل الثالث: حكم ترك لزوم الجماعة وخطورته وأضراره

• الفصل الرابع: أضرار التحزب وتعدد الجماعات

المبحث الأول: من أضرار الحزبية تأويلات حزبية للآيات القرآنية (بتضييق مدلولاتها وحصرها في إطار الحزب)

المبحث الثاني: تأويلات فاسدة للأحاديث النبوية بحجرها في إطار الحزبية

المبحث الثالث: تأويلات تحريفية لأدلة الكتاب والسنة والحجج الواهية والشروط الباطلة لإثبات الحزبية

المبحث الرابع: أضرار عقدية ومنهجية للحزبية

المبحث الخامس: أضرار وخسائر خلقية للحزبية

المبحث السادس: أضرار التحزب والحزبية التاريخية والتراثية

- الفصل العاشر: أصول توحيد أحزاب أهل الحديث المتناحرة
- الفصل الحادي عشر : الأسئلة والأجوبة لتوضيح المسئلة

أسال الله تعالى أن يتقبل جهدي هذا المتواضع لوجهه الكريم ونفع به الإسلام والمسلمين وخاصة الحزبيين، وكتب له القبول والشيوع والذيوع في أواسط العامة والعلماء العاملين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه الرحمن
أكرم الزمان بن عبدالسلام
٢٦ جمادى الأول ١٤٤٤هـ
الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢م

اَلْحِزْبِيّةُ تَفْرِقَةٌ لِلْأُمَّةِ فِيْ ثَوْبٍ جَدِيْدٍ

وَأَهَمُّ أُصُوْلِ تَوْحِيْدِ الْمُسْلِمِيْنَ

المعتقدات الفاسدة والأفكار السيئة تفرق أهل الباطل والأهواء

والحزبية تفرق أهل الباطل ومن يزعم أهل الحق على السواء

تأليف : أكرم الزمان بن عبد السلام

الليسانس : الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة. الماجستير : جامعة دارالإحسان- داكا.

مدير مؤسس لمعهد التربية والثقافة الإسلامية- أترخان و دكهن خان- دكا.

مؤسس ومستشار لمدرسة الفرقان الإسلامية- تاكورغاون.

مدير قسم الدعوة والتعليم بجمعية إحياء التراث الإسلامي- الكويت- فرع بنغلاديش - سابقا.

الاستاذ المساعد بجامعة بنغلاديش الإسلامية، داكا- سابقا.

الناشر

مؤسسة إحياء السنة للطباعة والنشر والدعوة

اَلْحِزْبِيَّةُ تَفْرِقَةٌ لِلْأُمَّةِ فِيْ ثَوْبٍ جَدِيْدٍ

وَأَهَمُّ أُصُوْلِ تَوْحِيْدِ الْمُسْلِمِيْنَ

المعتقدات الفاسدة والأفكار السيئة تفرق أهل الباطل والأهواء
والحزبية تفرق أهل الباطل ومن يزعم أهل الحق على السواء

تأليف : أكرم الزمان بن عبد السلام

الناشر
مؤسسة إحياء السنة للطباعة والنشر والدعوة

ইহ্‌ইয়া-উস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন
শিন্নিরটেক (উজামপুর রোড), মৈনারটেক, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
যোগাযোগে : ০১৬৪২৪৬৩৭৭৩ , ০১৬১৪০০৪৮৪৭ ,০১৮১৭১২৯৮০৭
ই-মেইল: ihyaussunnahbd@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.ihyaussunnah.com